ভার্গববিজয় কাব্য

ঢাকা জগন্নাথপুর সাং [illegible] এবং কলিকাতা [illegible] নিবাসী [illegible]

অষ্টম সংস্করণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

প্রণীত এবং প্রকাশিত।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥ —
মালবিকাগ্নিমিত্র।

কলিকাতা।

৩৭, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, আল্বা[redacted]

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি[redacted]

মুদ্রিত।

আশ্বিন, ১[redacted]

উৎসর্গ-পত্র।

সাহিত্যগগনে নবোদিত তপন

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চতুর্দ্ধুরীণ বাহাদুর

মহোদয়ের

কর-সরোরুহবরে

এই

বঙ্গীয়

ক্ষুদ্র পদার্থটী

যদীয় বঙ্গভাষার সবিশেষ উৎসাহ-প্রদান জনিত

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই

বঙ্গবাসী গ্রন্থকার-

কর্ত্তৃক

সমর্পিত হইল।

'ভার্গববিজয়' কাব্য-সমালোচনা।

বক্ষ্যমাণ মহোদয়চয়ের এই গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় অভিমতগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ঢাকা-জয়দেবপুর সাহিত্যসমালোচনীসভা-সংস্থাপক সুবিজ্ঞোৎসাহিদ-বন্ধু বঙ্গভাষানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহা-দুরের নিকট হইতে—

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমরা আপনার 'ভার্গববিজয়' কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি, সাহসপূর্ব্বকই বলিতে পারি যে, পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে রস-ভাব-রীতি গুণ আদি যথাস্থানে যথাসময়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আধুনিক কবিগণ অলঙ্কারশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া চলিতেই উৎসুক, কিন্তু, আপনি সেই প্রাচীন শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। যদিও আপনি নবীন বাবুর ন্যায় মৃদু মৃদু মিশিয়া তানিয়া পাঠকের হৃদয় প্রসন্ন করিতে যত্নবান হন নাই, যদিও মৃত মধুসূদনের ন্যায় তোপধ্বনি করিয়া জগৎ চমকিত করিতে সাহসী হন নাই, তথাপি আশা করিতে পারি যে আপনার রচিত কাব্য বঙ্গসাহিত্য-সংসারে চিরগৌরব লাভ করিবে। আপনি যে পাশ্চাত্য রীতি উপেক্ষা করিয়া, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের মতানুসরণ করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই প্রশংসার বিষয়। 'ভার্গব-বিজয়' নানাবিধ অলঙ্কারে পরিপূরিত হইয়াছে। বাস্তবিক, প্রকৃত কাব্যে যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, ভার্গব-বিজয়ে তাহার কিছুরই অভাব দৃষ্ট হইল না। উপর্য্যুপরি বিভিন্ন রসের সমাবেশে কাব্যখানির মনোহারিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, পরন্তু, অনুপ্রাসের অনুরোধে ভাষা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; মধ্যে মধ্যে দুরূহ সংস্কৃত শব্দাবলীর প্রয়োগও অনুচিত বোধ করেন নাই; যাহা হউক, কেবল এই মাত্র দোষে(*) আমরা ভার্গববিজয়ের অনাদর করিতে পারি না। 'ভার্গব-বিজয়' লোকলোচনের বিষয়ীভূত হউক, ইহা আমাদের একান্ত কামনা; এই উদ্দেশ্যেই অদ্য আমরা ৫০৲ টাকা সাহায্য দিলাম। * * * ইতি।

জয়দেবপুর সাহিত্যসমালোচনী সভা। } নিবেদক

১৮ই মাঘ, ১২৮৩। } শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ রায়।

মহাশয়! * * * দেবী বীণাপাণির প্রিয় সন্তানগণ কখনও কম-লার কৃপা-ভাজন হইতে পারেন না; এইটী স্বাভাবিক রীতি; আপনি এই জন্য দুঃখিত হইবেন না। * * * আমি ভরসা করি, আপনি চেষ্টা

করিলে, বঙ্গের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিবেন। * * * ইতি ৫ ফাল্গুন, ১২৮৩। জয়দেবপুর। একান্ত বশম্বদ শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ রায়।

শ্রীযুক্ত-সভ্যবরেষু।—মহাশয়! আমরা অতীব আনন্দ-সহকারে আপনাকে অত্রত্য সাহিত্য-সমালোচনী সভার বৈদেশিক সভ্যপদে মনোনীত করিলাম। * * * আপনার প্রতি যে রূপ ক্ষমতা অর্পিত হইবে, তাহা আগামী অধিবেশনের পরেই জানিতে পারিবেন। * * * ইতি।

২৭এ. বৈশাখ, ১২৮৪। বশম্বদ
জয়দেবপুর সাহিত্যসমালোচনী সভা। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ রায়।

স্বদেশহিতসাধন-তৎপর উদারচরিত শ্রীযুক্ত দেওয়ান রাজীবলোচন রায় বাহাদুর মহোদয়ের সমীপ হইতে —

(৩৬০ নং) পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীচরণেষু

সপ্রণাম-নিবেদনমিদম্।—মহাশয়! * * * আপনার রচিত 'ভার্গববিজয়' গ্রন্থ * * * একদূর পাঠ করিলাম. তাহাতে এই মহাকাব্য খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং ভাব-নিপুরিত হওয়ায় বিলক্ষণ অনুভূত হইল। কোন অংশেও দূষণীয় হয় নাই। এই গ্রন্থখানি যে সর্ব্বত্রে আদরণীয় হইবে, তাহার কিছুমাত্র সংশয়ও নাই। * * * ইতি।

২৪এ. ফাল্গুন। } নিবেদক
কাশীমবাজার রাজধানী। } শ্রীরাজীবলোচন রায় Bdr.।

"যে শ্রেণীর পাঠকেরা মাইকেলের মেঘনাদবধকে অতি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া মনে করেন, 'ভার্গববিজয়' কাব্য তাঁহাদের নিকটই মনোহর হইবে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, বাগ্দেবী যেমন মহাকবি কালিদাসের লেখনীতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, আমাদের এই কবির লেখনীতে মাইকেলও সেইরূপ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। শব্দাড়ম্বরেও রচনা সম্বন্ধে ইহা মাইকেল-অপেক্ষাও গাঢ়তর এবং কঠিনতর।" * * *

* * * সমাজদর্পণ ; ২৬শে. ভাদ্র, ১২৮৩।

কোবিদপ্রবর সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল. মহাশয়ের নিকট হইতে—

আমি 'ভার্গববিজয়' পাঠ করিয়াছি। এই কাব্য খানি মহাকাব্য-শ্রেণীভুক্ত। মহাকাব্যের নিয়মানুসারে ইহাতে কৌশল-সহকারে নানা বিষয়ের বর্ণনা, ও নানা রসের অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার অনেক স্থলে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি, ও লিপি-নৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। গ্রাম্যতা দোষ পরিহারার্থ, ও ভাষার ওজোগুণবর্দ্ধনার্থ কবি বহুল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ; এ জন্য ভাষা কিঞ্চিৎ কঠিন(*) হইয়াছে।

কলিকাতা। ১২ জুলাই, ১৮৭৭। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমীপেষু

বহুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্।—মহাশয়! আমি আপনার 'ভার্গব-বিজয়' কাব্যখানির স্থানে স্থানে পড়িয়া দেখিলাম, আপনি ইহার মধ্যে বিশেষ গুণপণা ও নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের দেশের অক্ষয় গৌরবস্থল সংস্কৃত মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ আছে, আপনি যত্ন-সহকারে সে সকলের অনেক স্থান হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। পাশ্চাত্য মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ-পদ্ধতি, তাহা আপনার এই বৃহদ্গ্রন্থের মধ্যে প্রায় স্থান পায় নাই। এটি দুঃখের বিষয়। আপনার ভার্গববিজয়ের অনেক স্থানে সুকবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। বহির্জগৎ বর্ণনায় যে পরিমাণে আপনার ক্ষমতা দেখিলাম, যদি ঠিক সেই পরিমাণে অন্তর্জগৎ বর্ণনাতেও উহা দেখিতে পাইতাম, তবে এই গুণবিশিষ্ট গ্রন্থখানি আরও গুণযুক্ত হইত। আপনি অমিত্রাক্ষর-ছন্দের গতি ও ব্যাকরণবিধি সংরক্ষণে সুনিপুণ। আপনি আমার বিবেচনায় একজন সুকবি। আমার একটি অনুরোধ এই যে, আপনি প্রভূত অনুপ্রাস-ঘটিত শব্দ ব্যবহার ও অপ্রচলিত শব্দ-কাঠিন্য(*) পরিত্যাগ করিতে ভবিষ্যতে বিশেষ সতর্ক হইবেন। আপনার এই প্রথম উদ্যমের 'ভার্গ' আমার সমাদরের পাত্র। ইতি।

[illegible], কলিকাতা। ২৭এ. ভাদ্র, ১২৮৩। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রিয়তম মিত্র কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর বীররসাশ্রিত এইরূপ উৎকৃষ্ট মহাকাব্য আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই কাব্য খানিতে আপনি প্রকৃত কবিত্বের পরিচয়ই দিয়াছেন। বঙ্গবাসীরা যে আপনার কাব্যপাঠে প্রকৃষ্ট আনন্দ অনুভব করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভার্গববিজয়ের প্রথম তিন সর্গ কঠিন(*) হইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে, ভবিষ্যতে আপনার লেখা কিঞ্চিৎ সরল হয়। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। ইতি। শ্রীজীবানন্দ শর্ম্মা।

কলিকাতা। ৯ই. সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭। (Supt. Free Sanscrit College.)

অধ্যাপকবর শ্রীচন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহোদয়ের নিকট হইতে—

'ভার্গববিজয়' এক খানি সুন্দর গ্রন্থ। যদিও বিষয়টি অতি সীমাবদ্ধ, তথাপি ইহাতে উচ্চকল্পনাশক্তির সুবিস্তার-পরিভ্রমণ প্রদর্শিত হইয়াছে। নায়ক, প্রতিনায়ক, উপনায়ক প্রভৃতির চরিত্র চিত্রিত করিবার জন্য যে যে উপকরণ আবশ্যক, সে সকলেরই বিশেষ-যত্ন-সহকারে সঙ্কলন স্পষ্ট দেখিতে

পাওয়া যায়, [illegible] প্রকৃত কাব্যের উপযোগী বটে। কবিত্বের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত না হইলে, কোন পুস্তক কাব্যশ্রেণীতে গণনীয় হইতে পারে না। কাব্যে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ পন্থাই অবলম্বিত হইয়া থাকে। ছন্দঃ ও পদ কবিতার বেশভূষা-স্বরূপ মাত্র। কেবল যে পদ্যময় গ্রন্থই বিলক্ষণ সুকবিত্ব সংবলিত হইবে, এমন নহে।—মহাকবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও শ্রীদণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' এবং বর্তমান কাব্যবিদবর বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ' ইত্যাদি পুস্তকপাঠে কোন সহৃদয় জন না সংমোহিত হয়েন? মিত্রাক্ষরে ও মিত্রবর্ণে গ্রথিত, নিয়মিত যতিবিশিষ্ট, অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমক আদি অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত, কিম্বা প্রহেলিকা বা এরূপ কুশ্রাব্য দুরন্বয় পদবিন্যাস করিলেই 'কাব্য' হয় না।

"'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"— সাহিত্যদর্পণ।

অপিচ,—"ইষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"— দণ্ডী।

"'কাব্য' মানসিক ধ্যানবৃত্তিরূপ পুষ্পোদ্যানজ অশেষবিধ ভাব কুসুমের সৌরভমাত্র, সেই সুগন্ধ-ভার-গ্রহণে কবিদিগের মনস্বিতা ও রচনাশক্তিই পটুতর।"—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

"*Poetry* is the blossom and the fragrance of all human knowledge, human thoughts, human passions, emotions and language."— কোলেরিজ্।

অপিচ,—"*Poetry* is the language of the imagination and the passions. It relates to whatever gives immediate pleasure or pain to the human mind."— হ্যাজ্লিট্।

অপিচ,—"*Poetry* is the art of portraying nature in words as painting does in color."— অ্যাডিসন।

অপিচ,—"*Poetry* is defined to be vivid feelings and conceptions clothed in harmonious language."— কলসন্।

লোকোত্তর-চমৎকারি, অনির্বচনীয়-আনন্দব্যঞ্জক, ও সহৃদয়হৃদয়হারী বাক্য-বিন্যাস, এবং বিভিন্নবিধ রসের উদ্দীপন করাই কাব্যপ্রণয়নের প্রধান প্রয়োজন; যে পুস্তকে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি নানাবিধ রস পরিপূর্ণ, এবং তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষ রসের উৎকর্ষ্য উপসংহারে সংলগ্ন থাকে, তাহাকেই প্রকৃত 'কাব্য' কহা যায়।—উৎসাহ, ঔৎসুক্য, ক্রোধ, মোহ, অপস্মার, নির্ব্বেদ, হর্ষ, শোক, আবেগ ইত্যাদি বহুবিধ ভাবের উৎপত্তি এবং বিস্তার করাই কবিত্বকলা প্রকাশের মূল-চেষ্টা; সুষুপ্তপ্রায় মানসিক বৃত্তি-চয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করা কবিত্বের এক শ্রেষ্ঠ গুণ; এবং অচেতন পদার্থকে সচেতন, অসম্ভবনীয় ব্যাপারকে সম্ভবপর, উচ্চকল্পনাশক্তির

সর্ব্বাঙ্গীণতা সম্পাদন, সূক্ষ্মভাবে নিসর্গ সংবর্ণন, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সমান পরিমাণ সংরক্ষণ, ও জন-সমাজের আচারব্যবহারাদির যথাযথ চিত্র করাই কবিতার এক মুখ্য ধর্ম্ম। বলিতে পারা যায় যে, ভার্গববিজয় এই সকল বিষয়ে কদাচিৎ বিফল হইয়াছে।

এ'খানিকে 'মহাকাব্য'-বিভাগের অন্তর্গত বলিলে কোন ক্ষতি নাই।

> "সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্,—
> আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বাপি তন্মুখম্,
> ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্,
> চতুর্ব্বর্গফলোপেতং চতুরোদাত্তনায়কম্,
> ইত্যাদি
> অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্,
> সর্গৈরনতিবিস্তীর্ণৈঃ শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ
> সর্ব্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরুপেতং লোকরঞ্জকম্
> কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়েত সদলঙ্কৃতি।"— কাব্যাদর্শ

ভার্গববিজয়ে এই সকল লক্ষণের প্রায় অনেকস্থলে প্রায়ই দৃষ্ট হ এই কাব্যোল্লিখিত কবি যে অতি সুন্দর কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ত র্শনে কোন্ কাব্যপ্রিয় উদারচিত্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হইবেন? বলিতে ইহার মহনীয়তা সর্বাংশে স্তুতি ও প্রশংসাদির পাত্র। যে গ্রন্থ জনজীব লোকসঙ্গ, প্রকৃতির লীলাভূমি, কবিত্বের আকর, রসের বিহারস্থলী, ব কাব্য-ভাব-রস-গুণ নীতি-প্রকৃতির নিবাস উদ্যান, এবং উপন্যাস-সমুদ্র সুবিশাল বলিয়া প্রতীত না হইল, তাহাকে আলঙ্কারিকেরা কখ কাব্য-শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করেন না। ভার্গববিজয়ে অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত য উৎসর্গ উদ্ভব প্রভৃতি সংরক্ষিত হইয়াছে—তাহাতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ন ইংরাজ কাব্যকারদিগের পন্থা অনুসরণ করাই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দে বাহ্যাড়ম্বরসম্বন্ধে, বোধ হয়, ইনি মিল্টনের ছায়ার অনুকারী হইতে উ হইয়াছিলেন; যাহা হউক, ইনি মহাকবি মৃত মাইকেল মধুসূদন দা প্রিয় শিষ্য।

কাব্যখানি সমস্ত ওজোগুণে পরিপূর্ণ, কিন্তু, স্থলবিশেষে বৈদর্ভী রীতি যা সুকুমার, ললিত, প্রসাদ প্রভৃতি গুণও পাওয়া যায়। ইহাতে বীর-রৌ ভয়ানক-অদ্ভুত করুণ-বৎসল ইত্যাদি রস ন্যূনাংশে প্রায় বর্ত্তমান আছে; অনেকবিধ বিভাব, অনুভাব, স্থায়ী ভাব, ব্যভিচারী ভাব স্থানে স্থানে মনো মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অধিকন্তু, পাত্রবর্গের ঘাত-প্রতিঘাত-আদি সংঘ প্রমোদনীয় আলোচিতব্য বটে।

যদিও ভাষা অনেকস্থলে কাব্যের উপযোগিনী, তথাপি কিয়দংশপরিমি কঠিন সংস্কৃতশব্দের সন্নিবেশ-পটুতা থাকা অনুপযুক্ত বলিয়া আপাত

প্রতীত হয়; কিন্তু, এগুলি একটি [illegible] বলিয়া স্বর্গীয় কবি অবিশেষত্ব—প্রথম উদ্যমে কোন কোন [illegible] অধিনিবেশ এবং অপরিহার্য প্রকৃতি। মিল্টনের [illegible] [illegible] পরিস্ফুট [illegible] [illegible] করিয়াছে; মিল্টনের 'Paradise [illegible]' 'Paradise Regained' [illegible] গুরুতর। [illegible] [illegible], [illegible] বিরামবিশিষ্ট [illegible]-সংযুক্ততা-প্রকৃতি [illegible] পরিহার্য্য; [illegible] মধুসূদনের দোষগুলি শুধু একটা অনুকৃত হয় [illegible], কিন্তু, [illegible] [illegible] হইয়াছে। ইহাতে [illegible] [illegible] যথা-[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আর অণুমাত্র [illegible] নাই,—

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবি [illegible] [illegible] [illegible]ছেন। [illegible] কবির কল্পনা [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] ও [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], উৎকর্ষশালিনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বীকার করেন। [illegible] বলিলে, [illegible] [illegible] হইতে হইবে না, [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কাদম্বিনী, [illegible]—[illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] এবং কবিতা-[illegible]—[illegible]; [illegible] [illegible], [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] বোধ হইবে না, প্রত্যুত তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible], চকিত, [illegible] হইবার সম্ভব। কবি-[illegible] [illegible] কল্পনা মহাস্রোতস্বতীর [illegible] [illegible]-প্রবাহ) হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] হয়, পরিদর্শকচয়ের হৃদয়-[illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিলোকনে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমাকর্ণনে সকলেরই [illegible] [illegible] [illegible] নিমগ্ন হইয়া [illegible]; ভার্গববিজয়ে তাহার [illegible] [illegible] [illegible] কবিবেন। [illegible] কবিতাকলাপ আবৃত্তিকালে [illegible] [illegible] চঞ্চুরী, [illegible], [illegible] ইত্যাদির মনোজ্ঞ নিনাদ [illegible]।

[illegible] আদিকবি ভারত-[illegible] [illegible] রত্নরাজি-বিজড়িত [illegible]-[illegible] একটি ক্ষুদ্র রত্নের [illegible] আলোকমাত্র পরিগ্রহ [illegible] [illegible] হইয়াছে; বিশেষতঃ, [illegible] [illegible] [illegible], বঙ্গীয় ও ইংলণ্ডীয় [illegible] [illegible] মনীষাসম্পন্ন মহাকবি[illegible] [illegible] মণি-খনির সার-সঙ্কলিত [illegible] [illegible] হয়। এমনতর সংকাব্য [illegible] পরে অতি বিরল-[illegible] হয়।

কবি উপসংহার-কালে স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ‘ভার্গববিজয়’ তিনি বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রণয়ন করেন, উহা যদি প্রকৃত হয়, তবে এত অল্প বয়সে ঈদৃশ গভীরভাবসম্পূর্ণ পুস্তকরচনা একটু ক্ষমতার কর্ম্ম বলিতে হইবে। যেখানে কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবিগণ কবিতা-দেবীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেখানে যে সে ব্যক্তির কবি খ্যাতি লাভের প্রত্যাশা অতীব দুঃসাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। এখানে কবিত্বের চরম উৎকর্ষ আবশ্যক করে। এরূপ শক্তিবিহীন জনের লেখনী দীপ

"গুণ-দোষ কে বা আগে করে অন্বেষণ,
প্রতিমাত্র মনঃ হরে সুকবি-ভারতি ;
দৃষ্টিমাত্রে কে বা অগ্রে পরিমল লয়,
তথাপি, মালতি-মালা হরে বিলোচন।"—

সাদৃশ আলোকের পশ্চাৎ ছায়া সকল স্থলেই সংবর্দ্ধিত থাকে, তাদৃশ গুণের পর দোষও যুগপৎ সকল মানবেই অবস্থিতি করিতেছে ; তবে কাহারও অল্প, কাহারও বা প্রচুর প্রমাণে। ভার্গববিজয়কে যে আমরা একেবারে দোষশূন্য বা গুণপূর্ণ বলিতেছি, তাহা নহে। গ্রন্থকার কবিত্ববিষয়ে নব্য, তাঁহার দীনত্ব-নিবন্ধন কবিত্বকলা কদাপি ইতঃপূর্ব্বে সুপ্রকাশিত হইয়া, সাধারণের হৃদয়ে আনন্দ সংবর্দ্ধনে অবসর লাভ করে নাই। নবোন্মেষশালী কুসুমের ন্যায়, উদিতোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায়, অভিনবকলা চন্দ্রের ন্যায়, নূতন বর্দ্ধিষ্ণু প্রবাহের ন্যায়, নবীনপ্রোজ্জ্বলিত দাবদাহের ন্যায়, এবং প্রথমারব্ধ আলাপচারী গায়কের ন্যায় তাঁহার এই প্রথম চেষ্টা ; সুতরাং, তিনি প্রচুর উৎসাহ পাইবার পাত্র। যদি কালক্রমে তাঁহার দ্বারা সাহিত্য-সংসারে কোন একটী উপকার প্রত্যাশা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ ব্যক্তির উদ্যম ভঙ্গ না করিয়া, সদুপদেশ বা সুমন্ত্রণা দানই কর্ত্তব্য।

তথাহি,— "কাকো ভক্ষ্যতমেঽপি বিস্তৃতবহে-রাম্যান্নমানে মুহুঃ
দোষান্বেষণমেব বৎসরজুষা, নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ ;
কাসারেঽপি বিকাশি পঙ্কজচয়ে, খেলন্মরালে পুনঃ,
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন (কুঞ্চিতবপুঃ) শম্বূক-মন্বেষতে।"—

এই পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীস্থ বালকবর্গের বিলক্ষণ অধ্যয়নোপযোগী হইয়াছে, বলিতে কি, যদি সাধারণ-শিক্ষাসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই খানিকে বঙ্গের বিদ্যালয়-সমূহে প্রচলিত করিয়া দেন, তা' হ'লে, বোধ করি, ছাত্র-নিকর সাহিত্যসংসারে অনেক উপকার লাভ করিতে পারিবে।

গাজিপুর। ৫ই. আশ্বিন, ১২৮৩। শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

(*) এই সকল দোষ যথাসাধ্য উত্তরোত্তর সংশোধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছিল বলিয়া, কেবল প্রথম কতিপয় সর্গে হয় নাই।

নিবেদন।

'ভার্গববিজয়' প্রায় ৪ বা ৫ বৎসর হইল লিখিত রহিয়াছিল। আমার অর্থাভাবনিবন্ধন ইহা সাধারণ-সমক্ষে সুপ্রকাশিত করিতে এতদিন অসমর্থ ছিলাম। সম্প্রতি, দিগন্তবিস্তৃতকীর্ত্তিমতী সুদীনজননী শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহাশয়া ১০০৲ টাকা এবং সাহিত্যের পরম সুহৃৎ স্বদেশহিতৈষী ঢাকা-জয়দেবপুর-সাহিত্যসমালোচনীসভা-সংস্থাপক শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চতুর্দ্ধুরীণ বাহাদুর মহোদয় ১০০৲ টাকা দান করিয়া, তাঁহাদের দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে যে আমি কতদূর-পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, তাহা বলিয়া বিবৃত করিতে পারি না। এই আংশিক আনুকূল্য-বলেই আমি এই মাদৃশ জনের অসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অধুনা আমার এই অতি সামান্য 'ভার্গব' সাধারণের নয়নে কীদৃশী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহা ভবিষ্যতের তিমিরগর্ভে নিহিত। যদি ইহা কখন পরম-কোবিদবৃন্দের, সমাদরের দ্রব্য বলা দূরে থাক, একটুমাত্র দর্শনীয়ও হয়, তবে আমার এই পরিশ্রম চিরকালের নিমিত্ত অবশ্য প্রশংসিত হইবে। যদি আমার অনেক দুঃখের 'ভার্গববিজয়' গ্রন্থের শিরোভূষণস্বরূপ মহাত্মাগণের প্রসন্নতা বা প্রীতি লাভের পাত্র বলিয়া গণনীয় হয়, তা' হ'লেই আমি কৃতকৃত্য হইব,—ইহাই আমার ন্যায় দীনজনের একান্ত ভিক্ষা।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, পরদুঃখকাতর শ্রীযুক্ত দেওয়ান রাজীবলোচন রায় বাহাদুর, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বি. এ., সাহিত্য সমালোচনী সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকিশোর আচার্য্য চতুর্দ্ধুরীণ, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি. এ., অধ্যাপকবর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, সমাজদর্পণ-সম্পাদক বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন সরকার, সুকবি সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বি. এল্., কবিবর প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের এবং অন্যান্য কতিপয় মিত্রের সমীপে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে নিবদ্ধ রহিলাম।

দক্ষীণ বরাহনগর, ষষ্ঠীতলা। } নিতান্তবিনয়াবনত সুদীন
১৫ই. আশ্বিন, ১২৮৪ বঙ্গবর্ষ। } শ্রীগোপালচন্দ্রচক্রবর্ত্তী।

পঞ্চদশ সর্গ।

বিষয় :—

সূর্য্যের অস্তগমন ; প্রদোষ ; রজনীর উপস্থিতি :—সন্ধ্যাতারা,—নক্তঞ্চর বিহঙ্গ,—সন্ধ্যার মঙ্গলাচরণ,—কামিনীগণের নিশীথবিলাসযোগ্য বেশ-ভূষা,—চন্দ্রোদয়,—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য,—নদী,—খদ্যোতিকা,—রজনী-বিহারী পক্ষী,—নিশাবিকাশশীল কুসুম,—সাধারণ-আনন্দ,—সংযোগীর প্রমোদ,—বিয়োগীর বিলাপ,—কন্দর্প,—শৃগাল-কোলাহল,—বিদুরবিজয়,—ব্যোমচারিগণ,—অভিসারিকা-আদি,—পথিক, প্রবাসী ; সিদ্ধাশ্রমে রাঘবীয়-বর্গের প্রবেশ ; মহর্ষিবৃন্দের প্রত্যুদ্গমন প্রভৃতি সংবর্ণন পঞ্চদশ সর্গ-শেষ।

স্থান,—কোশলাপথ ; সিদ্ধাশ্রম।	কাল,—দ্বিতীয় দিন ; —বাসন্ত সন্ধ্যা, শুক্লা রজনী।

রাঘবে বিজয়ী হেরি' অপার আনন্দে
অস্ত-মহীভৃত-রাজ-শিখর ত্যজিয়া,
শোণিতবরণ-তনু অনলাংশুমালী
চরম-সাগরবর-সলিলে পশিলা।
হ'ল বিমলিন-বিভা ভানুরে না হেরি'
মনোজ্ঞ-বদনলক্ষ্মী দিগ্বধূবৃন্দের।
সূর্য্যকান্ত মণি-রাজ সূর্য্যের বিচ্ছেদে,
অচলমেখলা-ধামা, নিস্তেজিল খলু
জলে সম-প্রেমাকাঙ্ক্ষী পঙ্কজের সঙ্গে।
তপনে লইয়া হেথা বিনোদ মন্দিরে
প্রস্থানিলা সন্ধ্যা-বধূ পরম সম্প্রীতে।
তিমিরাবগুণ্ঠবতী যামিনী ভামিনী

ক্রমে আসি' দেখা দিলা রবি-অদর্শনে।
প্রকৃতি-দেবীর কর্ণে কুণ্ডলের সম,
হীরক-মুকুট সন্ধ্যা-বধূর মস্তকে,
রজনীর চারু-ভালে তিলক-স্বরূপে,
পশ্চিমা-ককুভা-অধিষ্ঠাত্রী দেবতার
সীমন্তমণির রূপে সায়ম-তারকা॥

* (লোকপ্রসিদ্ধি) 'শুকতারা' বা 'সৈন্ধতারা' নামে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী নক্ষত্র আছে। যমরাজের নিকটে প্রথমটি আবেদন করে,—'পৃথিবীতে মানুষ নাই, প্রভো! আমি আর অনন্তর নির্জন স্থানে একাকী থাকিতে পারিব না!' দ্বিতীয়টি বলে,—'আর টিকিতে পারি না, লোকের কলরবে প্রাণ অস্থির; একটু বিশ্রামের উপায় নাই; প্রভো! ওখানে আমাকে আর পাঠা'বেন না!'

: (কবিপ্রসিদ্ধি) 'শুকতারা', 'প্রাতস্তারকা', বা 'প্রভাতনক্ষত্র' (Morning star)কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা 'Lucifer' কহিতেন। ইহা বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নিশাশেষে পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। ইহাকে কবিরা প্রভাতের পুত্র, বা উষার কন্যা, সূর্য্যের দূত, শেষরজনীর কপালে সিন্দুর-বিন্দু, উষার শিরঃশোভী হীরক, অরুণের কিরীট, প্রাতের কর্ণাবতংস, পূর্ব্বদিকের গলে অলংকার, দেবপুরে মৃত বন্ধুর আত্মা ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করেন।

"How art thou fallen from Heaven, *Lucifer*,
Son of the morning!"— *Isaiah*, XIV. 12.

"*Fairest* of stars, *last* in the train of night,
If better thou belong not to the dawn,
Sure *pledge* of day, that crown'st the smiling morn
With thy bright circlet."— *P. Lost*, Book V.

——"As the *morning-star* that guides
The starry flock."— *Milton.*

"নিত্য তোমা' হেরি প্রাতে এই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা' মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য অবগাহি' দেহ শিশিরের নীরে,
দেখা দেও, হৈমবতি! থাকিতে যামিনী।

উদিল প্রদোষে জ্বলি' স্নিগ্ধ-দ্যুতিমতী।
অগণ্য তারকামালা, স্ফুর্ত্তিমান্ জ্যোতিঃ,
উদিল ক্রমশঃ ব্যাপি' সুবিমল নভঃ,—
ব্রহ্মাণ্ড-মন্দির-ছাদ-তল-বিলম্বিত

বহে কলকল-রবে স্বচ্ছ প্রবাহিনী
গিরি-তলে ; সে' দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও' মুখের আভা কি, লো, আইস, 'কামিনি' ।
কুসুম শয়ন থু'য়ে সুবর্ণ-মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ-কারাগার তেয়াগি' ভূতলে,
'স্নেহকারী-জন-প্রাণ' তুমি দেব-পুরে,
ভালবাসি' এ' দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আগুন তা'র নিবাইতে দূরে ?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভঃস্থলে,
জুড়াও এ আঁখি দু'টি নিত্য নিত্য উ'রে' !"— ১৭শ. পদী ক.।

'সাঁজোতারা', 'সায়ম্-তারকা', বা (সান্ধ্য) 'সন্ধ্যানক্ষত্র' (Evening star) 'Hesperus', 'Hesper', বা 'Vesper' নামে কথিত হয়। ইহা বর্ষা এবং শরৎ ঋতুতে সন্ধ্যাকালে পশ্চিম দিকে উদিত হয়। রজনীর দূতী, সুর-সুন্দরী, নক্ষত্রগণের অধিনেতা, প্রকৃতির কর্ণে কুণ্ডল, গোধূলীর সহচরী বা ললাট-রত্ন, সন্ধ্যার শিরে মুকুট-মণি বা কবরী কুসুম, প্রথম নিশার ভাল-তটে তিলক, পশ্চিমাশার সীমন্ত-মণি প্রভৃতির স্বরূপে সংবর্ণিত হয়।

———"*Hesperus*, that led
The starry host, rode brightest."— *P. Lost, Book IV.*

"কা'র সাথে তুলনিবে, লো 'সুরসুন্দরি' !
ও' রূপের ছটা কবি এ' ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি, লো, হেন খনি, যা'র গর্ভে ফলে
'রতন' তোমার মত, কহ, 'সহচরি
গোধূলীর' ? কি ফণিনী, যা'র সুকবরী
সাজায় সে' তোমা'-সম 'মণি'র উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি' তোমা' নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা' বাসে না শর্ব্বরী ?
হেরি' অপরূপ রূপ, বুঝি, ক্ষুব্ধমনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে

চারু চন্দ্রাতপে মণি-চুম্‌কী বসান,—
রজনী-কবরীভারে মুকুতার দাম,—
জ্বলিল অগণ্য মণি কিম্বা খনি গর্ব্বে।
উড়িল বাতলীকুল ফল-অন্বেষণে,
কলম্বের কুল চলে যথা নক্ত-রণে ;
কদলী বাতলীগুলি কদলী-কুসুমে
পিয়িল পুষ্পের রস প্রচুর প্রমোদে ;

না দেখ শোভিতে তোমা' সখীদল-সনে,
যত কেলি করে তা'রা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু, কি অভাগ তব, ওগো বরাঙ্গণে,
ক্ষণমাত্র দেখি' মুখ, চির আঁখি ঝরে !"—১৪শ. পদী ক., ২২।
——————"আইলা গোধূলী,—
একটি 'রতন' ভালে।"—মেঘনাদ-বধ কাব্য, ২ স.।

(জ্যোতিষ) গ্রহ বিশেষ : ইহার সাধারণ নাম 'শুক্র' (Venus)।

(দেবতত্ত্ব) 'শুক্র',—ভৃগুর ঔরসে ও খ্যাতির গর্ভে জাত ; দৈত্যদিগের গুরু ও আচার্য্য ; কবি, নীতিজ্ঞ ও দার্শনিক ; ষোড়শটী কিরণে অলংকৃত ; এবং ইহাঁর বর্ণ শ্বেতবর্ণ।

(Grecian ও Roman mythology) 'Venus',—রতি ; শ্রী-রূপ ও সৌন্দর্য্যের দেবী ; প্রেম, প্রীতি ও প্রণয়ের জননী ; হাস্যের ধাত্রী ; প্রমোদের অধিষ্ঠাত্রী ; এবং graces নাম্নী (Euphrosyne, Thalia, ও সর্ব্ব-কনিষ্ঠা Aglaia বা Pasiphae) দেবীত্রয়ের কর্ত্রী। ইহাঁর গলদেশ 'Zone' বা 'Cestus' নাম্নী হৃদয়হারিণীমালায় বিশোভিত। ইনি বন্যকপোত (doves)-বাহিত রথে স্ব-পুত্র (Cupid) কামের সহিত বর্ত্তমানা। প্রথমে Jupiter এঁকে বিবাহ করিতে চা'ন, কিন্তু, ইনি অসম্মতা হ'লেন বলিয়া, স্বীয় Vulcan (বহ্নি বা বিশ্বকর্ম্মা)-নামা কদাকার পুত্রের সঙ্গে পরিণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধা করা'ন। ইনিই Troy-ধ্বংসের মূল-হেতু ; অসতীর অগ্রগণ্যা,—ইহাঁর উদরে স্বীয় শ্বশুরের ঔরসে কামের জন্ম হয় ; দেবর Mars (দেবসেনাধ্যক্ষ কার্ত্তিকেয় বা যুদ্ধদেবের) প্রণয়ে পড়িয়া (কাহার মতে) Cupid, Anteros ও Harmonia এই তিনটী সন্ততি লাভ করেন, কে না জানে? Æneas, Anchisesর সহিত পরমপ্রেমের ফল ; অজাতশ্মশ্রু বালক Adonisকে মনঃ-প্রাণ সমর্পণ প্রভৃতি চিরবিশ্রুত রহিয়াছে !

চর্ম্ম-চটিকার চক্র নৃত্য আরম্ভিল
পক্ষ-প্রতিঘাত-ভব চট-চট-বাদ্যে
বিনোদ বংশের বনে, দলবদ্ধ হ'য়ে ;
বাহিরিল মৃদু বেগে পেঁচক-প্রচয়
প্রাচীন-মন্দির-ভগ্ন-ক্লিষ্ট-কোণ হ'তে,
ভয়দ গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া ক্ষণশঃ।
গৃহস্থ-বধূরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দীপিয়া,
বাজা'ল মঙ্গল-শঙ্খ সব গৃহে গৃহে।
যুবতী-কদম্ব কত বেশ-ভূষা-বিধি
স্বীয় নায়কের তরে সম্পাদিলা ত্বরা :—
কৌসুম্ভের রাগে রক্ত বসনে বসানা ;
প্রিয়ঙ্গু কস্তুরিরস-কেশর-চর্চ্চিত
বেষ্টিতা কবরীভারে মাধবীবীথিকা ;
হরিত-রুচি-রোচনা রোচনা-চন্দনে
পত্রাবলী-বিরচিত রুচির বদন,
মুক্তাস্তবকময়-অলক-আবলী-
সুশোভিত ভালভাগ, যথা নভঃস্থলে
এণীশাব-লেখা-ভূত-বিগ্রহ বিধুরে
গ্রাসিতে উদ্যত নব নীল মেঘখণ্ড,
তারকস্তবক-উপশোভিত-উপান্ত ;
কর্ণিকার কর্ণভূষা ; নাসাগ্রে মৌক্তিক,
যুবজন-মনো-রূপ মীনের বড়িশ ;
স্পর্শ-স্নিগ্ধ মণিহার-রাজী রাজে গলে,
তা'র সনে চন্দনাক্ত বকুলমালিকা,

হিমগিরি-শিরে বহে সুধাধারা-সহ
মন্দাকিনী যেন, তাহে ভাসে ইতস্ততঃ
মন্দারকুসুম-দাম, নন্দনের শোভা ;
কাশ্মীরক-রাগ-গৌর কাঞ্চনবরণ
কঞ্চুলিকা আবরণ ঘন পীন স্তনে ;
আসিক্ত অগুরু-ধূপ-কষায়-বাসিতা
কৌষিকী অঞ্চলা দোলে, মণি-বিখচিতা,
বরষা আগমে নব নীরধরে হেরি'
নাচিলে ময়ূরী যথা ধরি' পক্ষরাজী,
প্রতিমার চাল-চিত্র-সম চারু বুক,
নীলমণিনিভ চন্দ্রজালে সুনিচিত,
জলধনুঃ-বিভাহারি বিচিত্রবরণ,
বিরাজে শিখণ্ড-শ্রেণী, তেমতি দীপিয়া ;
তপ্ত-জাম্বুনদ-দ্যুতি অঙ্গদ বাহুতে ;
হীরক বলয় হস্তে ; সুখ-সুশীতল
সুনিতম্ব-বিম্বে মণি-মেখলাকলাপ ;
যাবক-ভরণ মণি-মঞ্জীর চরণে ;
মৃগমদ-কালীয়ক-কুঙ্কুম-চন্দন-
সুকুসুম-রস-সুবাসিত তনুযষ্টি ;
বদন, কপোল, গল, কুচ-মধ্যস্থল
মুক্তাসঙ্গ-রম্য স্বেদ-বিন্দু-সমুদ্গমে
সুষমিল, শতদলে শিশিরের বিন্দু।
মানস-কাসারবরে যেমতি বিশোভে
বিশদবিগ্রহ বাগ বিকচ কুমুদ,

মরাল-বসুধাপতি অথবা বিহরে,
সুনীল সাগরে রোচে রজতের দ্বীপ,
এ' দিকে উদিলা বিধু, তুহিন-দীধিতি,
কলধৌত-কুন্দ-হিম-নবনীতপিণ্ড-
স্ফটিকাভ্র-কম্বু-রস-কহ্লার-ধবল,
শিশুশশলেখা-সুলাঞ্ছন-অলংকৃত,
প্রকৃতি-আনন্দ লক্ষ্মী, কৌমুদীর খনি,
নক্ষত্রনিবহ-নাথ, সম্পূর্ণমণ্ডল,
রজনী কিরীট-হীর, ব্রহ্মাণ্ডের ভূষা,
পুরবককুভদেবী-মৌলিমণি-রূপে,
উদয়-অর্ণব-নীরে অবগাহি' দেহ,
প্রাচীভাগে সানুরাগে আদিম-অচলে।
স্থিরবায়ুবদ্ধ, শুভ্র, লঘু মেঘখণ্ড
পূর্ব্ব-মণি-সিংহাসন বেড়ি' বিরাজিল
পারিষদবর্গ-রূপে রজনী-রাজের।
রহিল শশীরে বেড়ি' তারকার রাজী,
কম্পমান-দীপশিখা-সম-দ্যুতিমতী,
নাগরে নাগরীগণ কেলিগৃহে, কিম্বা
কমলকলিকাকুল ফুল্ল শতদলে।
মেঘময় বাষ্পজাল ঝটিকার দূত
চন্দ্রের মনোজ্ঞ মুখ আবরায়ে নাহি,
সমুজ্জ্বল তনুপ্রান্তে মণ্ডলমেখলা
(সুবর্ণ-নির্ম্মিতা) দেয় নি পরা'য়ে।
চন্দ্রাতপ হ'ল দূর-প্রান্তর-মাঝারে

তুঙ্গ তালতরু-রূপ স্তম্ভে লগ্ন হ'য়ে
শ্বেত বাষ্প-ধূম্র-খণ্ড, লম্বমানবপুঃ।
চন্দ্রিকা ব্যাপিল বিশ্ব, বিশাল-মূরতি,
'প্রলয়পয়োধি-পয়ঃ প্লাবিল পৃথিবী',—
সহসা বিস্মিত-দৃষ্টি ভাবিল বিরহী।
বৃক্ষ-সৌধ-শৃঙ্গ-চূড়ে, ক্ষেত্র-নদী-বক্ষে
খেলিল কিরণমালা সঘনে কম্পিয়া।
অনুদ্দিষ্ট পুত্র-মুখ বহুদিন-পরে
যেমতি পিতার চিত্ত দেখিলে উল্লসে,
তেমতি সুধাংশু-কর-মণ্ডল-লোকনে
তালতরু-তুঙ্গতম তরল তরঙ্গ-
নিকুরম্ব সমুত্থিল মহাব্ধি-হৃদয়ে।
বিমল-ধবলবেশা, সুহসিতাননা,
অহহ, চারুতা কিবা প্রকৃতি ধরিল!
শর্ব্বরীর সার্ব্বভৌম শশীরে নেহারি'
শর্ব্বরী অখর্ব্ব হর্ষে, সগর্ব্ব-অন্তরে,
উন্মীলি' উজ্জ্বলরুচি অগণ্য নয়ন,
ভাসিয়া হাসির রসে, সমলঙ্কারিণী,
সান্দ্রশ্বেত সুবসনে বাসিল বিগ্রহ;
প্রমদ-প্রসূত হৃদ-উচ্ছ্বাস সূচিয়া
সঘনে শ্বাসিল ফুল-পরিমলময়
সুধীর-সমীর-চারু-বহনের ব্যাজে;
আন্ধার-ঘোমটা খুলি' ঝিল্লীরব-চ্ছলে
যামিনী-মণির গুণ-গান সংগীতিল;

শিশির-শীকর-রাশি পড়িল বিন্দুশঃ
নব কিশলয়-দল-প্রসূন প্রবালে
সান্দ্রানন্দ-নয়মোদ-বিন্দুর স্বরূপে
কৌমুদী-বিশদা তমস্বিনীর নয়নে,--
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম-শেখর-উপরে
পড়িল বসুধা-গলে মুক্তামালা-রূপে।
অদূরে তটিনী যেন মৃদু-গীতি-স্বনে
শান্তি-সুখে নিমগ্নি'ছে উদ্বিগ্ন হৃদয় ;
ঋজুমতি শিশু-সম হাসি' ফিকি ফিকি,
তরঙ্গ-কদম্ব খেলে ছুটছুটী করি',
নিবারিয়া আজ ঘোর ভৌতিক সমর,
নীলোৎপলে হেমে গড়া ভূষণে ভূষিয়া ;
দূরস্থ দ্বীপের গালে বিটপী-বীথীর
গম্ভীর-দর্শনা মুহুঃ-আন্দোলন-ছায়া
নদীর মধুর হাসি রাশিকে করি'ছে
পরিণত বিভীষিকা-বিষম-বিকারে।
প্রচুর কর্পূর-চূর্ণে পূরিল, অথবা
সিত-মলয়জ-রসে সংলেপিল, কিম্বা
পারদে ক্ষালিল, কিম্বা হিমানী ব্যাপিল,
স্ফটিক-তরল-দ্রবে প্লাবিল প্রসভে
ত্রিদিব-পৃথিবী-বপুঃ সুবিমলতম।
দিগ্বধূর আটখানি মুখ ধবলিল ;
পুনঃ প্রফুল্লিল হৃদ শশীর মিলনে,
কান্ত-সমাগমে যথা সতী কুলবতী

বনিতা-বদনলক্ষ্মী ধরে আরো কান্তি।
পলা'ল তিমির-কর তস্করের মত
পাহাড়-আড়ালে ভয়ে, কন্দরে, কান্তারে,
কানন-অন্তরে, তরু-লতা-গুল্মতলে,
গৃহকোণ-অন্তরালে সংকোচি' শরীর।
জ্যোৎস্না ক্ষীণ-জ্যোতিঃ জ্যোতিরিঙ্গণের গণ
বিটপী-বল্লরী-গুল্ম-কুঞ্জ-অভ্যন্তরে,
তোয়াশয়-তীর-বনে, প্রান্তরের প্রান্তে,
পার্ব্বত বিপিনে, উপ অরণ্য-অন্তরে
প্রণয়-প্রদীপ জ্বালি' প্রণয়িনীগণে
পুঞ্জে পুঞ্জে অন্বেষিতে লাগিল আগ্রহে;
ঝকিল বাঁধিয়া ঝাঁক, লোকন-ললিত,
মেলিল অসংখ্য চক্ষুঃ অথবা অটবী,—
মণিগণ-বিখচিত-অঞ্চলা-সন্নিভ
উড়িল পবন-পথে যামিনী ধনীর,—
অথবা খধূপ-পুঞ্জ, খ-মুখ উজালি',
খেলিল ক্ষণশঃ পূজা-পর্ব্বে কালিকার।
থাকিয়া তমাল-শাখে নাচিল ময়ূর;
শিখণ্ডে সহস্রশত চন্দ্রকের জাল
বিকীরি' অসংখ্য রশ্মি বিবিধ বরণে,
আরো সন্দীপিল, যেন চন্দ্রে দেখিবারে
উজ্জ্বল অযুত চক্ষে চাহিল তমাল।
রজনীবিহারী পক্ষী, সুচটুলতর
চকোর চকোরী-সনে, নির্ব্বিকার-চেতঃ,

সুধাদীধিতির স্যন্দী সুধাবিন্দু-বৃন্দ
প্রচুর-প্রমোদমত্ত পিয়িতে লাগিল,
ফর ফরে উড়ি', বিষ-দর্শন-মৃত্যুক। *
নিশীথ-গায়িকা শ্যামা, পাপিয়ার সখী,
(ভূমা-মেলপ্রেমা) † স্বরে সপ্তস্বরার
গাহিল বসিয়া সুখে গন্ধরাজ-শাখে,
বৈবাহবিজয়গীতি কৌশল্যায়নের
নিশানাথ-সুধাসার বন্দনার ছলে,
পত্রাবৃত নীড় হ'তে ক্ষণেক বাহিরি'।
কাঁকায় বসিয়া বন্য-কপোতমিথুন
দীর্ঘ প্রেম-গান করে সতর্কে জাগিয়া,
প্রীতিপ্লুত চিত্তে ; অন্য বিহঙ্গ দম্পতি
অদূরে উত্তর তা'র দি'ছে প্রতিতালে ;—
তা' শুনি' বিয়োগী-হৃদ শ্মশানে দীপিল
চিতা-বহ্নি ; প্রধূমিল মদন-ইন্ধন
সংযোগী প্রমত্ত যুবজানীর মরমে।
    চন্দ্রকান্ত মণি-রাজ চন্দ্র-সন্দর্শনে

* 'চকোর-পক্ষী'—বিষ-দর্শনে মৃত্যু হয়, চন্দ্রের কিরণ বা অমৃত পান করে, শশীর সহিত প্রণয় বদ্ধমূল, রাত্রিতে চরা প্রকৃতি-সিদ্ধ, নিয়ত চঞ্চল,—এই সকল কবিবাক্য। "জ্যোৎস্না পেয়া চকোরৈঃ।"—সাহিত্যদর্পণম্। বিষমৃত্যু, [illegible]জীব, জীবঞ্জীব, হোমা, চন্দ্রবিহঙ্গম, কৌমুদী-জীবন, চন্দ্রিকাপায়ী প্রভৃতি ইহার নাম।

† 'নিশীথগায়িকা'—Nightingale, নক্তংগায়ন। 'মেলপ্রেমা'—Philomela। এই দুইটি নূতন নাম গঠন করায়, বোধ করি, বিশেষ হানির সম্ভাবনা নাই।

সান্দ্রানন্দে শীহরিয়া গলিতে লাগিল।
উজ্জ্বলতা বিলভিল ওষধি-নিবহ
অচল-মেখলা-স্থলে স্ব-নায়কে হেরি'।
কন্দর্প, অনঙ্গ-দর্প, ত্রিভুবন-জেতা,
প্রবাসী-পথিকপ্রিয়া-বিয়োগী-নিচয়ে
চলিলা শাসিতে হাসি'; হস্তে কমনীয়
আম্রাঙ্কুর-অস্ত্রবর, কুসুম-কার্ম্মুক।
সামোদে কুমুদকুল ক্রমে বিকচিল
কুমুদবান্ধবে দেখি' দর্শন-সুভগে;
সমপ্রেমানুরাগিণী স্থলে মহানন্দে
হাসিল রজনীগন্ধা (রজনী-সুগন্ধা,
যুবকযুবতী-জন-চিত্ত চিরানন্দা)
রুচিরা যোজনগন্ধা স্বজনীর সনে,—
যোজন-পর্য্যন্ত-চারী যা'র চারু গন্ধ।
প্রস্ফুটিল গন্ধরাজ, ফুলকুলেশ্বর,
বন্ধু-সন্দর্শনে যেন বন্ধু আনন্দিত।
ভালবিভূষণ-সংজ্ঞ, মধুর-দর্শন,
তরুণী-অপাঙ্গ-কাম, বাসন্ত-সুন্দর
তিলফুল, ভালতল ভুষি' তরুণীর,
তরুণে বিকল কৈল মনোজ-পীড়নে।
উলঙ্গি' স্ব-অঙ্গ সব পাটলা দেখা'ল
রূপের মাধুরী মত্ত নক্তংগায়ককে।
নবীনা যোগিনী-সমা পবিত্র-হৃদয়া
ধুস্তরা ধরিল আরো ধবলা মাধুরী,

খুলিয়া বিশাল বক্ষঃ, কৌমার-বিমল,
শোভিল যামিনী বেণী গজমতি-মালে।
 পরাগ-প্রকর আর চারু পরিমল
বহিল সুপরিমল-বহ সমীরণ।
 কুমুদ-হৃদয়-কোষ হ'তে অলী শ্রেণী
নিঃসরিল ইতস্ততঃ, মরন্দ-উন্মদ,—
বুঝি বা, রজনী-রাজ প্রচুর প্রকোপে,
সকলঙ্ক-লেখা-রাগ-লক্ষিত শরীরে,
দূর-প্রসারিত করে কর্ষিলা কৃপাণ,
স্তনশৈল-সুদুর্গম হৃদয়াভ্যন্তরে
সীমন্তিনী-কদম্বের অদ্যাবধি, অহ,
থাকিল কুটিল মান আশ্রিয়া, নিরখি'!
দিনদেব অস্তে গেলে, অবসর বুঝি',
চন্দ্রমা চক্রধর তাঁ'র বেশ ধরি',
আলোহিত-মূর্ত্তি, মহামোদে উদিয়া,
স্বর্ণবর্ণা নলিনীরে প্রসারি' স্বকর
লম্পট চেটক-সম আলিঙ্গিতে খলু
যেমন উদ্‌যোগিলা,—অমনি, অহহ!
অম্ভোজিনী শীতকর-স্পরশ পাইয়া,
দুঃখে, ভয়ে, অভিমানে গোপিলা স্বমুখ
সমধিক বিরক্তিতে যেন চন্দ্রে ঘৃণি';
(বিরহে বিধুরা বালা একে ত পতির,
তাহে হেন অবমান সহে সতী-প্রাণে?)
তা' নেহারি' বিম্বাধরা, এক সরঃ-স্থিতা

বিশাল হসনে হানি', ফেলি' লজ্জা-জালে,
বিধুরে পাণ্ডুরবর্ণ কৈল কুমুদ্বতী,—
কলঙ্ক-কালিমা তাহে আরো সুশোভিল।
স্থাপিলা শাসন বিশ্বে মহারাজ্ঞী-রূপে
পূর্ণ-নীরবতা দেবী ; শান্ত ভাবে তাঁ'র
রহিল সকলে দৃঢ়-আদেশ-অধীনে ;
নির্ঝর, সমীর, আর নিশাযোগী পক্ষী
কেবল মাগধ-বন্দী-সূত-কার্য্য কৈল।
প্রকৃতি প্রশান্ত-মনে হৃদে অধ্যাসীন
করি' দুরারাধনীয় ব্রহ্ম-পদযুগ,
আরাধনে রতা হৈলা ; কিন্তু ভক্ত জন
শুনিল সভক্তি সাশ্রু-বিলীন লোচনে
মধুরা বীণার ধ্বনি আপন-অন্তরে।
পীযূষকিরণ-কর-চারু-বিকীরণে
যুবজন-মনঃ আজি নাচিল উল্লাসে,
সংগ্রাম-তুরঙ্গ যথা রণতূর্য্য-স্বনে ;
বরারোহা মৃগদৃশা মানিনীর গুরু
সাম-দান-নতি জয়ী সুবিষম মান
উন্মূলিল মূল-সহ, সুদূরে বিক্ষেপে
যথা ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন-বেগে বৃক্ষমূল ;
লোককুল আকুলিল মহাহর্ষ-ভরে ;
অম্বুধি-তরঙ্গ সঙ্গে তুঙ্গে আন্দোলিল
সংযোগীর মর্ম্ম-থালে হৃদয়-কুমুদ,
ভস্মিল বিরহী-হিয়া চিন্তা-মহানলে।

রজত-তরঙ্গ-বেশা অটবী-বামার
তরু-লতা-অগ্রভাগ-সীমন্তমুকুট
তরঙ্গিত করি' রঙ্গে বসন্ত-সুভগ
সমীর বহিল হেরি', যৌবনের স্মৃতি
মূর্ত্তি পরিগ্রহি' আসি' নাচিতে লাগিল
বৃক্ষের বিমর্ষান্তর-মন্দির-অন্তরে।
মদন, মাধব-সখ, ডাকিলা প্রমদে
যুবতী-যুবক-জনে প্রমোদ-বিপিনে:
সুকুসুম-সমাকীর্ণ তরুলতা-যুত
বিনোদ প্রমদা-বনে, নেত্র-মনঃকান্ত,
সমদা প্রমদাবৃন্দ লীলারসে মত্তা:—
কাটির পল্লব পত্র-লতিকা-প্রতানে
মৃগনাভী-মর্জ্জরস-কুসুম-সুগন্ধী,
চন্দ্রোপল-সুশীতল শিলালয়ে কেহ
কেলি'ছে নায়ক-সহ হাসি' খল খলে;
মুরজ-মুরলী-বীণা-অনুগত মৃদু
গীতি-স্রোতঃ আপ্লাবি'ছে অখিল কানন,
জল-যন্ত্রে ঝর ঝর, পত্রের মর্ম্মর,
সমীরের সর সর, মত্ত ভ্রমরের
চির-শ্যামা মঞ্জরীতে মঞ্জুল গুঞ্জর,
তাম্র-কিশলয়ে মধু-মক্ষিকা-ঝংকার,
রুচিমিশা-সুবিহারি-বিহগ-বিরুত
শব্দের সহিত মিশি' সমবেত তানে;
প্রকৃতিদর্পণ-ছবি সুন্দর-দর্শন,

চন্দ্রতারা-অবকীর্ণ নভের তরল
সুপ্রতিবিম্বিত নীর-আশয়ের তীরে
নিদ্রা ত্যজি', পিক-রবে নানা কথা কহি',
সুহৃদ-জনের সনে স্নেহ বিহারি'ছে
পুত্রপ্রেমরস-পানে বিহ্বল অন্তরে,
যথা মন্দাকিনী স্বর্ণ-বালুকা-পুলিনে
সন্তানক মন্দারাদি বিটপীর তলে
ভ্রমে রতি অনঙ্গের সঙ্গে মহানন্দে,
বিলোল-বলয়াঙ্গদ-শোভী সুকোমল
ভুজলতা-পাশে বেড়ি' বাম গলদেশ
(প্রসূন-নিষঙ্গ-ধনুঃ-চিহ্ন-সুলাঞ্ছিত)।
প্রণয়-নিরাশী জন নির্নিমেষ-আঁখি,
অনেক ক্ষণের তরে নভঃ-পানে চাহি',
সানন্দ-উৎসুক মনে কি ভাবিতেছিল,—
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি', উঠিয়া সহসা,
লোচনের জলে ভাসি', বলিল বিষাদে,—
'অতুলিত প্রিয়ামুখ-লক্ষ্মী নহে, ইহা
কলঙ্ক-ললিত নবোদিত পূর্ণ শশী ;
মাণিক্য-কনক-গৌর লাবণ্যের ভাতি
কি এ' ? ইহা সুনিশালা ব্যাপ্তা কৌমুদী ;
মণির চুমকী-নীল সুবসন নহে,
তারক-খচিত নভঃ ; এ' নহে অঞ্চলা,
তারা-নীহারিকা-শোভী দীর্ঘ ছায়াপথ ; *

'নীহারিকা'—(Nebulæ, নভোলিহ, হিম-বাষ্প, কুজ্ঝটিকা) যে

প্রণয়-আলাপ এ' কি? বাত-সঞ্চালিত
পত্রের রণন; মৃদু পবন-বহন,
অপূর্ব্ব স্পরশ নহে; ভ্রমর-গুঞ্জন,
ভূষণ-শিঞ্জন নহে; এ' কি? চারু স্মিত,—
মৃগাঙ্ক-মরীচি; অহো!'—মূর্চ্ছিল, বিসর্জ্জি'
অশ্রু অনর্গল বেগে; মুখ-আঁখি-রুচি
সূচিল অদ্ভুত ভাব, যথাচ্ছ আকাশে
নিবিড় নীরদে বজ্র-বিদ্যুতের সহ
ঝড়েতে পড়িয়া বৃষ্টি মুষলের ধারে,
থামিল, গভীর তমে পূরিয়া সহসা।
'যামিনী যামৈকগতা'—বলি' যেন এই,
যামিকভটের সম যামঘোষ-দল
ঘোষিল গহনে দূরে মহাকোলাহলে;
ক্ষেত্র-প্রান্তে ও কন্দরে, প্রান্তরান্তরালে
প্রতিধ্বনি হ'ল উচ্চে, মাধ্বিক-উন্মত্ত
বনদেব ও প্রমথ-গুহ্যক-গণের
মহাউৎসব-ভব শব্দের ন্যায়।
কুমুদী-সুরতক্লম সমপহারক,
নিধুবন-দীক্ষাগুরু, পূর্ণ, হিমধামা,
দৈবত-পানীয় এক সুধার আধার,
ককুভ-কামিনী-কম-মাণিক্য-মুকুর,

তারাগুলি নয়নপথের অতীত, অথচ, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। 'তারা-নীলবিকা'—(Nebulous Stars) পরিদৃশ্যমানা তারাপুঞ্জ-পূর্ণা নীহারিকা।

কুমুদ-বান্ধববর, চকোর-সুহৃদ,
যামিনি-মুকুট-মণি, সুতুষার-স্নিগ্ধ,
বিরূপলোচন-ভাল-তট আভরণ,
কুরঙ্গশাবক-লেখা-লাঞ্ছিত-হৃদয়,
চক্রবাক-দম্পতীর ক্রীড়িত-কৃতান্ত,
সংযোগীর সুধারাশি, বিয়োগীর বিষ,
তিমিরনিচয়-চমূ সংহারক-চক্র,
যুবতী-সুরত-সাক্ষী, দেব, তারাপতি,
প্রকৃতি-দেবীর দেহে প্রধান ভূষণ,
প্রাচী-দিগীশ্বরী শিরঃ-অবতংস-রূপী,
অম্বর-সরসী-জলে শ্বেত সরসিজ,—
মরাল-সম্রাট কিম্বা,—কৌমুদী-লাবণ্য,
রতিপতি-বাণ-বিনির্ব্বাণ-শাণ-কর,
মাঙ্গলিক পূর্ণকুম্ভ সম্ভোগ-আরম্ভে,
কৈরবকোরক-বধূ-নিদ্রা-সংরোধক,
অত্রিনেত্র-সংপ্রসূত, রোহিণী-রমণ,
ক্ষীরোদধি-জন্মা আজি বিজয়ী হইলা
রাঘববিজয়-সহ পরম উৎসবে।
শূন্যে ব্যোমযানে চড়ি' বিহরিতে গেলা
অমর-কিন্নর আদি, চির-প্রেয়াসহ।
শুক্লানিশোচিত বেশ রচি', অভিসারে
চলিলা কামিনী কেহ সংকেত-ভবনে ;
বাসসজ্জা করি' কোন স্ব-নায়ক-তরে
বিষম সমুৎকণ্ঠে চিন্তিতে লাগিলা,—

রাম-আগমন-বার্ত্তা হেন কালে শুনি'
সকল ভুলিলা হর্ষ-বিস্ময়-কৌতুকে।
এ' ললিত প্রকৃতির পরম উৎসবে
প্রণয়-আতুর হৈলা প্রমদবিহীন;
ব্যথিল মরুমস্থল হেরি' বহমানা
উপবন-বিশোভিনী ক্ষুদ্র প্রবাহিনী;
সময়ের পলায়ন স্মরি' পুনঃ পুনঃ,
ভাবিলা,—'বিলাপে অই নিশীথ গায়ন
পক্ষীবর পাটলার অস্থায়িত্ব ভাবি',
আবার কি শীতবাত্যা নব-বিকসিত
সুপেলব দলগুলি দিবে ছড়াইয়া।'
বলিলা মৃদুল স্বনে ক্ষণ-পরে যুবা,—
'হে বাসন্ত ইন্দো! ক্রন্দ এ' জনের দুঃখে,
সুধাস্যন্দী কর-রূপ অশ্রুধারা ফেলি';
কঠিনহৃদয়া প্রিয়া-নিকটে সত্বর
বহ মম দীর্ঘশ্বাস, অহ গন্ধবহ!
তব চারু পুষ্প-গন্ধ-পূর্ণ পথ দিয়া।'
রম্য পুষ্পবাটিকায় চলিলা চঞ্চলে;
বিজন-বেদিকা'পরে বসিলা বিহ্বলে;
বাড়িল বিচ্ছেদ-তাপ অসম দীরঘ;
ঢালিল গরল দেহে দক্ষিণ-অনিল;
বৃশ্চিক দংশিল চূত-মঞ্জরী-সুরভী;
উন্মত্তে পশিলা ছুটি' শ্রান্তিযুত চিত্তে
মাধবীবল্লরী-বিনির্ম্মিত মঞ্জু কুঞ্জে;

বিটপবিতান-তলে ঘন-ছায়া-মাঝে
চন্দ্ররশ্মি ইতস্ততঃ-পাতে সুষমিতা
শ্যামলশিলার'পরে ক্রমশঃ শুইলা
আপনারে ভুলি', অহ, মুদি' আঁখি, মনঃ
দূরস্থা প্রিয়ার চিন্তা-সাগরে নিমজ্জি' !
জাগ্রত-স্বপনে যেন প্রিয়া-সমাগম
লভিয়া, হরষমনে আলিঙ্গন তরে
যেমনি স্ব-ভুজ-পাশ প্রসারিলা শূন্যে,
সল্লরী-বিটপে বাধা দিয়া সংজ্ঞা-সখী
মূর্তিমতী পুরোদেশে আসিলা অমনি ।
তথায় না লভি' শান্তি, উঠিলা প্রবাসী ;
শিশিরশীকর-ধৃত মরন্দ-সুরভী
ফুল-দল-ময়, দেব-বিহারোপযোগী
ধাইলা উদ্যান-পথে ; বলিলা বিমনে,—
'মোর প্রিয়া-কান্তকান্তি চুরী করি' এ'রা
হাসি'ছে দ্বিগুণ মোরে জ্বালাবার তরে !—
হে মাধবি, পুষ্পবতি ! বল কোথা পে'লে
এ' চির-হরিত নব ললিত লাবণ্য ?
কহ, কৃষ্ণদ্যুতিমতি লো অপরাজিতে !
মুক্তামালা-সংবেষ্টিতা কবরীর শোভা
আমার বামার তুমি কেমনে পাইলে ?
কতুম অতসি অয়ি ! তোমার শরীরে
মম প্রণয়িনী-আঁখি ?—এ' কি অদ্ভুত !
অয়ি বন্ধুজীব ! তব এ'কি স্বাভাবিক ?—

অধরোষ্ঠ-মধুরিমা আমার রামার
তোমাতে দেখিছি কেন ? মধুর মধুক !
কোমল কপোল-দ্যুতি ঠিক যেন তা'র
তুমি বিকীরিছ, আহা ! শিখিলে কা'হ'তে
পূর্ণ-যৌবনের বিভা দেখা'তে ছলনে ?
অভিনব-প্রস্ফুটিতে, বল, গো পাটলে !
হে সেবন্তি ! অনাদৃতা-মত কেন আজি
ভাসিছ শিশির-রূপ লোচন-আসারে ?
বিয়োগ বেদন-জন্য কৃশা দশা যেন
পে'য়েছ এ'জন-সম প্রেম-প্রপীড়িত !
বিলাস চেষ্টিত অভিনয়েতে কান্তার
যথেষ্ট-অনিষ্টযুতা চেষ্টা পরিহর,
ও গর্ব্বিতে, শুভে, গিরি-মল্লিকে, বল্লিকে !
আমার তাহার স্মরি' দীর্ঘাপাঙ্গ মুহুঃ
করুণ কেকার স্বরে ক্রন্দ, শিতিকণ্ঠ !
বিফলে ভ্রমিছ কেন উদ্যান-অঙ্গনে,—
মনে বুঝি ভাবিয়াছ, হিরণ-অঙ্গনে.
সুবিলোল দৃষ্টি তা'র বাম বিলোচনে
অধিকারিয়াছ, আহা,—সে'গুড়ে বালুকা !
শ্রবণে পশিবা মাত্র রাঘব-উৎসব
ভুলিলা উল্লাসে সব যাতনা, ভাবনা !
মিথিলামণ্ডল সীমা অতিক্রমি' ক্রমে,
নানা দেশ-জনপদ-নগর-পত্তন-
গণ্ডগ্রাম-পল্লী-নদ-হ্রদ-গিরি-দরী-

প্রান্তর-কান্তার-আদি পাছুপানে রাখি',
সিদ্ধাশ্রম-সন্নিকটে উপনীল আসি'
রাঘবীয় মহাচমূ আর জনগণ
পূর্ণ জয়-সান্দ্রানন্দে উন্মদ-রূপে,—
জঙ্গম প্রাচীর-শ্রেণী স্থাবর হইল,—
মহানদী মিলিল কি সাগর-সঙ্গমে !
  আদেশিলা দশরথ অনুগামীগণে,—
  " নিশা, সুপ্রশান্তবেশা, আসিল নীরবে ;
বিশ্রামিব সুখে আজ এ' পুণ্য-আশ্রমে,
উঠিয়া প্রত্যূষে কল্য যা'ব কোশলায়।"
  সে' নিদেশ শুনি' সবে, পর্য্যটন-ক্লান্ত,
তপোবন-পরিসরে প্রবেশিলা সুখে,
আকাশ পাইল হাতে যেন হীন জন,
স্পর্শিল শশীরে কি, রে, স্ব-করে বামন !
  কুলপতি ঋষিরাজী শিষ্যবর্গ সাথে
আইলা সযত্নে তূর্ণ প্রত্যুত্থানি' ল'তে *
আহ্বানি' সম্ভ্রমে সবে তপোবন-বাসে ;
আশীঃ-পুষ্প হস্তে, মুখে ' আয়ুষ্মান্'-শব্দ।
  রাণী প্রিয়পুত্র করি পৃথিবীশ-গণে
যোড়করে সসম্মানে বন্দিয়া মস্তকে,
(সান্দ্রসুখ-সুমহার্হ-নিধির আধার)
' ভার্গববিজয়' কাব্যে পঞ্চদশ সর্গ,

---

* ' প্রত্যুত্থান'—প্রত্যুদ্গমন, অভ্যুত্থান, সমুপস্থান, পাদ্যোত্থান, অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা, আনয়নার্থ উত্থান, মান্যব্যক্তির আগমনে অগ্রে গিয়া আনয়ন।

'সিদ্ধাশ্রম-তপোবন- অভিগম্য-আখ্যা,
আর্য্যা পরপূজনীয়া নিত্যানন্দময়ী-
দেবী-কনীয়সী-কন্যা-বহুমূল্যময়-
গর্ভ-হীরকাকরে নীচ মৃদঙ্গার
সম্পূর্ণিল শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
ভারতী-চরিত্র-সুচিত্রিত-চিহ্ন-সদা,
বিন্ধ্যালয়া-দেবী-রতি-রমণ মদন,
কবিতা-কামিনী-কম-প্রেম-অনুরাগে
যাহার হৃদয় চির রঞ্জিত র'হেছে,—
জানে না গৌড়ীয়গণ কেমন বাসিবে
জঘন্য মূঢ়ধী জনে, জগদেক-ঘৃণ্য,—
সক্ষমে'ছে এ' অবধি কোন্ জন ভবে
আবিস্কৃতে ভবিষ্যত্-উদর-নিহিত
সংশয়,—আঁধারে, অহ, কে পায় দেখিতে !
মাতঃ বাণি, কৃপাবতি ! অনন্ত-ফলদ
তব পদ-কোকনদ ইহার এ'শিরে
মুকুটিতে গিয়া, দেবী কমলালয়ার
বিরাগভাজন, হায়, হ'ল কি কুফলে !
এ' বিকট ঔদরিক যন্ত্র-পিশাচের
নাশিতে নারিল ক্ষুধা ; হৃত্পিণ্ডাবধি
কাটিয়া দিল, গো, তবু করাল বদন
আকাশপাতাল-গ্রাসী ব্যাদানে ধাই'ছে
গিলিতে এ'রেও !—আজি যোগা'তে অশক্ত
আহারীয় ! ঋণ-দায়ে দ্বিতীয় নরক,

যমদূত-রঙ্গভূমি, রক্ষঃ-পানশালা,
প্রেতের প্রমোদ-গৃহ, মৃত্যুর মন্দির,
সুবিশাল যজ্ঞ-ক্ষেত্র অরাজকতার,
অত্যাচার-রাজধানী, পীড়ন-আশ্রম,—
হেন ভীম কারাগারে অবশেষে র'বে
মহাপাপী-মত রুদ্ধ কঠিন তাড়নে!
কঠোর অদৃষ্টে আর কি হ'বে না জানে,—
ঘোরান্ধতিমিরচারী জ্বলৎকালানল
নীলশিখাময় হাসে বিরূপ লোচনে
বিভীষিকা ভবিষ্যত দেখা'ছে সর্ব্বদা!
কল্পনে! প্রণয় তব ভিক্ষিতে আসিয়া,
অশ্রান্ত উদরদাহ-জ্বালায় জ্বলিল।
সুস্থির-লাবণ্যবতি কবিতে! তো' পানে
প্রেমের আঁখিতে চাহি' আত্মীয়-স্বজন-
প্রতিবেশী-বান্ধবের অক্ষয় ঘৃণার
প্রবল প্রবাহ অদ্য বাড়াইয়া দিল!
তব অঙ্গ সুভূষিতে সাধ্যাতীত শ্রমে
ভিক্ষিয়া আনিল এক কপর্দ্দক ধন,
কি দুঃখের কথা, হায়! ললাটের দোষে
তা'ও কি হরিল দস্যু, মিত্র রূপ ধরি'?
প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতিতা
কৃপাণ, প্রখরশাণ, উঁছা'য়ে র'য়েছে;
অবিমৃষ্যকারিতার ক্রীতদাস এ'টা,
সম্মুখে পড়িয়া বুঝি জীবন হারায়!

ভয়-সখী চিন্তা পাছু ধাই'ছে ডুবা'তে
নিরাশা-নদীর নিত্য ঘূর্ণিত-আবর্ত্তে।
শিরঃ-স্বেদধারা-শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিয়া
মর্ম্মদমী-শ্রমার্জ্জিত অর্থের কুসুমে
অর্চ্চিতে পারে না বলি' (অশেষ চেষ্টিয়া)
নিত্য-সাধনীয় পদ এ'র আশৈশব-
শরীরভরণকর্ত্তা এক স্বপুজোর,
বিশাল বিশ্বের মাঝে তিলমিত স্থল
অভাগার আর নাহি ক্ষণেক দাঁড়া'তে।
স্নেহের বিপুলা নদী শুখাইল যদি
বালুকা-প্রস্তর-পূর্ণ মরুর মাঝারে,—
কি ফল ধরিয়া প্রাণ, বহি' দুঃখ-ভার।
হ্রদ-দ্বীপ-উপবন-শস্যক্ষেত্রময়
নয়ন-প্রীতিদ দৃশ্য প্রকৃত প্রণয়
মায়াবিনী-মরীচিকা-মুরতি ধরিল ;—
আজ এ'যে উদাসীন সংসার-অন্তরে !!!

ইতি 'ভার্গববিজয়' কাব্যে
'সিদ্ধাশ্রমাভিগমন'-নাম
পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

বিষয়

কবির সরস্বতী-সমীপে বিদায়গ্রহণ,—ভারতীচরণস্মরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা,—প্রতিমাবিসর্জ্জন,—ভারতীশরণ-মহিমা,—বান্ধববিহীনতা,—হীনাবস্থা,—কল্পনাসহায়ে স্বীয় শক্তি,—কবিতার চির-সাহচর্য্য প্রার্থনা,—কবিতা-সৌন্দর্য্য,—অকবিজন-বন্ধুত্ব-হেয়তা,—বঙ্গভাষা,—মাতৃবাণীর শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন,—যশোদেবীর মন্দিরান্তর্গমনে বিফল-চেষ্টা,—মন্দির-সোপান সংনির্ম্মাণে নৈরাশ্য,—স্বকবিত্বের পূর্ব্ব-কোবিদবর্গ-কণ্ঠে সংস্থাপন,—স্ব-ভারতীর বঙ্গ-বুধবৃন্দ-হৃদয়ে সমধ্যারোপণ,—বঙ্গীয়জনগণ-সন্নিধানে অশেষবিনয়-গর্ভ নিবেদন,—স্বদোষ-বিনিবন্ধন ক্ষমা-যাচ্ঞা,—পুনঃ কাব্য-বিরচনে অঙ্গীকরণ,—পরিচয়,—কাব্য-পরিসমাপ্তি,—স্ব-জন্মপল্লী এবং জন্মভূমির গৌরব ; ষোড়শসর্গ-সমাপন।

কোথা, জগন্মাতঃ, বাণি, অন্ত্য-সন্ধ্যেশ্বরি!
এসে'ছে সেবকজন, এবে ক্লান্তমনা,
বিদায় মাগিতে, হায়, ও'পদ-পঙ্কজে।
নানা স্থানে ভ্রমিয়াছে তব অনুগ্রহে,—
যাইতে করি'ছে ইচ্ছা স্ব-বিশ্রাম-সদ্মে ;
আশীসহ, অগো অম্ব! অন্তর-সহিত,—
সকল আপদ কেটে' উঠে অবহেলে।
অধুনা জনম-তরে ভবে সুদুর্লভ
ও' পদ-পরশে হ'ল কৃতকৃত্যংমন্য ;
থাক নিরন্তর কণ্ঠ-কমলজ-মঞ্চে,
যখনি ডাকিবে তোমা', তখনি সরূপে,

সদয়-হৃদয়ে অয়ে ! হৃদয়-আলয়ে
উরিতে হইবে স্নেহ-সৌম্য-দরশনে,
বিশদ-সংপূর্ণ-ফুল্ল-বিসিনী-বাসিনি !
যথা বিদ্যোত্তমা-দেবী-হৃদয়-বল্লভে
দিতা পূত পদ-ছায়া, করিতা করুণা,
সে'মত পায়, গো, যেন ও'প্রসন্ন-মূর্ত্তি
অন্তর-মন্দির-স্তরে হেরিতে সতত,
যখন বিপদে, মা গো, ধিয়াবে ও'পদ ।
তব বরে পুনঃ যেন পারি, গো, তুষিতে
এ' গৌড়-কোবিদবর্গে, চিত্ত বিরঞ্জিয়া,—
এ' যাচঞা ও' চরণে রাখিল করিয়া,
ধনিক দেখিয়া লোক যথা যাচে ধন ।
রাতুল চরণ তব পূজিনু এ'বার
কর্কশ মৃণালযুত উৎপলের অর্ঘ্যে ;
না জানি কতই ব্যথা কণ্টক-স্পরশে
হ'য়েছে ! কোমল-নাল কমল কুসুমে
আবার অর্চ্চিব,— মনে রহিল এ' পণ,
যদি ভাগ্যে ঘটে কভু এ' হতভাগ্যের ;
কিন্তু নিত্য-স্নেহবতী জননীর কাছে
ভকতি-প্রদত্ত পূজা অকৃতি সুতের
হয়, গো, আদৃতা, গুণী পুত্রের অপেক্ষা !
যথা পার্থ, পরন্তপ, শপথিলা ক্রোধে,—
‘প্রচণ্ড গাণ্ডীবে মম যে' নিন্দিবে ভবে,
গুরু যদি হ'ন, তবু ক্ষমিব না তাঁ'রে,

'অবশ্য সে' বধ্য মোর,—এ' নিশ্চিত কথা।'
হে ভারতি, গিরাংমাতঃ, বচন-দেবতে!
তেমতি যে' জন নিন্দি' তোমারে ত্যজিতে
কহিবে, নিরখিবে না কভু তা'র মুখ,—
এ' দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রৈল জীবিত-অবধি
অক্ষতি স্বত্বে তব, (কি আর কহিব।)
পাষাণ-তনুতে যথা কনকের রেখা:
নিষেধিবে বাজাইতে সুমধুরা বীণা,
ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তা'র হেম তন্ত্র কর,—
জাগাইতে প্রতিধ্বনি কাব্যের কন্দরে,—
বহা'তে বিশাল স্রোতঃ কাব্যের সাগরে,
প্রচুর কবিত্ব-পয়ে প্লাবিতে প্রদেশ,
ভাসিতে নৌকার রূপে কবিত্বের নদে,—
উদিতে মাধব-বেশে কবিত্ব ধরায়,
ফুটা'তে মানস-রূপ কুসুম-নিবহে,
সাজাইতে চারু সাজে কাব্য-উপবন,—
কূজিতে কবিত্ব-কুঞ্জে পিক-রূপ ধরি',
গুঞ্জিতে কবিতা-বনে গ্রহি' ভৃঙ্গ-মূর্ত্তি,
কবিত্ব-কুসুমে আর পিয়িতে মরন্দ,—
ফুটিতে কাব্যের সরে সরোজের রূপে,
মকরন্দ-গন্ধে মনো-মধুপে মজা'তে,
সংগ্রহিতে কাব্য মধু মধুমক্ষি-বেশে,
নাচিতে খঞ্জন হ'য়ে কাব্য-কঞ্জ-দলে,—
বহিতে পবন-সম কবিত্ব-মলয়ে,

কবিতা-কুসুমে রজঃ-সৌরভ হরিতে,—
রমিতে মদন-রূপে কবিতা রতিরে,—
গরজিতে ঘন-রূপে কবিত্ব-গগনে,
নাচা'তে মানস-রূপ ময়ূর-প্রবরে,
চিত্ত-চাতকের তৃষা নাশিতে সত্বরে,
শোভি' ইন্দ্রায়ুধ-রূপে রস-বর্ষণেতে,
হাসিতে তড়িত-দ্যোতে ভাব-মেঘ-মাঝে,
দীপিতে কল্পনা-রূপ আশা-বালা-মুখ,—
উদিতে ভাস্কর হ'য়ে, পূর্ণ-বিকসিতে
হৃদ রূপ সূর্য্যমুখী-শতদলরাজে,—
কবিত্ব-শারদ নৈশ-অমল-অম্বরে
সমুদিতে পূর্ণকল-শশধরোপম,
হৃদয়-কুমুদ-বাঞ্ছিগন্ধা বিদলিতে,
ছড়া'তে কবিতামৃত প্রচুর প্রমিত,
প্রমত্ত প্রমোদে চেত-শ্চকোরে মাতা'তে,—
ত্যজিতে দাসত্ব তব রমা-সেবা-তরে
অনুবার যেই জন, সে' জগতী-তলে
হইবে পরম শত্রু নিত্য এ' জনের;
অতীব আত্মীয়, প্রিয়-পাত্র, বন্ধু, গুরু,
পিতৃকল্প কিম্বা হ'কু, মানিব না কভু।
বিস্মৃতি-নদীর জলে আজি বিসর্জ্জিল,
ভারতি! প্রতিমা তব, বিমল-ধবলা,
এ' হৃদ-মন্দির-মধ্য তমোবৃত করি',
ভুলিয়া সংসার কার্য্য যাঁ'র আরাধনে

ছিল রত এত দিন কায়-মনঃ সঁপি';
আজ কি কপালে আছে!—পা'বে পুনঃ কভু
স্থাপিতে ও' মূর্ত্তি, হায়! এ'চেতো-মণ্ডপে
অসার সুতের প্রতি নিঠুরা হ'য়ো না;
যখনি ধিয়াবে তব ও' রাঙা চরণ,
তখনি শরণ দিতে হ'বে এ' অধীনে!
হে বরদে! দেহ বর, শারদে, শর্ম্মদে!—
সমধিক তেজে আলো দীপুক এ' বঙ্গ,
প্রবর-দীপ্তি-ধর অন্ত ভানু-করে।
   পিপাসার্ত্ত জন চলে তৃষা বিনাশিতে
দেখি'দূরে জলাশয় সজল যেমতি,—
নিদাঘমধ্যাহ্ন-তপ্ত-তপনের তাপে
তাপিত পথিকজন ছায়া'র আশ্রয়ে
ধায় সত্বরিত-গতি জুড়া'তে জীবন,—
প্রভঞ্জন-প্রঘাতিত, কল্লোল-পীড়িত
অর্ণবে অর্ণব-যান অথবা আইসে
নির্ব্বিপাদ স্থল নদ-বদনে লভিতে,—
তেমতি পরমাধম অকৃতি তনয়
চরণে শরণ তব লয়, গো জননি!
সংসার-দুঃখের চিন্তা-হুতবহ দহে
এ' চির-দগ্ধ চেতঃ দ্বিগুণিত তেজে;
ভব-দবদাহে দহে এ' মনঃ-কানন;
জগত-যাতনা-রূপী জ্বলে ঔর্ব্ব্য-রাশি
এ' হৃদয় মহোদধি-অভ্যন্তরে, অহ!—

এ' ঘোর যন্ত্রণানলে তুমি উদ্ধারিণী।
নয়নোদ-বিন্দুবৃন্দ মুছাহ অঞ্চলে;
মধুরাশি বর্ষি' যেন শ্রবণ-বিবরে,
সান্ত্বহ প্রবোধ বাণী-প্রয়োগে তখনি;
ক্ষুধায় খাইতে দাও সুস্বাদু সুভক্ষ্য;
পিপাসায় পি'তে দেহ পীযূষ-পানীয়;
স্নেহবতি! স্নেহ-রসে আর্দ্রিয়া অন্তর,
চির-নিরাতঙ্ক সুকোমল কোলে করি',—
(হেন নিরাপদ স্থান কি আছে ত্রিলোকে)
আজীবন রেখো, মা গো, এ' সেবক জনে
ফুল্ল-কোকনদ-ছবি-হারী পদযুগে!
রণে, বনে, ঘোর স্থলে, বিষম শঙ্কটে,
সমুদ্রে আবর্ত্ত-মাঝে, ভীম প্রভঞ্জনে,
শ্মশানে, মশানে, দুর্গে, প্রান্তরে, কান্তারে
রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে, গৃহ-বিচ্ছেদের যুদ্ধে,
রাজ-দ্বারে, মরুস্থানে, অচলে, কন্দরে,
সকল বিপদে রক্ষ, বিপদ্‌তারিণি!
সরস্বতি! বিনা তুমি এ' মর-মন্দিরে
নাহি কেহ বন্ধু এ'র, যা'র কাছে ক্ষণ
জুড়া'য় জীবন-জ্বালা কতক প্রকাশি',
বিষমমরমব্যথা লাঘবে কিঞ্চিত্,
সাংসারিক কষ্ট-ভার নামায় শিরের!
এ' দুঃখ-কাহিনী, অহ! কহিবে কাহায়!
অরণ্যে কুসুম এই, শ্মশানে তুলসী,

প্রান্তরের মহাতরু, কান্তারে বল্লরী,
বিজন নিবিড় বনে পিক (কলকণ্ঠ),
মরুস্থল-বাহী নদ, ফল মহাকাল,
পনসের চুত-গন্ধ, যজ্ঞের গোময়,
ইক্ষুক্ষেত্রে পুষ্পেশয়, রঞ্জক বিশ্বকর্ম্মা !
একাকী বিজন-প্রান্তে এ' ঘোর সংসারে,
স্বজন-সুহৃদ-বন্ধু বিহীনা দশায়
আছে পড়ি' মহাদুঃখে : দ্বিগুণ জ্বলনে
দুর্ব্বহ বহ্নির রাশি জ্বলি'ছে অনিশ
এ' হিয়া-চুল্লীর মধ্যে বিনালে গোপনে,
আমূল-মরমস্থল দহি'ছে, অহহ !—
ইহার বসন্ত বায়ু, মলয়-অনিল,
কি করিবে উপকার মৃদুল বহনে ?
সলিলে' নির্ম্মল নভে অমৃতদীধিতি
অমৃত-দীধিতি-রাশি বিকীরি' প্রচুরে,
শান্তিবে কেমনে এ'র অন্তরের তাপ ?
অগুরুচন্দন-সার চর্চ্চিলে বাহিরে
কেমনে সুশীতলিবে ? কেমনে শিশির
হিমানী-ক্ষরিত জলে অবগাহনে
অন্তর্দাহ-দগ্ধদেহ ? চন্দ্রকান্ত মণি,
সুশীত বারিণী-নীর, স্নিগ্ধ পুষ্পরস,
কি হ'বে নলিনী-দল, মৃণাল-মালিকা ?
নয়ন কি তুষ্টে এ'র প্রকৃতি-সুষমা ?
আমস্তিষ্ক-নাসারন্ধ্র কখন রঞ্জে না

কুসুম-মরন্দ-রজোদ্ভব পরিমল ;
বিহঙ্গসঙ্গীত-রঙ্গ-বিনোদ নিক্কন
পীযূষ বর্ষে না কভু কর্ণের কুহরে ;
গাঢ়-জলদাগ্নিগর্ভ বাষ্পযন্ত্র-তেজঃ
তুহিন-নিলীন বাতে কেমনে বারিবে ?
ফুল ফুটে বন-স্থলে (দব-বহ্নি-দগ্ধ) ?
মরুস্থলে জন্মে তরু, বহে প্রবাহিণী ?
অগ্নিময় কন্দরে কভু তৃপ্তিদায়ী স্বচ্ছ,
হিম সুশীতল-জল উৎস উদ্ভবে ?
দুঃখপূর্ণ এ' শরীরে আনন্দ উদিবে,—
গাঢ়ান্ধকারময়ী নিশা কৌমুদী রাশিতে
কভু সংভূষিতা হয় ? কোথা রবি কান্তি
নিবিড় মেঘের নভে পয়োদ পটলে ;
সুবিশাল-কুহেলিকা জাল-সমাবৃত
ককুভচয়ের কোথা সুন্দর স্বচ্ছতা ?
সমাধি মন্দির অহে ! একি তব রীতি,
তব দেহ-মধ্যে চির জ্বলে দীপ, তবু
একটু যাতনা কভু দেখিতে না পাই ;
কুলাল-পয়ন অহে ! ও' ইষ্টক-চিতি !
গুমে গুমে পোড়ো সদা, এ বড় অদ্ভুত !—
অনিশ আরক্ত থাক কিসের আনন্দে ?
কি ফল পঙ্কের লেপে, কর্দ্দম মর্দ্দনে ।
দাবানল তোমা' বলে ধরিয়ে দাহিলে,
আবার কেমনে লভ তব পূর্ব্ব দশা,

নবীন পল্লব-দলে কিশলয়চয়ে
ফল ফুলে মুকুলের কুলে সুভূষই
তোমার শরীর অহ! কহ, বনস্থলি?
কেমনে মস্তকে ধরি' মহামূল্য মণি,
পর্য্যট সানন্দ-মনে, হে ভুজঙ্গরাজ!
ঘোর বিষ-বহ্নিরাশি রহে আস্য-মধ্যে,
পোড়ে না শরীর তা'তে তোমার কি কভু?
অনল প্রান্তর আছে, ইরাণ-দেশস্থ!
পবনের প্রবহণে প্রজ্বলিছ সদা,
তাহে কভু দগ্ধ নহ,—কিসে প্রান্তদেশ
দ্রাক্ষাবল্লী, অমৃতাহ্ব অমৃতের ফলে
থাকে সুশোভিত সদা নানা তরু-ফুলে?
অয়ে নীরধরকুল-নেত্র-নিধে! তব
অন্তরে কেমনে ধর ভীম বজ্র-বহ্নি,
কি উপায়ে থাকে জল তব শীতলিয়া,
শম্পা-হাসি-ভাসে কিসে সুপ্রকাশি' আশা,
এতেক আনন্দ-ধ্বনি কর বন বন?
সলিলে তাড়িত-তেজঃ হয় না বিনষ্ট!
বিজন-পার্ব্বত-বাসে, হে আগ্নেয় গিরি!
কেমনে থাকহ স্থিরে তুষারে মণ্ডিত,
হৃদয়-ভিতরে তব ভীষণ হুতাশ
দীপিছে অশ্রান্ত, তাহে তুমি কি, হে, সুখী?
কি হবে বর্ষিলে তব শিরে মহামেঘ!
বনানী-শোভনে, বায়-বিটপিনি, শমি!

বনস্পতি-প্রিয়ে যথে। অরহ-দহনে
অন্তর-মাঝারে না কি, শুনি লোক-মুখে,
তবে তব তনু-রুচি কেমনে রহি'ছে?
পুড়িলে মানস কভু পোড়ে না শরীর?
সুগভীর অম্ভোরাশি-অধীশ্বর অহে,
সুবিমল-নভোনীল বিশাল-বিগ্রহ!
বাড়ব-পাবক-রাশি তব অভ্যন্তরে
নিরন্তর সন্ধুক্ষি'ছে দুর্জয়-জ্বলনে,
অতুল অতল-স্পর্শ সলিলের রাশি
কেমনে শীতল থাকে?—কহি' বিশেষিয়া,
শিখাও তোমরা এরে সদয়-হৃদয়ে,
সতত সন্তাপিতেছে সন্তাপ-হুতাশনে।
বিষদিগ্ধ-শেল-জ্বালা দুর্ভাগার দেহে
নিত্য বাঞ্ছিত-প্রিয় আশ্রয় পেয়ে'ছে।
  হে কল্যাণে, বরারোহে, নীলাক্ষি, শঙ্খিনি!
এ' হৃদয়-পটে তব সুবর্ণ-মূরতি,
পাষাণে কনক-লেখা যেমতি, অঙ্কিত
রহে'ছে চিরের তরে, লোপিবে না কভু;
পীযূষ-প্রবাহ-প্রভ প্রণয়-ভাষিত
অদ্যাপি শ্রবণরন্ধ্রে বহে কল কলে;
প্রফুল্লি'ছে আজু মনঃ তব অনুরাগে,
শশীর ময়ূখে যথা অর্ণব উথলে।
বিলসিয়া দিব্য-আঁখি, অয়ি সুপ্রসন্নে।
ত্বদীয় সহায়ে; হায়! কত কি দেখিল,—

নরের লোচন-পন্থা-অনুবর্ত্তী হ'তে
কদাপি হয় না যাহা সমর্থ ত্রিলোকে,
সে' সকল সন্দর্শিল অনায়াসে, অহ!
মানব-অগম্য কত অদৃষ্ট-পূরব
প্রদেশে প্রবেশ লভি' সহেলে কৌতুকে.
পাণ্ডব-পুঙ্গব, ধীর, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য
যুধিষ্ঠির বীরবর যথা সশরীরে
পশিলা ত্রিদিব-ধামে স্বীয় ধর্ম্ম বলে;
বিনোদ বীণার ধ্বনি ব্যতীত বাণীর
অমর-সংগীত-সম শুনিল ভারতী।
কবিতা-কুসুম-কম-কুন্তলা কামিনি!
তুমি, লো, কবির দূতী যাহে বথা তথা,
ঋতুকুল অধীশের পরভৃতা যেন!
যে' তব দাক্ষিণ্য লাভ করে'ছে জগতে,
তাহার নিদেশ সদা প্রতিপাল তুমি;
অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে নিরন্তর থাক
এ' দীনজনের, দেবি! বিটপীবরের
ছায়া, কিম্বা জ্যোতিঃ যথা মাণিক্যের সনে;—
ভুল না প্রার্থনা কভু, অয়ি বিনোদিনি!
  হে কল্পনে! তুমি এর হৈলা সুসঙ্গিনী
কত পূর্ব্বজন্ম-পুণ্য-পরিপাক-ফলে;
কি সৌভাগ্য এর অদ্য,—সদয়-হৃদয়ে
হৃদয়-সরোজধামে সমধিষ্ঠিয়াছ।
তুমি সুপ্রসন্না হ'য়ে দিয়াছ শকতি,

যাহে এবে দাসজন সমর্থিছে সদা;
নবরসে, ভূতচয়ে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে
আজ্ঞাধীন-জন-সম পালিতে আদেশ;
ফুটা'তে প্রসূন-রাজী পর্ব্বত-শিখরে;
উদিত করিতে সূর্য্যে পশ্চিম-অচলে;
করিতে কণ্টকী বনে রম্য উপারণ্য;
শোভিতে বিনোদ কুঞ্জ নিবিড় বিপিনে;
শ্মশানে, মশানে, কিম্বা ভীম রণ ভূমে
প্রবর প্রমদাবন রচিতে রুচিরে;
বিজন ভীষণ স্থলে আনিতে সত্বরে
সুন্দর ত্রিদিব-শোভা, স্বর্গীয় আনন্দ;
গড়িতে সুন্দর দ্বীপ অতল আবর্ত্তে;
সুখের বিহারস্থল-স্বরূপে বর্ণিতে
ভয়ঙ্কর-উর্ম্মীময় মহা-অম্ভোনিধি;
বিনোদ বাসন্ত বায়ু বলিতে বাত্যারে;
কান্তারে, পার্ব্বতবর্ত্মে নির্ম্মিতে প্রাসাদ;
আরোহিতে শূন্য-মার্গে বিনা অবলম্ব;
দুর্দ্দিনে বিষম-নিশা পরিবর্ত্তিতে
শারদ-শশাঙ্ক-শোভী শুভ যামিনীতে;
যথা ইচ্ছা, তথা যে'তে মায়াবী বিমানে;
সম্ভোগিতে দিব্যাঙ্গনা; পীযূষ পিয়িতে;
মরুস্থলে প্রবাহিতে মৃদু কল স্বনে
বেগবান্ নদবরে, অগাধ-সলিল;
যা'কিছু কুৎসিত ভবে আছে, সুষমিতে;

দুঃখেরে সুখিতে ; শোকে সদা আনন্দিতে ;
দানবে করিতে শুদ্ধ-দৈবত-প্রকৃতি ।
করিয়াছ যমদমী এরে চিরতরে ;
দিয়াছ কি শিরোপরি কনককিরীট,
কালের করাল শস্ত্রে চূর্ণিবে না যাহা ?
সুমূঢ়, দুর্বুদ্ধি, পঙ্ক অজ্ঞান-অগ্রণী
কভু কি বুঝিতে পারে তোমার চারুতা ;
নিরুপম-রূপবতি, কল্যাণি, কবিতে !
বাদ্যের বিনোদ কণে কি আমোদ জন্মে
কেমনে বুঝিবে যেই আজন্ম-বধির ;
নয়ন-বিহীন জন কিরূপে কহিবে
কি সুষমা ধরে, আহা ! প্রকৃতি মাধবে ;
বাক্শক্তি-হীন জন কিসে বা জানিবে
কত কি কৌশল আছে কথার সংসারে ;
কি করি' বুঝিবে উচ্চ অদ্রি আরোহিলে
পৃথিবী-নিয়দ-দূর-বিস্তৃত দর্শনে
কি আনন্দ উদে চিত্তে চিরপঙ্গু জন ;
অমরত্বে কি ক্ষমতা, মর্ত্ত্য কি তা' জানে ;
প্রভুর পরমপূত-প্রেম-অংশভাগী
সমর্থ হ'তে কি কভু পাষণ্ড-প্রবীণ ?
যাদৃশ সম্পূর্ণ চন্দ্র উপরাগ-অন্তে
মিলিলে রোহিণী-সনে অপূর্ব্ব শ্রী ধরে,
তাদৃশ সুন্দর তব অমল আনন
জাগি'ছে নিয়ত মোর হিয়ার মাঝারে

সুখে দুঃখে, শোকে হর্ষে, সকল সময়ে,
প্রান্তরে মরুতে, কুঞ্জে সৌধে, সর্ব্বস্থানে,
লো ললিত-কলাবতি, অনুরাগময়ি !
জীবন-বাষ্পীয়যান ছাড়িবার আর
নাহি বাজে শেষ-ঘণ্টা যে'দিন-পর্য্যন্ত ।
থাকহ অনিশ তুমি কবির মানস-
মনোজ্ঞ-মন্দির-মাঝে চারু বিরাজিত,
কর নিত্য সুপ্রদীপ্ত মহাদ্যুতি-স্তোমে,—
যেমন প্রবর-শোচিঃ সুমহার্হ মণি
মহামূল্য-মণিখনি-অভ্যন্তরে শোভে,
মহারত্ন রাজী রাজে সুবিমলরোচিঃ
রতন-আকররাজ-মাঝারে রুচিরে,—
সন্দীপে মাণিক্য কিম্বা ফণীবর-শিরে,
অথবা সম্রাট্-মৌলে স্ফুরট-কিরীট,
উজ্জ্বল হীরকবর মুকুটের চূড়ে,—
বিকাশে সুহাসি সহ সুকুসুম কিম্বা
সুন্দর উদ্যান-মধ্যে পরম ভূষিয়া,—
বসন্তে কুসুমোল্লাস, ফুলে কোমলতা,—
রুচির রাজীবরাজ চারু সরোবরে,
মকরন্দরাশি সরোরুহের হৃদয়ে,
সুন্দর সুগন্ধ কিম্বা মবন্দ-সন্দোহে,—
নিশার কবরীশোভী মুক্তাদাম-সমা
তারকামালিকা কিম্বা নৈশনভো-দেহে,
নক্ষত্রে মৃদুলদ্যুতি,—পূর্ণিমা-অম্বরে

চকোর-হৃদয়ানন্দ পূর্ণ অমিয়াংশু,
[illegible]নদীধিতি-দেহে তুহিন-দীধিতি।
দুর্জ্জনের অগ্রগণ্য সে'জন এ' ভবে,
যা'র চিত্ত বগাহিতে নাহি চাহে কভু
কবিতা-পীযূষরস-সরসী-সলিলে:
সরসিজরাজাসনা বাণীর জগতে
চরণসরোজ-রাজে সাজা'তে যতনে
তোমা'-রূপ ফুলদলে অঞ্জলি বাঁধিয়া
না অর্পে,—অথবা, চিত্তহর হারগুচ্ছ
তোমা'-রূপ চারু রত্ন-রাশিতে রচিয়া
যে'জন না দেয় বাণী-কম্বকণ্ঠদেশে।
এ' হিয়া-সরসিরুহ কর মধুময়,
সুরভি-রাশিতে পূর, যেন সদা পারে
তৃপ্তিতে বঙ্গীয় মনো-মধুপ-পবনে।
শত্রু যদি গুণগ্রাহী, সেও সাধু বরং,
আমূল বৃন্তের সনে আশার মুকুল
যদি কাটে কীট-রূপে, শ্লাঘ্য বলে' মানে,—
তথাপি, কদাপি নাহি চাহে হেন জনে,
মূর্খতা-অগাধ-অব্ধি-রূপ-হৃদ যেই,
কবিতে! তোমার প্রতি প্রীতি নাহি যা'র,—
তাহার বন্ধুতা এ'র কিবা প্রয়োজন!
অয়ি অম্ব, বঙ্গবাণি, নবরূপবতি!
কবিতা-ভূষণ এবে কিঞ্চিত্‌ গঠিয়া,
অলংকৃতে চারু অঙ্গ তোমার ভারতে

এসে'ছে সাহস করি', জননি ! এ' জন ;
বহু শ্রম স্বীকারিয়া, অবচয়ি' যত্নে
অনেক নিপুণ মালাকরোদ্যান হ'তে
গুটিকত সুকুসুম ; বহু খনি হ'তে
অতি অল্প সুমহার্ঘ রত্নরাজরাজী,
ভুবনে উজ্জ্বলতম, ভিক্ষিয়া এনে'ছে,
বহুধন-অধিকারী সমীপ হইতে
যথাকথঞ্চিত্ ধন এ' চির-ভিখারী,
অর্পিতে চরণে আজি ;—এই উপায়ন,
ক্ষুদ্র বলি' ঘৃণিও মা,—লহ গো, সপ্রীতে,—
অকৃতি সন্ততি অতি এই তব, দেবি :
তব উপযুক্ত দ্রব্য কোথা পাবে আর ?
যথাসাধ্য দিল তথা পূজিতে ও' পদ ;
করুণা রাখিও মনে চির এর'পরে ।
আর যদি থাকে বেঁচে,—পায়, গো, সময়,—
আবার প্রদিবে পদে নব আভরণ ;
পূরিয়া পূজার ডালা আবার আনিবে,
গ্রহিও করুণবতি ! সদয় হৃদয়ে ।
চলিল সুদূর-পথে সশোক-মানসে
অধুনা, কখন যদি ফিরে আ'সে পুনঃ,
চেও, মা ! এ' দীন-পানে প্রসন্ন নয়নে,
পুনঃ যেন পায় স্থান তব শান্ত কোলে ;—
হায়, রে, অদৃষ্ট হেন করে'ছে কি কভু !
কোথা, গো বঙ্গীয়া ভাষা, নবীন-যৌবনা,

অমরসুন্দরী-সমা তুমি স্বরূপিণী;
তোমার জননী, শুভে! পূজ্য দেববাণী,
যাঁহার অনন্ত রূপ অদ্যাপি ভারতে
দীপি'ছে বিমলোজ্জ্বলে লোকপাবন;
প্রসূতির সম রূপ অধিকারিয়াছ।
যেমতি নিকুঞ্জ-মাঝে নব মধুকরী
সুষমা বিস্তারে, সরে নবীনা নলিনী,
অভিনব পরভৃতা বিপিনে, তোয়দে
নূতন তড়িত-লতা, সুবিমল নভে
নবীনা বিধু-কলা, অথবা উদ্যানে
অভিনব-সুকুসুম, কিম্বা অভিনিবিষ্ট
মধুমক্ষিকার চক্রে নব্য মধুরস,
নব অতিমুক্তলতা রসালের স্কন্ধে,
তেমতি তুমি, গো, এবে ভারতসংসারে।
গোয়া'ল জনম বৃথা মিথ্যা কর্ম্ম করি',—
কাচ-মূল্যে কি বিক্রিল মহামূল্য মণি,—
পূজিল দুর্জ্জন-পদ সুজন ত্যজিয়া,—
বহু ক্লেশে পর্য্যটিল বহু পরিশ্রমি'
বৃথা ধনলোভে পড়ি' অভিনিবেশী,
অমূল্য সময়, অহো! হারা'ল হেলায়,—
প্রদীপ্ত প্রদীপ করি' করে চারিভিতে
অন্বেষিল পাণ্ডুগ্রামে অনলের তরে,—
খুঁজিল খনিত্র স্কন্ধে করি' ক্ষেত্রময়,—
তটিনীর তটে বসি' পিপাসু কাঁদিল

তৃষা কি, রে! এত দিনে কষ্টে কূপ খনি'
অন্বেষিল প্রবাহিণী ঘোর মরুস্থলে,
মরীচিকা-পাছুপাছু প্রধাবিল দ্রুতে
চারু বৃক্ষবীথী বেড়া সুন্দর ভ্রমে।
আর নাহি আচরিবে নীচ ভিক্ষাবৃত্তি
অনাহারে,—কায়-মনঃ আর না সঁপিবে
অধার্ম্মিক-জন-হস্তে, ঘৃণিত-বরেণ্য,—
উপাসিবে নাহি কভু সামান্য ব্যক্তিরে,—
ভজিবে না কুদেবতা,—তাপিবে না তনু
নিষ্ফলে,—যোগিবে নাহি কুসমাধি কালি',
বরিবে না হীন জনে বরণীয় ভাবি',—
মানস-সরসী ভ্রমে আর না ফেলিবে
পূতিগন্ধী কূপজলে, দুর্ব্বাস-দূষিত,—
পশিবে না ভ্রমে কভু কণ্টক-কাননে
বিনোদ উদ্যান ভাবি' আর এ জীবনে,—
খা'বে না গরল-ফল সুধাফল বলি',—
ললিতা মালতীলতা বোধে স্পর্শিবে না
বৃশ্চিকালী বল্লরীকে কদাপিও ভুলি',—
শৈবলে ফেলিবে নাহি কমলিনী-ভ্রমে,—
স্ফটিক-বিমল উৎস যা'বে না পাইতে
আগ্নেয় গিরির শিরে আর মহাহর্ষে,—
সমুদ্রের মহাবর্ত্তে আর পড়িবে না,
সুন্দর উর্ব্বর দ্বীপ আবিষ্কারে গিয়া,—
সেবিবে না রাক্ষসীরে বিদ্যাধরী জানি'।

আশ্রয়িবে পাদপেটকে কল্প-শাখী-ভ্রমে ?
সামান্য উপলরাশি সংগ্রহ ত্যজিয়া
অমূল্য মণির খনি অন্বেষিবে ভবে,—
সমেঘ মেরুর ঝঞ্চা-প্রভঞ্জন ত্যজি'
সেবিবে মলয়ালয় বিলোল সমীর ?

ধন্য, মাতঃ, গৌড়বাণি ! এ' অধীন জন
দেখুক পারে কি পে'তে কুবেরের নিধি,
নন্দন-বনের আর সন্তানক ফুল ;—
যত্নে না সঞ্চরে যদি, কি দোষ তাহাতে ?
কে বলে রত্নাকর-সাগর-সদৃশ
বিজাতীয় ভাষা ?—ধিক্ ! ঠেকিয়া শিখিল
এই মূঢ় জন এবে, অধমে বিশ্বাসি' ;—
ডুবিল অতলে মহা প্রত্যাশার সহ
প্রাণপণে বহুকষ্টে নিশ্বাস সংরোধি',
পরিশেষে হ'ল লাভ—লবণ-সলিল
পীড়িল শরীর সর্ব্ব, নিবারিল আস্য,
নাসা-মুখ-কর্ণ-পথে পশিয়া উদরে।
নববারিধারা বিনা কিসে তৃষা নাশে
চাতকের, চকোরের চন্দ্রিকা-ব্যতীত ?
অতীব অজ্ঞান দাস পূর্ব্বে না বুঝিল ;
আঁখিযুগ বিধৌতিয়া বাণী-বাপীনীরে,
বিলভিল দিব্যদৃষ্টি, আয়াস-সঞ্চিত ;
এ'বার পে'য়েছে পথ, হারা'বে না কভু।
সংপ্রাপিল মাতৃভাষা পূর্ণা নানা গুণে,

যথা রত্নাকর—রত্ন-নিকর-আকর,
অথবা মণির খনি—মণিমালাময়,
শুক্তি-গর্ভ—মুক্তাফল কলাপ-নিলয়,
শারদীয় স্বচ্ছ কৃষ্ণ যামিনী গগন—
নক্ষত্র-নিবহে কিম্বা সাজে সুবিক্ষিপ্ত।
যতন নহিলে কভু মিলে কি রতন?
দমিয়া নরবন্দম দুর্দম শমনে,
সুন্দর মন্দিরে তব যাইতে বাসনা
করে'ছে, হে যশোদেবি! দুরারাধনীয়ে:
এ' জন নিকৃষ্ট অতি এ' জগত-মাঝে।
কত শত জন না কি পূরা বহু ক্লেশে
নানা বাধা উত্তীরিয়া, পৌঁছে তব স্থানে,—
আসিয়াছে সে' সাহসে সাহসী হইয়া
তব পদ-সন্নিধানে, দেহ স্থান দাসে।
করিবে কঠোর চেষ্টা, যশোদেবি! তব
আরোহিতে তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গ-স্থিত ধামে।
কত শত রোধে তা'র রোধি'ছে সোপান,—
কত লোকে না উঠিতে পারিয়া কান্দি'ছে,
উঠিতে উঠিতে কেহ পড়ি'ছে ঘূর্ণিয়া,
ধরাশায়ী বিকলাঙ্গ কেহ বা রহি'ছে।
দেখুক বারেক এবে পারে কি না পারে,—
বাণীর কৃপায়, ওগো, কি না, হয় তবে।
করিবে যথেষ্ট চেষ্টা লভিতে মাণিক্য;
দেখিবে কৃতান্ত এরে সমর্থে কি কভু.

স্পর্শিতে অভ্রালয়ে, সংস্থাপিতে নাম,
শিলা যথা প্রক্ষেপিলে স্তব্ধশূন্য হ্রদে।
যশোগৃহে যে'তে, কাল ! গঠিল সোপান
এ' নির্ব্বোধ দুষ্প্রয়াসী, বহু ক্লেশ সহি'
তব অব্ধিতটে যত্নে সিকতারাশিতে ?
বাঁধিল বালির বাঁধ এত দিন ধরি'
কত্ শ্রমে, তা'র চরে বসি',—হ'বে বৃথা ?
উঠিবে একটী তরঙ্গ ভাঙ্গিবার তরে,
লোপি' শ্রম-ফল এর এ'মহীমণ্ডলে ?
মনে মনে কি নির্ম্মিল শূন্যে কাষ্ঠ-সিঁড়ি ?
বন্ধ্যার নন্দন বীর, শূন্য-রথারোহী,
যা'র পিতা অপুত্রক, পিতামহ দণ্ডী,
কূর্ম্মলোম-পটাচ্ছন্ন, অশ্বাণ্ড-ফলকী,
শশক-বিষাণ-বিনির্ম্মিত-ধনুর্দ্ধর,
আকাশকুসুমরাজী-খচিত-শেখর,
দূর্ব্বাঙ্কুর-হিমবিন্দু-মুক্তামালা-গল,
নিষণ্ণ বাণ্ডরা পাতি' মর্কটিকা-জালে
যে' ধরে শারদ-শশধর সাবহেলে,
সকল নক্ষত্রে গণি' ফেলয়ে ছড়া'য়ে,
আবরে নলিনীদলে নিখিল গগন,
তা'র যথা দিগ্বিজয় অলিক, তেমতি
এ'জনের আশা কি, গো, হ'বে মিথ্যা ভবে ?
অথবা গঠিল কি, হে, দুর্ভেদনীয়
অনন্তসময়স্থায়ী তব গিরিগাত্রে

সুন্দর-সোপানাবলী গুণ-যন্ত্রে যোগি,
(অতীব সুগম সদা ঊর্দ্ধগামী জনে),
অনায়াসে যাহা দিয়া যাইবে উঠিয়া
সেই এর চিরেপ্সিত স্থানে কি আজিকে?
কৃতার্থিবে কি আম্মাকে যশোদেবতার
রুচির আননলক্ষ্মী আঁখি-ভঙ্গি' হেরি'।
হে কবিন্দ্র। সুপবিত্র, কবি-প্রাণরূপ,
বিশ্রাম বিলভ এবে পূর্ণ-মনোরথে—
বাল্মীকি, আদিম-কবি,—কৃতি কালিদাস—
শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন সূরী ভবভূতি—
রাজ-কবি ভর্ত্তৃহরি, বলভী-ভূষণ,—
অমর, অমরমূর্ত্তি,—চারু জয়দেব,—
মুরারি-মুরলী-সম সুরব মুরারি—
কৃত্তিবাস-সমযশা আর্য্য কৃত্তিবাস—
নবকবিকুল-পতি শ্রীমধুসূদন,
মধুসূদনের সম মধুরনিস্বন,—
এঁদের মনোজ্ঞ কণ্ঠ-সুপূত-আসনে।
কহে কবি যোড়করে,—'হে মম ভারতি!
কাব্যপ্রিয় গৌড়জন-গণের হৃদয়ে
আজু হ'তে চির-তরে হর্ষে উপবিশ
কমকলাবতী প্রিয়া যুবতী-প্রতিমা'।
বঙ্গশিরোবরহীর, পণ্ডিত-পুঙ্গব,
পূজ্যপাদ জনগণে অনেক বিনয়ে
এ'হীন মানস কহে নিবদ্ধ-অঞ্জলি,—

ভারত-বিজয় কাব্য কবিত্ব-রচনা,
কাব্য-কলা-সুকৌশল অলঙ্কার-ভূষা
সংশোধহ সুবিচারি', সুধীগণাগ্রণী,
কবিত্ব-মানস-সরো-বিহারী মরাল ।
নিঃসন্দেহ এ'র দোষ আছে প্রতিপদে,
তাহা সকরুণা-গুণে, কারুণিকগণ,
ত্যজিয়া, অধুনা এ'রে করিবে মার্জ্জনা !
যদি কিছু থাকে গুণ, তাহা সংগ্রহিবে,
সলিল-সংমিশ্র-ক্ষীরে যথা হংসরাজ ।
অহ গৌড়চূড়ামণি, কোবিদ-নিবহ !
অশেষ-বিনতি-নতি-সহিত নিবেদে
তোমাদের উপদেশ-প্রার্থী জন পুনঃ,—
'মূঢ় জন সদসদ্-বিবেক-বিহীন
কুরূপ বায়স-সম অগ্রে দোষ দেখে,
পরগুণগ্রাহী, অহ ! মহীয়ান-বিনা
অপরে কি কভু হয় ? যেমত সতত
মুক্তাফল-দ্যোতে জবা কভু শুভ্রা নহে,
পরন্তু, জবার রাগে আরক্ত মৌক্তিক' ।
কবি-খ্যাতি-প্রার্থী এই মহামুগ্ধমতি,—
পদে পদে হাস্যাস্পদ সম্ভবে এ' জনে,
বামনে ধরিবে শশী, দেব নিশাস্বামী ।—
এ'লজ্জা ইহার আজ ঢাক, গো, সকলে ।
নাহিক সামান্য এর বচন-নৈপুণ্য,
তবু বাচলতা চাহে দম্ভে প্রকাশিতে ;

এক কপর্দ্দকহীন শূন্য সুদরিদ্র,
বল-বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণ-প্রতিভা-বিহীন,
কেমনে সাহসে, হায়, সমধিরোহিতে
ভুবনবিজেতৃবর-উচ্চ-সিংহাসনে,
জাগ্রত-স্বপনে যথা নিরখে উন্মত্ত
হস্তে হস্তে স্বর্গসুখ যেন বিলসিছে।
এ'হেন অভিলাষী ধরামরের প্রগল্ভতা
দেখিয়া রোষকে মনে দিবে না আশ্রয়।

শুন, গো বঙ্গীয়জন চটুল চকোর।
সাঙ্গিল প্রসভ রঙ্গে সুন্দর প্রসঙ্গ ;—
সন্তৃপ্তিবে যোগাইয়া কাব্য নব সুধা,
পুনর্ব্বার যদি কভু জন্মে আর ক্ষুধা,
ভারতী-চরণাম্বুজ হৃদে ধরি' ধ্যানে,
কল্পনা-সঙ্গিনী সঙ্গে ভ্রমি' নানা স্থানে।

যে'দেশে কেলিলা পুরা বিদ্যাপতি দ্বিজ, *
বঙ্গকবিকুল-পতি, বিদ্যাদেবী-সহ
পঞ্চগৌড়-ঈশ্বরের-বর-সভাতলে,
(বিদ্যাপতি চৌরকবি সুন্দর সুন্দর,
কাঞ্চীপুর-বসুন্ধরা-অধীশ-নন্দন,
নৃপসুতা বিদ্যা-সনে যথা বর্দ্ধমানে) ;
রাজা রঘুনাথ রায়-সভা উজ্জ্বলিলা
যে' দেশে মুকুন্দরাম মহাকবি-পতি,

* বঙ্গের আদিকবি বিদ্যাপতির আবির্ভাবের সময় এ'পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই। কাহার মতে ইনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে, কেহ বলেন তাঁর পরে সমুদিত হইয়াছিলেন। ১ স. ৭৯ পং. দেখ।

যথা মাধ্যন্দিন ভানু-কিরণ প্রখরী ;
প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী, কাব্যাম্বুরাশীন্দু,—
সুকবি-রঞ্জন, রামপ্রসাদ, সুকবি,—
ভারতচন্দ্র, গুণাকর, ভারত-চন্দ্রমা,
ভারতে বিখ্যাত চির গুণের আকর,
নবদ্বীপ-ভূষা-রাজ-সভাসদবর,—
যাঁ'রা ভাবা-রূপ স্বর্গ চারু খননিয়া
আনিলা, গো, বররুচি-কাব্যরস-স্রোতে
তৃপ্তিতে যে' দেশ, যথা ভগীরথ ভূপ,
সূর্য্যবংশ-অবতংস, দৈলীপেয়, বলী,
আনিলা এ' মর্ত্যধামে মহাতপোবলে
নিলিম্পনির্ঝরী গঙ্গা, পুণ্যস্রোতস্বতী ;
ফুলিয়া-গগন-দীপ সায়ম্-নক্ষত্র,
সুপণ্ডিত কৃত্তিবাস, দ্বিজআযামিশ্র,—
প্রকৃতি-সুকৃতি রঘুনন্দন গোস্বামী,—
শূদ্রকুল-অলঙ্কার কাশীরামদাস,—
বাল্মীকি-ব্যাসের পদ পূজিয়া যতনে,

* মহাকবি বররুচির বিরচিত "বিদ্যাসুন্দর-চরিতম্" নাম মহাকাব্যের আদর্শে, অনুকরণে, বা অনুবাদে প্রাণরাম, রামপ্রসাদ, ও ভারতচন্দ্র এবং আরও দুই একটি প্রাচীন গৌড়-কবি স্ব স্ব-কাব্য প্রণয়ন করেন। আজ-কাল বররুচি-বিপ্রণীত বলিয়া যে পূর্ব্ব ও উত্তর খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত 'চৌর-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক, তাহা বররুচির নহে। জন-প্রবাদ এই যে, উত্তর অংশটুকু সুন্দর রাজকুমারের কৃত, এবং পূর্ব্বভাগ কোন বঙ্গীয় টোলের অধ্যাপক, বৈয়াকরণিক, কূটবুদ্ধি ভট্টাচার্য্যের অশ্লীল কল্পনা-প্রসূত। কেহ বলেন,—'চৌর-পঞ্চাশিকা' কবি বিহ্লনমিশ্রের প্রণীত।

পরিভ্রমিলা যেই দেশ অশেষ আয়াসে ;
মদন-অধিক রূপ মদনমোহন,
বিল্বগ্রাম-অম্ভোনিধি-রোহিণীরমণ,
সুবন্ধুর সুবন্ধুতা যথা প্রকাশিলা ;
সুকবি ঈশ্বর গুপ্ত, সুবাদি-ঈশ্বর,
ভারতের অনুবর্ত্তী, রসিক-শেখর,—
খ্রীষ্ট চরণানুগামী মধু মাইকেল
নব্য-কবি-কুল-মান, সুধীর সত্তম,—
নাট্য-নভে প্রোজ্জ্বলা দীনবন্ধু কবি,—
বিহরিলা নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহি' যথা,
যে' ভাষা কহিলা এঁরা আজীবন কাল,
যে' ভাষারে সুভূষিলা অশেষ কৌশলে,
বিদ্যার জলধি যথা রঙ্গ-হেম-শিব
নবীন-প্রতিভাপন্ন দ্বিজেন্দ্র-বঙ্কিম
দ্বারকা-বিহারী কৃষ্ণ-বল এ' ভুবনে
অক্ষয় যশের খনি দীপে মণি-রূপে,—
সে' দেশে জনম এঁর, শুন, জগজ্জন !
সেই সুরুচিরা ভাষা কহে এ' হীনধী,
সেই ভাষা অলংকৃতে অবিরত রত,
ভারতী-জননী এঁর, কল্পনা-সঙ্গিনী,
কবিতার সুসেবক (সদাদেশবহ),
পবিত্র-প্রকৃত-প্রেম-পরিমল-কণা-
প্রয়াসী অনিশ এই মাধব-পবন,
কেন না লাগিবে ভাল তাহে বঙ্গভূমে ?

আপনারে আপনি সে' এ'জন্য প্রশংসে।
অশেষ-সুধীর-ভাল-শোভন-তিলক,
কোবিদ-নৃপতি-শ্রেণী-মস্তক-মুকুট-
অলংকার-হীরাবর গৌড়-কবিবৃন্দ !
প্রভূত ভকতি-ভরে, কায়-মনো থাকো
আরাধি' ভারতি-পদ (ত্রিজগত্-অর্চ্চ্য),
হৃদয়-সরোজে স্থাপি' পরম যতনে,—
সংসার শোভন-সার মহামূল্য মণি,
উপদেশ-যশো ধন- আনন্দ-আকর,
চিন্তা-রোগ-মুকতির এক দীর্ঘ-মার্গ,
ভাষা ব্যবহার-বৃত্তি-ব্যুৎপত্তির হেতু,
সৎপথ-প্রবর্ত্তক, পাপ-নিবর্ত্তক,
বিমুখবনিতা-বক্র-কটাক্ষ-স্বরূপ,
সদয়কামিনী-মৃদু-হসিত-সন্নিভ,
তোমা'দের হেন কাব্য-চয়ে শিক্ষা পে'য়ে,—
লভিলে অভীষ্ট বর ইষ্টদেবী-কাছে
যেমত সাধক, অহ ! উল্লাসে তেমত
সান্দ্রানন্দ-সন্দোহের মহাম্ভোরাশিতে,
সমান্দোলি' ভঙ্গ-সংঘে (গিরিশৃঙ্গ-তুঙ্গ),—
এ' সামান্য ক্ষুদ্র-'কাব্য' বিরচি' শোধিল
'গ্রহ-অব্ধি-পক্ষ-শশী'-সংখ্যা-পরিমিত
বঙ্গ-সংবৎসরে, বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে,
আজি সেই জটিল-ধী পরম অধম
(নরেন্দ্রনন্দিনীদেবী-হৃদয়-নন্দন),

অসময়-স্বরূপে পে'য়ে পৌত্র-রূপে যাঁরে
যাপিলা স্ব-শেষকাল অশোক-অন্তরে,
যথা দীন পে'লে নিধি স্ব-করে সহসা,
শ্রীমদ্দিগম্বর-চন্দ্র, দ্বিজ-চক্রবর্ত্তী,
স্বভাব-সুন্দরবুদ্ধি, পরমজ্যোতিষী।
সুকবি-বসুধা অনীশ্বর-সার্ব্বভৌম
হে বঙ্গ-কোবিদবৃন্দ! থাক ইথে দয়া;
তোমাদের শিক্ষকতা-কার্য্য-বৈগুণ্যেতে
গৌরব কিঞ্চিত্ কি, গো, বর্দ্ধিত হ'বে না?—
অস্থানে পড়িলে মণি স্ব-গুণ কি ত্যজে?
বরাহনগর! তব বিশাল আগারে
কত শত চারু সৌধ (মণি-রত্নময়)
শোভি'ছে সুন্দর সাজে; তা'র এক পার্শ্বে
একটি বালুকা-চর রহি'ছে জাগিয়া
সশঙ্কে, দিও না তা'রে ডুবিতে অকালে
প্রবল সলিলোচ্ছ্বাসে!—অয়ে জন্মগ্রাম!
মনোজ্ঞ উদ্যানে তব ফুলফলযুত
কত কি সুন্দর তরু-লতা বিভাতি'ছে,
রসিয়া নয়ন-পথ সব ভুবনের;
একদিকে পড়ি' আছে এ'নব শাখোট,
দিও না উপাড়ি' এ'রে খণ্ডশঃ ছেদিয়া!—
অয়ি নিত্যপ্রিয় স্থান! তব মঞ্জু কুঞ্জে
কত কমকণ্ঠ পাখী, ভৃঙ্গ, প্রজাপতি
কেলি'ছে পুলকে; তা'র এক ধারে পড়ি'

রহিছে বিজনে শুষ্ক-মাঝারে এ' কীট,
তোমার করুণাকণা অভিলাষ করি',
তাড়া'য়ো না কভু দূরে নিষ্ঠুরের সম ।—
সগোপনে বাস পল্লি । উজালি'ছে দিক
তোমার বিমল নৈশ অম্বরে অনন্ত
পূর্ণচন্দ্র মহাদ্যোতে, নক্ষত্রের পুঞ্জ
চক্রবালরেখা শেষ সীমা-লগ্ন ক্ষুদ্র
উদিত-উন্মুখ এক স্তিমিত-কিরণ
এ' তারাকে কুহেলিতে ঢাকিলে কি ফল ?—
বিস্তৃত সরসে তব কত উৎপল,
কোকনদ-পুণ্ডরীক, কহ্লার-কুমুদ,
আভায় পূরিয়া দেশ, আছে বিকশিত ;
এ' লঘু শৈবাল থাকি' তা'র একদেশে,
কি ক্ষতি করি'ছে, তা'রে কি কার্য্য বিনাশি' ?—
প্রবলপ্রবাহবতী নদীতে তোমার
কত রাজহংস-ক্রৌঞ্চ, সারস-কাদম্ব,
কারণ্ডব-চক্রবাক, বলাকা-খঞ্জন
বিহরে প্রমোদে, তাহে এ' কুরূপ লঘু
মীনরঙ্ক পাইবে না আশ্রয় একটু ?—
ঘৃণার ভাজন এত, গুণহীন বলি' !

গৌড়জনগণ-মনঃ-কুমুদ-বাসন
ছিলা এক কল্পনার ক্ষীরনীরনিধি-
সমুদ্ভব শশিলেখা হীন হিমধামা,
উড়ুরাজ-নবকবি-ছবি বিমলিয়া,

কাব্য-শারদীয়াম্বর সদা সন্দীপিয়া,—
তাঁহারি কৌমুদি-কণা সাদরে লইয়া,
তাঁহারি সুধার স্বরে গাহিল এ' গীতি,—
জানে না কাহার কর্ণে লাগিবে কেমন,—
কোন্ বা চকোর পি'বে পরিতৃপ্ত-চেতা ;
জানে না উদিবে কবে কোন্ চণ্ড রবি
এ' বঙ্গ বিমলাম্বরে, সুবিকাশি' আশা
প্রখর ময়ূখমালে মহাতীক্ষ্ণ-রূপে,
পরাভবে এ'র বিভা, হায়, একেবারে !
এ' কি, গো, তখন র'বে ছায়ামাত্র হ'য়ে ?
কিম্বা, বিলীনিবে চির ঘোর অমানিশা ?
তব মুখ দীপ্ত যদি হয়, ত হ'ক না,
কি ক্ষতি ইহার তায়, ওগো মাতৃভূমি !
ত্রিদিব-প্রতিমা তোমা' সদা দেবে দাস
ভারতবরষ-রূপ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ;
অনুরক্তি তরুর ছায়া দিও পদতলে :
তোমা' ত্যজি' দূর দেশে ধায় না মানস ;
উদরদহনজ্বালা-নিবারণ-ছলে
তাড়া'য়ো না প্রলোভন দেখা'য়ে সুদূরে !!
'মূর্খ-গুরু' উপনামা কোন হীন-মতি
কল্পনা-দেবীর প্রিয়-সুহৃদ-দেশীয়,
এ' ক্ষিপ্তপ্রলাপ-শেষে 'উপসংহার'
ষোড়শ সর্গ পরিশেষিল সশঙ্কে,
স্থল-শতদলরাজ-শোভা-অপহারী

বাণীর চরণে লক্ষ-কোটি-শঃ প্রণমি',
বঙ্গবুধবৃন্দ-ভালবাসা প্রয়াসিয়া।
তব করে, অয়ি কাল, অনন্ত-শরীর!
অর্পিল এ' ক্ষুদ্র দ্রব্য, শ্রম-শুল্ক-ক্রীত,—
এ' নীচের দান বলি' তুমি কি ঘৃণিবে?
যদি অকিঞ্চিৎকর এ'টি, তথাপিও
বহুমূল্য বলি' তুমি লইবে আদরে,—
নিত্য চিত্ত-রমণীয়। এ' আশার জোরে
এ' পর্ণ কুটীর-বাসী, বসি' বরাসনে,
দেখি'ছে অদূরে মুক্ত ত্রিদিবের দ্বার,
আনন্দ-আকর-সার নন্দনকানন,
মন্দাকিনী-তীর-শোভী বৈজয়ন্ত-ধাম,
প্রস্তুত অমরবৃন্দ-বিহরণ-তরে।
সংসার-যাতনা-গ্লানি-চিন্তা-ক্লেশ-পূর্ণ
এ' শ্রমের পুরস্কার-রূপে কভু দিবে
একটী কল্প-লতা, নিধি-প্রসবিনী?

ইতি 'ভার্গববিজয়' কাব্যে
'উপসংহৃতি'-নাম
ষোড়শ সর্গ।

সম্পূর্ণ

টীকার পরিশিষ্ট।

(১) মানবজাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—আর্য্য, মঙ্গলীয় ও নিগ্রো। প্রথমতঃ নিগ্রো ও মঙ্গলীয় শ্রেণীই প্রকৃত সভ্যতার শিখরদেশে আরোহণ করে; অ্যাসিরীয়, কেন্যানবংশীয় বা ফিনিসীয়, মিশ্রদেশীয় কপ্ট, ইথিয়োপীয় ইত্যাদি এবং সিরীয়, হিব্রু, ইডিউমীয়, আরবীয়, তোরকেশ, মঙ্গল, হুন, চীন, মেক্সিকো, পেরু, বলিভীয়, চিলি প্রভৃতি জাতিই ইহার প্রমাণ। অনন্তর, ক্রমশঃ আর্য্যশ্রেণীতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইলে, উহারা চন্দ্রোদয়ে ক্ষীণভাস জ্যোতিষ্কগণের ন্যায় হীনা দশা প্রাপ্ত হইল। অগ্রে নিগ্রোশ্রেণী, আফ্রিকা, দক্ষিণ এসিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলেসিয়া ও পালিনেসিয়াতে বিস্তৃত হয়, তৎপরে মঙ্গলীয় শ্রেণী, আরব, সিরীয়, উত্তর ইউরোপ, তাতার, চীন, হিন্দুচীন উপদ্বীপ ও আমেরিকাতে বাস করে। ভারতবর্ষ অগ্রে নিগ্রোশ্রেণীতেই পরিপূর্ণ হয়, তদনন্তর মঙ্গলীয়েরা আইসে; এই উভয় শ্রেণীতে এক মিশ্রজাতি উৎপন্ন হয়,—বর্ত্তমান সিংহল ও দাক্ষিণাত্য-বাসী তামিলভাষী দ্রাবিড়ীয়েরা ইহার অন্তর্গত। এইরূপে উত্তর আফ্রিকাতে বর্ব্বর, নিউমিডীয়, ও মুরজাতির উৎপত্তি হয়। যখন আর্য্যশ্রেণী প্রবল বিক্রমে ভারতবর্ষ জয় করে, তখন ইহারা দুর্গম প্রত্যন্তদেশসকল আশ্রয় করিল। পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের সন্নিহিত পার্ব্বত্যপ্রদেশ, মালয় উপদ্বীপ, হিমালয়-পার্শ্ব, গুজরাট, বিন্ধ্য, গোন্দবন, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার জাঙ্গলপ্রদেশ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট, নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে নাগ, কুকী, গারো, লুসাই, এবং ওরাওঁ, সাঁওতাল, কোল, ভীল, মিনা, মাড়িয়া, গোন্দ, চুয়াড়, পুলিন্দ, পাহাড়িয়া, প্রভৃতি অসভ্যেরা ইহাদের অবশিষ্ট রহিয়াছে। শেষে আর্য্য, নিগ্রো ও মঙ্গলীয়,—এই তিন শ্রেণী মিশ্রনে কাল-সহকারে ভারতে অনেকজাতির সৃষ্টি হয়। যাদৃশ আর্য্য-মঙ্গলীয়-সংযোগে প্রতীচ্য অঞ্চলে তুরাণীয়েরা জন্মে, তাদৃশ বহির্গত হিন্দু খণ্ডে ও মলয়েসীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রহ্ম-শ্যাম-কাম্বোজ-মালয়-কোচীন প্রভৃতি জাতির জন্ম হয়,—ইহারা পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইল।

অধুনা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত রাক্ষস ও বানরেরা কোন শ্রেণীর মধ্যে, দেখিতে হইবে।—রাক্ষসেরা বিকটাকার, কৃষ্ণবর্ণ, বিকটাচারী, মাংসাশী, ভিন্নধর্ম্মী ও অন্যভাষী ছিল; ইহারা আর্য্যদিগের সহিত নিত্য বিবাদে রত থাকিত। পূর্ব্বতন মহারাষ্ট্রীয় বর্গী ও পিণ্ডারী দস্যুদিগের ন্যায় রাত্রিকালে দলবদ্ধ হইয়া দৌরাত্ম্য লুণ্ঠন অপহরণাদি দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষতি করিত, এই নিমিত্ত ইহাদের 'নিশাচর',—ভারতের দক্ষিণপশ্চিম দিকে বাসহেতু বলিয়া 'নৈঋত',—নীলবসন-পরিধান-নিবন্ধন 'নীলাম্বর',—প্রাণীহিংসা

মাংস ভক্ষণ ও শোণিতপান করে, তজ্জন্য 'পলাশী' ও 'অস্রপ',—এবং নানা বর্ণে গাত্র রঞ্জিত করিত, এতন্নিবন্ধন 'কর্ব্বুর' নামে অভিহিত হইত। সন্ধ্যার সময়ে সমস্তীভূত বহির্গত হইত বলিয়া এ'পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকে রাক্ষসী বেলা কহে। ইহাদের কতকগুলি আর্য্যদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন ও তাঁ'দের সহিত বন্ধুত্ব-কুটুম্বিতা-বিবাহাদি সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিল। পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবার ঔরসে নিকষা রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ প্রভৃতি রাক্ষস, ও ইলবিলার উদরে কুবের আদি যক্ষ জন্মে;—রাক্ষস ও যক্ষদিগের 'বৈশ্রবণ' একটী নাম, এবং 'পৌলস্ত্য' ও 'নৈকষেয়' রাক্ষসদিগের মাত্র অপর দু'টী অভিধান দৃষ্ট হয়: ভীম হিড়িম্বা রাক্ষসীকে বিবাহ করে,—পুত্র ঘটোৎকচ, ও পৌত্র মেঘবর্ণ ছিল; মধুরার মধু ও তৎপুত্র লবণ সকলেরই বিদিত আছে; এবং বিরাধ, কবন্ধ, ত্রিশিরা, অলম্বুষ, বক, কির্ম্মীর, ইত্যাদি রাক্ষসদের মধ্যে কেহ কেহ আর্য্যদিগের মিত্র বা শত্রু ছিল। দক্ষিণাপথে কাবেরী-তীরভূমি, জনস্থান ও দণ্ডক, এবং সিংহল (লঙ্কা) রাবণের অধিকারে ছিল। ইহার মাতামহ মালী, আর সুমালী প্রভৃতি পূর্ব্ব-বংশীয়েরা পাতাল হইতে আসিয়া লঙ্কায় রাজ্য বিস্তৃত করে।

প্রতীত হইতেছে, ইহারাই আফ্রিকার নিগ্রো। আফ্রিকাকে সংস্কৃত-ভাষীরা রথক্রান্ত খণ্ড, সূর্য্যারিষ্টদেশ, রাক্ষসাবাস, বা সূর্য্যারিকা কহিতেন; ইহা ভয়ঙ্কর, আতপতপ্ত, মরীচিকাময়-মরুদুর্গম বলিয়া প্রখ্যাত,—

"সূর্য্যারিকা বারিধানা, দুর্গমা চাতিভীষণা।"— ইত্যাদি।

'আফ্রিকা' শব্দ গ্রীক্ ভাষায় সংস্কৃত সূর্য্যারিকার প্রায় অবিকল অর্থ প্রকাশ করে; গ্রীকে 'ইথিয়োপীয়' শব্দের অর্থ দগ্ধ-মুখ, অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে কৃষ্ণ-বর্ণ; লাটিনে 'নিগ্রো' শব্দের অর্থ (Niger) কৃষ্ণ। অপিচ, এই মহাদেশ ভারতবর্ষের ঠিক নৈর্ঋতে অবস্থিত।

প্রাচীন যুগের দেব-নর-নাগ-প্রমথ-গুহ্যক-চারণ-সিদ্ধ-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-বিদ্যাধর-অপ্সরঃ-কিম্পুরুষ-পিশাচ-দৈত্য-দানব-কালকেয়-আদি আর্য্যশ্রেণীয় ছিল; তন্মধ্যে দানব-দৈত্য-পিশাচ-নাগ-প্রভৃতিরা পশ্চাতে আর্য্যম্লেচ্ছ-যবন-গ্রীক-পারসিক-কাম্বোজ-পারদ-শক-রোমক নাম ধারণ করে। অনুমান হয়, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-যক্ষ-কিন্নর-কিম্পুরুষ-চারণ-আদির কতকগুলি মঙ্গলীয়-শ্রেণীভুক্ত, পরে ইহারা কেরল, খশ, কিরাত, শবর, লৌহিত্য, বাহ্লিক, [illegible], তুখার, হূন, মোণ্ড, মৌন, পৌর, গর্দ্দভীল, তোরস্ক, চীন ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যক্ষেরাও রক্ষোদিগের সমজাতি ছিল; পরে আর্য্য-শ্রেণীভুক্ত হয়।

দেব-ঔরসে অপ্সরঃ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ-বিদ্যাধর-যক্ষ-পন্নগ-বানর-প্রভৃতি জাতীয় রমণীদিগের গর্ভে ভল্লুক, বানর, ও গোপুচ্ছজাতি

বান্‌ বর্ণ উৎপাদিত হয়, তন্মধ্যে গোপুচ্ছজাতিই প্রধান [illegible]। পূর্ব্বোক্ত বানরেরা নিগ্রো-শ্রেণীর অন্যতম শাখা। ইদানীন্তন ভীলেরাই ঋক্ষ বা ভল্লুক সংজ্ঞাতে পরিগৃহীত হইয়াছিল; ভুয়াড়-গোন্দ-কোল-মীনা-পাহাড়িয়া-দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রামের লঙ্কা-সমর-সহায় ছিল। বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে উড়িষ্যা-নিবাসীরাই প্রধান। দক্ষিণাপথে উৎকল অবধি কুমারিকা-অন্তরীপ-পর্য্যন্ত কিষ্কিন্ধ্যা, কৃষ্ণা-গোদাবরী-তুঙ্গভদ্রা তট, ঋক্ষবান্‌-আম্রকূট-মহেন্দ্র-ঋষ্যমূক-মালয়-মলয়-নীলগিরি-আদি পর্ব্বতবৃন্দ দেশ সমূহ বানরাধিষ্ঠিত ছিল। [illegible] ইহারা অনার্য্য-[illegible]-নিগ্রো-বিমিশ্র হইল।

(২) (ইহুদীয় পুরাবৃত্ত ও Old Testament) পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইলে, ঈশ্বর Noahকে (Ark) বৃহদ্যান নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। পরে প্লাবন হইলে নোআ স্বপরিবারে প্রত্যেকবিধ জীবমিথুন ও বীজের সহিত নৌকা আরোহণ করিল। নৌকা আর্মিনিয়ার আরারট শিখরে, কাহার মতে ককেশস্‌ বা [illegible] শৃঙ্গে লগ্ন হয়। প্লাবন শেষ হইলে, নোআ পুনঃ সৃষ্টি রক্ষা ও কৃষিকার্য্যাদি ব্যবস্থাপিত করে। 'নোআ'—সংস্কৃত 'নৌ', 'নাবিক' বা 'নৌকা' শব্দের অপভ্রংশ।

(শতপথব্রাহ্মণে, মৎস্য, পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি) বিষ্ণু মৎস্য রূপী হইয়া মনুকে কহিলেন,—'পৃথিবীতে [illegible] ও মহাপ্লাবিত হইবে, এবং [illegible] চন্দ্র ও সূর্য্য তাপ বর্ষণ করিবে। পরে শত বৎসর ধরিয়া মহাপ্লাবন হইবে। এই জন্য দেবতারা এক খানি বৃহন্নৌকা গড়িতেছে। সেই সময়ে তুমি, সমস্ত জন্তু ও বীজ বেদসহ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিও, এবং ঐ বেদরূপা নৌকা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিও।' তাহাই হইল,—মহাপ্রলয়-কালে প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টি হইতে লাগিল; মনুর নৌকা [illegible] সমীপে উপস্থিত হইলে, অনন্ত মৎস্যরূপী হইয়া আসিলেন। এই নৌকা-বন্ধন হিমালয় বা হিন্দুকোষের [illegible] শৃঙ্গে হইবে। প্রলয় শেষ হইলে, মনু প্রজাপতি হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন।

জগতে শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হইলে, দেবতা ও অসুরেরা একত্র হইয়া সমুদ্র মন্থন করিলেন। প্রতীত হয়, প্লাবনের জল, ক্ষীরোদ সমুদ্র; [illegible] শঙ্খ, মন্দর মন্থনদণ্ড; রজ্জু, শেষনাগ; নৌকা, কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু; দেবতা ও দানবেরা একত্রিত আর্য্য ও অনার্য্য জাতি; উদ্দেশ্য, পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন। প্লাবন-জলে জীবদেহ ও বৃক্ষ-লতাদি পচিয়া যে অস্বাস্থ্যকর পূতিগন্ধি-বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই গরল শিবের ভক্ষ্য; ক্রমশঃ যে স্বাস্থ্যসম্পাদনোপযোগী দ্রব্য ও উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহাই লক্ষ্মী-ধন্বন্তরি-চন্দ্র-উচ্চৈঃশ্রবা-ঐরাবত-পারিজাত-অমৃত-প্রভৃতি; এই অমৃত বা শ্রেষ্ঠত্ব বা রাজত্ব লইয়া আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবাদ হয়; কালক্রমে ইহারা আর্য্য, [illegible] ও নিগ্রো নাম ধারণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী

মইদের। [illegible] ব্যাবিলনে (Tower of Babel) বেবল-মন্দির নির্মাণ এবং মানবজাতির ভাষা-বিহ্বলতা ও ভিন্ন দেশে বসতি এইরূপেই হইবে।

Philistine-দিগের Dagon নামা মীন বা সমুদ্র-দেবতার মূর্তি ও কার্য্য অবিকল আমাদের পুরাণোক্ত মৎস্যাবতারের ন্যায়;—অধোদেশ মীনাকৃতি, ও ঊর্দ্ধভাগ বিষ্ণুর ন্যায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিশোভী চতুর্ভুজ, মালা-যজ্ঞোপবীত-শাল ও মুকুটধারী মূর্তি। তবে ইহা আমাদিগ-হইতেই গৃহীত।

Prometheus-এর পুত্র Deucalion Thessaly-র রাজা ছিল, Pyrrha তাঁহার রাণী। ইহাদের রাজত্ব-কালে পৃথিবীতে প্রলয় হইল; ইঁহারা কেবল ধার্ম্মিক বলিয়া রক্ষা পাইল। এক খানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া আরোহণ করিল। নৌকা Parnassus অথবা Etna শৃঙ্গে বিশ্রাম করিল। জলপ্লাবন শেষ হইলে, ইহাদের দ্বারাই পুনঃ মানব সৃষ্ট হয়।

Atlas, Titan-দের একজন, এইরূপে সমস্ত বিশ্ব দুই হস্তে করিয়া মস্তকে ধরিয়া আছে।

মিশরীয়ের Osiris ও Menes সকল নামে প্রথম ইজিপ্টে রাজা ছিল।

Prometheus, Theuth, Zoth, Xuthus, Bacchus ইত্যাদিও এইরূপ।

(কূর্মপুরাণ) পৃথিবী জলাক্রান্ত হইয়া প্রলয়সাগরে নিমগ্ন হইলে, ভগবান্ কচ্ছপ ও সর্প রূপ গ্রহণ করিয়া মেদিনীমণ্ডল ধারণ করেন; এবং (বরাহপুরাণ) বরাহ-শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক দশন-শিখরে করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন। এই বরাহ হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি পাপিষ্ঠ দৈত্যদিগের বধ-কর্ত্তা। ক্রমে ক্রমে শ্বেত কৃষ্ণ আদি অনেক বরাহ হইয়াছিল। (গীতগোবিন্দ)

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্, বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্,
কেশব, ধৃত-মীনশরীর, জয়, জগদীশ, হরে!"—

"মীন-রূপেণ নৌকারূপপৃথিব্যাকর্ষণেন।"---টীকা, বালবোধিনী।

"ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে,
কেশব, ধৃত-কচ্ছপরূপ, জয়, জগদীশ, হরে!"—

"বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না,
কেশব, ধৃত-শূকররূপ, জয়, জগদীশ, হরে!"—

"বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।"—

"অভিনবজলধর-সুন্দর, ধৃতমন্দর, শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর, জয়, জয়, দেব, হরে।"—

"ধৃত-মন্দরঃ, তন্নামা গিরিঃ যেন, ক্ষীরাব্ধিমথন-ইত্যাধিগন্তব্যম্। শ্রিয়ঃ সমুদ্রমন্থনোদ্ভবায়াঃ মুখচন্দ্রে চকোর-ইব।"---বালবোধিনী টীকা।

সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা লক্ষ্মীর সহিত কেশবের বিবাহ,—এই রূপকটীতে কেবল আর্য্যজাতির তদানীন্তন সমৃদ্ধি-সংবর্দ্ধনের অর্থই প্রকাশ করিতেছে।

অতিপূর্ব্বকালেই এতাদৃশ প্রলয়ের অনেক উপকথা উক্ত, কিন্তু, মধ্যযুগে [illegible] (বিষ্ণুপুরাণ) পাণ্ডববংশীয় জনমেজয়ের বৃদ্ধ-

প্রপৌত্র রাজা প্রথম নৃচক্ষুর রাজত্বে এবং বহু জনসমারোহে [illegible] রাজধানী 'হস্তিনা' নদীর উদরলীনা হয়, তদবধি 'কৌশাম্বী' বা 'বৎসপত্তন' রাজ্য শাসনের প্রধান স্থান হইল।

(১) ৩০০ পৃষ্ঠায় 'মর্ম্মর'—ইংরাজী 'Murmur' হইতে গৃহীত, লিখিত আছে, ইহা লিপিকর-প্রমাদ। 'মর্ম্মর' সংস্কৃত শব্দ Murmurের সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত—'মম্মর'; বাঙ্গালা—মড়মড়, 'মৃ' 'অর' যোগে নিষ্পন্ন। অর্থ—পত্রাদিপ্রভৃতির ধ্বনি ;—

——"অথ 'মর্ম্মরঃ' স্বনিতে বস্ত্র-পর্ণানাম্।"—অমরকোষ।

"আননে মাঞ্চং বিহরাম্বরাশেষ্ঠীতেষু তালী-বন-'মর্ম্মরেষু'।"—রঘু. ৬স.

"মর্ম্মর-[illegible] মনোহর [illegible] কৃষ্ণনিগু তরুবর-পল্লবে।"—বিক্রমোর্ব্বশী।

ইংরাজীতে অর্থ এইরূপ,—মধুকরগুঞ্জন, বা স্রোতের, কিম্বা তরঙ্গের, অথবা মনস্থ বায়ুর মধুর-মৃদু-অস্ফুট শব্দ।

"New falls of water murmuring in his ear."—*Pope.*

ইহা হইতেই মনুষ্যের বিরক্তি-অসন্তোষ-শোক-বিষাদ-দোষ আদি-ব্যঞ্জক আর্তনাদিত ও অস্ফুটবিবৃত জটিল মন্দ ধ্বনি,—এই অবান্তর অর্থ হইয়াছে।

"Murmur not at your sickness, for thereby you will sin against God's providence."—*Watts.*

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৪	রূপোপচিতন,—	রূপ-উপচিতন,—
"	২০	অজন-সংহিতি	অজন-সহিত
৬	১	অনিশ-অভয়দায়ী	অভয়দায়িনী সদা
১১	২৭	চন্দ্রিকা-সংহতি	চন্দ্রিকা-সহিত
১২	১১	নিষ্কলঙ্ক	নিষ্কলঙ্ক-
১২	৫	মহামান-হানি	মহামান-হানি-
১৭	৩	অনির্ব্বিবাদিত ;—	নির্ব্বিবাদিত ;—
"	১৭	যথা দ্বিতীয়ার	শুক্লা দ্বিতীয়ার
২৭	২৩	মদন আপনি মত্ত বিন্দুরস-পানে। মুখ্যপ্রধান উপাদান সোমরসের ব্যাখ্যা।	
২৮	১০	মকরকেতন-কমকেতন-	শান্তিদেবী-চারু-চেল-অঞ্চল-
"	১২	কাম-সংমোহন-ইষু ;	পুষ্প-সুরভী-সংযুক্ত ;
"	১৩	কাম-কুন্ত,	সুকোমল,
"	১৭	কন্দর্প-কম্বু কামোদ-শিঞ্জিনী-সকাশা,	প্রকৃতি-কিরীটে নীলমণিরেখা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
[illegible]	[illegible]	কাহিহে	কহিছে
[illegible]	[illegible]	উষা বা ঔরবীকী	উষা বা ঔরবিকী
[illegible]	১৪	যেমতি	যেমত
[illegible]	১৭	ভোগবতী	মন্দাকিনী
[illegible]	[illegible]	১৪ন. (১৭৪—১৭০) পং	১৪ন. (৭৩—৮০) পং
[illegible]	২৪	যে সকল কুলসমূহ	যে কুলসমূহ
[illegible]	১৪	সংহতি,	সংহত,
[illegible]	৭	সংহতি	সংহত
[illegible]	১২	শুকশান-	শুকশাব-
[illegible]	৭	পরম প্রাতে	পরম সম্প্রীতে
[illegible]	১৪	প্রাণে,—	প্রীতে,—
[illegible]	২২	সদানদং,	সদানন্দং,
[illegible]	২৪	Ionions,	Ionians,
[illegible]	১৫	জল-নালা	জল-গোলা
[illegible]	৩	পদযুগে।	পদযুগে
[illegible]	২৩	জীবিত-বিকল্পা	জীবিত-বিকল্পী
[illegible]	১৭	এ' বিশ্বয়ুনা, জাতার সমাচার-কলী	
[illegible]	১৮	বহন	বহন
[illegible]	১২	জনকাকঙ্কা,	জনক-কঙ্কণা,
[illegible]	১৫	সমবরোহিণা	সমবরোহিণী
[illegible]	৬	সাম করণিয়া	সমা করণিয়া
[illegible]	১৩	বৈজয়ন্তী	বৈজয়ন্তী
[illegible]	২৩	স্ব-চন্দন	স-চন্দন
[illegible]	২০	স্বশরীরে	স-শরীরে
[illegible]	১২	গন্ধরাজি-	গন্ধরাজি-
[illegible]	৯	পাত্রে	পাত্র
[illegible]	১৩	যশঃ-শশধর-	যশঃ-শশধর-
[illegible]	৭	তরণী,	তরণী,
[illegible]	১৮	অপ্সর-কিন্নরঃ	অপ্সরঃ-কিন্নর-
[illegible]	৩	আনন্দসন্দোহজ	আনন্দসন্দোহজ
[illegible]	৭	শ্রেণীক্রমে	শ্রেণী-ক্রমে
[illegible]	২১	অলক্তক	অলক্তক
[illegible]	৯	Coptsরা	Coptরা

একাদশ সর্গ।

বিষয়।—

ভার্গবের রাঘব-সহিত শস্ত্রপরীক্ষা-সম্পাদন,—রাঘবের বীরত্ব-প্রশংসা; রাঘবের ভার্গব-সমীপে ক্ষমা-প্রার্থনা,—ভার্গব-কীর্ত্তি-কলাপ-সংকীর্ত্তন; ভার্গবের মহাহর্ষ,—সাধারণ-সম্বন্ধে ক্ষত্রবধ-বাসনা পরিত্যাগ,—রাঘবকে আলিঙ্গন-সঙ্গে ক্ষত্রবধ-তেজঃ সমর্পণ,—আশীর্ব্বাদ করণ,—রাম-লক্ষ্মণের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণানন্তর তিরোধান; দশরথের পরমানন্দ,—রামের সহিত সস্নেহ-আলাপন; সীতার প্রফুল্লতা,—সাশ্রু রাগ-চিন্তা; অপর সকলের মহা-উল্লাস,—রাঘবের গৃহ-প্রতীক্ষা; দশরথের বশিষ্ঠের সহিত সংলাপন; রামের বিনয়-বিনত মূর্ত্তি চিত্র; একাদশসর্গ-সমাপ্তি।

স্থান,—মিথিলাকোশলা-সীমা; কোশলানুযায়ী রাজমার্গ। } কাল,—দ্বিতীয় দিবস; বসন্ত কাল, মধ্যাহ্ন-পরভাগ }

ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ কৃতবীর্য্য-সূনু অর্জ্জুনের
ছেদিলা সহস্র ভুজ বিষম বিক্রমে
যে' পরশুরাম শূর দারুণ সঙ্গরে,
যে' প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা কোদণ্ড ও শরে
করিয়া সহায় এক, আজি সেই স্বীয়
ভীষণ কার্ম্মুক-বাণ পাণি-অধিরূঢ়
রাজন্যক-কুলালোকী রাঘবে হেরিয়া,
অহ, সে' দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ভৃগুবংশ-রবি
রহিলা দণ্ডায়মান ভীতি-নিস্তব্ধ,
চিত্র-পুত্তলিকা যথা সুবিচিত্র পটে! ১০

(কাহার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরস্থায়ী নহে)
যেমতি নিষ্প্রভ নভে রাহু-ভুক্ত ভানু,
প্রণয়-প্রার্থন-মনে নিস্তেজো-দৃষ্টিতে
রিপুঞ্জয় রাম-পানে চাহি', সবিনয়ে
বলিলা মৃদুল স্বরে,—
"ভাস্বর-কিরীটি,
ভাতো মহা-মহেষ্বাস, শত্রুঞ্জয়, ধন্বী !
লভি'ছে অপ্রাপ্তি ক্রুদ্ধ-বদনমণ্ডল
বিক্রম-সঞ্জুর তেজঃ তব, প্রোজ্জ্বলিত,—
যশঃ-শশধর-জ্যোতিঃ ব্যাপি'ছে জগত্,—
তনু-কান্তি বিচিত্রতা প্রকাশি'ছে খলু
সজ্জনগণের মনঃ, তামরস যথা
দীপ্তিযুত তামরস-সুহৃদ ময়ূখে ;
মম মনে তব নাম-সাদৃশ্য ফেলি'ছে
আহ্লাদ-অর্ণবে মোরে, অদ্ভুত-পুরুষ ,
কিনিলে সৌহার্দ্দ্য মোর, বীর ! বিনা-মূল্যে ;
আজ'বধি সুনিগূঢ়-প্রীতি-নিগড়িত
মোদের উভয় আত্মা, হইল এক-মনঃ,
পরস্পর ভিন্ন মাত্র রহিল শরীর,
যথা একপ্রাণ মিত্র মধুহা ও স্থাণু !
মোদের সুদৃঢ় স্থির বন্ধুতা বিধানে
থাক সাক্ষী এবে সবে,—ভোভো পঞ্চভূত !
গির্ব্বাণ-নিবহ অহ, ত্রিদিব-নিবাসি !
পরমা সুষমাময়ি অয়ি সুপ্রকৃতে !

সর্ব্বংসহা ক্ষমাবতি অয়ে বসুন্ধরে !
হে হে রাঘবীয়-গণ, রাজন্য-বরেণ্য !
"ধূর্জ্জটী-ধর্ম্ম-স্থত জমদগ্নিজের
কঠোর-কুঠার-ধার-পতিত অখিল
ক্ষত্রশ্রেণী-কণ্ঠ-শ্রুত-রুধিরৌঘ স্রোতে
সুপিচ্ছিলা বসুধায় অধুনা, অহহ !
যদি আর্য্যমণ-কুল-সুবিমল দিবে
ভুবনৈক-বীর রাম-রূপী দিন-দেব
গুরু-ভুজদণ্ড-বল-চণ্ড মরীচিতে
নীরসিত না উদিয়া, সমথিত ইথে
এই লোকত্রয়ান্তরে হেন কোন ক্ষত্র
রাখিতে চরণ আর কিছু কাল-তরে ?
ধন্য বাহু-বীর্য্য তব, ধন্য বীর তুমি,
ধন্য তব চারু শিক্ষা :—কি আর কহিব !"
" আচরুন্ ক্ষমা, দেব ক্ষমাবতাম্বর,
এ' দীন অধম দাস জ্ঞানে, দ্বিজরাজ ! "—
এ' কথা কহিয়া রাম, রিপুকুলন্তপ,
ভার্গব-চরণোপান্তে পড়িলা তৎক্ষণে ।
বিক্রম-বিজিত বৈরি-বরে নমস্কৃতি
কীর্ত্তি-পতাকার সম শোভয়ে জয়ীর ।
পরে পটুতর পুট-পাণি পরন্তপ
জানু'পরে অবস্থিয়া স্তবিলা ভার্গবে
অশেষ-বিনতি-গর্ভ বচন-রচনে,—
" চির-চিত্ত-চর, অয়ি ঋচীক-কুলের

লোচন-চঞ্চরী-চারু-চকোর-রোচন
শারদ-পূর্ণিম শীত-মরীচি চন্দ্রমা,
করুণা-বরুণাগার, অরিকরন্তপ!
ত্রিলোক-কার্ম্মুক-দীক্ষা-এক-গুরু তুমি;
মেরু না ত্রিকূটাচল কিসে ধরে টান
তব পাণি-দণ্ড-ভব কঠোর তাড়নে;
নিখিল রাজন্যকুল নিঃশেষে নাশিলা;
ভুবন-ভীষণতম পরশু-দশনে
অদ্যাপি বিধূনে ভূশ ক্ষত্র-চেতঃ যাঁ'র;
স্বয়ং দেব ভগবত্-অবতার তুমি;
অবনী-অমর-বর, ঋষিকুলপতি,
ধন্য ধন্য সুপ্রতিজ্ঞ, ধন্য পিতৃভক্ত!
ভৃগুকুল-কমলজ কমলজ-বঁধু;
স্বয়ং শিব ত্রিপুরহা যাঁ'র শিক্ষা-গুরু;
শূরত্ব বচন-মার্গ-মর্য্যাদা-অতীত
আছে চির অভিব্যক্ত বিশাল কীর্ত্তিতে,
দিনকর করে দীপ্ত যেমত ব্রহ্মাণ্ড;
সহস্ত-নির্জ্জিতা মহী, সমুদ্রাবরণা,
নির্ব্যাজে দানিলা, দাতৃ-প্রবর! সুপাত্রে;
সুধন্য মহিমা তব বিশ্ব-প্রচারিত!
গ্রহিও না অপরাধ এ' বাল-জনের!
আর্য্য! কি বা কার্য্য ত্বরা তব তুষ্টি-তরে
সম্পাদিব,—আদেশিয়া কৃতার্থহ এবে।"

পরমসন্তোষ-সহকারে পর্শুরাম

হস্তে ধরি' উত্তোলিয়া সস্নেহ-ভাষণে
রাঘবে কহিলা খলু সহসিতানন,—
"পুরা লোক-পিতামহ বেধার সমীপে
ক্ষত্রগোত্র-লয়ে দৃঢ় বাসনা ত্যজিয়া,
মাত্রিকী রাজসিকতা পরিহার করি',
পৈত্রিকী সাত্বিকী শান্তি সমবলম্বিনু;
না বুঝিয়া পরিণাম যেমন তাহিকে
ক্ষত্রধ্বংস-রঙ্গভূমে প্রতিজ্ঞাত হৈনু
উন্মত্ত-প্রতিম অবতরিতে, অহহ,
প্রমত্ত পরুষ-রোষ-পরবশে পুনঃ!—
লভিনু তেমতি তা'র দিব্য প্রতিফল।
কৌশল্যা-লোচন-লোভ, ক্ষত্রগোত্রানন্দ!
স্বর্গমার্গ-রোধ-রূপ (মম অপকার
আপাততঃ সাধারণ-চক্ষে প্রতীতয়ে)
মহা উপকার কিল সাধিলা আমার।
অভিনব পরাভব-ভব অবমানে
যা'র পর নাই আমি হৈনু পরিতুষ্ট;
অপমান বলি' কভু ইহা নাহি গণি।
আপনার অধঃপাত-পন্থা খোদি'ছিনু
আপনি গরব-অস্ত্রে, সে' গর্ব্ব খর্ব্বিল।
কষায় ঔষধ-পানে পীড়া-আর্ত্ত জন
বিষম রোগের করে মুকতি লভিল।
অদ্যাবধি ক্ষত্র-বধে বিরত হইনু,—
এ' প্রতিজ্ঞা কৈনু আমি অচল, অটল,

যথা নগ-সার্ব্বভৌম ভারত-উত্তরে ;
সকলে প্রত্যক্ষদর্শী রহ চরাচরে,—
ভো ত্রিমূর্ত্তে, আদিনাথ ! লোকপাল-গণ !
সিদ্ধ-সাধ্য-রুদ্র-ব্রজ ! বসু অষ্টতর !
বায়ুবর্গ ! আদিতেয় দেব- ঋষি-রাজি !
হে হে নভঃস্থল-চারি ত্রিদিবৌকা-সংঘ !
যক্ষ-রক্ষো-বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর !
তুষিতাভাস্বর-মাহারাজিক-প্রভৃতি !,,—
এত বলি' আলিঙ্গিলা গাঢ় রাঘবেরে,
স্ব-আত্মজে পরিরম্ভে যেমত জনক ;
হৃ'মনে দানিলা স্বীয় ক্ষত্রবধ-তেজঃ,
যথা ভানু নিজ দীপ্তি অর্পে বিধু'পরে।
সমধিক সন্দীপিল রাঘবের বপুঃ
পূরব অপেক্ষা,—ধরে না জানি কেমন
নিকষপাষাণগত সুকষিত, আহা,
কমনীয়তম তপ্ত-কনকের কান্তি
টঙ্কনের রসায়নে সুরুচিরা রুচি,—
অথবা বিমল মণি, শাণ-সংমার্জ্জিত !
"অযোধ্যা-ভূষণ রাম, অহো মহাবলি !
চলিনু তপস্যা-তরে এবে নিত্য-ধামে।
সর্ব্বথা অবিঘ্ন তব হ'ক্ সর্ব কর্ম্মে ;
কোন বাধা না মানিবে তব সু-অভীপ্সা,
যথা পার্ব্বতীয় বায়ু বিচরে স্বাধীনে ;
সাধহ দেবতা-কার্য্য দিব্য বাহুবলে ;

ভারার্ত্তা পৃথ্বীর ভার কর অপনীত,
যথা মহাপ্রলয়ের কালে দেব বিষ্ণু
মহামীন-মূর্ত্তি ধরি', স্ব-শিখরে বাঁধি'
বেদ-রূপা বৃহন্নৌকা, উদ্ধারিলা পৃথ্বী,—
বহিলা বিপুল ভর কমঠের রূপে,—
বরাহ-শরীর গ্রহি', বিশাল দশনে
ধরিলা ধরণী, ঘোর-পীড়া-প্রপীড়িতা ; *
ভুজঙ্গ বিস্তীর্ণা ধরা অবিবাদে কিল ;
অপ্রতিহত-সংবেগ হ'ক্ সুশাসন,
পার্ব্বতীয় স্রোতঃ যথা প্রবেশে প্রান্তরে
তুঙ্গতম শিলা-রোধ উল্লঙ্ঘি' হেলায় ;
পৃথু-সম পৃথ্বী দোহি', পিতার সমান
পালহ প্রকৃতি-পুঞ্জে পুত্র নির্ব্বিশেষে ; *
লভ্ক বঃ বিশাল যশঃ ব্রহ্মাণ্ড-অবধি ;

---

* প্রাচীনকালে একটি ভয়ঙ্কর ঝড়, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, মহামারী, বা দুর্ভিক্ষ দেশ বিশেষে হইলেই, তদ্দেশবাসীরা মহা বা খণ্ড প্রলয়, কল্পান্ত, কিম্বা যুগ-বিপর্য্যয় মনে করিতেন ; এবং কোন মহাত্মা ব্যক্তি দ্বারা বা কোন প্রাকৃতিক উপায়ে তাহা নিবারিত হইলে, ভগবানের অবতার-কর্ত্তৃক ভারাক্রান্তা পৃথ্বী উদ্ধারিতা ও পুনঃ সৃষ্টি সংস্থাপিত হইল, বিবেচিত হইত ; দুর্ভিক্ষের নামই 'মন্বন্তর', এক মনুর অধিকার-কাল, তাতে কত যুগই উল্টেছে !——এইরূপে ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ দেশে ভিন্ন২ জাতি-কর্ত্তৃক ভিন্ন২ কবি-কল্পিত গল্প জল্পিত হইয়াছে। দেখ পরিশিষ্ট (২)।

* আদিরাজ পৃথু প্রজা ও দেশের ঐশ্বর্য্য-সুখ ও শুভ-সংসাধন-নিমিত্ত অনেক উপায় উদ্ভাবিত করেন,—বহু বন্ধুর সমতল, নগর-পত্তন-দুর্গ-পন্থা-গৃহ-নির্ম্মাণ, ক্ষেত্র-কর্ষণ, বীজ-সংগ্রহ, বাণিজ্য-স্থাপন, কৌশল-যন্ত্র-আবিষ্কার, আচার-ব্যবহার-সমাজ-বন্ধন-আদি করেন। ইঁহার অনুকরণে অন্যান্য জাতিরা সকলই শিখিয়া লইল। (বিষ্ণুপুরাণ-মতে) অনেকানেক পর্ব্বত ও জাতি, অনেকানেক পর্ব্বতকে দোগ্ধ্‌বৎস কল্পনা করিয়া, অনেকানেক দেশ দোহন করিয়াছিল।

মনোজব-পক্ষী-ভব, ভেদি' অধোভূমি
শোষিয়া কারণ-বারি, বিশ্ব-বহিঃ-সীমা
অতিক্রমি', প্রধাবুক অমিত বিক্রমে ;
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়ী র'বে
যাবৎ দিনেশ-বিধু-নক্ষত্রনিবহ
সমুদিবে স্বর্গতলে প্রোজ্জ্বল জ্বলনে ;
আশীষিনু তোমা' আমি স-মর্ম্ম-অন্তরে।"
পরে সৌমিত্রির পানে সকরুণে চাহি'
শান্তি-সুব্যঞ্জক মুখে, স্মিত-সুমঙ্গল,—
"রাঘবাবরজ, বৎস, সুপ্রচণ্ড-ধন্বি,
হে লক্ষ্মণ ! সুলক্ষণোপেত, ধন্য তুমি !
সৌরকুল-অলঙ্কার, থাকিহ সতত
(নিত্যসঙ্গী-রূপী যথা ছায়া বিটপীর)
এক-সহচর হ'য়ে বীর রাঘবের
দুঃখ-সুখ-বিপর্য্যয়ে, অবস্থাবর্ত্তনে,
প্রান্তরে, কান্তারে, ঘোর-দুর্গমে, বিপিনে,
সংগ্রামে, শ্মশানে, মরু-পর্ব্বতে, সাগরে,
সৌভ্রাত্রেয়--গুণ-বদ্ধ, অসংবিচলিত ;
সচিবতা সম্পাদিহ সদা সুমন্ত্রণে ;
হর্য্যক্ষের সহোদর হর্য্যক্ষ-বিক্রমী।"—
এত বলি' অবশেষে সকল-সমক্ষে
বামাবর্ত্ত-বহ্নি-বিভ রাঘব-প্রবরে
প্রদক্ষিণি', পড়ি' সামবেদ-উক্ত সূক্ত,
সহসা অদ্ভুত তেজে তিরোহিলা ঋষি।

বিস্ময়-বিস্ফারিতাক্ষ চহিলা সকলে
আশ্চর্য্য গণিয়া মনে ভার্গবান্তর্দ্ধানে।
ভার্গব-দর্শনে পূর্ব্বে ভয়-বিহ্বলিয়া,
বিসর্জ্জিয়া অশ্রু-ধারা অজস্র-প্রমাণে,
মনে মনে কত তর্ক-বিতর্কিতেছিলা,—
রাঘবের জয়-লক্ষ্মী শোভিল বিমলে
নিশ্চয় করিয়া চিত্তে, এখন বিজিত
পশুরামে অন্তর্হিত হেরি', অজাত্মজ,
উত্তরকোশলা-বসুন্ধরা-অধীশ্বর,
পুনঃ পেলে হারা-নিধি যেমত কৃপণ,
হৈলা সানন্দিত মনা ;—প্রীতি-পরিপ্লুত
হৃদয় সমুচ্ছ্বাসিল, যথা জলনিধি,
তরলিত-তালতুঙ্গতম-ভঙ্গ-সংঘ,
মৃগাঙ্ক-মণ্ডল অবলোকনে উদ্বেলে।
আহ্লাদের ভরে ইতি-কর্ত্তব্যবিমূঢ়
হইলা, অস্থির হৃদে ক্ষণকাল-তরে
রহিলা স্তব্ধি' থাকি, অনিমিখ-আঁখি,
রসনা-যন্ত্রের তার ছিন্নমূল যেন ;
দেখিলা বিজয়ী রামে স-পরমস্নেহে ;
মনিলা স্ব-পুত্র যেন পুনর্জন্ম-গত।
ক্ষণ-পরিতাপ-পরে পরিতোষ-প্রাপ্তি,
দবাগ্নি-বিকল বন বৃষ্টি-পাতে যথা,
চণ্ড-ঝঞ্ঝাবাত-বাহি নিশা-অপগমে
কিম্বা প্রাতে নিস্তব্ধতা, হইল তেমতি।

অনির্ব্বচনীয় হর্ষ-ভরে অনুবার
প্রসারিত ভুজযুগে পরিরম্ভি' গাঢ়,
প্রাণ-প্রিয় পুত্রবরে যত্নে কৈলা কোলে ;
ঘ্রাণিলা মস্তক ; দিলা চুম্বন লক্ষশঃ
নীল-জলরুহ-রুচি-হারি চারু মুখে ;
নৃপতির মহোল্লাস-রাশি বাহিরিল
লোমকূপ-পথে যেন সুপ্রবল বেগে
স্বেদ-রূপ অন্যতর মূর্ত্তি পরিগ্রহি',
আকুলিয়া আঁখি-নভঃ, প্রভূত বর্ষিয়া
স্নেহের বাষ্পাশ্রু ধারাসার, রাঘবেরে
অভিষেক কৈল ; দেহ খানি কদম্বিল
পুলক-ব্যাকুল !
ভূপ কহিলা করুণে
স্নেহ-গদ্গদিত মৃদু-কুশল বচনে,—
"তো'র মুখ চাহি', বৎস! আজু'ও' জীবন
এ' বৃদ্ধ বয়সে, আহা, ধরিয়া রহি'ছি।
হা পুত্রীর পুত্র তুই ; নির্ধনের ধন ;
ক্ষণ চক্ষুঃ-অন্তরাল হ'লে, প্রিয় পুত্র,
ভুবন-প্রলয়-দশা হেরি, রে, সহসা !
দশদিশ সান্দ্র-অন্ধতমস-ব্যাপৃত,
অসূচী-সংভেদ্য, যেন তোমার বিহনে ;
তুই, রে, আমার অবলম্বনীয় দণ্ড,—
সংসার সাগরান্তরে এক ধ্রুবতারা !
আমার সর্ব্বস্ব রাম,—আমার লোচন,

ভুবন-নয়ন যথা দেব দিনমণি,—
ছিল না কো মনে কভু, এ' রাহু ছাড়িলে,
আবার দীপিবে নভে অম্লান-মরীচি !
বশগা কামিনী-সমা স্বয়ং বিজয়-শ্রী
ভজিবে চরণ তো'র প্রণয়-লালসে,—
স্বপনের অগোচর ছিল মোর ইহা,
এখনো 'অলীক বলি' আশঙ্কা হ'তেছে।
তুই, রে, জীবন মম, যথা জগতের
বাতকুল-অধিনেতা দেব সমীরণ !"
  সুত-তনু অনুবার করাভিমর্শিয়া,
মুখ-সুধাকর-সুষমিত সুধারাশি
প্রচুর লোচন-পথে পিয়িতে লাগিলা,
পৌর্ণমাসী-নিশা-মোদী চটুল চকোর
যেমতি শারদ স্বচ্ছ নভো-মার্গে উড়ি'।
  নব-মেঘ-বিলোকনে বর্ষা-সমাগমে
চাহি' ঊর্দ্ধে, পক্ষ মেলি', হরষ প্রকাশে
শিখিনী সুখিনী, ভাষি' কেকা কলস্বরে,
ভার্গবেরে তিরোহিত, রাঘবে বিজয়ী
হেরি' সীতা, গুণবতী, বচন-অতীত
প্রমদ-প্রবাহ-পথে ঢালিলা শরীর।
অমন্দ-আনন্দ-অশ্রু অনর্গল বেগে
কলিত-পুলকপালি-কোমল-কপোল
বহি', তুঙ্গ-ঘন-পীন-স্তন-বৃন্তে পড়ি',
বিচূর্ণিল সহস্রধা হ'য়ে অবিরলে,—

হিম-বারিবিন্দু নব ইন্দীবর-থেকে
পুণ্ডরীক-দল দিয়া পড়িল উজ্জ্বলে
কনক-কমল-কম-কলিকা-উপরে,
মরন্দ-লোলুপ এক অলি-সুলাঞ্ছিত,—
কিম্বা দেবনদী-জাত রজত-কুমুদ
শ্রেণীক্রমে শম্ভু-শিরো-দেশে বিশোভিল
অন্তরীক্ষ-পথে আসি',—অথবা ক্ষরিল
শশীর শরীরে সুধা মেরু-শৃঙ্গ'পরে,—
গড়াইয়ে কি মুকুরে মুক্তা-কলাপ
পুরট-কৌটার মাঝে নিপতিল ভাঙ্গি',—
গলিয়া সলিল-বিন্দু চন্দ্রকান্ত-দেহে
বিদুর-রত্নাঙ্কুর-শিখরে মিলিল,—
হেমকূট হৈমচূড়ে পড়িল পুঞ্জশঃ
উত্তর আকাশ-দিয়া তারক-স্তবক।
কদম্ব-কেশর-সম তনু রোমাঞ্চিল;
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস-কৃত হৃদয়-উচ্ছ্বাস
থামিল, যেমন কোন প্রাকৃত-নিয়মে
আগ্নেয় গিরির গর্ভে মহা-অগ্নি-স্তোম
গণগণি' নির্ব্বাপিল; বদন বিষম
বিষাদ-বিমুক্ত হ'য়ে ভাতিল উজ্জ্বলে,—
যেমন নিঃশ্বাস-বাষ্প-বিগমে সুদৃশ্য
আদরশ-তল স্বীয় বিমলতা লভে,—
কিম্বা কুহেলিকা-জাল-হীন দিগ্‌ভাগ,—
শরতের নৈশ নভে কিম্বা পূর্ণ ইন্দু

রাহুমুখ-পরিমুক্ত,—অথবা ভাস্কর
মেঘ-নির্ম্মোচিত,—কিম্বা নিঃশৈবাল পদ্ম।
বিদ্রুম-বল্লীতে যদি শিরীষ কুসুম
সুকুমার-সুমাধুরী ধরে কভু, তবে
সীতার লাবণ্য-ভাতি-তুলনা সম্ভবে।
মুছিলা লোচন-জল চারু চীন-চোলে;
অশ্রু-কলুষিতাঞ্জন আরো বিরঞ্জিল;
কোমল কপোলে ভাগে চন্দন-রচিত
পত্রলেখা তরলিল; ঘন স্বেদ-বিন্দু,
মুক্তাফল-দ্যুতি-হর, ক্রমে নিমীলিল,—
সুন্দর নিহার-বিন্দু অরবিন্দ-দলে
শুকা'ল সূর্য্যের করে,—পীযূষ-রাশিতে
শিশু-শশ-লেখা-গুলি ডুবিল উজ্জ্বল
শরতের পূর্ণ প্রভা-ময় শশি-দেহে;
তুষার-কুন্দেন্দু-গৌরী মণিহারাবলী
তড়িত-জড়ার সম অশ্রু-ধারে সিক্তি'
গলে বক্ষঃস্থলোপরি চারু কিরণিল।
রঞ্জন নর্ত্তন-রত-খঞ্জন-কম্পিত-
ফুল্ল-কুবলয়-দল-তরল-লোচনে
চাহি' রাঘবের পানে, ভাবিলা সরাগে
চন্দ্রিকা-পান-প্রমত্ত-চকোর-লোচনা,
অবগুণ্ঠাম্বর তুলি' চম্পক-অঙ্গুলে,—
"ত্রিলোক-রমণ নাথ, প্রবর-ধানুকী!
চির কৃপা থাকে যেন এ' দাসীর প্রতি;

এ সংসারে একগতি তুমি মম, প্রভো!
করুণা-কটাক্ষ-কোণে যেন স্থান পাই;
বিটপী ছায়াকে সঙ্গে রাখয়ে যেমন,
তেমন চরণ-তলে রেখ, গুণ নিধে!
জগতে তোমার সনে মিলে না তুলনা,
তোমার উপমা, দেব, তুমিই ভুবনে!
তোমার বিক্রম সাজে তোমার বিক্রমে;
তোমার বদন যেন তোমার বদন;
তোমার নয়ন, নাথ, তোমার নয়ন!
রামের সুতনু-সম রামের সুতনু!
বিধাতা দাসীর 'পরে আজিকে সদয়,
নতুবা ভার্গব মুনি পরাভূত কেন?"
দক্ষিণ-পারশে স্থিতা চামর-বাহিনী
বয়স্যার পানে, মরি! সহসা পড়িল
বিশাল লোচন; সাতিশয়-লজ্জাবতী
বিদেহ-নন্দিনী হ্রী-যন্ত্রণা অনুভবি',
অপসারি' লৈলা আঁখি ধরণীর দিকে,
আননে ঘোমটা ঝাঁপি' সম্ভ্রমশালিনী,
পবন বহনে যথা লজ্জালু-বল্লরী।
বশিষ্ঠাদি সৌরকুল-শুভৈষী ঋষিরা,
আর বিশ্বামিত্র আদি রাজ-ঋষি-রাজী,
কোশলেশ-বন্ধুবর্গ, লোমপাদ নৃপ,
অমাত্য-সামন্ত-রাজপার্শ্বচর-কর,
রাম-পিতৃমাতৃবংশ্য-সুহৃদ স্বজন,

অসংখ্য-মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সেনানেতৃ-নিধি,
রঘুকুল-অনিকিনী, রাঘবীয়-ব্রজ
শতপুর করি' আসি' বেড়িল রাঘবে,
নিশীথ-মুকুট-মণি পূর্ণ চন্দ্রে যথা
নক্ষত্র-নিকর ঘেরি' থাকে নভোমাঝে,
কিম্বা ফুল্ল-স্থলজলরুহ-দল বেড়ি'
শিলীমুখ আর মধুমক্ষিকা-বীথিকা।
বিস্ময়-উৎফুল্ল আঁখি, মহামোদমত্ত,
অদ্ভুত মানিয়া হেরি' রাঘব-বিক্রম,
প্রশংসা-বচন-রূপ প্রসূন-আসার
অজস্র বর্ষিলা হর্ষে চারিদিশ-হ'তে,—
"ধন্য ধন্য দাশরথি, মহামহেষ্বাস,
সৌরবংশ-অবতংস, প্রবীর-পুঙ্গব!
আজিকে সনাথ হৈনু মোরা চিরতরে;
অশেষ ক্ষত্রিয়কুল-লয়-ধূমকেতু
নিবারি' রক্ষিলা এবে ক্ষত্রিয়-জগত্;
নিঃসীম বিক্রম-পণে কিনিলা মোদের।
এইরূপে সাধ, শূর! ভব-উপকার;
তোমার শাসনে মোরা নিরাপদে থাকি:
কি আর কহিব, আহা, বীর অবতার!"
অজজ সহাস্য-আস্যে বশিষ্ঠ দেবকে
জিজ্ঞাসিলা অনন্তর,—
"ভগবন্, এ' কি
বিষম পদার্থ, দেব, অপত্যের স্নেহ!

অশিব শঙ্কয়ে যেন সবার আগুতে
কোনবিধ গুরুতর ঘটনা আসিলে।
দেখ, গুরো ত্রিকালজ্ঞ! পূর্বে ভার্গব
আসি'ছেন—বার্ত্তা শুনে', বোধ হ'ল যেন
আগে ভাগে তনু ত্যাগি' পলা'য়েছে প্রাণ।
কহিতে পারি না, কত কুতর্ক করি'ছি :—
একবার ভাবি,—'বাছা কেন বা ভাঙ্গিল
পুরহর শরাসন?' আরবার চিন্তি,—
'যদি বিশ্বামিত্র-সহ পাঠা'তুম নাহি,
জড়িত হ'ত না তবে এ' বিপদ-জালে!'
'না' হবার তা' হ'য়েছে',—পুনঃ মনে করি,—
'পাও রাম-পদে ধরি', আপনি যাইয়া,
প্রসন্ন করি গে'। ফিরে মনে হয়,—'হায়,
কিছুতে ভার্গব-ক্রোধ শান্তিকে পা'বে না!'
আবার ভাবনা করি,—'যদি বা বাছার
কোন অকল্যাণ হয়, আত্মহত্যা করি',
এই পাপ-দেহ সেই দণ্ডে বিসর্জ্জিব!'
তখনি উদিল মনে,— 'তা'ওত নিষিদ্ধ
ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, এ' বার্দ্ধকে পড়িব নিরয়ে?'
কখন বা বিধাতাকে নিরর্থক নিন্দি;
তিরস্কারি স্ব-অদৃষ্টে কভু; তা'র পর
'স্বীয় দুষ্কৃতের দুর্ব্বিপাক' বোধ করি'
নির্ব্বেদ-সাগরে মজি'। প্রতীত হইল
ফিরে বার,—'রাজ-ঋষি জনক কেন বা

রামে কন্যা সম্প্রদিলা ?’ ‘কি কুক্ষণে আজ্
বিবাহ করিল রাম’ !—পুনর্ব্বার চিন্তি ।
পুনরায় মনে হ’ল,—‘মিথিলার পথে
কেন না আইল বাছা তাড়কা বধিতে !’
কতবিধ কুভাবনা হৃদ বিলোড়িল,
দুঃসাধ্য ইয়ত্তা করা ! অকূল পাথার
তরণে আমার রাম সুন্দর তরণী,
বাছারে রক্ষিল। বিধি তা’ই অনুকূলে।
পরন্তু, হ’তেছে ভয় এখনো অতীব,—
অসহ্যাপমান ভরে পাছে ফিরে আসে
জাত-ক্রোধে গুরু, ভৃগুকুল-পদ্ম-রবি,
অনিষ্ট-চেষ্টায় পুনঃ যদি প্রবর্ত্তয়ে ? ”—
  বলিতে বলিতে যেন বদন-মণ্ডল
শাক-বর্ণ শুকাইল অযোধ্যা-রাজের।
  কহিলা হসিত-মুখে বশিষ্ঠ তাপস,—
  “অহহ, ভারত-পতে ! কোন চিন্তা নাই।
জগজ্জয়ী রক্ষোরাজ-দশানন-জেতা
হৈহয়-পতিরে নাশি’, ভুবন-মাঝারে
যিনি অভিহিত হ’ন,—‘অদ্বিতীয় বীর
ও অজাত-প্রতিযোধ’ বলিয়া সর্ব্বথা ;
যাঁ’র নাম মাত্র কর্ণ-কুহরে পশিলে,
মহাশূর পুরুষেরো হিয়া কম্পে ঘন ;
অপ্রতিহত-প্রতাপ এ’ পর্য্যন্ত কেহ
সাহসী হয় নি, অহো, ব্যাহত করিতে !

অদ্য সেই মহাবীর পরাভূত, জান।
রাম-সম অসামান্য-পরাক্রমশালী
দ্বিতীয় দেখি না আর ত্রিলোকের মাঝে ;
অতিক্রমনীয় নহে অমেয় বিক্রম ;
পরশিতে পারিবে না কোন জন আর
কখনো যাহার ছায়া ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে !
পরিত্যজ অকারণ উদ্বেগ, রাজন্ ! ”
মহোল্লাসে দশরথ বলিলা বশিষ্ঠে,—
“ব্রহ্মার মানস-পুত্র, অরুন্ধতী-পতি,—
যাঁহার দুর্জ্জয় কাম-ক্রোধ-আদি রিপু ;
নিরন্তর পরাজিত, চরণ সেবি’ছে ;
বিশ্বামিত্র-অপরাধে ক্রোধ-বশে যিনি
হ’ন নি কুশিক-বংশ-উচ্ছেদনে রত ;
পুত্রশত-নাশ-দুঃখে একান্ত কাতর,
সামর্থ্য থেকেও যিনি মারিতে কৌশিকে
অনুষ্ঠেন নাই কোন নিদারুণ কর্ম্ম
নিতান্ত অশক্ত-সম ; মৃত সুত-গণে
মৃত্যু-গৃহ-হ’তে পুনঃ আহরণ-তরে
অতিক্রমেন্ নি যমে ; আশ্রয় লভিয়া
ইক্ষ্বাকু-নৃপেরা যাঁ’র, অধিকারিয়াছে
সমুদ্রমেখলা পৃথ্বী, পৌরোহিত্যে বরি’
যাঁ’কে বহু যজ্ঞে, তুষিয়াছে সুরগণে ;
হোমধেনু হরণের মহাযুদ্ধে যিনি
গাধেয়কে পরাজিলা, ব্রহ্মতেজে শুধি’

কাম্বোজ, যবন, শক, দরদ, পারদ,
তুখার, বাহ্লিক, লাক্ষা, কিরাত, শবর,
শর্ম্মণ্য, পহ্লব, বক, খস, মৌণ্ড, মৌন,
চীন, হুন, গর্দ্দভীল, মঙ্গল, তুরস্ক,
তিব্বত, কাথেয়, পৌর, মগ, কালমুখ,
নিষাদ, আভীর, ভীল্ল, প্রর্ষিক, আরট্ট,
পারস, আরব, মিশ্র, বর্ব্বর, ঋষিক,
কৈলকিল, মালয়ক, রৌম, শকস্নু,
কেরল, পুলিন্দ, গোন্দ, পৌণ্ড্র, লণ্ডজেয়-
প্রভৃতি অপার ম্লেচ্ছ মহা-অনীকিনী ; *
করতল-স্থিত যাঁ'র লোক-চতুর্দ্দশ ;
বারংবার সংহারিলে মুনি ভৃগুরাম

* অনুমান হয়, এই সময়ে কোন একটা ঘোরতর আর্য্য-যবন-সমরে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। 'কাম্বোজ'—Arachosia, ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পতিত হইয়া যবনত্ব প্রাপ্ত হয়। 'যবন'—Javanites বা Jonian Greeks। 'শক'—নির্দ্দিষ্ট জাতিবিশেষ, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে ম্লেচ্ছ হয়। 'দরদ'—দর্দ্দিস্থান, স্বাধীন তাতারের পূর্ব্বে। 'পারদ'—Parthians। 'তুখার'—তুষার, তোখারিস্থান, Jaxartese ও Oxus নদীর মধ্যে দেশ, ইহাদেরও ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হয়। 'বাহ্লিক'—বল্খ। 'লাক্ষা'—Laem। 'শার্ম্মণ্য'—Germans। 'পহ্লব'—পারস্যের পূর্ব্বে, Pehlvi বা পার্শী যাহাদের ভাষা। 'বক'—Bactriana। 'খস'—Khasia। 'মৌণ্ড', 'মৌন'—পূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব ছিল, পরে যবন হয়। 'হুন'—Huns, ইহাদেরও ক্ষত্রিয়ত্ব লুপ্ত হয়;—ইহারা শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'কাথেয়'—পঞ্চনদ দেশের (Sangal) জাঙ্গলের Kathari বা Kathainse জাতি। 'মঘ'—মগ। 'কালমুখ'—মাক্ষ্ দ্বীপের কাল মাকেরা। 'প্রর্ষিক'—Prussians। 'আরট্ট'—অরট্ট, আরারাট্-শিখরের সান্নিধ্য দেশ। 'মিশ্র'—ইজিপ্ট। 'বর্ব্বর'—Barbary। 'ঋষিক'—Russians। 'মালয়ক'—Malayans। 'রৌম'—Romans। 'শকস্নু'—Saxons। 'পৌণ্ড্র'—বাঙ্গালা ও বেহারের মধ্যে। 'লণ্ডজ'—Britons; লণ্ড London।

ক্ষত্রজাতি, যাঁ'র কৃপায় পুনঃ সৃষ্ট হৈল ;
কা'রে ভবে ভয় আর, যা'র হেন গুরু !
রামে হেরি' স্নেহ-ভাবে বলিলা বশিষ্ঠ,—
"অপূর্ব্ব-বিজয়-শোভা ধরিয়া কুমার
কি গৌরবে বিরাজি'ছে অনিন্দ্য দর্শনে !
নয়ন দে'ছেন ধাতা যে' কার্য্যের জন্য,
আজ্ তা'র সফলতা সম্পাদহ তবা।
কি মাহাত্ম্য-সারময় নিটোল শরীর !
ক'রেছেন অমানুষ কর্ম্ম, তবু মুখে
স্ব-গৌরব-সম্ভব গর্ব্ব-চিহ্ন কিছু
লক্ষিত হয় না ! কত নরেশ তনয়,
সুবিখ্যাত-বংশ-জাত, সমর-কোবিদ,
দেখেছি,—এমন্ লোক-উত্তর বিনয়,
অসামান্য শান্তচিত্ত, উদার প্রকৃতি,
অনুপম, অলৌকিক-সুরূপসম্পন্ন
এ' বিস্তৃত পৃথ্বী'পরে আর কেহ নাই।
রাম অপ্রাকৃত-গুণ-গ্রামের সমষ্টি,
অমেয়-সামর্থ্য-সমুদয় একাধার,
মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি বিশ্বের ; বস্তুতঃ,
একস্থানে যাবতীয় গুণ-অবস্থান
পাত্রান্তরে দেখি নাই কৌশল্যেয়-ভিন্ন।"—
বশিষ্ঠ-বচন শেষ হ'তে না হ'তেই,
প্রগাঢ় ভকতি-ভরে প্রফুল্ল অন্তরে
মহর্ষি-পদারবিন্দ বন্দিলা আগুতে ;

জনকেরে পরে অভিবাদন করিলা ;
বিনয়-বিনম্র বাক্যে 'আমন্ত্রি' সকলে,
মান্যতম পিতৃ-কল্প জনে সম্মানিলা
যথাবিধি রাঘবেন্দ্র রাম ধনুর্দ্ধর ;
নত শিরঃ করি' উপবেশিলা পার্শ্বে'
পিতার, এ' রূপে বধি' নিবাতকবচ
দানব, অর্জ্জুন বীর অমর-সভায়
স্বর্গে শর শিক্ষা-কালে এক সিংহাসনে
দেব-সার্ব্বভৌম ইন্দ্র সনে বিরাজিলা।
  রঘুপতি-বদন-শ্রী ধরিল চারুতা,
বিনীত লজ্জিত মৃদু হাস-বিজড়িত,—
যথা বৈদূর্য্য মণি, খরাব্দাঙ্কুরক, *
রবি-বিম্ব অবপাতে প্রতিফলে বিভা,—
হাসিল কুন্দের কলি, দর-বিমলিতা।
    সুকবি-বসুধাধীশ-চক্রবর্ত্তী-গণ-
সন্নিধানে পুটপাণি এই ভিক্ষা মাগে,—
অসম্বদ্ধ প্রলাপীর বাতুলতা-দোষ
মার্জ্জনা করিয়া, এর আতঙ্ক ঘুচাও,
সমগ্র-পৃথিবী-সুখ-সারভাগ যাহা
বলিয়া তাহার পক্ষে প্রতীতয়ে সদা,
কিন্তু, অন্য সুকোবিদ-জনের নয়নে
অতি অকিঞ্চিতকর-রূপে প্রতিভাতে,—

* বিদূর-ভূমিতে নব মেঘ-শব্দে রত্ন-শলাকার অঙ্কুর উদ্গত হয়,—একটি কবি-প্রসিদ্ধ বাক্য।

'ভার্গব-বিজয়' নাম হেন লঘু কাব্যে
'ভার্গব-প্রস্থান' আহ্ব একাদশ সর্গ
প্রণয়ন করি' প্রীতি-প্রফুল্ল মানসে,
শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বিপ্র পরমজ্যোতিষী
পূজ্যপাদ-দিগম্বর-অঙ্গজ-আত্মজ,
বরাহনগর-কুঞ্জ-রঞ্জন-দ্বিরেফ,
যেই অনারত রত মঞ্জুল গুঞ্জনে
মোদিতে বঙ্গের প্রিয় ভ্রাতৃ-বৃন্দ-মনঃ,—
শ্রবণ-বিদারকারী অবিরামগামী
কর্কশ ঝিল্লীর রব হ'বে কি, গো, তাহা,
বল সত্য করি', বুধ-রাজি, নিঃসংশয়ে।

ইতি 'ভার্গব-বিজয়' কাব্যে
'ভার্গব-প্রস্থান' নাম
একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

বিষয়:—

যাদবীয়-গণের হর্ষসমুদ্রোদ্গমে, বাদ্য-নৃত্য-গীত-আদি; বন্দীবৃন্দের বন্দনা-সঙ্গীতিকা; দেববর্গের স্বস্থানে প্রস্থান, আকাশ-বাণী; দ্বাদশ সর্গ-শেষ।

স্থান,—কোশল-দেশ, অযোধ্যা পথ; স্বর্গতল। | কাল,—দ্বিতীয় দিন, বসন্ত, অপরাহ্ন।

সুনিবিড় নীরোদর নীরধর-কর
জলদ-আগম-কাল-অন্তে অন্তর্হিত
হ'লে যথা, নভঃস্থল পুনঃ সুবিমলে
শোভে শরতের সমাগমে, সুনীলিম,—
কিম্বা বিধু বিধুন্তুদ-গ্রাস-অবসানে
অমৃত মরীচি-মালে অবনী ব্যাপয়ে,—
বিনাশিলে বেগবাহী ঘোর প্রভঞ্জন
আবার প্রকৃতি ধরে পরমা সুষমা,—
অথবা মরুদ্-গ্রাম-সহিত সংগ্রাম
অচল উত্তুঙ্গতম তরঙ্গ-গণের
নিবারিলে, ফিরে ইন্দ্রনীল-স্তোম-সম
গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি লভে জল-নাথ,—
অথবা যামিনী হাসে তম-অপগমে
সমুদিলে শশধর, পীযূষ-দীধিতি,—
কিম্বা বিভাবসু-শিখা প্রোজ্জ্বল জ্বলনে
ধূমাধূম-হীন তনু দীপে নিশাগমে,—

তরঙ্গিণী রোধ-ভঙ্গে পঙ্কিল-সলিলা,
আবার প্রবহে ধীর প্রসন্নতা-সনে,—
ভীষ্ম গ্রীষ্মে দব-বহ্নি-দগ্ধ-পক্ষ শিখী,
মেঘনাদ- অনুলাসী, বরষা আসিলে,
নবঘন সন্দর্শনে যেমন প্রফুল্লে
নর্ত্তন-নিরত হয়, পুচ্ছ সুবিস্তারি',
ষড়্জের শিক্ষা গুরু হ'য়ে গায়কের,—
বিপত্তি দূর হ'লে তেমন সকলে
সন্তোষের সমুদয়ে হ'ল উল্লাসিত।
বাজিল বিবিধ বাদ্য পুনঃ মধু নাদে
হৃদয়-কন্দর পূরি' প্রমোদ-প্রবাহে:—
তূরী ভেরী ঝর্ঝরিক-মুরজ-মন্দিরা,
আহব পটহ, কাংস্য-দগড়-দামামা,
রবাব-পিণাক-বীণা-বেণু-সপ্তস্বরা,
মুরঙ্গ সারঙ্গ, শঙ্খ-আনকদুন্দুভি,
মধুর মুরলী, বংশ, চারু রণ-বেণু।
মনোমুগ্ধকর প্রতিনিনাদ ধাইল,
ব্যাপি' বনস্থলী, গিরি-দরী-উপত্যকা,
অধিত্যকা-সানু-তট, অচল-মেখলা,
তটিনী পুলিন-চর, সুদূর সমুদ্র,
পরিশেষে নভোদেশে আরোহি', চলিল
আটটী দিকের অন্ত উত্তীর্ণিয়া নাচি'।
নর্ত্তক-নর্ত্তকী-চয় নাচিল মোহন,
সুরেশ-সভায় যথা কিন্নর-কিন্নরী;

গাহিল গায়ন-গণ মধুর গীতিকা
হৃদয়-মুগ্ধকর শুদ্ধ তান-লয়ে,
অমর-গায়ক যথা গন্ধর্ব্ব-কদম্ব ;
বহিল সুধার স্রোতঃ যেন সেই স্থলে ;
সুন্দর-পুলিনবর্ত্তী কলিন্দ-নন্দিনী—
তীর-শোভী কেলী-কদম্বের তলে যথা
গোপেন্দ্রনন্দিনী-নিত্য-হৃদয় নন্দন
বাম-বেণুধর নন্দ-নন্দন সনাথ
গোকুলে রাখাল-দল, নয়নানন্দদ,
অমন্দ বংশীর স্বনে সান্দ্রানন্দ-ভরে
আভীর-প্রমদা-বৃন্দ-সহিত নাচিল,
গাহিল গোপাল-গীতি শ্রবণ-বিনোদে।
বন্দী-বৃন্দ বন্দনার সঙ্গীত গাহিল
মধুর বীণার স্বরে, অনিন্দিত-স্বন,
আমূল-মরম-মনঃ, 'তা-সহিত মোহি',
মাধব-মাগধ যথা মধুপ-নিবহ,—
"কুসুম-মুকুতামালে, হে বন-দেবতে,
রাঘবকুমার-গণে সাজাও, সুন্দরি !
কিশলয়-অলংকারে ভূষহ শরীর;
অভিনব কুঞ্জ-রাজ রচি', চিত্তরম
মরকত-শ্যাম রামে ল'য়ে বিহারহ ;
রাঘববিজয়-গান সপ্তস্বরা-স্বরে
রঙ্গে ভঙ্গে সখী-সঙ্গে গাও, লো রঙ্গিণি !
লো সুরসুন্দরি, অয়ি দিগঙ্গনাগণ !

চারু শোণ-রাগ-রক্ত-সুবাসে সাজিয়া,
পুরট-মুকুটবতী, নানা ভূষা' ভূষি',
রাঘব-বিজয়োৎসবে মহাহর্ষে মাতি',
সমুজ্জ্বল কর এবে এ' ব্রহ্ম-মণ্ডল।
"রঘুকুল-সহৃদয়-সুহৃদ-নিবহ!
প্রবাল-ঝালরময়, মুক্তাফল-শোভী,
স্বর্ণ-তার-কারুকার্য্য খচিত বিতান
টাঙ্গা'য়ে, খাটাও তা'র চারিদিকে বেড়ি'
নব আম্রসার-চারু-মালিকা রচনা;
জলধর-রুচি-হারী সুবিশালতম
রুচির তোরণ-রাজ সাজাও সত্বরে
নবীন পল্লব-মঞ্জী-কিশলয়-চয়ে,—
একাবলী-হার-সম কুসুম-মালিকা,
কল্যাণ-সূচিকা, তাহে দোলাও যতনে,
বিচিত্র ফুলের থোলো মাঝে মাঝে দিয়া;
সুবর্ণের পূর্ণ কুম্ভে দেহ নারিকেল,
গুবাক-স্তবক, চূত-প্রবাল-প্রকর;
সদল কদলী-শিশু রোপি' যতনে
পথের উভয়-প্রান্তে, মধ্যে দেহ পাতি'
ঊর্ণা-ধৌত-প্রাবরণ, গাঙ্গাম্বু-বিমল।
"নাগরী কুমারি! জ্বালি' ঘৃতের প্রদীপ,
দ্বারে দ্বারে থাকি', রামে লহ প্রত্যুদগমি';
মদ-খেল পদে এস সমদে, শুভগে!
সুষম কুসুম-দামে ভূষহ সুভগে।

কক্ষে করি' হেম-ঝারী, এস নেচে' নেচে,'
রঘুকুলবধূব্রজ অয়ি! চারু সাজি,'
হুলাহুলি দিয়া, ঘিরি' চারিভিতে আজি
মোদের রাঘবে ত্বরা, করি' শিরোদেশে
সুন্দর বরণ-ডালা, বর', গো ললনে!
নিছনিয়া পর্ণ-পত্রে প্রসভ প্রমদে,
সম্পাদহ নীরাজনা-বিধান, প্রমদে!
মরাল-কাকলী কল মঞ্জীর-শিঞ্জিত
চরণ স-তালে ফেলি', লাক্ষা-রাগ-রক্ত;
বাজাও মঙ্গল-কম্বু রবে পূরি' দেশ।
গো পুরন্ধ্রীগণ! আসি' শুভ আচরহ,
জল-ধারা দিয়া, আর বর্ষি' লাজ-পুঞ্জ,—
ধরিবে বিশদ বর্ণ রাজপুর-পথ,
দেববৃন্দ পুষ্পরাশি (কল্পলতা-জাত)
বৃষ্টিলে অমরা যথা জয়ন্ত বিবাহে
শোভেছিল চারু বেশে, কিম্বা হিমালয়
উমা-হর-পরিণয়ে হিমানী-বর্ষণে।
" রঘুকুল-বান্ধবগণ, রঘুকুল-মাতঃ!
মঙ্গলাচরহ, শুভে! আনন্দ-সন্দোহে;
তারক-বিজয়ী তব কার্ত্তিকেয়-ব্রজ
দেবসেনাগণ-সনে বিজয়-বিমানে
অমরানীকিনী-সঙ্গে আসি'ছে উৎসবে,
লহ গৃহে করি' কোলে মহামূল্য মণি,
উমাপতি-চিরপ্রিয়া, অয়ি উমাগণ!

দীপিবে কৈলাসাচল এ' মণি-দীপনে ।
দরিদ্র-অনাথ-গণে বিলাও আনন্দে
পরিমাণ-শূন্য ধন ; অতিথিরে ভর ;
উদিত-উন্মুখ-মাত্র পরিপূর্ণ কর
যা'র যে' বাসনা, অগো অকৃপণ-মতি !
“ বাজাও বাজাও জোরে বাদিত্রিক দল !
বৈবাহ-বিজয়োৎসব আজি রাঘবের ;
রঘুকুল বিদ্যাধর-অপ্সর-কিন্নর:
গন্ধর্ব-চারণগণ অহ ! সুবেশিয়া
নিজ নিজ নিপুণতা দেখাহ আজিকে ;
সৌরকুল-জয়ন্তের প্রসাদ লভিতে
যদি চাহ, গীতি-হ্রদে মজাও মানস ;
প্রচুর পীযূষাসারে প্লাবহ প্রদেশ ;
নির্নিমেষ-আঁখি কর দর্শক-প্রকরে,
মোহন-নাচন শিক্ষা-পরীক্ষা প্রদিয়া ।
“ হে অযোধ্যাপুরি ! তব সুবিপুলতম
কাঞ্চন-তোরণ-রূপ রুচির সীমন্তে
মুক্তাস্তবক-বাঁধী দেহ কুতূহলে ;
রতন-প্রবাল-হীরা-মণি-মুক্তাময়
কমনীয় ফুল-দাম ধর চারু গলে
নানা মণি-বিখচিত, চামীকর-গৌর
কৌষিক পতাকা-রাজী উড়াও হরষে
উচ্চচূড়-গৃহ-রূপ মাণিক্য-মুকুটে,—
তরঙ্গিয়া ঘন ধীর সমীর-প্রবাহে

শীর্ষক-শেখর সম বিরাজিবে যাহা।
বিশাল লোচনে তব, ও নৃপ-সুন্দরি!
আনন্দসন্দোহভব নয়নোদ-বিন্দু
বহাও প্রসভে লোক-লোচন-সুভগ;
অভিষেক' তাহে স্নানে, যা'র তনু'পরে
সুশোভিবে মুক্তাফল-কলাপ-মণ্ডিত,—
নবীন নীরদ-দেহে নব তড়িল্লতা,—
শিশির-নীরের বিন্দু নব দূর্ব্বাদলে,—
মখমলে কলধৌত-কারুকার্য্য করা,—
অথবা-যামুন-বারি-উপরে বিরাজে
বিশদ রাজীব-রাজী পূর্ণ-বিকসিতা।
তোমার কবরী-ভারে জড়াও হরষে
প্রবর-হীরক-খামী মাণিক্যের মালা
রাম আদি রঘুপুত্র বধূ চারিটীরে,
নিশার বেণীতে যথা জড়িত উজ্জ্বল
শশাঙ্ক-সনাথীকৃতা তারকা-মালিকা;
রাজ-আভরণ আজ্ পিঁধ' মনঃ-সাধে;
ভুঞ্জাও নিগম লজ্জা যন্ত্রণা বিকার
অমরনগরী-বরা অমরাবতীরে
তব মাধুরীতে। পৃথুল-বেপথুমতী,
বিপুল-পুলক-পালি-সঙ্কলিত-তনু,
উঠহ ত্বরিত-গতি প্রমোদে প্রমাতি',
আ'সে দেখ নাথ তব ভুবন-বিজেতা;
তপ্ত জাম্বুনদ-ফুল্ল-নলিনী-প্রতিমা

ভারত-সরসে তুমি,—ঐ তব হের
রঘুকুল-স্বচ্ছ-নীল নভঃস্থল তলে
মাধ্যন্দিন তেজোধর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড,
প্রভূতপ্রতাপকীর্ত্তি-খররশ্মিরাজী
বিস্তারি' রাজি'ছে, সখি, লোচন ঝলসি';
সিত-আতপত্র-রূপে তব শিরঃ শোভি';
সমধিক সুপ্রফুল্ল হ'বে না, প্রমদে!
এ' হেন নিধিরে হেরি' তুমি, লো কল্যাণি!
অতীব কুশল তব অধুনা, কোশলে!
সুখের দিবস তব ভাতি'ছে বিমলে,
বিস্তারি' বসন্তশোভা মুকুলশোভন।
তুমি আজ রাজরাণী; তোমার গৌরবে
সমকক্ষ নাহি কেহ, দেখি, ধরা-ধামে;
তোমার মহিমা-বিভা ব্যাপি'ছে জগত্
সম্প্রতি, সাকেতপুরি!—ঐ দেখ চাহি',—
কনক-কিরীটবর, মাণিক্য-বিচিত্র,
নিখিল রাজন্যকুল-চির-সুপূজিত,
তোমার পতির শিরে দীপি'ছে প্রদ্যোতে,
ত্রিলোক-আলোকী; বর কাঞ্চন কঞ্চুকে
ভাতি'ছে দ্বিগুণতর তব নাথ-তনু,
স্ফূর্ত্তিমতী প্রভা যা'র উদ্ভাসি'ছে আশা:
দ্বিরদের রদময় নিরখ নিষঙ্গ,
মহার্হ-রতনরাজি-খচিত-বিগ্রহ,
অক্ষয়, অমোঘ যাহা কালানল-তুল্য

বিশিখ-নিচয়ে পূর্ণ (বিশ্ব-পরাজয়ী,
দেব-দৈত্য-রক্ষো-নর-আতঙ্ক-স্বরূপী) ;
দক্ষিণ-ইতর করে ঘোর শরাসন,
ভুবন স্তব্ধ যা'র টংকার-শবদে ;
কেশরী-সদৃশ ক্ষীণ সুদৃঢ় কঙ্কালে
সংনদ্ধ স্বর্ণ-মণি-সারসনবর ;
পৌরট-পিধান বদ্ধ, যাহাতে নিহিত
সুবিশাল করবাল, সার্দ্ধব্যাম-দীর্ঘ,
সুশাণিত, শক্রগোত্র-রুধির-আরক্ত ;
চন্দ্রহাস, চন্দ্র-হাস-সম সুচারুতা ;
নিপুণ ফলক পৃষ্ঠে বজ্রসারময়।
"প্রবীর ঋষভ, মৃগ অধীশ বিক্রমে,—
গাম্ভীর্য্যে অম্বুসাম্পতি,—গুণরত্নাকর,—
মধ্যাহ্নের সূর্য্য তেজে,—ক্ষৌণী ক্ষমা-গুণে,—
হিমালয়-সম রণে অচল অটল,—
অভিন্ন অনঙ্গ রূপে,—যশে শশধর,—
উদীচীককুভ-পাল ধন-নাথ ধনে,—
ধীরত্বে সমীর,—বলি দানবেন্দ্র দানে,—
স্থিরত্বে মৈনাক,—ক্রোধে প্রলয়-অনল,—
রঘুকুল-ভার-প্রবহণে নাগ-নেতা,—
আপদ-উদ্ধার-কার্য্যে শরণাগতের
সদা রত, কেশবের তৃতীয়াবতার
মেদিনী রক্ষিতে মহাবরাহ যেমন,—
উগ্রতায় প্রভঞ্জন,—তোষে আশুতোষ,—

সারল্যে বিমল দেব-নদীর সলিল,—
সুজন-সুজনে কম কমলের প্রায়,—
কুলিশ-কঠিন-কায় কুজনের প্রতি,—
উপমান-হীন, কিন্তু, সত্য-অনুষ্ঠানে,—
যা'র দর্পে রিপুকুল ক্রীতদাস-সম
রহে'ছে দণ্ডায়মান দূরে করযোড়ে ;
তা'দের বনিতাবৃন্দ-নয়নে বরষা
আশ্র'য়েছে নিরন্তর ; তা'রা অপেক্ষিয়া
কিঞ্চিত্ করুণাকণা, বিনয়ে স্তবি'ছে ।
রাঘবসুন্দরি অয়ি ! তোমার পতির
সুবিশাল কীর্ত্তিরাশি বিমলকিরণে
অধুনা ত্রিলোকীতল সান্দ্র ধবলিল ;—
কেশব, কমলানাথ, ক্ষীর-মহোদধি
অন্বেষণে রত,—আর কৈলাস পর্ব্বত
পাইবার আশে ভ্রমি'ছেন পশুপতি
সকল ভুবনে,—ইন্দ্র, লোকপাল-প্রভু,
হইলা ব্যাকুলমনা ঐরাবত-তরে,—
রাহুগ্রহ হ'ল ব্যস্ত শশাঙ্কে হেরিতে,—
বিধাতা, সরোজ-যোনি, দুঃখিত-অন্তর
উদ্দেশি' মরালবরে,—অপ্সরোনিকর
স্নানিতে চিন্তিত হ'ল মন্দাকিনী-জলে ।
"বীর-বরয়িত্রী তুমি ধন্যা, লো কোশলে ।
ধন্য লোকে দশরথ নৃপ-চক্রবর্ত্তী !
ধন্য ক্ষত্রজাতি এবে ! ধন্যা বসুন্ধরা,

‘ বীর ভোগ্যা’ নাম তব সত্য সফলিল ;
রঘুকুল-রাজরাজী মহাভাগ্যবতী !
রঘুকুল-রাজলক্ষ্মি ! আজ হ’তে পে’লে
ভুবনে পরম বীর তব পতি রূপে,
অচলা ভক্তিতে এবে ভজ এঁর পদ,
সাবিত্রী সতীর সহ চিরবদ্ধ-প্রীতি ।
“ অয়ি প্রতিধ্বনি দেবি, আকাশ-কুমারি !
পবন বাহনে উঠি’, গাহ রম্য গান,
ব্রহ্মাণ্ডের কোণ’বধি নাচিয়া হরষে,
প্রচারহ রাঘবের গুণানুকীর্ত্তন,—
‘ ত্রিভুবন-জয়ী আজ রাম রাঘবেন্দ্র !’
“ প্রকৃতি-সুন্দরি ! ঋতুকুল-অধিনেতা
বসন্তের সঙ্গে সাজি’ সামোদ-হৃদয়ে,
মুক্তকণ্ঠে পূর্ণস্বরে ধর চারু গান,—
‘ অরিকুলন্দম, অজ-অঙ্গজ-অঙ্গজ,
ত্রিলোক-বিজয়ী আজ, সুমহামহিম !’
“ জয় রঘুকুল-পতি, দুষ্ট-দর্প-দমী,
লোক-চতুর্দ্দশ-জেতা, অসীম-বিক্রমী !
সুপালন-সুবিধানে পালহ পৃথ্বীরে ;
দ্বিতীয় উত্তানপাদ-পৃথু-মনু হও ;
রাখ কীর্ত্তি তব পূর্ব্ব-পুরুষগণের,—
অনরণ্য-ধুন্ধুমার-কুকুৎস্থ-মান্ধাতা-
ত্রিশঙ্কু-সগর-ভগীরথ-রঘু-আদি !,,
নাদিল রাঘববর্গ মহাহর্ষ-নাদে ;

সৈন্যগণ-কোলাহল পড়িল চৌদিকে ;
পূরিল প্রয়াণ-মার্গ ' জয় জয় '-রবে।
মধুর অমর-বাদ্য বাজিল স্বরগে,—
সুন্দর দুন্দুভি-ঘোষ ব্যাপিল, কল্লোলে
যেমন বিবুধ-নদী চলে ব্যোমতলে ;
বাজিল অগণ্য শঙ্খ, মঙ্গল-নিস্বন ;
বেণু বীণা-সপ্তস্বরা-আলাপিনী-আদি।
অসম কুসুমাসার পরম সুরম্য
মন্দার-মালার সহ হৈল রাম-শিরে,
প্রাবৃষ-বারিদ বর্ষে গিরি'পরে যথা ;
ভাতিল রাঘব-বপুঃ, যেমত মাধবে
নীলাচল বহুবিধ প্রসূন-প্রসবে।
গির্ব্বাণ, গন্ধর্ব্ব, সাধ্য, কিন্নর প্রভৃতি
নৃত্য, গীত, বাদ্য সবে বিরামি' প্রস্থিলা,
আরোহি' বিবুধ-যানে শূন্যপথ দিয়া।
দিগ্বিদিগ উজ্জ্বলিল বিমলা বিভায়।
আকাশ-সম্ভবা বাণী হইল তৎক্ষণে,—
" রাঘবেন্দ্র, নক্তঞ্চর-কুল-ধূমকেতো!
ক্ষপাচর-বংশ ধ্বংসি' অতুল প্রতাপে,
দূর কর বৃন্দারক-বৃন্দের উৎকণ্ঠা ;
ভারার্ত্তা পৃথ্বীর ভার উদ্ধারহ ত্বরা!"
শুনি', চমকিল সবে, শূন্যদত্ত-দৃষ্টি।
দৈগম্বরায়নি দীন গোপাল চন্দ্রমা,
বিন্ধ্যাদ্রিবাসিনী-দেবী হৃদয় রমণ,

ললিত-মূরতিমতী, ত্রিদিব-সুন্দরী
কল্পনা-দেবীর লভি' অনল্প সহায়,—
সাংসারিকী-চিন্তা-ব্যথা পীড়িত জনের
মহৌষধ বলি' যেই স্বয়ং বাখানে,
কিন্তু, ইহা অন্য শান্ত-অন্তর জনের
হ'বে যে যন্ত্রণাদায়ী, তা' ক্ষণ ভাবে না !—
'ভার্গব-বিজয়' হেন সামান্য কাব্যেতে
'বিজয়-উৎসব'-নাম দ্বাদশ উল্লাস,
অতুল্য-উল্লাস-মহাসলিলনিধির
তালতরু-তুল্যোত্তাল, লীলা-তরলিত
মহান্ হিল্লোল মানে পরিপ্লুতি', অদ্য
পরিসমাপিল !—অহ বঙ্গবুধোদ্বহ,
অগো শান্তচেতাগণ, সৎকাব্য-দ্বিরেফ !
কবি-বসুন্ধরা-অধীশ্বর-চক্রবর্ত্তি !
এ' ক্ষুদ্র পদ্মের মধু-কণাতে কি কভু
রসনা আপনাদের তৃপ্তি পাইবে,
এর গন্ধে অন্ধ হ'য়ে মনঃ বিহ্বলিবে ?
মানস-কাসারে চর যদি চ অনিশ,
পল্বল-জলজ বলি' মধু-বাস-শূন্য,
তথাপি কদাপি, সাধো, এ'রে ঘৃণিও না !
মাতঃ বাণি ! তব পদ সেবিতে আসিয়া,
পথের ভিখারী আমি, ফিরি দ্বারে দ্বারে ;
বিষম সংসার-ঘোর-মরুর মাঝারে
আপন বলিতে মোর দেখি কেহ নাই ;

মায়াবিনী মরীচিকা মোহন মুরতি
ধরি', তৃষ্ণা-সখী-সঙ্গে দেখি'ছে কৌতুক,
প্রান্তরে রজনী যোগে আলেয়া যেমন।
বাহিরে অন্তরে এত লাঞ্ছনার বাণ
সদা ভুঞ্জিতেছি, তবু নিবারিত নহে
উদরদহন-জ্বালা,—কি দুর্ব্বার ক্ষুধা!
এ ক্লেশ সহিয়া, আগে ভাবিতাম বসি',—
'হৃদয় পাষাণময়, তা' ন'লে ফাটিত!'
জননি! এখন দেখি, এতদিন-পরে
কঠোর প্রস্তর সেই বিদীর্ণ হ'তেছে!
যদি এ' হৃদয়-ক্ষয় বিষম বেদনে
কৃতান্ত-কোমল-কোলে সার হয় ভবে,
ও' পদ ভুলিব তবু?—পরজন্ম থাকে,—
অঙ্গীকার কর, মাতঃ, দাসজন-প্রতি
কৃপণা হ'বে না কভু ও'ছায়া-প্রদানে!
অনেক গুপ্ত আশা ছিল মনে মনে,—
এক ঝড়ে গেল উড়ে সব ফুল-গুলি,
ভাঙ্গি' শাখা, মূল-সহ তরু উৎপাটিয়া!
গজবাজিরাজী আজি কিছুই চাহি না,
ভূমি-ধনে, গৃহ-মানে নাহি, গো, বাসনা,—
আক্রমে'ছে আমা', অহো, দুঃখের ভাবনা!
জগত্-যাতনা-রূপা পিশাচী, করালা,
ছুটি'-ছে ভ্রূকুটি করি' সদা পাছু পাছু
উদ্বন্ধন-রজ্জু হস্তে,—কে পরিত্রাণিবে?

এমন কে আছে বন্ধু এ বিপুল ভবে।

ইতি 'ঊর্ম্মিলা বিজয়' - কাব্যে
'বিজয়োৎসব'-নাম
দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বিষয়:—

দশরথের অযোধ্যা-প্রত্যাগমন আজ্ঞা; সকলের সসজ্জ প্রয়াণ, জনতা-কোলাহল, রাঘবীয়-বর্গের শুভলক্ষণ-অবলোকন; নববধূ সন্দর্শনে প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাবর্গের বাৎসল্য,—এবং পথপ্রান্তস্থ সৌধরাজিতে পুরস্ত্রীদিগের বিবিধ বিভ্রম-বিচেষ্টা,—সানুরাগ কথোপকথন; দর্শকবৃন্দের রাঘব-প্রশংসা; সান্ধ্যশ্রীর বিবরণ; প্রকৃতির শান্ত্যাবস্থা; ত্রয়োদশ-সর্গশেষ।

স্থান,—কোশলাদেশ, অযোধ্যা-পথ। কাল,—দ্বিতীয় দিন; বসন্তকাল; সায়াহ্ন।

দশরথ আদেশিলা অনুচর-গণে
উত্তরকোশলা-পথে পুনঃ প্রয়াণিতে।
রাঘবীয়-ধ্বজধারী অশ্ববরে উঠি,'
রাজ-দূত রণ-বেণু বাজাইলা উচ্চে;
ছুটিল শবদ-স্রোতঃ প্লাবিয়া প্রদেশ।
চমকি' সকলে, সসম্ভ্রমে অবিলম্বে
নৃপতি-নিয়োগ শীঘ্র বন্দিলা মস্তকে।

চারু চতুর্দ্দোল'পরে (ভাস্কর-ভাস্বর)
রাঘবনন্দনগণ, আরোহণ কৈলা।
মহাতপা বামদেব, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ,
গোত্রপতি কাত্যায়ন, তেজস্বী জাবালী,
চিরজীবী মার্কণ্ডেয়, মহর্ষি কাশ্যপ,
মহামতি ভৃগু-আদি চলিলা সকলে।
জয়ন্ত, বিজয়, অর্থ-সাধক, সিদ্ধার্থ,
সুমন্ত্র, অশোক, ধর্ম্ম-পাল আর ধৃষ্টি—
এ' আট অমাত্য; প্রমতি বৈশালী-রাজ *;
যুধাজিৎ কেকয়পতি † ভরত-মাতুল
কুমারগণের পার্শ্বে চলিলা হরষে।
সিত আতপত্র চয়, মণিমুক্তাময়,
রত্ন-বিখচিত-দণ্ড, ধরিল পুলকে
ছত্রধারী বৃন্দ বেশ ভূষি' চিত্ররথ,
অশ্বিনীকুমার যেন উদিত দ্বিতীয়,
যেন শত শত উদি' বরষা-আরম্ভে
বৃষ্টির সূচক উপ-সূর্য্যকমণ্ডল,
চারু-বৃত্ত-জলধনুঃ-তনু-তনু-শোভী-
বিচিত্রবরণপ্রান্ত, মধ্যাহ্ন-অম্বরে

* 'বৈশালী'—এই জনপদের এক নামধেয়া প্রধান নগরী গঙ্গার উত্তরতীরে অবস্থিতা; ইহার দক্ষিণে বিহার, পশ্চিমে কোশলা, পূর্ব্বে মিথিলা ও উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশ; ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজপুত্রের ঔরসে এবং অলম্বুষা-অপ্সরার গর্ভে-জাত বিশাল রাজা ইহার স্থাপন-কর্ত্তা। ইহা হইতেই বৈশালিকবংশ হয়। বৈশালীর কিঞ্চিৎ দূরে ঈশান কোণে বিদেহনগর, ও উপকণ্ঠে গৌতমের আশ্রম।

† 'কেকয়'—বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যে, কাশ্মীরের দক্ষিণে।

অম্বুরহারিতা ধরি', দিক্ উদ্ভাসিল।
ঢুলা'ল চামরচয় চামরী চঞ্চলে,
কাশকুসুমের গুচ্ছ যেন বাত্যাবেগে
ধবলিত করি' দেশ খেলিতে লাগিল।
যে' যা'র বাহন-যানে চাপিলা সকলে,—
সারথি সারথ্যাসনে ; স্যন্দনে স্যন্দনী ;
নিষাদী বারণোপরি ; সাদী অশ্ব-পৃষ্ঠে।
পদব্রজে পদাতিক-দল চলে তূর্ণ।
ধরিল কেতনদণ্ড কেতুবাহি-জন ;
উড়িল গণনাতীত শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে
বিজয়-পতাকা, বায়ু-বিপরীত-মুখী,
কনক-কুঙ্কুমস্তোম-গোরোচনা-গৌরী,
বহুবিধ মণি-রত্নে যত্নে বিখচিতা,
প্রকৃতিকামিনী-চীন-নিচোল-সন্নিভা।
প্রতিবিম্বি' সৌর-করে হরিল লোচন
শাণশিলা-সংমার্জ্জিত আয়ুধ-গণের
রতন-প্রদীপ্তা নিভা, মণি-মুকুটের ;
ভাতিল অম্বরদেশ হৈমবর্ম্ম-বিভা ;
দিঙ্মণ্ডল-লেখা-সীমা-পার-গতা যথা
দূর-নিনদায়মান নীরদ-শ্রেণীর
দেখায় সুস্বচ্ছ নভে অদৃশ্য-বিদ্যুৎ-
ক্ষণশঃ-স্ফুরণ-চ্ছটা-জনিত সুষমা,
দিগ্‌বধূবৃন্দ-মন্দ-হসিত-প্রতিভা।
পরিঘ-মুদ্গর-গদা-শেল-শূল-প্রাস,

তোমর-নারাচ-কুন্ত-শার্ব্বলা-নিস্ত্রিংশ,
পট্টিশ খট্টাঙ্গ-কূট-বাঁটা অস্ত্র-শস্ত্র
সারী সারী শিরঃ তুলি' রহিল অবাধে,
গুণবৃক্ষ-বীথি যথা পোত-সমূহের
দেখায় সংহত-দৃশ্য দূর-নদ-হ্রদে ;
সহস্রঘ্নী-শতঘ্নীর শকট চলিল ।
বাদ্য-গীতি-কোলাহল ; সেনা-কলকল ;
কশাঘাতে সপ সপ ; চক্রনিকরের
ঘর্ঘর নির্ঘোষ ঘোর ; ঘন ঘণ্টা-রব ;
নিষাদস্বর-সাধক মাতঙ্গ-বৃংহিত ;
তুরঙ্গের হেষারব (ধৈবতানুকারী) ;
অশ্বপদে খট খট ; অস্ত্রের শিঞ্জিত ;
মল্ল-বাহু-আস্ফোটনে বিস্ফুট নিস্বন ;
দশদিশব্যাপী চণ্ড কোদণ্ড টংকার ;
পত্তি-পদে থস থস ; কোষে সংকোষিত
কৃপাণের খন খন ; পৃষ্ঠকে সংবদ্ধ
ধনুঃ-তূণী-ফলকাভিঘাতে ঝন ঝন ;
ঘন ঘন সিংহনাদ ; জয় জয় রব ;
নিশানের ফর ফর ; হুড়ুম্ গুড়ুম্
ভৈরবে রবিল শত শতঘ্নী উৎকটে,
জীমূত-মন্দ্রিত-সম, ধূম সমুদগারি',
উদ্বমিয়া বহ্নিরাশি দামিনীর ঝলা,
ঘনজাল যথা চলে বরষা-বিরদে ;—
উঠিল তুমুল শব্দ ত্রিদিব বিদারি',

ঝঞ্ঝাবাত্যা রহিল কি পার্ব্বত-বিপিনে ?
কিছুই যায় না শুনা,—কে' কা'কে ডাকিয়া
আলাপিবে, নাহি হেন অবকাশ-টুকু।
সত্বরে ছুটিল প্রতিনিনাদ সুদূরে।
পুনঃ যেন বিশ্বধাম জাগিল হৃদয়ে,
শান্তিরূপা গাঢ় সুপ্তি পরিহার করি' ;
প্রকৃতি হইল যেন স্ব-প্রকৃতি-স্থিতা :
জীবব্রজ বিচরিতে লাগিল প্রফুল্লে।
নিখিল মনুজ-মনঃ বিকশিত হ'ল
সুগম্ভীর আনন্দের সমধিকতায়,
অম্ভোধি-হৃদয় যথা মহান্ উল্লোলে
উথলে নিহার-কর-মণ্ডল-লোকনে।
   চলিলা স্বদেশ-দিকে দশরথ নৃপ।
গভীর বাদ্যের ধ্বনি অগ্রশঃ হইল।
মার্গ-গিরি-রুদ্ধগতি স্রোতস্বতী যথা
সাগরাভিমুখে ধায় রোধ বিরোধিলে,
তূর্ণরয়ে কলকলে অতীব কল্লোলে,
রাঘব-বাহিনী তদা চলিল তেমন
অশ্বোকসারার পথে প্রভঞ্জন-গতি। *
পটলে পটলে ক্রমে অশ্বক্ষুরোত্থিত
উড়িল ধূলির রাশি সেনাদল পাছু
ব্যোমপথে বায়ু-ভরে ; নভঃ নিলম্বিল
নিদাঘ-ধরণী-লক্ষ্মী ; হইল পৃথিবী

*'অশ্বোকসারা'—অযোধ্যার অন্য নাম।

বরষা-আকাশ, তাহে দন্তাবল-দল—
শ্রাবণ-নবীন-নীল-মেদুর নীরদ,
বৃংহিত-হেষার স্বন—অশনি-স্তনিত,
অস্ত্রশস্ত্রাদির ঝলা—তড়িত-বিলাস,
সহস্রলোচন-চাপ—কৃত্রিম তোরণ ;
তমোময় আবরণে দিঙ্মুখমণ্ডল
কৈল অবগুণ্ঠ। আঁখি পথের হয় না
পথিক পদার্থ কোন ; যে' দিকে নিক্ষেপে
দৃষ্টি, নির্-অবচ্ছিন্ন ধূলি-ধূসরিত
দেখে সবে। ধরাতল কম্পিতে লাগিল
সেনাগণ সদর্প-পাদ বিক্ষেপণে,
উপক্রম কৈল যেন রসাতলে যেতে।
বিপুল-পুলককণিকা কলিত শরীর,
কদম্ব-কেশর যথা, হ'ল সবে হর্ষে।
দক্ষিণাঙ্গ-চক্ষুঃ-ভুজ স্পন্দিল সবার ;
বহুবিধ সুলক্ষণ নিরীক্ষিলা পথে:—
স্বর্ণ-ক্ষেমঙ্করী উড়ে মণ্ডলশঃ ফিরি'
শিরঃ'পরে ; জ্বলে বহ্নি, যাম্যাবর্ত্ত-জ্বালা ;
দক্ষিণে সমাপি' হোম, অগ্নিহোত্রী দ্বিজ
বেদ পড়ে চারু স্বরে ; কুরঙ্গ-কদম্ব
স্থগিত শ্রবণে শুনে, নির্নিমেষ-আঁখি,
বিহরিতে বিহরিতে আশ্রম-অঙ্গনে,
চির-নিরাতঙ্ক-চেতঃ,—কেহ রোমন্থি'ছে ;—
শাব-গণ স্তন্য পি'ছে,—কেহ বা কেলি'ছে ;

চলি'ছে স-বৎসা গাভী মন্থর গমনে ;
বৃষভ নিবহ ক্রীড়ে প্রমত্ত দরপে,
বিদারি' বসুধা-তল উল্লম্ফে ক্ষুরাগ্রে,—
উড়ি'ছে গৈরিক রেণু, রক্তিম, অল্পশঃ ;
জনতা দর্শন-ভীতা যামোত্তর ভাগে
শিবা চলে উত্ত পুচ্ছে গহনান্তরালে ;
গৃহ নকুলিকা-কুল পশিল বিবরে।
দিব্যস্ত্রী-গণিকাগণ তড়াগ হইতে
পয়ঃ-পূর্ণ স্বর্ণ-কুম্ভ কক্ষে করি' চলে
চাহিয়া রাঘব-পানে, শিথিল-গমনা ;
লোকাতীত রূপ-মধুরিমা সন্দর্শনে
আনন্দ-সমুচ্ছাসে চিত্ত উদ্বেলিল ;
মনঃ রাখি' দেহ ল'য়ে, গেল গৃহোদ্দেশে,
যেমত বিটপী-চ্ছায়া সায়ম্ সময়ে,
সচলা পতাকা কিম্বা ধ্বজবাহি-হস্তে,
বাষ্পযান-নলোদ্গতা ধূম-মালা কিম্বা।
রাম-শ্যাম-তনু-লক্ষ্মী-রূপ কাম-শরে
অতীব বিঁধিল কি, রে, এদের হৃদয়!
ভাবিলা বৎসল ভাবে প্রৌঢ়া-বৃদ্ধাগণ,
চাহি' স্নেহ-বিকসিত সস্পৃহ-লোচনে,—
"কাহার বাছানি তো'রা ? আয়, করি' কোলে ;
ঘর-আলোকরা ধন তো'রা, যাদুমণি!
কত পুণ্যে বৃদ্ধ রাজা এ' শেষ দশায়
সর্ব্বগুণবান্ ছেলে পে'য়েছেন, আহা!

সোনার কার্ত্তিক-গুলি যেন যায় চলে'।
দেখিলে জুড়ায় চক্ষুঃ, কত পাপ কাটে;
নয়ন পটোল-চেরা; নাসা বাঁশী-সমা;
মনো-রম মুখ-খানি; অঙ্গের মাধুরী,
ননীতে মাখান যেন মোমের পুতলী।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যথা রাজপুত্র গুলি,
তেমনি চারিটী বউ ঘর-শোভা-করা;
রতনে রতন বিধি অনুরূপ জানি'
মিলা'য়েছে, মরি! থাক চিরজীবী হ'য়ে
জননীর কোল শোভি',—এ' আশীষ করি;
পতিপ্রাণ রতি-মতি, বীর প্রসবিনী,
সাবিত্রী-মঙ্গলা হও, রাজবধূ ব্রজ!,,
    প্রাকার-তোরণ-তুঙ্গ-নিশান-ভূষিত,
সুধাকর সুধা-গৌর সৌধ-রাজী আর
নয়ন-প্রসন্ন-বেশা প্রসাদ-মালিকা,
অট্টালিকাবলী রাজপথ-উভপ্রান্তে
ধবল-অচলশ্রেণী-সমা সুশোভি'ছে।
তাহে চন্দ্রমুখী, স্বর্ণমণি-সুভূষণা,
শুকোদর-শ্যামাংশুকা কুলবধূ-জন
হেরিতে আসিল হর্ষে অনিমিখ-আঁখি।
বিনোদ-বলভী-মাঝে (গৃহচূড়া-শোভী) *

---

* 'বলভী'—বড়ভী, চিলেঘর। প্রাচীন কালে, পুরাঙ্গনাগণের ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রাসাদ বা অট্টালিকার ছাদের উপরে অনতিক্ষুদ্র গৃহসকল নির্ম্মিত হইত, তাহারা গৃহ-চূড়া, গোপানসী, চন্দ্রশালা, কূটাগার, শিরোগৃহ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

কত পুরযোষা হাসি' আরোহিল ত্বরা,
অমর-অবলাকুল ত্রিদিবেন্দ্র-ধামে
যেন কার্ত্তিকেয় সেনা প্রয়াণে সাজিলা।
হেমরত্ন-অলংকৃত গবাক্ষ মণ্ডলে
নেপথ্য-বিধান ত্যজি' আর কতগুলি
আইলা অনন্য-মনে সোৎসুক-নয়নে ;
সুশোভিল বাতায়ন-পথে শ্রেণীক্রমে
যেন কুবলয়-জাল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
নববধূ-সন্দর্শন লালসা-অন্বিত
নানাবিধ বিচেষ্টিত নিরীক্ষিত হ'ল:—
চীনাংশুক-কঞ্চুলিকা পরিতে পরিতে
চলিলা ললনা কোন, কুচযুগ তাহে
শোভিল, সরসে যেন শৈবাল-আবৃত
কোমল কমলকলি যুগল ললিত ;
সুকেশা কামিনী কেহ, যে'তে দ্রুত পদে,
এলা'ল কবরী-ভার, তাহে ফুলমালা
স্খলিয়া মধুপকুলে ঝংকারিয়া দিল,—
করে ধরি' ত্রস্ত-গতি রাখিল অমনি,
বান্ধিবার অবকাশ মনেও হ'ল না ;
প্রসাধিকা অলক্তক পরাইতেছিল
কোন ভামিনীর পদে,—সহসা সম্ভ্রমে
ধাইল প্রমদা দ্রুতে হেম-জাল-পথে,—
লাক্ষারাগ-সুলাঞ্ছিত পদাঙ্ক দ্যুতিল,
কোকনদ-পরম্পরা যেন গৃহতলে

ফুটিল ; রমণী কেহ, চঞ্চল-লোচনা,
রঞ্জন অঞ্জনে বঞ্চি' চঞ্চল লোচনে,
কজ্জল-শলাকা করে চলিলা চঞ্চলে,
বিলাস-মন্থর গতি ত্যজি', দ্বারদেশে ;
খুলিয়া পড়িল, অহো ! কোন সুন্দরীর
নীবী-গুচ্ছ গতিবেগে,—না বান্ধিয়া তাহা,
করে ধরি' নাভিদেশে রাখিলা,—উজ্জ্বল
কনক-মাণিক্যময় বলয়-প্রভৃতি
প্রশস্তাভরণ-প্রভা উদ্ভাসিত কৈল
ক্ষীণ ঋজু রোমরাজী, দীপিল বিদূরে
রতন-অঙ্কুর যেন নবঘন-স্বনে ;
বিপুল নিতম্ববিম্বে পরিতে পরিতে
বিগলিল কাঞ্চীদাম, তা' কুঙ্কুণি তুলি'
পরিলা বিলোলে গলে মণি-হার বলি'
বিভ্রমশালিনী কোন বালা সবিভ্রমে ;
কোন বিলাসিনী, আঁখি চঞ্চলে সঞ্চারি'
আলোক-মারুগ-পানে একদৃষ্টে, গেলা
কাঞ্চন-মঞ্জীর পরি' একপদে খলু
শিথিল বন্ধনে, মঞ্জু মুখর শিঞ্জনে
ছিন্নতার তন্ত্রী-সম বাজিল বেতালে
পদে পদে প্রতিঘাতি' মাটিতে নূপুর ;
নিতম্ব-জঘন-স্তন-ভারানমিতাঙ্গী
কোন তনু-অঙ্গী বামা বিমল দর্পণে
বদনারবিন্দ-লক্ষ্মী নিরখিতেছিলা

সীমন্ত-সিন্দূর-বিন্দু আর পত্রভঙ্গ;
তাম্বূল-আসব-রাগ কেমন দেখা'ছে,
রাঘবপ্রয়াণ-বার্ত্তা সখী-মুখে শুনি',
ছুটিলা উঠিয়া ত্বরা,—হস্ত হ'তে পড়ি'
অস্থানে আদর্শখান সহস্রধা হ'য়ে
বিচূর্ণিল : বরারোহা কোন এক গণ্ডে
রোচনা-চন্দনে পত্র-রচনা সমাপি',
অপর কপোল-তলে আরম্ভিয়েছিলা,
ভূমিতে তূলিকা ফেলি' ছুটিলা জালেতে,—
অর্দ্ধ-শশিশিশুলেখা-লাঞ্ছিত চন্দ্রমা-
প্রতিম সুষমা মুখ পাইল তখন।
বলভী পুঞ্জের মাঝে বধূদৃগয়নে *
মঞ্জুস্বনা বামনেত্রা তরুণী-কদম্ব
দল বাঁধি' কুতূহলে দেখিতে লাগিলা,
মানস-তড়াগ ছাড়ি' ভ্রমর সনাথ
কনক-কমল-গুলি (পূর্ণ মকরন্দে)
হেমলতা-চূড়াদেশে যেন বিকসিল
প্রভাত-অনিল-বেগে তরলি' ললিতে।
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য মনে নিতম্বিনী-বৃন্দ
সতৃষ্ণনয়ন-পথে বরবধূ-মূর্ত্তি
পিয়িতে লাগিলা যেন; সে সৌন্দর্য্য-রাশি
নব নব রূপ ধরি' কাড়িল অন্তর;

* 'বধূদৃগয়ন'—বধূদিগের দর্শনের পথ, গবাক্ষ, জানালা।

কিছুতে তৃপ্তি নাই,—তা'রা যত দেখে,
দর্শন-পিপাসা তত বলবতী হয়।
  কহিলা কতই কথা পুররামা-জন
পরস্পরে সানুরাগে রাঘব-প্রয়াণ
নেত্র-পথাতীত হ'লে সাবেগ-অন্তরে,
মধুকর-ঝঙ্কার, ভ্রমর-গুঞ্জন
মকরন্দ-ধারা-সনে হইল নিকুঞ্জে।
  কোন বরবর্ণিনী বলিলা সহাস্যে,
নন্দন নিকুঞ্জে যেন বীণার ঝঙ্কার
শ্যামার করুণক্বন- সহিত মিশিল,—
  "আগে ত অনেক রাজা জনক-দুহিতারে
লভিতে বাঞ্ছিয়াছিলা, কিন্তু, রাজর্ষির
হর-শরাসন-ভঙ্গ সুদারুণ পণ
শুভঙ্কর হ'ল, আহা, না হ'লে কেমনে
কমলা মিলিতা হ'ত মুরজিত-সাথে ;"
  কহিলা অবলা কেহ আলী-গলে ধরি',
মদনসারিকা-স্বরে শারঙ্গীর তানে
বাজিল একত্র মিলি' গায়িকার কণ্ঠে,—
  "যদি না বিধাতা এই লোভনীয়-ছবি
দম্পতিবৃন্দকে কভু দিতেন মিলিতে,
নিতান্ত এ'রূপ রূপ-নির্মাণ-যত্ন
নিষ্ফলিত,—কেমন, লো, বলনা, বয়স্যা !"
  বলিলা নিঃশ্বাসি' কোন কান্তা, মধু-স্রোতঃ
কোকিল-কুহরে হ'ল বকুল-বিপিনে,—

বিদ্যাধর-বরাঙ্গনা আরম্ভিলা কিম্বা
সুন্দর সঙ্গীত রঙ্গে বীণা-বিনাদিত
গান্ধার-স্বরের সঙ্গে মন্দার-মন্দিরে,—
"বুঝি, এরা হ'বে কাম কাম-বামা ?—কভু
প্রতিরূপ পতি-দারা নহিলে হ'ত না !
জন্মান্তরের ভাব অন্তর কি জানে !—
চন্দ্রে রোহিণীর যোগ, কাঞ্চন হীরকে
আজি প্রশংসিত হ'ল !"
ভাবিলা ভাবিনী
সুভগা কুমারী কেহ, অনিন্দিত-রূপা,
কেলি-পদ্ম হস্তে, লীলা-লোল-পদ্মনেত্রা,
একান্তে আপন-মনে,—
"ভার্গব-বিজেতা
অপূর্ব্ব-বীরত্বময় কি প্রসন্ন কান্তি;
ভুবন-হৃদয়-রম,—হা, এমন স্বামী
বহুজন্ম-তপঃ-ফল না হ'লে কি হয় !
ধন্যা সুকোমলা সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী !
যে' অঙ্গনা রাঘবের লভিবে দাসীত্ব,
কৃতার্থিবে চিরতরে,—যে' সৌভাগ্যবতী
রুচিরাঙ্গী সীমন্তিনী পা'বে অঙ্ক-শয্যা,
কি কথা কহিতে তা'র আর আছে ভবে !
কাম ভস্ম হ'য়ে ছিল, সে' লজ্জায় পড়ি'
পুনঃ শিব, শান্ত-কোপ, পাঠাইলা হেথা
চারিটি রাঘব-রূপে অনঙ্গে স-অঙ্গি' ?"

দাঁড়া'লা দর্শকবৃন্দ পথ-উভ-প্রান্তে,
শুক্লমাল্যাম্বর-ধর, চারু বেশ ভূষি'।
সম্ভ্রমবিস্মিত-আঁখি কেহ বা কহিলা,—
"রাঘব সুশীল যথা, তথা মিষ্ট-ভাষী,
বিনয়াবনত। আমি নমস্কারিলাম,
তিনি তত্‌ক্ষণে ঈষ-নমিত-মস্তকে
প্রতি-অর্পিয়া উহা, সাদর সম্ভাষে
চির-পরিচিত-মত স্মিতমুখে ডাকি',
করিলা কুশল-পৃচ্ছা। কিবা মধু-মাখা
বাক্যন্যাস শুনে' কর্ণ জুড়ায়, আ মরি!"
বলিলা আমোদে কেহ,—
"আমাদে'র নৃপ
বৃদ্ধদশা-সীমাগত, অধিক দিবস
বহিতে রাজত্ব-ভার নারিবে এখন;
কুমার কোশল-রাজ্যে অভিষিক্ত হ'বে
মোদের কপাল-বশে কিছু দিনপরে।
ভাবিতাম আগে,—'পরি' এর পর যিনি
রাজেন্দ্র-কিরীট শিরে দীপিবেন, হায়,
সৌরবংশ-রাজাসনে, কত উৎপীড়ন
শাসন-অধীনে তাঁ'র হইবে সহিতে!
সে' আশঙ্কা দূর হ'ল, দিবস আগমে
কুহেলিকা যায় যথা ক্রমে অন্তর্হিয়া;
যাপিব রামের রাজ্যে সুখে কাল এবে!"
কোন নাগরিক যুবা সুধিলা বয়স্যে,—

"হীরা যথা হেম-সহ শোভা সম্পাদয়ে,
বিদেহপতির দুই কন্যা, চারুগুণা,
রাম ও লক্ষ্মণ-সনে মিলে'ছে তেমন,
অপর রাঘব দু'টি বিবাহিলা কা'র
কন্যা, সখে। মোর নিবার এ' কৌতূহল।"
বন্ধু উত্তরিলা,—
"যথা মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনশোভিনী পুরী অমরা, অথবা
চৈত্ররথ-বনবর্ত্তী অলকা, অথবা
সঞ্জীবনী পুণ্যস্থলী বৈতরণী-তটে,
সাঙ্কাশ্যা-নগরী তথা, সমৃদ্ধিশালিনী, *
বৈজয়ন্ত-সমা হৈম সপ্ততালক
প্রাসাদ-মালিকা গলে পরি' বিরাজি'ছে,
ধবজ পট চূড়া করি', রাজেন্দ্রাণী যেন
আর্য্যাবর্ত্ত-মাঝে ভূমি', জান, এ' ভারতে;
প্রাকার-নিতম্বে যা'র ইক্ষুমতী নদী
মেখলা-কলাপোপমা প্রবাহি'ছে বেগে,
কনকপঙ্কজ-রূপ মণি-বিখচিতা,
সলিল-বিহারে রতা প্রমদা-জনের
স্তনযুগে পত্রভঙ্গ-রোচনা-চন্দন-
কুঙ্কুম-ক্ষালিত-রাগ-অরুণ শরীরে,

---

* 'সাঙ্কাশ্যা'—সঙ্কাশ্য, চৈনিক পরিব্রাজকাচার্য্য হোয়েন্ সিয়াঙের সেঙ্কি-য়াশী; গঙ্গার উপনদী কালী বা কালীন্দ্রা নদীর তীরে স্থাপিতা। কালীর প্রাচীন নাম ইক্ষুমতী। সঙ্কাশ্য কান্যকুব্জের ৪৫ ক্রোশ বায়ু কোণে।

সুগভীর কলকলে কাঞ্চী-রব-চ্ছলে,—
নিদ্রিতজনের তা'তে প্রহরাবসান-
সূচক তূর্য্য-ধ্বনি-কার্য্য হ'তেছে ;
সুন্দর তোরণ-রাজী ইন্দ্রধনুঃ-নিভা
সীমন্ত-ভূষণ যা'র ; উপকাননের
(নূপদল-সুশোভিত, অবিরত শ্যাম,
অবলাঘ্রাণীয়গন্ধ কুসুমপরাগ-
সৌরভ মরন্দকণা-অপহারী সমীর
তরঙ্গ-বিহারী যা'তে আন্দোল-মার্জ্জিত,)
মর্ম্মর-রণনে যেন গাহি'ছে সংগীতি ।
যথায় জলদগণ হিমালয়-পথে
গমন-সময়ে শ্রান্ত সৌদামিনী-সনে
বিপুল-পরিখা-বদ্ধ-দুর্গগৃহ-চ্ছাদে
বিশ্রাম লভরে শু'য়ে লম্বমান তনু ।
পুষ্পকবিমান-আরোহণের আনন্দ
যথা সদা বোধ হয় ; পুলকে পূরয়ে
গম্ভীর অমর-বাদ্য যেথানে থাকিলে ;
দেবনদী-ঊর্ম্মী-ক্ষিপ্ত শুভ্র-ফেণ-মগ্ন
পারিজাত-ফুল-দল সৌধ-চূড়ে পড়ে ।
গিরিশ্রেণী ঘেরি' আছে যা'র তিন দিকে
অত্যুচ্চ-প্রাচীর-মত, চারু চূড়া-শোভী ;
জলধনু-সুলাঞ্ছিত, তড়িত-জড়িত,
জলদ-বেড়িত গিরি-শেখর-সমূহ
গোপালবালক কৃষ্ণ-রূপ ধরে যথা,—

সুখিনী শিখিনীকুল গোপবধূ-সমা
বিভ্রমানুরাগে চাহি' কেকারব করে ;
যা'দের বিশালা ছায়া দুর্গক্ষেত্রে পড়ি'
বেলামান-যন্ত্র-কর্ম্ম করে দিবাভাগে ;
কিন্নর-সুন্দরী-সমা যথা সুরতারা
বিহরে প্রণয়ী-সনে ;—বরষা আসিলে
সুরম্য কন্দরে কেহ বারিবিন্দু-সিক্ত,
কুসুম-বাসিত, শ্বেত শিলাতলে বসি',
মৃগনাভী-গন্ধী-সানু-কদম্ব-নিকুঞ্জে
ময়ূরমিথুন-নৃত্য দেখি' আনন্দি'ছে,
লবঙ্গকুসুম রজে স্বেদবিন্দু নাশি'।
পর্ব্বত-প্রমোদগৃহে ধূমদাম-সম
গবাক্ষবিবর-দ্বারে জলধর পশি'
বিকাশি' বিদ্যুত-বিভা সহসা গোপনে
কেলিরতা কামিনীর বেশ কলুষয়ে,
শীকরনিকরে আর্দ্রি', শীতবাত-বেগে
ঝকিয়া তুসারচূর্ণে করকার সনে।
যেখানে গৈরিকরাগ-রক্ত ভূমিভাগে
সৌরকরোজ্জ্বল ঘন-ছায়া-পাত দেখি',
সন্ধ্যা হ'ল মনে করি' যুবতী-সকলে
প্রমোদ-মন্দির-সজ্জা সমাপিতে চলে।
নির্ম্মল-চন্দ্রিকা-যোগে চন্দ্রকান্ত-মণি
অবিরাম বারি-কণা বরষি' নিবারে
বিষম সুরত-ক্লম তরুণীর যথা।

বিক্রান্ত হ্রস্বরোমা রাজা পূর্বে যে পুরী
শাসিলা দেবেন্দ্র-সম ;—যিনি হর-ধনুঃ-
প্রার্থনা-নিরাশে অবরোধিলা মিথিলা ;
জনক রাজর্ষি যাঁরে বধিয়া সমরে,
স্ব-কনিষ্ঠ কুশধ্বজে অভিষেক কৈলা
সাঙ্কাশ্যার সিংহাসনে ; তাঁরি দুই কন্যা
মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি, সংমীলিতা হয়
কল্প-লতিকা যথা কল্পতরু-সাথে,
ভরতও শত্রুঘ্ন-সহিত সেজে'ছে।”

মহানন্দ-উচ্চ-রব ভরিল ভুবন।

অপূর্ব্ব নৈর্ম্মল্য নভো-মণ্ডল ধরিল;
পাইলা আদিত্য পূর্ব্ব-দ্যুতি মহামদে,
দেখি' যেন স্ববংশজে পুনঃ সুবিজয়ী ;
লুকা'ল বিধুর বপুঃ ভানুর কিরণে ;
তারকমণ্ডল ফিরে তূর্ণ অন্তর্হিল
অমৃত-মরীচি-সহ, বরষার জলে
ডুবিল কুমুদ-কুল ; হর্ষোৎফুল্ল মুখে
চিত্তহর সাজে পুনঃ প্রসন্ন শোভিল
দিগ্‌বধূব্রজ ; মহালক্ষণ-লক্ষণ
তিরোহিল কেতু-সহ ভীম ধূমকেতু
ভয়াধিক্য ছলে, যেন মহাভুজঙ্গম
পশিল স্ববিলে শীঘ্র গুটা'য়ে স্ব-পুচ্ছ।

পরম-সন্তোষ-সপ্ত-হৈমদ্বার-রূপী
বাণীর চরণ-পদ্ম-নট-চক্রবর্ত্তী,

শ্রীমতী অনন্দময়ী দেবী-সুতাসুত,
বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী-হৃদয়বল্লভ,
বরাহনগর-উপগহন-কোকিল
গোপাল চন্দ্রমা, কবীশ্বর-সার্ব্বভৌম-
বঙ্গীয়গণের প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষিয়া,
'ভার্গববিজয়'-কাব্যে কৈল বিরচন
'রাঘব-প্রয়াণ'-নাম ত্রয়োদশ সর্গ,
করুণা-বরুণালয়া কল্পনা-প্রসাদে।

ইতি 'ভার্গববিজয়' কাব্যে
'রাঘব-প্রয়াণ'-নাম
ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ

বিষয় :—

সায়ম্ সময়,—সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ,—ধীরসমীর-বহন,—বসন্তের সম্পত্তি,—বিহঙ্গম-গীতি,—বারিচর বিহগবর্গ,—সরোবরে নলিন-নিমীলন আদি,—মানবকে স্বভাবের রাজস্ব সংমাননা-করণ-আরোপণ,—বনস্থলী,—বনদেবতা,—তরু-লতা-গুল্ম-কুঞ্জ-কুসুম-আদি,—পর্ব্বত,—নির্ঝর,—অধিত্যকা,—জলপ্রপাত,—নদী,—কৃষ্ণসার আদি জন্তু,—উপত্যকা,—গো-মেষ-আদির প্রত্যাবর্ত্তন,—গ্রাম্য দৃশ্য,—মানবগণের স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রতিনিবর্ত্তন,—সায়ং-বিহার,—সূর্য্যের চরমাচল আশ্রয়,—দ্বিজবৃন্দের সন্ধ্যা-বন্দনা। চতুর্দ্দশসর্গ-শেষ।

স্থান,—কোশল দেশ; অযোধ্যা-পথ;

কাল,—দ্বিতীয় দিবস; বসন্ত; সায়ম্, গোধূলী।

সুন্দর সায়াহ্ন-কাল উপস্থিল ক্রমে।
চরম-অচলরাজ-অন্তরালে আসি'
প্রচণ্ডদীধিত-শেষ-রশ্মি-বিরঞ্জিত-
নির্ব্বারি-বারিদখণ্ড-অবগুণ্ঠবতী,
সন্ধ্যাবধূ, কম-বেশা, ডাকিতে লাগিলা
গোপনে সংকেত করি' খর-মরীচিরে।
সান্ধ্য-কাদম্বিনী, চারু-অলক্ত-অম্বরা,
পশ্চিমাসুন্দরী-প্রিয়-পার্শ্বচরী-রূপে
গগন-অঙ্গনে আসি' দাঁড়াইলা হাসি';

প্রত্যুদ্‌গমিতে যেন চণ্ডরশ্মি-করে।
ধরিলা প্রকৃতি পূর্ব্ব-রম্য-শাম্যদশা;
ভূতগণ সৌম্যমূর্ত্তি সুপরিগ্রহিল;
সুস্থিরিলা বসুন্ধরা প্রস্থান্ত:করণে,
সহৃদয়জন-হৃদ-পদ্ম-সদৃশ যথা
বিরক্তিবিহীন হ'লে গ্রহে প্রসন্নতা।
মনোজ্ঞ মাধবী বল্লী সুপরিশীলিয়া,
অভিনব কিশলয়-দল বিঘূর্ণিয়া,
তরু-লতা-শিখা-অগ্রে ভাগ তরঙ্গিয়া,
চারু বিকশিত-মল্লী-চঞ্চল-রজসে
নিখিল কাননস্থল পট-ভবানিয়া,
কেতকী-সুগন্ধ-বন্ধু, মন্দ, গন্ধ-বহ,
কুসুম-আয়ুধ-রাজ-প্রাণ-সম প্রিয়,
মুনিজনগণ-মনো-মোহন-কারণ,
দাক্ষিণাত্য, প্রোষিতের কান্তার ক্বতান্ত,
বহিল সমীর ধীর বিনোদ বহনে;
বায়ুকুল-নেতৃনিধি, স্পর্শ-রমণীয়;
বর্ষিল পরাগ-রাশি প্রচুর প্রমাণে
রাঘব-বাহিনী-শিরে; চারু পরিমল
প্রতিজন-নাসা-অগ্রে উপায়ন-রূপে,
স্নিগ্ধিয়া অখিল স্থল, ধরিল ললিতে;
চারু কুরুকুরে কামী কমনীয়তম
ফুল-কুলগন্ধ-ছলে প্রচুরি' প্রগাঢ়,
প্রণয়-গুপ্ত কথা কহিল বিজনে;

সুকোমল, মলয়ক-অচল আলয়
(সৌরকর-প্রখরতা, উৎসব-নিবাসী
ভুজঙ্গ-কবল-ক্লেশে যেন) পরিহরি'
চলি'ছে প্রালেয়ালয়-অচলে বাসিতে
হিম-অবগাহে দেহ শান্তিবার তরে ।

ঋতুকুল-অধীশ্বর সরস বসন্ত
ধরিলা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি রাঘব-উৎসবে,—
পুষ্পধন্বা রতিপতি সচিব-প্রবর,
প্রিয় সহচরী রতি কামের কামিনী,
মলয়-অনিল মত্ত মদকল করী,
কমনীয় বন রাজ-প্রাসাদ সুন্দর,
মাধবী-নিকুঞ্জ করি' চারু সভাতল,
বিক্রম-প্রশংসা কথা যেন রাঘবের
স্বজন-গণের সনে কহিতে লাগিল ।

শতশঃ বিহঙ্গ-সংঘ, চির-চারুকণ্ঠ,
বৈবাহ-বৈজয়-গীতি গাহি' রাঘবের,
সুধার আসার যেন বর্ষিয়া প্রচুরে
পূর্ণতর স্বরে শেষে পশিল কুলায়ে :—
নিরবলম্বনা ফুল-মালিকার সম
সুনীল নির্ম্মল নভস্থলে উড়ি' শ্যাম
শুকের গেহিনীগণ দীর্ঘ সারী গাঁথি',
বিম্বফল চঞ্চু করি', লোচন-সুভগ,
শাবগণ-তরে ল'য়ে চলিল স্বনীড়ে ;
পাছু পাছু কল নাদে শুকাবলী চলে ।

পরভৃত-নিকুরম্ব, মধুর-প্রলাপী,
পরপুষ্টিকার সহ সামোদে শীহরি',
শিখা'য়ে পঞ্চম স্বর গীতি বিজয় জানে,
প্রতি শাখে 'কুহু' রবে বিজয় ঘোষিল
ভুবন-বিজেতা আজি কৌশল্যাযনির,
অধীশ্বর-অগ্রচর দূতবর যথা ;
উন্মীলিত-মধুগন্ধ-লুব্ধ মধুপ,
মত্ত-মধুমক্ষিকার ঝংকার-কম্পিত,
লোচন-ললিত-মৌলি রসাল-মুকুলে
কেলিতে কেলিতে কিল পশিল কুলায়ে,
পথিক-বনিতাঞ্জন-চিন্তা সুব্যথিত
আমিল-মরম-চেতঃ ব্যথিয়া প্রচুর।
বধূকথাকহ পাখী করুণ-নিস্বনে
গাহি' মান-ভঙ্গ-গান অনেক যতনে,
'বধূ ! কথা কহ'—বলি' বহুশঃ সাধিয়া,
পড়িয়া চরণোপান্তে ভামিনী প্রিয়ার,
শিরীষ শাখীর শাখা-স্থিত স্বীয় গৃহে
অবশেষে প্রবেশিল প্রসন্ন রঙ্গে।
প্রফুল্ল-প্রসূন-রস প্রচুর-প্রমিত
পরম-সম্প্রীত-হিয়া প্রপিয়া, প্রমাতি',
সুপ্রখ্যাত মধুপায়ী পতত্রী-প্রচয়
প্রকৃষ্ট প্রশংসা-গীতি প্রসূন-প্রিয়ার
গাহিয়া, অহহ ! হাসি', পশিল স্ব-নীড়ে।
পটুতরস্বরা শ্যামা পাপিয়ার সহ

পুলক-পূরিত-তনু-চম্পক-প্রশাখে ;
দধিমুখ বংশ-বনে, তীব্রতর-কণ্ঠ ;
বায়স-বিদ্বেষী কিঙ্গা পশিল স্বাবাসে।
বুলবুলী শেষ কৈল প্রণয়-কলহ।
সপ্তস্বরা-সম-স্বরা মদন-সারিকা
মদন-মঙ্গল গানে মজা'য়ে মানস,
প্রবেশিল মহামদে স্ব-প্রিয়ের সহ
রুচির রক্তাশোক কানন-মাঝারে,
মদন-ভামিনী যথা মুগ্ধি' মদনে
কর ধরি' পশে প্রেমে স্ব-বিলাসালয়ে।
চাতক তৃষিত কণ্ঠে আর না ডাকিল ;
অস্তমহীধর-পথ-অভিমুখ-গতি
ক্রমশঃ রবির হেরি' বসন্ত-বাবুই,
দিনমণি-দূতবর, বিনোদ-নিস্বন,
অবরোহি' ক্রমে ক্রমে নভোমার্গ হ'তে,
স্বরণ-বরণ মাখি' স্বীয় পক্ষ'পরে,
ছড়া'য়ে সুধার ধারা, সুধীরে পেঁধুল
দেবশিল্পী-সম-শিল্প-নির্ম্মিত নিবাসে,
তুঙ্গ-তালতরুবর-কাণ্ড-সংলগ্ন।
বায়স বিহগবর্গ দলে দলে চলে,
রবিয়া ক্ষণশঃ, পল্লি-গ্রাম-প্রান্ত-শোভী
বিটপীর চূড়োপরি নীড়ে আরোহিল।
কম নীল-কণ্ঠ গৃহ-কপোত-প্রকর
মনোরমতম স্বনে ভূপ সংকুজিয়া,

সুবিপুল পৌরমঠ * কিম্বা স্তূপ-সম †
তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গ-স্থিত মেঘ-মন্দিরের ‡
বাসতত্ত্ব বলভীর কূলে সুশোভিত

* 'পৌরমঠ'—মিশরদেশে অতিপ্রাচীনসময়ে Moeris, Sesostris, Cheops, Shishak, Pharaoh Necho, Pharaoh Hopra প্রভৃতি Pharaoh-বংশীয় সম্রাট্গণের অনুজ্ঞায় বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তরে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় যে সকল প্রস্তরময় চতুষ্কোণ-শঙ্কু-শীর্ষ আকারে সমাধি-মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 'Pyramid' বলে।

মিসরীয় Copteরা যদিও নিগ্রো-শ্রেণীয়, তথাচ ইহাদিগের রাজকুল-সম্রাট্-সৈনিক-আদি আর্য্যক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, তাহা নিঃসংশয় ; ইহারা বর্ত্তি বা পুষ্কররাজের পতিত, যবনপ্রায় পুত্রদিগের বংশ, কিম্বা সগরবিতাড়িত হৈহয়-তালজঙ্ঘদিগের সন্ততি, অথবা পরশুরামের প্রতাপভীত সুদূর-নির্ব্বাসিত ক্ষত্রজাতি হইবে; ইহাদিগের আচার, ব্যবহার, সামাজিকতা, ধর্ম্ম, জাতিবিভাগ আদি সকলই ভারতবাসী আর্য্যদিগের ন্যায় ছিল। এবং এঁদের নামের সহিত অনেক আর্য্যরাজগণের নাম-সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়:—আদিরাজ Munes মনু, Pharaoh পুরু বা পৌরব, এবং মৌরেষ, শেশাস্ত্র, শিপ্রক, শিশুক ইত্যাদি। তবে, Pyramidকে 'পৌরমঠ' বলায় হানি নাই।

† 'স্তূপ'—পুরাকালে অশোকবর্দ্ধন, হর্ষ, সুমিত্র, পুলোমার্চ্চিস্ প্রভৃতি সম্রাট্গণের প্রস্তর কীর্ত্তিস্তম্ভসকল 'স্তূপ' বা 'থূপ' শব্দে কথিত হইত। কাবুল, কাশ্মীর, পঞ্জাব, দিল্লী, এলাহাবাদ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে এঁদের ভগ্নাবশিষ্ট অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ 'মেঘ-মন্দির'—পূর্ব্বে কাশ্মীর, বিদর্ভ, রাজস্থান, কাঙ্গড়া প্রভৃতি পর্ব্বত-প্রধান প্রদেশে আর্য্যরাজগণ গিরিশেখরোপরি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেন। এই সকল অট্টালিকার চূড়াদেশে সর্ব্বদাই মেঘের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব; এতন্নিবন্ধন 'মেঘমন্দির' নাম প্রদত্ত হয়। রাজপুতনায় রাজবাটীর নামই 'বাদল-মহল'। চিতোর ও উদয়পুরের রাজগৃহ ইহার প্রমাণ। এবম্প্রকার পুরীনির্ম্মাণে রাজবর্গ-প্রতি মন্ত্রেও পরামর্শ আছে। দিগ্দর্শনের নিমিত্তও এরূপ ভবন সংগঠিত হইত ;—
"কঞ্চু। যোঽসৌ 'দিগবলোকন-প্রাসাদো মেঘচ্ছন্দো' নাম।"—অ০ শাকুন্তলম্।
এই 'অভ্রংকষ'-প্রাসাদের নামের উল্লেখ অনেক কাব্য-নাটকে আছে; বিশেষতঃ, মেঘদূতে ইহার সম্পূর্ণ সংবর্ণনা দেখা যায়। হিমালয়ের সিমলা, ভোটাঙ্গের দুর্জ্জয়লিঙ্গ, নীলগিরির উত্তকামন্দ আদিতে গৃহমাত্রই 'অভ্রংলিহ'।

মারকত চূড়া'পরে মণ্ডলশঃ ফিরি',
শ্যামশিলা-ভিত্তি-স্থিত কোটরে চলিল।
কচ্ছভূমি-বপ্রতট-নদী-হ্রদ-সরঃ-
তড়াগ-দীর্ঘিকা-চর-পুলিন-প্রভৃতি
পরিহরি' দূরবাসে চলিল চরিয়া
কলকল কলরবে কলহংস-কুল,—
নিনাদি' মধ্যমে ক্রৌঞ্চ, বিকুঞ্চিত বপুঃ,—
কারণ্ডব-নিকুরম্ব,—বলাকা-আবলী,—
সারস-নিকর,—মিশি' দিগন্তরে যদ্রু,
সমীর-সমান্দোলিতা, তোরণ-হসনা
যথা শোভে মাঙ্গলিকী মালিকাবলিকা।
নূপুর-রণন যথা কামিনীকুলের
কমকোকনদ-রুচি-অপহারী পদে,
চারু কলস্বন করি', সরোবর-হ'তে
মরাল-মিথুন, কম্বু-কুন্দেন্দু-ধবল,
মদ-খেল পদে চলে স্বকীয় নিলয়ে।
নয়ন-রঞ্জনকর-নর্তন খঞ্জন
কিন্নর-গঞ্জন-রূপে সঘন নাচিয়া,
ত্যজিয়া নলিনীদল, সরস্তীর-স্থিত
বল্লরীবিটপ-লগ্ন স্বাবাসে বসিল।
বৈদূর্য্য-মৃণালদণ্ড ভোজন ত্যজিয়া,
বনিতাবক্ষোজোপম রথাঙ্গ-মিথুন,
কনক-কুঙ্কুমস্তোম-রোচনা-চম্পক-
হরিদ্রা কিঞ্জল্ক-পঙ্কসঙ্কার-গৌর,

পরস্পর বিশ্লেষিয়া, গুল্ম-অন্তরালে
রহিল কাসার-পারে, ডাকি' মুহুর্মুহুঃ
পরমকরুণ স্বনে বিরহ-বিলাপে ;
মনঃ অভিনিবেশিয়া সে' ললিত স্বর
শুনিল বিয়োগী জন সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে,—
তবু ত কতক এবে নির্ব্বাপিত হ'ল
বিষম বিরহ-বহ্নি-জ্বালা, অহ অহ ।
নিবৃত্তে হৃদয়-তাপ কথঞ্চিত্ কিল
দেখিলে অন্যের সম-দুঃখ ভাগী দশা ।
প্রদোষ-আগম হেরি' পাণীয়-কুক্কুট
রহিল পাণীয়রুহ-সুললিত-দলে
পাণীয়-আশয়াস্তরে আবরি' শরীর ।
সমপ্রেম-আকাঙ্ক্ষিণী স্বর্ণবর্ণা স্বজে
সূর্য্যমুখী, সূর্য্যমণি নিমীলিল আঁখি ;
বসন্ত-সুবিকশিত স্থল-অরবিন্দ
তরুণীজনের পাদ-পাণি-কপোলের
ললিত লাবণ্য দুঃখে মলিনি' ত্যজিল ;
তা' দেখি' স-শোকে আজি সরসীর মাঝে
তপ্ত-জাম্বুনদস্তোম-নিভা, বাম-গন্ধা
খরদীধিতির অস্ত-গমন-দর্শন-
অসহনবতী যেন কমলিনী আগে
হইল মুদিত-মুখী দলের অঞ্চলে ;

* 'পাণীয়-কুক্কুট'—পাণকৌড়ী ; 'পাণীয়রুহ'—পদ্ম , 'পাণীয়াশয়'-জলাশয় ।

বিহ্বল-মকরন্দ-পানে ছিল মধুকর
তা'র অভ্যন্তরে পশি',—সহসা নেহারি'
আপনারে নিপতিত বন্ধন-দশায়
কারাবরোধীর সম নলিন-উদরে,
অনুবার বিগুঞ্জিতে লাগিল মঞ্জুলে ;
যথা কান্ত-দষ্টাধর সকম্প-শীৎকার
প্রমদা-আনন পূর্ণ-সুরত-সময়ে,
অধুনা ধরিল তথা নলিনী সুষমা।
   সান্ধ্য-সূর্য্য-রাগ-রক্ত, লোচন-রমণ,
সন্ধ্যার উত্তরী-সম, চামীকর-রুচি,
কৌসিক-অঞ্চলা-আভ পশ্চিমা-বধূর
নির্মীর-উদর লঘু নীরধব-কর
রাঘবের শিরঃ'পরে দাম বিতানিল।
ভ্রমর-ভ্রমরী-পুঞ্জ গুঞ্জরি' রঞ্জনে,
এক পুষ্প-পানপাত্রে পিয়া পুষ্পরস,
বন্দী-সম সান্দ্রানন্দে বন্দিল রাঘবে ;
আহরিয়া মধু মধুমক্ষিকা-কদম্ব
চলিল আপন-মধু-চক্র-গৃহ-পথে,
মঞ্জুল ঝংকার-রব-চ্ছলে গুণ গাহি'
বিজেতা রাঘব রাজ-কুমারের আজি।
হোলীর পর্ব্বে যথা নাগরিক-জন,
প্রজাপতি-কুল চারু বেশ-ভূষা করি',
নাচিতে লাগিল প্রতি কুসুম-সদনে।
বঞ্জুল বিটপীব্রজ মঞ্জুল মঞ্জরী

চামর-প্রকর চারু পরিব্যজনিল।
অভিনব-কিশলয়-দল-ফলভার-
কুসুম-সনাথীকৃত; বসন্ত-সরস,
মনোহর-মরমর-ধ্বনিত-তালিত, *
মকরন্দ-গন্ধোন্মত্ত-মধুপ-গায়িত,
কোকিল-কাকলী-কল-তূর্য্য-বাদ্যমান,
সমীরণে প্রচালিত নবীন-প্রবাল-
শাখাচয়-রূপ হস্তে লতা-তরু-গণ
লোচন ললিত-রূপে সঘনে নাচিয়া,
অজস্র কুসুমাসার বর্ষিল সহর্ষে.
রাঘবীয় চমূ-শিরে, পথপ্রান্ত-স্থায়ী।
রমণীয়তম বেশ কৈলা বনস্থলী
প্রতি-উদ্‌গমি' যেন লইতে রাঘবে,
মাঙ্গলিক-দ্রব্য-হস্তা পুরনারী যথা।
সুভূষা ভূষিলা বন-দেবতা সুন্দরী,
সস্পৃহ-লোচনে চাহি', যেন তূর্ণগতি
বরিয়া লইতে রামে, বরণীয় ভাবি',—
কর্ণাবতংসক করি' সন্তানক-ফুলে ;
সুবিকাশি' সমধিক শিরশ্চূড়া-শোভা

* ' মর্‌মর্ '—ইংরাজী 'Murmur' শব্দ হইতে গৃহীত।
" বিকশি'ছে ফুলকুল ; মর্ম্মরি'ছে পাতা।"—মে. বধ, ১ সর্গ।
"Deepens the *murmur* of the falling floods,
And breathes a browner horror on the woods."— *Pope.*
"Some discontents there are, some idle *murmurs.*"—*Dryden.*
"The *murmuring* surge."—*Shakespear.*

শিরীষ কুসুমবরে শাল্মলী তিলক ;
নাসায় মুকুতা-রূপে দুলে তিলফুল ;
বকুলমালিকা গলে ; পলাশ বলয় ;
বেড়িয়া কবরী-ভারে মাধবী-বীথিকা ;
বঞ্জুল মঞ্জুল-কুঞ্জ-কুটীরের পুঞ্জ
সুন্দর মন্দির-রূপে যতনে সাজা'য়ে,
বহুবিধ বাস বাসে নর্ম্মধিবাসিয়া।
মদনের সংমোহন ইষুর স্বরূপী
সুবিকশ কুসুমের সমূহ-সংকুল
বনিতাবদনমধু-দোহদ বকুল
বিটপী প্রবর মধু-গন্ধ উদ্‌গীরি',
পান্থকান্তাজন-মনঃ কৈল সোন্মাদ।
মুকুলের কুলে ছিল অলি-আবলিকা,
কন্দর্প-কার্ম্মুকামোদ-শিঞ্জিনী-সঙ্কাশা,
সন্ধ্যাদেবী-কর-স্পর্শ পা'য়ে, বাঁধি' ঝাঁক,
উড়িয়া পশিতে গেল কুঞ্জ-অভ্যন্তরে,—
খণ্ড খণ্ড ছিঁড়ি', অহ, কে পাড়িল যেন
নির্ম্মম-অন্তরে সূত্রচ্ছেদে মৌর্ব্বী-রাজে
(গৌরব-গরব-ভূমি এক) মদনের
বিয়োগী-হৃদয়-দুঃখ প্রতিবিম্বিতে !
মনসিজ-নখ-রুচি কিংশুক-কলাপ
বিদারিল যুবজন-আমূল-হৃদয় !
মদন মেদিনী-নাথ-সুবর্ণ-দণ্ড-
দীপ্তি বিকাশিল কম কেশর কুসুম।

সংমিলিত-অলিকুল-পাটলী-পটল
নিষঙ্গের কার্য্য কৈল মকরকেতুর।
বিরহী-কৃন্তন-কুন্ত-বদন-আকৃতি
দন্তুরিল অষ্ট আশা কেতকী কুসুম।
মুকুলিত পুলকিত চূত-শাখীর
অতিমুক্তলতা-পরিষঙ্গে প্রস্ফুরিল।
মকরকেতন-কম-কেতন-প্রতিম
যুবজন-সংজ্ঞাহর শিরীষ শোভিল।
ওষ্ঠাধর-রুচি-হারী বনিতাজনের,
রাঘব-বিজয়লক্ষ্মী-বৈজয়ন্তী-সম
শাল্মলী, কুসুম্ভ, কম বন্ধুক, মধূক
পূরিল অখিল আশা ঘন-শোণিমায়।
অশোক বাড়া'ল বড় আজিকে অশোক,
স্তবকশঃ ফুটি', বন রঞ্জি' রক্তিমায়।
প্রকৃতির কর্ণ-ভূষা কর্ণিকার ফুল,
সুবর্ণ-সুবর্ণধর চম্পক শোভিল।
কুরুবক দিকচয় ভাতিল বিনোদে।
করুণ-তরুণীগণে করুণ-বিটপী
প্রসূন-প্রসব-রূপ বিশাল হসনে
হাসা'ল; মল্লিকা, বেল, ধবল মুরতি।
  মৃগমদ-সুচ্ছগন্ধ-ব্যাপ্ত, মনোরম,
ধীরবাত-বিকম্পিত-অভিনব-দল,
তমাল-বিপিনস্থল-অসিত-শরীর
ধরিল ক্রমশঃ সমধিক অসিততা।

আঁধারি' সন্ধ্যার রাগ আরো বিস্তারিল
পরাগে বিপিন-ভাগ প্রিয়াল-মঞ্জরী।
গজগাত্র-ঘর্ষণ-ক্ষত সর্জ্জরস
সুরভি ব্যাপিত কৈল ঘন শালবন।
অমৃতাহ্ব তরু,—যা'র স্বর্ণ-সিন্দূরিম,*
যুবকজনের মনো-বিমোহন মূল
নব-পয়োধর-তুল ফলে সুধা ঝরে,
মদন আপনি মত্ত বিন্দু-রস-পানে।
তুঙ্গ তাল-নারিকেল-খর্জ্জুরের শ্রেণী
সুদূর হইতে যেন হেরিতে লাগিল
উচ্চশিরঃ তুলি' আজি রাঘবীয়গণে,
সকৌতুকে নাচি' নাচি' সুললিততর
পবনচালিত-কাণ্ড-রূপ বাহু তুলি'।
অশ্বত্থ-পর্কটী-বট বিটপী প্রচয়,
বিপুল-প্রকাণ্ডকায়, প্রান্তরের প্রান্তে
ধরে ঘন-সম শ্যাম মূরতি ধরিল।
স্বীয় দীর্ঘচ্ছায়া-রূপ মান-দণ্ড দিয়া
ক্রমশঃ মাপিল কি, রে, পৃথিবীর তনু
দেবদারু তরুবর, ঝাবুকের ব্রজ।—
অবিরামগামী ধীর গম্ভীর নিস্বনে
মজিল ভক্তি-হ্রদে বিরাগীর মনঃ,
পরম-পবিত্র ব্রহ্ম-সংগীত-সুধার

* 'অমৃতাহ্ব'—পারসিক নাম 'সেব্'। খোরাসান, বাহ্লিক, গান্ধার আদি দেশে জন্মে। রুচিফল; নাসপাতি কশ।

ধারা-রাজী প্রবেশিল শ্রবণের পথে,
স্পন্দশূন্যে নিমীলিল নয়ন, পরাণ
অপূর্ব্ব শান্তির সুখ অনুভব কৈল,
অভিষেকি' আঁখি-জলে বন্দিল ভকত
যোড়করে প্রভু-পদ হৃদয়ের সহ।
  কদলীবধূর দল আশিষিল সকলে,
সুবিপুল-কাণ্ড-রূপ শিরোভঙ্গী করি'
মৃদুবাত-প্রবহণ-আন্দোলন-ছলে।
শ্যামাঙ্গী প্রিয়ঙ্গু আর লবঙ্গ-বল্লরী
সম্প্রতি ধরিয়া রূপ বালিকা-বধূর
রামেরে আকুতি কৈল যেন হাত নাড়ি'।
  ধরিল ধরণীধর সুন্দর মূরতি,
(বহুবিধ-তরুবল্লী-কুসুম-ভূষিত,
শেষ-দিনকর-কর-রাগ-বিরঞ্জিত,
কনক-কিরীটবর-শেখর-খচিত,
কলধৌত-লেখা-প্রভা-ক্ষুদ্র-স্রোতস্বতী-
ধৌত-উত্তরীয়-বাস-সুতনু-শোভিত)
গোকুলে রাখাল-রাজ যেন বিরাজিলা
পরিয়া রাখাল-ধড়া, গলে বনমালা,
শিখী-পুচ্ছ-চূড়া শিরে, ঘন-শ্যাম-তনু।
বিহরি'ছে সুভূষিয়া অধিত্যকা-ভূমে,
উদগীতিয়া চারু স্বরে, স্ব-বনিতা-সনে
কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-গণ মহাহর্ষে মাতি',
রাঘব-বিজয়ে, বুঝি, এরা উৎসবি'ছে!

স্ফটিকপ্রতিম-শিলাতল-প্রবাহিত
নির্ম্মল নির্ঝর ঝরে ঝরঝর-স্বরে,
অবিরত পটুতর শ্রবণ-মধুর।
উল্লঙ্ঘিয়া দ্রুতগতি মার্গ-শিলা-রোধ,
সলিল প্রপাত অধঃ-সানুতে পড়িছে
শ্রোত্র-মনোহর স্বনে, অবিশ্রাম-রয়ে,
গৌরব-চারুতা-পূর্ণ আঁখিরম্য দৃশ্যে;
সমুত্থিত বাষ্পরাশি পবন-প্রবাহে
অনন্ত মরীচি-শোভ-মরীচি সম্পাতে
সাজাইছে নীরদ সম আকার ধরিয়া,
সুরেন্দ্রকোদণ্ডশ্রেণী-সমলঙ্কৃত
শীকরনিকর-রূপ শিখরে পড়িয়া;
তাহার প্রতিবিম্ব নিম্নে দ্বিতীয় জগত্
দেখা'ল অদ্ভুত ইন্দ্রজালের কুহকে।
তরঙ্গিণী নাচিতেছে মাধব-উৎসবে
সমন্থর-ভঙ্গিগতি, হৃদয়-রমণ,
সহারঙ্গ-ভঙ্গে মাতি'; তরঙ্গ—ভ্রূভঙ্গ;
চটুলা-শফরী-সারী মুক্তার মালা;
স্ফুরিত-বিহঙ্গবীথি—মণি-সারসন;
সংরম্ভ-শিথিল-তনু-বসন-সন্নিভ
ফেণরাশি বিকর্ষিছে; চারু হাসি আর
লাবণ্যরাশির জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসি'ছে
চঞ্চলা চণ্ডাংশু-বিম্ব-দীপ্ত-প্রতিচ্ছায়া;
সহস্রধা-ভগ্ন-শম্পা-দ্যোত-বীচীরাজী:

পরস্পর-প্রতিঘাত-সম্ভব আরব,
নবীন-প্রসূন-স্তবকের ভরানত
তীর-তরু-পুঞ্জে ভৃঙ্গ-কদম্ব-গুঞ্জর,
মধুমক্ষী-নিকরের মধুর ঝঙ্কার,
সুকল-কোকিল-কুল-কূজন—সংগীতি ;
দক্ষিণদিগ্বাহি-মৃদু-পবন-আহত
উদ্গত কল্লোল—রম্য বাহু-আন্দোলন ;
সলিলোদ্বেলিত-বেলা-হস্ত-দত্ত তাল ;
অসিতকমলকুল-কৃত-আবরণ,
গৃহ-গমনোন্মুখ কম্বু-সিত হংস,
বিহঙ্গ রথাঙ্গনামা (কুঙ্কুম-সুপীত)
চারু আভরণ সাজে। চলে সারী সারী
তুলিয়া ধবল পা'ল জলযান-কুল,
গরুৎমতী মায়াবিনী যেন নিশাচরী
সন্তরি'ছে হংস-সম তটিনী-হৃদয়ে,—
গুণবৃক্ষ-চূড়ে শোভে কমনীয়তম
বসন্তকুসুম-রঙ্গ-রঞ্জিত কেতন ;
রাঘববিজয়-গীতি গাহে তার-স্বরে
নাবিক-নিবহ, অহ, পূর্ণানন্দ-মনা !
উভতট যুগপত্ ব্যাপি' প্রতিধ্বনি
আরোহি'ছে স্বর্গপথে নাচি' নাচি' ক্রমে।
কৃষ্ণসার-নীলগাভী-গবয়-শরভ-
সৃমর-চমর-আদি, সারঙ্গ, কুরঙ্গ
বিপিন-প্রান্তরান্তরে লাগিল কেলিতে।

সলিল, কমলগন্ধি, শুণ্ডাদণ্ডে ভরি'
করেণু-করভ-সনে গজ-যূথপতি
চলিছে তড়াগ-হ'তে সগৌরব গতি,
লতিকা-মৃণাল-দল-বেষ্টিত-চরণ,
উত্তর-খ-দ্যোতি-স্থিরক্ষণপ্রভা-প্রভ
কম্বু-কুন্দ-ইন্দু-শুভ্র দীর্ঘ রদদ্বয়,
বৃহদ্‌-বিগ্রহ-ধর, সুনীল বরণ
আষাঢ়-আশান্ত-ব্যাপী-নব-ঘনোপম,
ঊর্দ্ধোচ্চ-বিন্দু-শোণ-পদ্মক-শিরস,
নিবিড় কুসুমোজ্জ্বল পার্ব্বত কাননে,
সপ্তধারা স্রুত-মদ-গন্ধে মোদি' দিক্‌।
উপত্যকা-পথে চলে অভ্র-মেঘ-দল
প্রান্তর-চারণভূমি পরিহরি' ক্রমে,
সুন্দর গান্ধার-স্বর শিখা'য়ে গায়কে,
ডাকিতে ডাকিতে মৃদু, চারু সারীবদ্ধ,—
গল-ঘণ্টীমালা বাজে 'টুনুটুনু'-রবে ;
গো-বৎস-মহিষ-আদি, গোষ্ঠ-ভূমি ত্যজি',
ধাইল পল্লীর পানে উল্লাসে উল্লম্ফি',
অচল-সলিলস্রোতঃ যথা বহে বেগে ;
বৃষভ ঋষভ-স্বরে ডাকিল উন্মদে।
উড়িল ধূলীর রাশি ঘন ঘনাকারে।
রাখাল-কৃষকচয় চলিল হরষে,
গাহি' গ্রাম্য-গান উচ্চে। গ্রাম্য যুবাজন
বসিয়া প্রান্তর-প্রান্তে বিশ্রাম লভি'ছে,—

অবলা-অলক-সম শিরোরুহ-রাজী
তরঙ্গি'ছে রঙ্গে যাম্য-পবন-প্রবাহে;
বাজি'ছে বিনোদ বংশ তার-তর স্বরে,
উচ্চ্যতম প্রতিস্বনে পূরি' পল্লী-স্থলী।
নিবর্ত্তিয়া স্বস্ব-কর্ম্মে মানব-নিবহ
প্রত্যাবর্ত্তিল ক্রতে স্ব-গৃহাভিমুখে :—
আখেট-হইতে ব্যাধ ফিরিল নগরে,
মৃত-মৃগ-শশ-আদি পশু-ভার স্কন্ধে,
তীর-ধনুঃ-তূণী শিরে একত্র সংবদ্ধ;
নবনীত-ঘৃত গোপ বিক্রীয়া যাই'ছে,
শূন্যভার-বিহঙ্গিকা স্কন্ধে, গৃহোদ্দেশে।
যুবক-নিবহ স্বীয় সুহৃদের সহ
পবন-সেবন-তরে প্রণয়-আলাপে
পর্য্যটি'ছে নদী-তটে, প্রান্তরে, উদ্যানে;
রাঘববিজয়-কথা প্রতি-মুখে আজি;
রাঘব-উৎসবে সবে মহামোদে মত্ত।
চরম-অচল-চূড়া দেব চণ্ডকর
আশ্রয়িলা ক্রমে গ্রাহি' আরক্ত বিগ্রহ,
সিন্দূর-হিঙ্গুল-জবা-লাক্ষা-কোকনদ-
পলাশ-প্রবাল-তাম্র-বন্ধূক-মধূক-
কুরুণ্ড-বিম্বিকাস্তোম-বিভা-অপহারী,
হরমসমুদ্যোদগম-প্রকটিত-রাগ,
সহস্রমরীচি-জাল ক্রমশঃ গুটা'য়ে।
তরুগণ-দীর্ঘচ্ছায়া ক্রমে বিলোপিল।

অট্টালিকা-মৌলি আর বৃক্ষ-অগ্রভাগ,
যূপস্তম্ভ আর স্তূপ-বিচিত্র-মস্তক
পরিহরি' আরোহিল সৌরকর ক্রমে
নির্জ্জল-গম্ভুজ জলধর-খণ্ডোপরে,
শিখরী-শিখর-শিরে ক্ষণকাল-তরে
পুরটমুকুটবর পরায়ে যতনে।
চারু অরুণিমা চিত্রি' আকাশ-শরীরে,
মেঘ খণ্ড মলিনিয়া ক্রমে অন্তর্হিল,
ডুবিল মহিম-বৃন্দ অতল অর্ণবে।
নীরাজনা সম্পাদি'ছে দেব-সদ্মান্তরে
পূজক। বাজি'ছে বাদ্য মিলি' এক তালে:—
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য, করতাল (দিব্য-রব),
(শ্রাবণের সান্দ্র-সুমেদুরা, বিশ্বব্যাপিনী
কাদম্বিনীর দূর-বিশ্রুত, মৃদিম,
অযুত-অনিবারিত-স্বনিত-সমিত)
গম্ভীর হৃদয়-দরী-নিনাদী মুরজ,
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ঢক্কা (সুগম্ভীর-কণ্ঠ),
রামশৃঙ্গ, দূর-নাদী, মনোরম-তাল।
সংকীর্ত্তন-স্তব-নৃত্য-দেবগুণগান
করিতে লাগিল ভক্ত পরম-প্রমোদে।
সায়ং-সন্ধ্যা-বন্দনাদি কৈল দ্বিজবৃন্দ;
সন্ধ্যা-হোম সমাপিয়া তাপস-নিকর
হইল পরম-যোগ-সাগর-নিমগ্ন,
স্থাণু যথা হিমাচলে সমাধি-সঙ্গত;

বেদ অধ্যায়ি'ছে কেহ, কেহ বা পুরাণ,
আগম, নিগম, তন্ত্র, সমবেত স্বরে,
স্ফটিকবিমলা শিলা বেদিকায় বসি'।
    'ভার্গববিজয়' কাব্যে চতুর্দ্দশ সর্গ
'সায়ম্-বর্ণন'-নাম সমাপন কৈল
ব্রাহ্মণ গোপালচন্দ্র, উন্মত্ত-প্রলাপী,
(বরাহনগর-নৈশ বিশাল-আকাশ,
যথা, কত পূর্ণ চন্দ্র, উজ্জ্বল নক্ষত্র
বিকাশি'ছে মহাদ্যুতি, অলোকি' প্রদেশ,
বাষ্পজাল-আবরণে তা'র এক কোণে
দিঙ্মণ্ডলয়-লেখা সীমা-পদে পড়ি' আছে
যে' ক্ষুদ্র তারক-রূপে ক্ষীণ-ম্লান-জ্যোতিঃ,)
সুকবি-পণ্ডিত-বৃন্দে বন্দি' যথাবিধি,
যোড়হস্তে সম্ভাষিয়া গৌড়-ভ্রাতা-গণে।

ইতি 'ভার্গববিজয়' কাব্যে
'সায়ং-সংবর্ণন'-নাম
চতুর্দ্দশ সর্গ :

চতুর্থ সর্গ।

বিষয় :—

করাজর্ষির মিথিলা-প্রত্যাগমন; অযোধ্যাবংশ রাজা দশরথের পুত্র-স্বজনাদির সহিত সোৎসব-গমন; রাঘব-চতুষ্টয়;—রামমূর্ত্তি; রাঘব-বধূবর্গের রূপ ও বেশ; রাঘবীয়-বাহিনী-প্রয়াণ;—পতাকী;—বাদিত্রিক-দল;—বাদ্য-চতুর্ব্বিধ:—*আনদ্ধ,—শুষির,—তত,—ঘন;—বন্দী-নর্ত্তকাদি;—পদাতিক,—সাদী,—নিষাদী,—রথী;—সচিব-সুহৃদাদি;—পরিদর্শকচয়;—উৎসব-পথে প্রকৃতির মহাবস্থা; স্বর্গভূমে দেব-সভা; রাঘব-বৈবাহলক্ষ্মীমূর্ত্তি;-বিবরণ। চতুর্থসর্গ-শেষ।

স্থান,—মিথিলাদেশ, অযোধ্যাপুরী-পথ।

কাল,—দ্বিতীয় দিবস, বসন্তঋতু, প্রাতঃকাল।

বিদেহপত্তন-বর্ত্মে হেথা রাজ-ঋষি
জনক, স-ভ্রাতৃবর-কুশধ্বজরাজ,
আপন-ভবন-পানে ফিরিলা বিমর্ষে
শতানন্দদ্বিজরাজ-পুরোধা-সংহতি,
বিদায়ি' জামাতৃ-কন্যা-বৈবাহিক-আদি,
যথা পুরা পুররিপু-পুরারিপ্রিয়ারে †

---

* 'আনদ্ধ'—চর্ম্মবদ্ধমুখ মুরজ-মর্দ্দল-পটহ-আনক-আদির বাদ্য; 'শুষির'—বংশী-মুরলী-শৃঙ্গ-ইত্যাদির বাদ্য; 'তত'—বীণা-ত্রিতন্ত্রী-সারঙ্গ-প্রভৃতির বাদ্য; 'ঘন'—করতাল-মন্দিরাদির বাদ্য।

† 'পুরারিপ্রিয়া'—ত্রিপুরা-সুরহন্তা মহাদেবের স্ত্রী, উমা, হিমালয়-কন্যা।

বিদায়িলা অদ্রিপতি নিহার-নিলয়।
অযোধ্যানগরী-মার্গে হরষ-হৃদয়ে
ল'য়ে গেলা দশরথ (রঘুজ-অঙ্গজ,
মহারাজ-চক্রবর্ত্তী,—স্বপত্নীত্ব ভুলি',
সাগর-অম্বরা ধরা, সার্ব্বভৌমলক্ষ্মী,
উভয়ে মিলিতা হ'য়ে সুখিতা-গুণেতে,
বশবর্ত্তিনী প্রিয়া যোষিতের সমা,
যাঁ'কে নিত্যপ্রিয় ভাবি', ভজি'ছে প্রমোদে,)
পুত্র-পুত্রবধূগণে; বেষ্টিত স্বজনে,
ত্রিদিব-ঔকার সংঘে পরিবৃত যথা
ত্রিদিবেন্দ্র; আখণ্ডল-প্রতিম মহান্
দোর্দ্দণ্ড-প্রচণ্ডতর-অখণ্ডপ্রতাপে;
আরূঢ় স্যন্দনরাজে, দেব-অংশী যথা
পুষ্পকবিমানবর,* কনকবরণ।
তুরগ-চালন-শিক্ষা-কৌশলে মাতলি,
সুমন্ত্র সারথি-শ্রেষ্ঠ।
বশিষ্ঠ মহর্ষি,

---

* অনুমান হয়, প্রাচীন সময়ে অধুনাতন ব্যোমযান (balloon)-বৎ শক্তিসম্পন্ন শূন্যপথচারী কোন যানব্যবহার্য্য বাতগামী যন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু ও হরিশ্চন্দ্রের 'সৌভ' বা 'খ-চারি-পুর' নামক জল-স্থলান্তরীক্ষচারি-যান ছিল; আর অনেকেরই, বোধ করি, তাঁহাদিগের সশরীরে-স্বর্গ-বাস-প্রবাদ সংশ্রুত আছে। রাক্ষস মেঘনাদ মায়াবিস্তার-পুরঃসর মেঘমালার অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিত,—এতে কি বোধ হয়? এবং মহাভারতে বর্ণিত আছে,—সিন্ধু-পারবাসী 'সৌভপতি' শাল্ব-নামা যবন (দৈত্য)-রাজ দ্বারকা অবরোধপূর্ব্বক যাদবদিগের সহিত ভয়ানক সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল; তাহার সংখ্যাতীত সেনা যন্ত্র-যানে আরোহণ করিয়া শূন্য-হইতে মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

সুরগুরু ভগবান্ বাগীশ-হইতে
গৌরবে প্রধান, চড়ি' অগ্নিবর্ণ রথে;
অগ্নিশিখাপ্রভ ধ্বজ-দণ্ডে উড্ডীনি'ছে
কৌষিককেতনবর ধূমকেতু-সম ;—
সৌম্যদরশন, শান্তা-হৃদয়রঞ্জন,
সকুরঙ্গশৃঙ্গশিরঃ, বিভাণ্ডকাঙ্গজ
ঋষ্যশৃঙ্গ-তপোনিধি-পুঙ্গব-সংহতি
বিশ্বামিত্র রাজ-ঋষি, রাঘবেন্দ্র-গুরু,
অপ্রতিহত-অমর্ষ, বৃত শিষ্যবর্গে ;—
লোমপাদ, অঙ্গনাথ,* কোশলেশ-বন্ধু,
চলে'ছে চড়িয়া চারু মেঘবর্ণ-রথে ;
সৌদামিনী-গতি-সম রথচক্র ঘুরে ;
সুবিচিত্র কেতুবর ইন্দ্রচাপপ্রভ।
রাঘবকুমারগণ-মাতুলকুলের
আত্মীয়-সুহৃদ্বৃন্দ চলি'ছে প্রমোদে।
পুত্রচতুষ্টয় রাজে জয়ন্ত-সংকাশ :—
রাঘব কৌশল্যায়ন, তাড়কা-সূদন,—
রিপুন্তপ সৌমিত্রেয়-দ্বয়, চণ্ডধন্বা,—
ভরত, কৈকয়ায়ন, অতুল-প্রতাপী,—
সকলে নবোঢ়জানি, অনিন্দিত-বেশ,
চলে'ছে উজালি' আশা, হরষহৃদয়ে,
চাপি' চারুতর চতুর্দ্দোল-চতুষ্টয়ে,

* প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী 'চম্পা' (চম্পাবতী, মালিনী, লোমপাদ-পুঃ, বা [illegible]র্ণ-পুঃ) বর্ত্তমান ভাগলপুরের সন্নিহিত স্থানে ছিল।

(সুধর্ম্মা*-সভায় যথা ঐন্দ্রসিংহাসন) ;—
ঝুলি'ছে ঝালর-সনে সৌবর্ণ্যকিঙ্কিণী,
'রুণু-ঝুণু'-কণে বাজি' শ্রবণ-মধুর ;
হীরক-মুকুতা-পাঁতি ঝকি'ছে অনিশ
লোচনঝলসারূপে চণ্ডরশ্মি-করে ;
চারু-চন্দ্রাতপরাজ উপরে বিরাজে
—বরহীরাখণ্ড-চিত—তারারাশিময়
যামিন-গগনতল রুচির যেমতি।

ঢুলায় চামর, চারু, গাঙ্গাম্বু-বিমল,
চামরিকচয়, চেতো-রম সাজে সাজি',
পুনঃ কি প্রসূনধন্বা এ' পরমোৎসব
হেরিতে আইলা, গ্রহি' বহুলবিগ্রহ,
চামরবাহীর ছলে চতুর্দ্দোলতলে,
ত্যজি' রতি-ভুজলতা-পাশ, ফুলময়
অমোঘকার্ম্মুকবর, সংমোহন-শরে ?

সহস্রদীধিতি-বংশ-পংকেরুহপ্রিয়-
সহস্রদীধিতি রাম,—পংকেরুহ-আঁখি ;
বিকীরে অপূর্ব্ববিভা যাঁর জ্যোতিষ্মান্
ভূষণে ভূষিত দিব্য, কম তনু-যষ্টি,
(জানকী কানকীমূর্ত্তি বামে সুশোভিবে,—
সুনব তমালে বেড়া স্বরণ-লতিকা,—
তড়িত জড়িত যেন নবীননীরদে,—
যামুন-বানীরময় মঞ্জুলমঞ্জুলে

---

* 'সুধর্ম্মা'—ইন্দ্রের সভা। "স্যাৎ 'সুধর্ম্মা' দেব-সভা"।—অমরঃ।

মাধবের কোলে রাধা আভীর-ললনা,—
ধনঞ্জয়-অঙ্কে, কিম্বা, ভদ্রা, রূপবতী)।
অমল-কমল-লক্ষ্মী-সুষম আনন
বীরতা-ব্যঞ্জক সদা মৃদুহাসি-পূর্ণ,
রবিরশ্মি-পাতে যথা ইন্দ্রনীলমণি,
কিম্বা, কুবলয়দল মানস-কাসারে ;
কনক-কিরীটরাজ রাজে শিরোদেশে,
সৌরকররাশি-সম মহা-আভাস্বর,
হৈমচূড়াবর যথা মেরুমৌলিতটে,
উদীচীন বিহারসে, কিম্বা, কোটাতে চারু
স্থির-ক্ষণপ্রভারাশি, চিরস্থিরদ্যুতি,—
তাহে মণিখণ্ড জ্বলে আদিত্য-আকৃতি ;
মহামহেষ্বাস-হস্তে দিব্য শরাসন,—
তাহে বিনিবদ্ধ দিব্য অভেদ্য-শিঞ্জিনী,
চন্দনবিটপলগ্নী যথা কালফণী ;
শায়ক, নিশিত, শত্রু-হৃদয়ভেদ ;
শোভন বিশালবক্ষঃ, শূরত্ব-জ্ঞাপক,

---

* যদিও এ'টী মা. মধুসূদনের অনুকৃতি, তথাপি বিশুদ্ধ ; কারণ,—

————"তাহে জ্বলে আদিত্য-আকৃতি,
আদিত্য জিনি' প্রভাপে, রতননিকর" ।—তি. সম্ভব কাব্য।

এই স্থলে দত্তজের 'ব্যাহতত্ব' দোষ ঘটিয়াছে।

"কস্যচিৎ প্রাগুৎকর্ষমপকর্ষং বাভিধায়, পশ্চাত্তদন্যথা-প্রতিপাদনং ব্যাহতত্বম্।" কাব্যদীপিকা। যথা,—

" মৃদুলকনককান্তিং, মানসৌকস্যবাম্, বদনকমল,-মস্তমেত্র,-মস্তর্দ্ধি রেফম্,
তব কিমুস্তুসমীক্ষ্য, ব্রীড়য়া গুঞ্জন্নম্ সরসি, সলিলপূর্ণে, মর্জ্জ্যমাংং বিবেশ" ।—
পুষ্পচৌরপঞ্চাশিকায়াং বিজ্ঞানমিশ্রঃ।

মাণিক্য-খচিত-হৈম-উরস্ক-আবৃত,
অহ অহ ! অভ্রলিহ-খণ্ড শোভে যথা
অখিললোকন রমি' ঘনশোণিমায়,
প্রাত-র্ব্বালবিভাবসু-রশ্মি-স্পৃষ্ট-বপুঃ,
অরুণ-উত্তরচ্ছদ-রূপে প্রাচীদিশ
বিমলদীপনে দীপি' ; গলে মণিমালা,
সূর্য্যকরে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিতিয়া,
ধাঁধি', রোধে দৃষ্টিমার্গ,—তা'-সনে বিরাজে
মন্দারপ্রতিম-গন্ধী প্রসূনেশ-দাম,
আ-নাভীবিলম্বী, অবিরামগামী রয়ে
নিলিম্পনির্ঝরী*-ধারা মেরুশৃঙ্গ-হ'তে
পড়ে পৃথ্বীপৃষ্ঠে,—বুঝি, এ' হেন মোহন
মূর্ত্তি হেরি', মোহে ভুলি', অরপিলা আজি
ভুবনমঙ্গল-লক্ষ্মী স্বয়ম্বর-বেশে,
কম্বুরাজোপম কণ্ঠে এই বরমালা ?
সুমহার্হ-রাজপরিচ্ছদ-প্রদধান,
অমূল্য-মুকুতা-মণি-রত্নরাজ-রাজী-
বরহীরা-খণ্ড-দাম-সঙ্কলিত-বিভা-
মণ্ডল স্ফুরি'ছে স্ফার বিমল-স্ফুরণে।
অপরত্রিতয় ভ্রাতা রাম-অনুরূপ
দিব্যমূর্ত্তিমান্, ধীর, উদারদর্শন।
অতুল জগতে রূপে বধূব্রজ চলে
দ্বিরদ-সুরদময়ী দিব্যশিবিকায়,

---

* গঙ্গানদী।

(স্বর্ণসূত্র-বিগুম্ফিত-মণি-ফুলমালা
ঝুলি'ছে ঝালরে ঝলি' বিমলঝালায়) :—
কৌশধ্বজীদ্বয়*, মঞ্জুকেশা, সুমধ্যমা,
বচনবিনিবারিত-মদনসারিকা,
লোচনচকোরীচারু, চারুগুণা, সতী ;
বর্ণগোরোচনাগৌরী উর্ম্মিলা ভামিনী,
এণীশাবলেখাহীন-হিমধামাননা ;
ভুবন-ললামভূতা বৈদেহী সুন্দরী,
ত্রিলোকবিজয়-লক্ষ্মী, অযোনিসম্ভবা ;—
কার্ত্তিকেয়-পরিণীতা যথা দেবসেনা†,
কানককীকটোরাসম ঘনপীনস্তনী,—
অথবা, প্রসূনশর প্রিয়া রতিদেবী,
নিবিড়নিতম্ববিম্বা, বামা, বামনেত্রা,—
কিম্বা, বিম্বাধরা, রামা ইন্দিরাসুন্দরী,
অম্বুধিনাথ-কন্যা, কেশবের কান্তা,—
অথবা, মৃণালভুজা পুলোমনন্দিনী,
ত্রিদিব-ওকস্-ঈশ ইন্দ্রের কামিনী,—
কোকনদপদা, কিম্বা, স্বধা কৃশাঙ্গুর,—

* মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি।

† অনেকে কহেন, দেবসেনাধ্যক্ষ কার্ত্তিক চিরকুমারব্রতধারী, অর্থাৎ, অবিবাহিত ; বস্তুতঃ, ইনি দেবসম্রাট ইন্দ্রের কন্যা দেবসেনা বা মহাষষ্ঠীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ষষ্ঠীদেবী সৈন্য দলের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা এবং ধাত্রী ; ষোড়শমাতৃকা-মধ্যে এক মাতৃকা ; অষ্টশক্তির এক শক্তি ; এবং মহাশক্তির ষষ্ঠাংশে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন। ইনি বয়সে কার্ত্তিকের বড় ; প্রথমে ধাত্রীরূপে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন, পরে তাঁহার রূপে ভুলিয়া স্ব-পতিত্বে বরণ করেন। "দেবসেনা মহাষষ্ঠী কার্ত্তিকেয়-প্রিয়া, সতী" ;— "কার্ত্তিকেয়প্রিয় [illegible] ধাত্রী সপুত্রী [illegible]" ;—স্কন্দপুরাণ দ্রষ্টব্য।

কিম্বা, দেব জলদল-নাথের বারুণী,
প্রবাল-মুকুতাফল-দাম-সংদীপিত-
কবরীভারভূষণা, হরি-ক্ষীণ-মধ্যা,—
রামরম্ভাতরুজিত-বরগুরু-উরু,
চার্ব্বঙ্গী মুরজা দেবী, কুবের-কামিনী,—
সংবরদারণ-মন্ত্র-দারণ-কন্দর-
প্রতিম-জঘনা ধনী সংজ্ঞা মার্ত্তণ্ডের,—
পাটলাকপোলা ঊষা, কিম্বা, অরুণের,—
বরারোহা রোহিণী, বা, হিমদীধিতির,—
সৌন্দর্য্য-সমষ্টীভূতা ভবানী ভবের !
প্রস্ফুরি'ছে আনন-শ্রী প্রভা-পরিধিতে,
হর্ষস্মিত,—যদি রাত্রে স্বচ্ছ নাক্তনাকে
বিহীন-কলঙ্কলেখ সংপূর্ণ শশাঙ্ক,
ইহার উপমা কভু দিতে পারি তবে,—
মুক্তাদাম-বিগুম্ফিত-অলকাবলিকা
তারকাবীথিকা-রূপে দীপে তাহে বেরি' ;
নিবদ্ধ কবরীভার কমলকোরকে,
দোষ-অন্তরীক্ষদেহ উডু-পুঞ্জে যথা,—
বেড়িত মাধবীমালে,—মরন্দ-প্রলোভে
ভ্রমি'ছে ভ্রমরবৃন্দ সতত গুঞ্জরি' ;
কর্ণে দুলে মণি-অবতংস, অংশস্পর্শী,
বিকীরে বিমলা বিভা মুহুঃ, আঁখিরমা ;
ললাটে সিন্দুরবিন্দু, উদয়-উন্মুখ-
দিবসকরের সম প্রাচী-আশা-ভালে ;

সীমন্তমুকুটরাজ বিরাজে মস্তকে,
স্বর্ণকাদম্বিনী-শিরে সুরেন্দ্রকার্ম্মুক,—
তাহে দ্যোতে মণিখণ্ড উজ্জ্বলজ্বলনে,
পশ্চিমাশাবধূ-ভালে যথা সন্ধ্যা-তারা ;
প্রাতঃ-সমীরণ-লোল-নলিন-আকৃতি
উজ্জ্বল লোচনবরে রুচির-কজ্জল ;
অপাঙ্গ, স্বাত্মজ-শর, গরলপ্রক্ষিপ্ত ;
আশ্রবণ-সুবিশ্রান্ত, নিবিড়-ভ্রূযুগ,
পুষ্পচাপ-চাপ যথা পূর্ণ-জ্যা-রোপণে ;
নাসাগ্রে মৌক্তিক দোলে হৃদয়-রমণ,
পক্ক বীজপূর-বীজ* যেমতি স্খলিতে
শুকশাব-চারুতর-চঞ্চু-হ'তে পড়ে ;
অধরোষ্ঠ অপহরে বন্ধুকের দ্যুতি ;
কুন্দাভ-দশনপংক্তি ঈষদ্ বিকাশে
বিপুল-পুলকপালি-স্মিত-মাধুরিতে,
নৈহারিকবিন্দু-বৃন্দ যথা জবা-গর্ব্ভে,
বালারুণাতপ-স্পৃক্ত-সুবিমলশোচিঃ ;
কপোল, পারুলদল-সুকোমলতম,
পরমললাম-ধাম, কিবা ঢল-ঢলে,
সূক্ষ্মাবগুণ্ঠিকাবৃত, রতন-খচিত,
অতুল তুলনে, অহ, অখিল-ভূতলে।
ললিত লাবণ্যরাশি দ্বিগুণ-ঔজ্জ্বল্য
পরিগ্রহিয়াছে চারু সমলঙ্করণে,—

* 'বীজপূর-বীজ'—দাড়িম্বের বীচি।

নিকষ-পাষাণে যথা কষিত-কনক,
প্রবর-হীরকদামে বাস বিজড়িত,—
সরসী-বিমলজল, অথবা, যেমতি
অপূর্ব্বসুষমা ধরে কহ্লার-হল্লক-
পুণ্ডরীক-ইন্দীবর-কোকনদ-আদি-
পূর্ণ বিকসনে,—কিম্বা, শারদ-পূর্ণিমা-
মধ্যনৈশনভঃ-প্রতিবিম্ব-অবপাতে;
রত্নভরা বিভারাশি খেলে ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণপ্রভা-প্রভা-প্রভা,* লোচন ঝলসি'।
সূক্ষ্ম-চীনচেলাংশুক-সুপরিবসানা,†
অস্তমিত-ভানুমান্-মরীচি-রঞ্জিত-
নির্নীর-উদর-নীরধর-কর-বাসা
সন্ধ্যাবধূ শোভে যথা প্রতীচী-আকাশে,—
বিবিধ-রতনরাজী-খচিত-অঞ্চলা,
সুবিমল-শোচিস্মতী, সুশোভে শরীরে,
কুসুমকেতন-কম-কেতনপ্রবর ‡
যেমতি মাধবমাসে মানস সংরমে:
কঞ্চুলিকা, হেমময়ী, আনাভি-নিরুদ্ধা,—
মাণিক্য-চুম্বকীচয় তাহে চারু ঝকে,—
ঘনপীনস্তনযুগ তা'র অভ্যন্তরে,

---

* বিদ্যুতের দীপ্তির ন্যায় দীপ্তিশালী।

† চীনদেশে জাত তন্তুকীট-কোষোৎপন্ন-সূত্রবপিত বস্ত্র; চীনাংশুক; চেলবসন; পট্টবাস; রেশমী (রেশমী) বা পাটের কাপড়। প্রাচীন সময়ে বণিকেরা চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবসায় করিত।

‡ 'কুসুমকেতন'—কামদেব।

উলটি' রেখেছে, বুঝি, বিজয়-দুন্দুভি
যতনে এ'-হেন স্থলে কম-আবরণে,
ত্রিভুবন নির্জ্জিতিয়া, যার চিরতরে;
ভানুমণি-বিগুম্ফিত-লোল-ললন্তিকা,
আজানু-বিলম্বী, গলে দোলে সুবিশালে,
যথা মন্দাকিনী-ধারা স্বর্গমার্গে আসি'
মেরু-হৈম-শৃঙ্গ-দিয়া বহে পৃথ্বীপথে,—
ঝলমলে প্রতিবিম্ব বিথারি' অনিশ!
নীবীবন্ধ-বদ্ধ-বর-বিদূরজখণ্ডে*
আভা উদ্ভাসিছে ক্ষীণা লোমাবলী-সনে,—
উঠিছে বিপুলজ্বালা সুপ্রদীপ্ত-তেজে
নাভী-সরোগর্ত্তে যেন পশিতে দর্পক,
বলদকেতন-নেত্র-জন্মা-বহ্নি-দগ্ধ।
ভৃগুমান-গিরিবর-মেখলা-সঙ্কাশ
বিশাল-নিতম্ববিম্বে মণি-সারসন,
তোরণ-হর্ম্মে যেন মাঙ্গল্য-মালিকা।
সুমৃণালভুজে রাজে অঙ্গদ-বলয়,—
বিজলীর কলাপ্রভা পৌরটিকী দ্যুতি
বিকীরে, নিখিল-লোক-লোকন-রমণা;
হীরকাঙ্গুরীয়রাজী বিরাজে অঙ্গুলে
(কনকচম্পক-কম-কলিকা-কলিত),
যদি শুক্লাদ্বিতীয়ার বিধু বীথী-ক্রমে

* বিদূর-পর্ব্বতে জাত নীলবর্ণ মণি। এই স্থলে প্রাচীন ভীম এবং ভীষ্মক রাজার রাজধানী 'বিদর্ভ' বা 'কুণ্ডীন' নগর সংস্থাপিত ছিল। দক্ষিণাপথদেশে নীলগিরির সান্নিহিত 'বেদর' প্রসিদ্ধ।

প্রতীচীন-নভে কভু উদে, তবে সাজে।
মণিচয়-বিখচিত ধৌত-প্রাবরণে
সুকৃশ শরীরযষ্টি স্তোক-সমাবৃত।
সরল-বর্ত্তুল-পীন-জঙ্ঘা দুইখানি,
নবীন বিটপ-যুগ কন্দর্প-পাদপে;
কাঞ্চন-মঞ্জীরবর পদ-কোকনদে
মুখর মঞ্জুলতম শিঞ্জন করি'ছে,
চারুকলস্বনে যেন ভ্রমর ঝঙ্কারে;
শরণ ল'য়েছে শশী চরণ-উপান্তে,
তা'র লক্ষ্মী-লবে মোহি', দিব পরিহরি',
খণ্ডদশতয় হ'য়ে নখরাজী-চ্ছলে।
রাঘবীয়-অনীকিনী পুরোমার্গ শোভি',
বৈবাহিক-মহোৎসব-প্রমদ-প্রমত্তা,
গম্ভীরদর্শনা, চলে, ভীম-ঊর্ম্মীগ্রাম
অম্ভোনাথ-মুখে ঘোর-পবনতাড়নে।
কৃত্রিমতোরণরাজ-রাজী রাজে, দীপি'
বাহিনীর মুখে, যথা দিক্-সুন্দরীর
নানাবর্ণ-মণিময় সুন্দর সীমন্ত,
অথবা, সুরেন্দ্রচাপ মেঘরাজচূড়ে,—
তাহে ফুলমালা-সহ হীরক-ঝালর
বিমল ঝলায় ঝলে, লোচন সুরঞ্জি',
দিগ্বধূ-নিতম্ববিম্বে মাণিক্যমেখলা,
কিম্বা, বলাকার পাঁতি বরষা-বিয়দে।
চলি'ছে প্রতাপ অগ্রে, কম্পি' লোক-হিয়া;

পরে চলে ঘোরনাদ কাঁপা'য়ে অবনী।
নীরদনিকর-সম উঠে রজোরাশি,
আবরি' অম্বর-বর্ত্ম, রোধি' রবিরোচিঃ ;
মলয়জ-স্নিগ্ধবারি-প্রভূত-আসারে
নিবারি'ছে ক্রমে তাহা বারিবাহব্যূহ।
পথের দ্বিপার্শ্বে চলে চারুশ্রেণীক্রমে
চেতোহরতর সাজে পতাকীর কুল
সহর্ষে কানক কম ধ্বজ দণ্ড ধরি' ;
নভঃস্থল সমুজ্জ্বলি' সৌরকরদীপ্ত।
স্বকৌষিককেতুরাজ-রাজী খলু আজি,
বিবিধরতনরাশি-নিচিত-স্বতনু,
উড়ি'ছে সুধীর-সমীরণ-প্রবহনে
অবিরত ফরফরে,—আঁখি ঝলসিয়া
প্রান্তজ্যোতিঃ প্রতিফলে অমলবালায়,—
যথা নীল নীরোদর নীরদের দেহে
চঞ্চলা চঞ্চলামালা স্ফুরে ক্ষণে ক্ষণে,——
কিম্বা, বিহঙ্গমকুল-ভানু পন্নগারি,
মেলি' পক্ষ, অন্তরীক্ষে উড়ে অবহেলে,——
অথবা, দিগ্বধূ-চারু-চীনচেলাঞ্চল,
পবন-প্রবাহ-বেগ-বাম-বিধূনিত ;
চলে পতাকিনী নাচি', পাছু-পানে চাহি',
যথা প্রোষিতের চেতঃ স্বমন্দির-দিকে
সতত সাগ্রহে ধায়,—কিম্বা, মূলদেশ
পরাছে বিটপী-ছায়া চাহে না ত্যজিতে,—

দিগ্‌দরশন-যন্ত্রে সমাকর্ষে কিল
চৌম্বকীশলাকা, কিম্বা, সোমেরব কেন্দ্রে, —
অথবা, বাষ্পীয়রথ-নল-উদ্‌গতা
ধূমমালা তীব্রে ছুটে, প্রতীপগামিনী।
চলে বাদিত্রিক-ব্রজ বরভূষা ভূষি',
সান্দ্রতরমহানন্দ-সন্দোহ-সাগর-
নিমগ্ন অন্তরে খলু। কিবা সুগম্ভীরে
বাজি'ছে বিবিধ বাদ্য মহান্ বিরাবে,
অনঙ্গপ্রগল্ভরূপে আহত হইয়,
শ্রবণমধুর, কিন্তু, সুদূর-নিনাদী,
অঙ্গচতুষ্টয় মিশি' সমবেততানে,
আনদ্ধ-শুষির-তত-ঘন, যাহে ক্ষণে
আমূলমরম-মনঃ মোহে অবহেলে :—
অমৃতমধুর-রবে যেন হাসি' হাসি'
সংগীত-নিরনুরাগী-জনে নিন্দে ঘন,—
'ধিক্‌ত্বাং, ধিক্‌ত্বাং, ধিক্, ধিক্‌ত্বাং!' মৃদঙ্গ,
যথা সংগোপনে প্রিয়া, কমকলাবতী,
অন্যনায়িকানুকামী পতির মানস
ফিরায়ে স্বপথে চারু-পিরীতি-ভৎসনে ;
মর্দ্দল, উত্তুঙ্গনাদী, যা'র শব্দ শুনি'
যোদ্ধ্‌বর্গ-চেতঃ মাতে তাণ্ডব-নর্ত্তনে,
বর্হী যথা পক্ষ্ম ধরে নবঘনস্বনে ;

---

* দিগ্‌নির্ণায়ক (Compass)-যন্ত্রে লৌহাকর্ষক চুম্বকপ্রস্তর (Loadstone) অয়স্কান্তমণি-বিনির্ম্মিতসূচিকা (Magnetic needle) যেমন পৃথিবীর উত্তরমেরু (North Pole) সমাকৃষ্টা হয়।

হৃদয়-স্তব্ধকর অশনি-শব্দ-
প্রতিম কাহল, অহ ! ভীমকোলাহল ;
নির্ঝরনিকর-মুখ যথা গিরিতলে
অবিরত তারতর 'ঝরঝর'-স্বরে,
ঝর্ঝর, অন্তর-হর ; বহুদূরগামী
সুতীক্ষ্ণনিনাদী তূরী, বাজিরাজরাজী
অনিশ আস্কন্দে যাহে, ভ্রেষি' মুহুর্মুহুঃ,
সমরতরঙ্গে মাতি' ; ভেরী ভম্‌ভমে,
ভৈরব আরব যা'র শ্রবণে পশিলে
মদকল গজরাজ-ব্রজ বৃংহে ঘন,
আস্ফালি' মুদ্গর শুণ্ডে, রণরঙ্গরত ;
দ্রগড় রগড়কড়ে দড়দড়দড়ে,
ঝড় যথা বহে রড়ে পাহাড়-আড়ালে ;
নাগারা জাগায় দেশ উচ্চধ্বনি-সনে,
অরিকুলে লক্ষি', চাহে রণাঙ্গন-পানে
মহারথীবৃন্দ যাহে সমর-সজ্জিত ;
দামামা ক্ষণশঃ থাকি' দমদমদমে,
শব্দে স্তব্ধে ধরা, শ্রবণ-বধির ;
বিজয়ী বিজয়-ডঙ্ক ভীষণ নিস্বনে,
অখিলানীকিনী খলু উত্তালনর্ত্তনা,
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা যথা অট্ট অট্ট হাসে
হুহুঙ্কারে, রণ-মদে উন্মদা, ভৈরবী ;
রিপুকুল-মর্ম্মদলী, ভয়দ-নাদিনী
রণ-ঢক্কা দুর্ব্বিকট মহারব করে,

জগদম্বা* চণ্ডী যথা চণ্ডমুণ্ড-রণে ;
নাচায় নিখিল-মনঃ মনোহরতর
মধুরিম রবে ঢোল ; ডিমডিমডিমে
ডমরু, অমৃতময়, শৈলেন্দ্রনন্দিনী
গলিয়া প্রণয়-রসে সাগ্রহে যে' স্বনে
আপনি অর্পেন নিত্ত ভুজ-লতা-পাশ,
মৃত্যু কমতম, অহ! নীলকণ্ঠকণ্ঠে ;
খমক দমক করে মনোজ্ঞনিক্বণে,
অবিরামগামী সুধা-প্রবাহ-প্রতিম ;
গজবর-পৃষ্ঠদেশে দুন্দুভি, সুন্দর,
পরম-সহায় যেই অমর-উৎসবে ;
শ্রবণাবরোধি' ধ্বানে বৃহত্-পটহ,
জলদল-সাথে যথা মরুদ্গণ ক্রোধে
নিযুদ্ধে নির্ঘোষে কিল ; আর জগৎকম্প
ব্রহ্মাণ্ড-প্রকম্পী-রূপে সুগম্ভীরে স্বনে।—
বেণু, মধুস্বরা, যাহে মধুরিপু হরি,
নন্দের নন্দন, নাচি' সান্দ্রানন্দভরে,
গোপেন্দ্রনন্দিনী-নিত্য-হৃদয়নন্দন
কলিন্দনন্দিনী-তীরে† বামবৃন্দাবনে
কেলিনীপতরুতলে বাজা'য়ে বিনোদে,
আমূল-মরম-মনো-মোহিলা গোপীর ;
বাঁশরী, সহায়ে যা'র গন্ধর্ব্ব-সুন্দরী

* 'জগদম্বা'— জগদম্বা, ত্রিলোকমাতা।

† 'কলিন্দনন্দিনী'—যমুনানদী। (কলিন্দ) সূর্য্যের কন্যা ; কিম্বা, কলিন্দ-শৈল হইতে নিঃসৃতা বা সমুৎপন্না।

হরয়ে ভুবন-মনঃ সাপাঙ্গ-ভঙ্গিতে;
রণশৃঙ্গ, যোদ্ধৃবৃন্দ-আনন্দবৰ্দ্ধন,
হৃদয়োচ্ছ্বসিত স্বনে নাদি'ছে সুন্দর;
প্রলয়-ভৈরব রবে ভীষণবিষাণ,
যাহার বাদনে রুদ্র সংহার-সময়ে
স্তব্ধেন নিখিল বিশ্ব মহাচণ্ডরূপে;
শানেয়ী করুণকণ্ঠে হরে মনঃ-প্রাণ,
মদনশালিকা* যথা মালতী-প্রতানে
পীযূষ-আসার বর্ষে মধুরিম গীতে;
অসংখ্য প্রবর-শংখ মঙ্গলবাদক;
অগণ্য সংগ্রাম-কম্বু সমর-উৎসাহী।—
    সুধাস্বরা সপ্তস্বরা, বিদ্যাধর-বধু
যাহে বাঁধে চিরতরে মদন-নিগড়ে
অমরগণের মনঃ বিনায়াসে সদা;
হৃদয়মত্তমরঙ্গ মধুর শারঙ্গ,
যুবজনমনোরূপ-বিহঙ্গ-বাগুরা;
বিমঞ্জুনিস্বনা বীণা, বাণী-প্রিয়সখী,
ভুবনে কবীশকুল যা'র করুণায়
লভে'ছে কবিত্বরূপ মহামূল্যনিধি,
সংগীতের সুমহার্হ রত্নখনি-দ্বার
যেই খুলিয়াছে খলু জগত্-মোহিতে;
মনোহরা তানপূরা, পূরি' তান যাহে
তুম্বুরু, গায়ন-শ্রেষ্ঠ, অমর-সভায়

* 'মদনসারিকা,'—ময়নাপাখী।

গলায় নির্জ্জর-চেতঃ সুচারু-সংগানে,
চন্দ্রকান্তমণি-রাজ যথা চন্দ্রকরে ;
ত্রিতন্ত্রী, যাহার বলে গুণী বিশ্বাবসু
সপৌলোমী-আখণ্ডল-দিবৌকস-গণে
মাতায়, পীযূষরস-বিন্দু-পানে যথা ;
অখিল-অন্তর-হর-সুস্বর রবাব,
যাহে পরিতোষে, আহা ! পরমসংপ্রীতে
ইন্দিরাসুন্দরী-হৃদ ইন্দিরেশ-মনে
নারদ, পাদিকধ্বজ, * দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি ;
পিনাকিনী, যা'র, অরে ! রুচির বাদনে
প্রফুল্লে পিনাকপাণি, সিদ্ধিজড়বুদ্ধি,
অর্দ্ধেন্দুশেখর, রম্য কৈলাশ-শেখরে
তুহিনগৃহের কন্যা-সনে উপবেশি'
নাচে'ন ভৈরবগ্রামে ভৈরব প্রমোদে ;
আনন্দলহরী, যাহে অন্তর-অর্ণবে
আনন্দলহরী-মালা, সু-উত্তালতরা,
লঙ্ঘি' ধৈর্য্য-বেলাভূমি, উঠে উদ্বেলিয়া
রাধামাধবের লীলা-গীত-বাত্যাবেগে ;
গোপীযন্ত্র, চারুতন্ত্র, মনোজ্ঞনিক্বণ।—
শ্রবণসুভগ-স্বন সুন্দরমন্দিরা,
আনন্দসন্দোহ-সরে চিত্ত পরিপ্লুতে
সতাল-চরণন্যাসে চারণ-অঙ্গনা
হল্লীষনর্ত্তন করি', অহহ ! যেমতি ;

---

* 'পাদিক'—ঢেঁকী।

খঞ্জনী, মঞ্জুলতমা, হৃদয়রঞ্জন
খঞ্জনী-চকোরী মেলি' ভক্ত-ওঘ-ঘনে
লাসি'ছে, হাসি'ছে যেন স্ব-প্রিয়দর্শনে ;
করতাল খরতালে পূরি'ছে প্রদেশ ;
কাংস্য মহা প্রতিক্বণে, পটহ-সহায়ী ;
ঘণ্টা, বীরচিল্লোৎকণ্ঠা, ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙে
বিজয়ঘোষণ সূচে, অম্বুধার নাদি' ।
অখিলভুবনময় প্রতিধ্বনি আজি
সুপ্তি পরিহরি', অহো, নাচিতে লাগিল !
অমর অমর-ভূমে, মর্ত্ত্য মর্ত্ত্য-লোকে,
পাতালে পাতাল-বাসী চমকে সম্ভ্রমে ।
বিবাহ-মঙ্গল-গীতি বন্দীবৃন্দ মেলি'
গাহিলা, মাধবে যথা মধুপকদম্ব,
মরন্দসন্দোহপান-প্রমত্ত, গুঞ্জরে
মাধবীপ্রসূন-পা'শে ব্রতালয়-দ্বারে ।
ত্রিদিবসভায় যথা অপ্সরোনিকর,
নাচি'ছে নর্ত্তকীচয় পরমপ্রমদে,
কাঞ্চনমঞ্জীর-মঞ্জু-স্বধার শিঞ্জিত
সুচারু চরণযুগ তালেতালে ফেলি'
(মরাল-নিকার যেন কোকনদ-বনে),
নর্ত্তকনিবহসহ হল্লীষ-তাণ্ডবে ।
যেমতি অমরচমূ সাজিলা পূরবে
তারকারি-সেনা-পরিণয়ে দিব্যধামে,
তেমতি সাজিয়া আজি, ভূমামোদমত্ত,

প্রতাপে, প্রবলতর, চলি'ছে সোৎসবে
রাঘবীয়া বরূথিনী* ভৈরব-বিরবে,
যথা অপাংনাথ-উরে বাত্যার মিলনে
ভীমতম মহা-ঊর্ম্মী-গ্রাম নাচে বেগে,
তালতরু-সমোত্তাল, ভয়দ-প্রমোদে :—
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে পদাতিকব্রজ,
সজ্জিত বিবিধায়ুধে, চলে সারী-ক্রমে,—
প্ররট-মুকুট শিরে, ভাস্কর-ভাস্বর,—
বর-হীরাখণ্ড জ্বলে তাহে প্রোজ্জ্বলনে,
অনন্ত-সহস্রমৌলে যথা দীপ্তমণি ;
শিরস্কে শীর্ষক-চূড়া, বর-বিনির্ম্মিত
চমরী-ধবলপুচ্ছ-গুচ্ছে সুকৌশলে,
নাচে অবিরত দর্পে গতি-বেগে, অহ !
যথা সটারাজী রাজে সিংহরাজ-গ্রীবে,—
আশামুখ ধবলিয়া, তরঙ্গিত হ'য়ে,
শরতের সমীরণ-বহনে বিধুনে,
অথবা, যেমতি কাশ-কুসুমের রাশি ;
সৌবর্ণ্যসন্নাহ-বদ্ধ উন্নত-শরীর,—
ঝক ঝক-ঝকে আভা, সায়াহ্নে যেমতি
নয়নরঞ্জন-রূপে স্বরণ-বরণ
নিরম্বু-অম্বুদখণ্ড রবির প্রসাদে ;
সুবিশাল বক্ষঃস্থল আয়সী-আবৃত,
অরুণ-মুরতি যথা সূর্য্যের স্যন্দনে ;

* 'বরূথিনী'—সেনাদল, ফৌজ্।

দুলিছে নিষঙ্গ পৃষ্ঠে, পূর্ণ শরজালে,
কেশর কমলগর্ভে, অহহ ! তা' নহে,
কালকূটোদগ্র-দংষ্ট্র-রাজী ভয়াবহ
মহাভোগী-মুখ-বিলে,—বর্ণিলে কি সাজে ?
বামহস্তে ভীমধনুঃ, অবদ্ধ-শিঞ্জিনী,
মলয়-অচলে যথা শাল-ভুজঙ্গিনী
বেষ্টয়ে চন্দন-তরু; পৃষ্ঠোপরি বদ্ধ
বিপুল ফলক-খান, অভেদ্য সঙ্গরে,
বিধুন্তুদ-গ্রাসে যথা হিমাংশু-মণ্ডল ;
বামেতর-পাণিমুষ্টি-বদ্ধ ভীমতম
নিশিত শায়কবর, সগরল-ফল,
শমনদশন-সম দীপে দুর্দর্শনে ;
হৈম-সারসনবর বেড়া কটিতটে,
সর্পরাজ রাজে যথা ধূর্জটি-কঙ্কালে,—
তাহে ঝুলে খরশান-কৃপাণ পিধানে,
উরুস্থল-অভিঘাতে ঝনঝনি' মুহুঃ ;
চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস-তীক্ষ্ণধার-রোচিঃ,—
অসিপুত্রিকাদি শস্ত্র-সময় তা'-সনে ;
পদে পদত্রাণ শোভে, অয়ো-বিনির্ম্মিত।
আরবিক, পারসিক, বাহ্লিক, কাম্বোজ,
বার্ব্বরিক, রৌমকেয়, তৌরস্ক, যৌনান*

* 'বাহ্লিক'—বর্ত্তমান তাতারদেশে 'বল্‌খ' প্রসিদ্ধ; 'কাম্বোজ'—পারস্যের [illegible]পূর্ব্বে এবং হিন্দুকোষ-পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমসীমায় ; 'বর্ব্বরখণ্ড'—সুর্য্যারিকা [illegible] উত্তরে ; 'রোমকপত্তন'—রোম, খ্যাত,

বাজিরাজী হ্রেষি' ভূশ, আস্কন্দি' সহর্ষে,
নানাবর্ণে, চিত্রসাজে, চারুশ্রেণীক্রমে,
যুদ্ধবাদ্য-শব্দ শুনি', মাতি' বীরমদে,
সৌবর্ণিক-পর্য্যয়নে সুসমলংকৃত,
ঊর্দ্ধকর্ণে চলে নাচি'; গতি—আশুগতি;
উচ্চৈঃশ্রবাঃ-সম তেজে; সুন্দর-দর্শন;
বিচিত্র-চামর; রোষে চর্ব্বি' দন্তালিকা;*
বল্গা-রোধ-অসহিষ্ণু, বক্রগ্রীব,—তাহে
বোলি'ছে ঘুঙ্ঘুরাবলী 'ঘুণু ঘুণু'-বোলে;
উত্তুঙ্গে কেশর-বীথী অনিশ প্রকম্পে,
যবনসেনানী-শিরে শীর্ষক-শেখর!
অশ্বে অশ্বীবৃন্দ, যেন অশ্বিনীতনয়,
কিম্বা, বর্হীধ্বজে দেব ক্রৌঞ্চবিদারণ,
পর্য্যাণ-রেকাব-ভরে আইল কাতারে,—
বীরত্ব বিকাশী কান্তি; অসমসাহসী;
উৎসাহসূচক মুখ বিরাজে রুচিরে;
দৃঢ়মন্যু-সুব্যঞ্জক, সুস্থিরপ্রতিজ্ঞ
স্ফূর্ত্তিমান্ তেজে জ্বলে চারু চক্ষুঃ-যুগ,
অনলস্ফুলিঙ্গোপম; হর্য্যক্ষাক্ষ যথা,—
অথবা, দেউটী দূরে দীপে তীব্র-দীপ্ত,—

"পশ্চিমে কেতুমূলাখ্যো রোমকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"—আর্য্যভট্ট।
'লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ, * * * * স্যাত্তদা রোমকে রাত্রিদলং তদৈব।' ভাস্করাচার্য্যঃ,
'তুরস্ক'—তাতারের উত্তরে; 'যবন'—আধুনিক গ্রীস, পারসিকেরা যৌনান, য়ূনানী কহিত, Jouions, Javanitos নামও প্রসিদ্ধ।

* 'দন্তালিকা'—অবক্ষেপণী, রশ্মি, বাগ্‌ডোর, লাগাম।

সৌরকর-প্রতিভাত, কিম্বা অম্বুবিম্ব
মধ্যাহ্নে নলিনোদরে ঝকে সুবিমলে ;
মেচককলাপময় মস্তকে চূড়ক,
আখণ্ডলচাপ যথা ঘনেশ্বর-শিরে,—
গোকুলে কালিন্দী-কূলে কেলীনীপ-মূলে
বিরাজে মাধব-মৌলে, কিম্বা, কমচূড়া,—
প্রবর মাণিক্য-খণ্ড দীপে তাহে, যথা
শোণাম্ভোদ-খণ্ডবাসা, পাটলাকপোলা
উষাভালে শোভে শুক-তারকা প্রোজ্জ্বলে ;
বিবাহবিজয়-মালা গলে, মণিময়ী ;
আবৃত অভেদ্যবর্ম্মে সুবিশাল বপুঃ ;
সুবিপুল উরঃস্থল উরস্ত্র-নিবদ্ধ,
দুর্গের তোরণ-দ্বার-কপাট-সদৃশ ;
সুর্ত্তাসণ-দুর্গদ্বার-কাঞ্চন-অর্গলা-
প্রতিম মনোজ্ঞ বাহু, আজানুবিলম্বী,
পরাক্রমসারময়, বজ্রদণ্ড যথা ;
দীর্ঘশূল দক্ষকরে, অভ্রভেদী যথা
শালবৃক্ষ ভীমাকৃতি ; বামভুজে শোভে
ভীমতম ভল্লরাজ,—তাহে করফরি'
আযোধ্যিক-নৃপলিঙ্গ-বাহি কেতু উড়ে,—
প্রতিফলি' সূর্য্যকরে সুবিকীরে বিভা,
চামুণ্ডার হাসিরাশি-সদৃশী, অথবা,
বিদ্যুতের দ্যুতি-প্রভা, ধাঁধিয়া নয়ন,
যাহার শানিতধার চারুতর দ্যোতে ;

মহান্ অজ্‌ঝল*-খান পৃষ্ঠকে,—তা'-পরে
বাজি-গতি-বেগে দুলে অবিরত, অহ !
কনককার্ম্মুক-সনে মণিময়ী তূণী ;
হৈম কটিবন্ধে ঝুলে কোষে খড়্গবর,
উরুদেশে অশ্বপার্শ্বে বাজি' ক্ষণেক্ষণে ;
গুল্‌ফদেশে উত্তেজিকা,† পদত্রাণনিবদ্ধা,
উত্তেজি'ছে বাজিবৃন্দে পঞ্জর প্রঘাতি'।
দুর্ব্বার বারণব্রজ বারিস্রোতঃসম,—
ভৃগুমান্‌গিরিবর-সুবিপুলবপুঃ ;
আষাঢ়-আশান্ত-চারি-নবঘন-নিভ ;
সুরদন্তাবল-ইন্দ্র ঐরাবত বলে ;
সপ্ত-অবয়বে মদ ক্ষরে সপ্তধারে,
মাকন্দ-মুকুলে যথা মরন্দ মাধবে ;
মত্ত মদগন্ধে ; করোপরি চারু রাজে
ভূর্জ্জপত্রচিহ্ন-রক্ত-চিত্র-বিন্দুজাল ;
মরাল-সুগ্রীব-শ্বেত দীর্ঘরদদ্বয়,
সুস্থির-মহোল্কাদণ্ড-দ্বয় দীপ্ত যেমতে
কুমেরু-অম্বরে যথা সম-অন্তরালে ;
সিন্দূর-মণ্ডিত কুম্ভ, যা'র সনে কবি
তুঙ্গঘনপীনস্তন তুলনে, অহহ !
মঞ্জুস্তনী বরারোহা তন্বী ভামিনীর।

* 'অজ্‌ঝল'—কবচ, ঢাল।
† 'উত্তেজিকা'—Spur.
‡ 'কৌমেরবমহোল্কা'—Aurora Australis.

পরম প্রমোদ-ভরে করেণুকদম্ব
(প্রাবৃটে গম্ভীর যথা নীরদ-নিস্বন)
মহানাদে মুহুর্মুহুঃ বৃংহে সুভৈরবে,
আস্ফালি' মুদ্গর শুণ্ডে সুপ্রচণ্ডরূপে ;
স্কন্ধে বসি' হস্তীপক, হস্তে অঙ্কুশিরা ;
গলে বাজে গজঘণ্টা, দূরনিনাদিনী ;
পৃষ্ঠে পট্ট-আস্তরণ, সুকৌষিকাংশুক,—
ঝালরে মুকুতাপাঁতি কিংকিনীর সনে।
বহুবিধ ভীমতর প্রহরণগণে
সুসংবিভূষিত চলে নিষাদীনিবহ,
সুনাসীর যথা ঘন বাহনে, কুলীশী,—
হৈম শিরস্ত্রাণ শিরে ; শ্মশ্রুর মণ্ডলে
বিমণ্ডিত মুখ রাজে সুভীষণ দৃশ্যে ;
পৃষ্ঠে চর্ম্মতূণীসনে প্রচণ্ডকোদণ্ড ;
সব্যেতর ভুজে ভীম-তম ভীন্দিপাল ;
পরিঘ অপরকরে প্রতিঘ-উদ্রেকী,
যথা বজ্র-অস্ত্র রোচে বজ্রধর-করে ;
মেখলায় করবাল, পরুষ পরশু,
আর যত খরশাণ আয়ুধ-সমূহ ;
সন্নাহ-সংবদ্ধ তনু, বজ্রসারময় ;
সংগ্রামসহায় শস্ত্র গদা-মুদ্গরাদি
প্রক্ষ্বেড়ন-পাশ-প্রাস ন্যস্ত করী'পরে।
আয়সশকটব্যূহ, আগ্নেয়াস্ত্রবাহী,
বাহিছে করেণুকর,—গিরিদুর্গভেদী

সহস্রঘ্নী-শতঘ্ন্যাদি,* ভয়াবহতম,
লৌহসারময় দেহ, অশনি-কঠিন,
ভৈরবনিনাদী, যথা ভীম বিস্ফূর্জ্জথু,
রহি'ছে শয়ান তাহে, যথা কৃষ্ণ-শোচিঃ
অরণ্যান্তরালে মহা-ভুজগপ্রবর
বিস্তারি' বিষময়বপুঃ রহে খলু পড়ি' ;
ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘোষে গুরু চক্রকর;
পর্ব্বত-বিদারকারী, কুলিশ-বিক্রমী
লৌহের গোলকরাশি ঝকে স্তূপে স্তূপে।
  স্যন্দর স্যন্দনবৃন্দ,—অম্বুদ-বরণ ;
হিরণ্ময় চক্রকর ঘুরে ঘনঘন,
নবনীলঘনে যথা সৌদামিনী-গতি ;
বাহিরে বহ্নির কণা খুর-প্রঘর্ষণে,
যথা ইরম্মদে অগ্নি, বিশ্বধ্বংসকারী ;
ঘর্ঘরনির্ঘোষ—ঘোর-ঘনেশ-ঘোষণ ;
স্বর্ণধ্বজদণ্ড, যথা উদীচীননাকে
স্থিরতড়িল্লেখা ভাতে বিমলবিভায় ;
ধ্বজা—ইন্দ্রায়ুধ ; শম্পা-প্রভা হৈমচূড়া,—
প্রতিরথী-ভিন্নচিহ্ন তদুপরে বদ্ধ।
সারথি মাতলী যথা মঘবার রথে,

* অধুনাতন 'কামান,-বন্দুক'—আদির ন্যায় 'শতঘ্নী' নামে একবিধ ভয়ানক আগ্নেয় অস্ত্র প্রাচীন কালে যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। স্থলবিশেষে ইহা 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'একাগ্নী' বা 'পাশুপত' নামে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষ যবনাধিকারভুক্ত হওনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও 'রাজস্থান' প্রভৃতি ক্ষত্রপ্রধান প্রদেশে ইহা প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত 'চন্দ' কবি অনেকস্থলে 'নল-গোলা' অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

অথবা, অরুণদেব দিবসদেবের,——
দক্ষিণপাণিতে প্রতিষ্কষ, বামে রশ্মি ।
ঘোটকনিকর যুক্ত, মহাতেজীয়ান,
সপ্তাশ্ববাহন-অশ্ব-সপ্ততয় যথা ।
নিযুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ-যোদ্ধা বীরর্ষভরূপ
আরূঢ় বীরেশ-সাজে, স্বপ্রতাপধন্য,
দানবারি বিষ্ণু যেন গরুড়-কেতনে ।
অগ্নিবর্ণ হৈমরথে এ'দিকে চলি'ছে
সুহৃদ-সচিববৃন্দ, অগণ্য রাজন্য,
অমরপ্রতিম রূপে, বলবীর্য্যতেজে,
মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্রধর্ম্ম আবির্ভূত যেন,
নানা অস্ত্র শস্ত্র আর বাসবিভূষণে
সুন্দর সমলংকৃত, ভুবন-সুভগ ।
উঠে আভা পূরি' দেশ আকাশমণ্ডলে,
যবে দবদাহ দহে ঘোর-বনস্থলী,
কিম্বা, বাড়বাগ্নি-শিখা অতল-অর্ণবে,
স্থিরবিদ্যুতের দ্যুতি উত্তর-আকাশে ।
গ্রাম্য-নাগরিক পরিদর্শক-সমূহ
বিষম জনতা করি', আছে শুভ সাজে
রাজপথপার্শ্বদ্বয় ব্যাপি' দণ্ডাইয়া,
বর্ত্মপ্রান্তস্থায়ি-বৃক্ষ-বীথী-শীতচ্ছায়ে ।
দাক্ষিণাত্য ধীর সমীরের সর্ সর্,
নবকিশলয়পত্র-চয়ের মর্ম্মর্,
পতাকার ফর্ফর্, বাদ্য-মহারোল,

রথচক্র-ঘর্ ঘর্, মহাজনতার
ঈষদ্-অস্ফুট-স্থির-সুগম্ভীর-স্বর,
প্রহরণ-অভিঘাত-ঘোর-ঝন্ ঝন্,
কশা-সপ্ সপ্, রশ্মি-পর্য্যাণ-নিক্কণ,
ভূষণ-শিঞ্জন (মঞ্জু), পাদ-মস্ মস্,
অশ্বহ্রেষা অনুবার, বারণ-বৃংহিত,—
একত্র সংমিশি' সবে অলৌকিকতম
উঠিল তুমুল শব্দ অম্বর বিদারি',
অবিরামগামী শত-অশনি-পরুষ,
অথচ হৃদয়-মোহী মধুর-গম্ভীর।
লক্ষ লক্ষ হর্য্যক্ষের ভীম মহানাদে
জাগিল সহসা যেন সুপ্তবিন্ধ্যাটবী।
বহুদূরগামী প্রতি-নিনাদ ছুটিল,
বিলঙ্ঘি' দিগন্ত-দূর-মর্য্যাদা, সহেলে
শ্রবণকুহরমার্গ রোধি', যবে যথা
জলদলপতি দেব পাশী-সহ খলু
শাক্রকুল-সার্ব্বভৌম বিবাদে ভৈরবে
মহারোষে মহারবে। কম্পিল সঘনে
বসুধা, বিশালা; উথলিল জলনিধি
গ্রাসি' বেলাভূমি, যথা শশীর দরশে,
কিম্বা, প্রিয়-বিলোকনে সতীর হৃদয়;
নাচিল মহোর্ম্মিমালা মহোরগোপম;
ডুবিল অতলজলে জলচর যত;
বিদারি' গিরির হিয়া আগ্নেয়কন্দর

উদিল সহসা গর্জ্জি', প্লাবিয়া প্রদেশ
দ্রবধাতুস্রবে ভস্ম-রাশি সমুদ্গারি';
বিস্ময় গণিল লোক ; ত্রিলোক স্তব্ধ ;
টলিল শেষের শিরঃ টলটলটলে
কঠোর কমঠরাজ-বিস্তৃতপৃষ্ঠকে,
ধরণিধরণ-কিণ-চক্র-সুগরিষ্ঠ ; *
অবরোধে কুলবধূ-কুল সসম্ভ্রমে
শুনিয়া হইলা ব্যস্ত শোকন-নাদসে ;
জাগিল জননী-কোলে সুপ্তশিশু হাসি' ;
উঠিল কুলায়-হ'তে বিহঙ্গমকুল
সান্দ্রানন্দে উচ্চতর বিটপী-বিটপে ;
অচলকন্দর-থেকে তুঙ্গতম সানু
আরোহিল হরি গর্জ্জি' ভীষণহৃদয়ে ;
বনে জীবকুঞ্জ ধা'য়ে দূর-বনান্তরে
লোকিতে লাগিল সুখে ; ভাঙ্গিল সহসা
যোগীবর-যোগ,—ধ্যানে জানিলা তখনি
(বিপুলপুলকপালি-সংকলিততনু),
মৈথিলী-সহিত আজি শুভ-উপযাম-
নিগড়ে নিগূঢ়বদ্ধ দাশরথি, বলী।

অমর-ভুবনে করে অমরনিকর
মন্দারকুসুমাসার, সহর্ষে প্রমাতি',
মন্দাকিনী-পূতজলে মিশা'য়ে যতনে

---

* কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশ ধরণীধারণজনিত শুষ্কব্রণসমূহে সুকঠিন হইয়াছে। "কিণঃ শুষ্কব্রণেঽপি চ।"—ত্রিকাণ্ড শেষ।

হরিচন্দনের সার, লোক-অসুলভ।
'এতদিনে, বুঝি, অরে, বীর নৈকষেয়,
বিশ্বচতুর্দ্দশ-ত্রাস, পরমপাতকী,
সবংশে হইবে ধ্বংস রাঘবের শরে,
অশেষ-কর্ব্বুরকুল-লয়-ধূমকেতু!'—
এ' চিন্তা সবার চিত্তে উদে পৌনঃপুন্যে,
যথা নদবর-বক্ষে বীচীবীথী নাচে।
  বাজি'ছে বিবিধ বাদ্য দিবৌকসধামে।
চারুসভা করি' বসি' ত্রিদিবের তলে,
বৃন্দারকবৃন্দ দেখে হেন মহোৎসব:—
ব্রহ্মা, সৃষ্টিপতি, দেব, নলিন-আসনে,
বেদ-মা গায়ত্রী বামে, দক্ষিণে সাবিত্রী,
চারিদিশি আছে বেড়ি' পূততার ধাম
ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-বৃন্দ, প্রজাপতিগণ,—
সনন্দ-সনক-সনাতন-সনৎসুজু;
পুলহ-পুলস্ত্য-ক্রতু-মরীচি-প্রচেতাঃ-
ভরত-কণাদ-ভৃগু-অত্রি-পর্ব্বতাদি;
কর্দ্দম-কশ্যপ-দক্ষ-স্থাণু-মনু আর।
ভুবনবাসনা রমা-সহিত কেশব,
বীণাপাণি বাণী, শ্বেতা, বিরাজে দক্ষিণে;
নারদ, পার্দিক-ধ্বজ, মহতী-বাদনে (১)
তুষি'ছে পুরতঃ বসি' হরি-গুণ-গানে।
উমেশ পার্ব্বতী-সাথে, গঙ্গা (ভুজঙ্গভঙ্গা),
মগন অন্তর লম্বী-ডমরুর বাদ্যে;

গণপতি, বিঘ্নধ্বংসী, হৃদে প্রভাবতী ; (১)
প্রমথের গণ ; নন্দী-ভৃঙ্গী-মহাকাল-
মহানন্দ-বীরভদ্র-ক্ষেত্রপাল-আদি ;
শীতলার সহ ঘণ্টাকর্ণ সদামোদী ;
ভৈরব চামুণ্ডা-সনে তাণ্ডবে ভৈরবে।
দিক্‌পালগণ-শ্রেষ্ঠ এদিকে সভায়
বৃত্রহা,—বজ্রীর বামে অনন্তযৌবনা
শচীসতী ; পুত্রবর জয়ন্ত, বীরেন্দ্র ;
উচ্চৈঃশ্রবাঃ-ঐরাবত ; নীরদনায়ক
সম্বর্ত্ত-আবর্ত্ত-দ্রোণ-পুষ্কর—এ' চারি,
দামিনীকামিনী, আর দীপ্ত জলধনুঃ ;—
সপ্তবিংশতি হুতাশন-প্রভু অগ্নি,
সহ স্বাহা, স্বর্ণবর্ণা ;—পিতৃগণ-পতি
দক্ষিণাশা-সার্ব্বভৌম, লুলাপকেতন ;
চিত্রগুপ্ত যাম্যে ;—নর-বাহন নির্ঋতি ;—
বারুণী বরুণ-সনে, জলদল-ঈশ ;
দক্ষিণে চামর ব্যজে মুরলা সঙ্গিনী ;—
প্রভঞ্জন, মৃগধ্বজ, মরুদ্গণ-নাথ ;—
চার্ব্বঙ্গী মুরজা-সাথে কুবের, ধনেশ,
যক্ষকুল-শ্রেষ্ঠ, দেব, উত্তরাশাপতি ;
রম্ভাচেতোহর নল-কূবর, সুবেশ।
পুষ্প-ধনুঃশরতূণ কাম, বামে রতি,
কৃশোদরী ; কামসখ বসন্ত, সরস।

(১) নারদের বীণার নাম 'মহতী', এবং গণেশের 'প্রভাবতী'।

তারকারি কার্ত্তিকেয়, দেবসেনা-নাথ।
বিশ্বকর্ম্মা, দেবশিল্পী। আদিত্য-ঈশ্বর
দিনদেব, গ্রহবর, তমোহা মিহির,
বিশ্বকর্ম্ম-সুতা সংজ্ঞা আর ছায়া-সঙ্গে ;
উত্তমরূপসী ঊষা অরুণের বামে ;
অশ্বিনীকুমার দু'টি অতুল সুরূপী ;—
নক্ষত্রেশ সোম আর রোহিণী সুন্দরী ;—
মঙ্গল, পৃথিবীপুত্র ;—বুধ, বুধোদ্বহ ;—
বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য, কমলাক্ষী তারা ;—
শুক্র, দৈত্যগুরু ;—শনৈশ্চর, ক্রূরেশ্বর ;—
সৈংহিকেয় ;—কেতু। ধন্বন্তরি, ভিষগ্বর।
অষ্টবসু ; রুদ্র একাদশ ; সাধ্যগণ ;
বিশ্বদেব-আভাস্বর-মহারাজিকাদি ;
তুষিতনিকর ; আর পিতৃদেবগণ।
হাহাহুহু, চিত্ররথ,—গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ;
চিত্রসেন, বিদ্যাধর-প্রভু, কমসাজে ;
গুহ্যক-চারণ-সিদ্ধ-অপ্সরঃ-কিন্নর ;
তিলোত্তমা, অলম্বুসা, রম্ভা, পঞ্চচূড়া,
মিশ্রকেশী, চিত্রলেখা, মেনকা, উর্ব্বশী,
নিবিড়নিতম্বা চারু-লোচনা ঘৃতাচী
তন্ত্র-ওম-ঘনে মিশি' নাচি'ছে মনোজ্ঞে ;
বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু বিনোদবাদনে
হরি'ছে নিখিল-মনঃ ; সুধা বরষি'ছে
বিদ্যাধর ও কিন্নর ললিত সংগানে।

বিশ্ব অদ্য পূর্ণমগ্ন দাশরথোৎসবে।
যথা তিলোত্তমা দেবী জন্মিলা পূরবে,
ভুবনললামভূতা, অনুপমরূপা,
সুন্দ উপসুন্দ দৈত্য-দ্বয় বিধ্বংসিতে
ছলীনে, প্রফুল্লে সাজি' পরমভূষণে,
ত্রিলোকস্মৃষিম,—অহ ! অযোধ্যার বর্ষে
তেমতি সাজিলা আজি মনোরম বেশে
চার্ব্বঙ্গী, লোচনচারু, অলোকসামান্যা
রাঘব-বৈবাহলক্ষ্মী, অতুলা ভূতলে,—
উদ্বাহ-মঙ্গলবাদ্য—সুধাকণ্ঠস্বর ;
রুচির শরীরযষ্টি—রাঘবীয়া চমূ,
ত্রিলোকলোকনচারু-চতুস্কন্ধময়ী ;
রত্নসঙ্কালতাঞ্চলা—কৌষিককেতন ;
স্বর্ণচূড়-রথরাজী—পুরটমুকুট ;
অস্ত্র-শস্ত্র-সুভূষণ-সন্নাহ-আদির
রতন-সম্ভবা বিভা—সুমধুর হাসি,
আর জ্যোতিঃ লাবণ্যের ; চন্দ্রাতপ—বাস ;
কৃত্রিমতোরণরাজ—সুন্দরসীমন্ত ;
ফুলমালা-হীরা-মণি মুকুতা-মালের
কণ্ঠে হার, স্থুলিতম্বে রসনা-কলাপ ;
বিপুলনিতম্বাবম্ব—চারু চতুর্দ্দোল,
বার্ব্বারিক বাজিরাজ-তেজঃ—ভুজযুগে ;
সুন্দরারবিন্দ-পদে—মত্তগজ-গতি।
পুনঃ জন্মি' দেবী যেন বিকাশিলা রূপ

সুষমিতে ধরাধাম, দনুজ-দলনা।
শ্রীগোপালচন্দ্র, কাব্য-অম্বুনিধি-ইন্দু-
সুকবিসার্বভৌম-গৌড়জনগণে
বিশেষবিনতি-সনে বন্দি' যথাবিধি,
ধরণীপতিত হ'য়ে কোটিশঃ প্রণমি'
বাগ্দেবীর দুরারাধনীয় পদযুগে।
(ব্রহ্মাণ্ড-সৌন্দর্য্যভূত, জগদেক-সার),
'ভার্গব-বিজয়'-সংজ্ঞ কাব্যে সংপূর্ণিল
'রাঘব-উদ্বাহ-প্রতি-প্রয়াণ'-নামক
চতুর্থ অধ্যায় অদ্য কল্পনা-প্রসাদে।

ইতি 'ভার্গব-বিজয়'-কাব্যে
'রাঘবোদ্বাহ-প্রতিপ্রয়াণ'-
নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

বিষয় :—

অমর,—ভর্ত্তৃহরি,—মুরারি,—জয়দেব,—ভবভূতি; নৃপতি দশরথের পথমধ্যে নানা-অশিবলক্ষণ সন্দর্শনে দেবর্ষি বশিষ্ঠ-সমীপে প্রতীকার-প্রার্থনা; বশিষ্ঠের ভূপতিকে আশ্বাস প্রদান; সহসা বাহিনীমুখে ভার্গবের উপস্থিতি,—তাঁহার মহারৌদ্রমূর্ত্তি সংবর্ণন;—তদ্দর্শনে রাঘবীয়বর্গের ভয়-জনিত সম্ভ্রম,—ভার্গব-সম্মাননা,—বিষম-চিন্তা;-বৃত্তান্ত। পঞ্চমসর্গ-সমাপ্তি।

স্থান,—বিদেহ-অযোধ্যা-সীমা, সাকেতাক্রম-বর্ত্ম। } কাল,—দ্বিতীয় দিন, মাধবমাস, পূর্ব্বাহ্ন। }

কবিকুল-শশাঙ্কলোকে তুমি সুধারাশি;
জীবিত রহে'ছে আজ' এ' জগতে কত
চটুল-চকোর, তব অনুগ্রহ লভি';—
হে অমর! ধরিয়াছ অমর-মূরতি
এ' নশ্বর নর-ধামে,—অদ্ভুত ক্ষমতা!
হে কবে! বিজয়ী তুমি এ' নর-মণ্ডলে;
শমন তোমার ভয়ে পলা'য়েছে দূরে
দিবাদরশন-হীন-ভাস-বহ্নি-সম।
হে সুহাসি! সদা হাস সসাহসান্তরে
কালের করালকর হেরি' তুচ্ছমনে।
তব যশঃ-পূর্ণশশী বিশদহসনে

উজালি'ছে এ' সুদেশ, দূরি' তমোরাশি
অনশ্বর-তরুবর-সদৃশ রহিবে,
তব নাম চিরতরে এ' ভারতারণ্যে,
সুন্দর কীর্ত্তির ফল ধরি' শেষশাখে।
কি শক্তি ভারতীসতী দিয়াছেন তোমা',—
অনন্তকালের তরে মনের মন্দিরে
বিরাজি'ছ, বুধ! ধন্য, পুণ্যবান্ তুমি!
তব তনু স্পর্শে, অহো! হেন তেজঃ কা'র?
পাষাণফলক-সৌধ-স্তম্ভ-সেতু-আদি
গুঁড়া'য়ে উড়া'তে পারে কাল বিনাশ্রমে।
তব পূত কণ্ঠ-কম্র-কমল-আসনে
লভে'ছেন নিত্য ভাবি' বিশ্রাম বাগ্দেবী।
নন্দনকানন যথা কান্ত সন্তানকে,
তব গুণরাশি এ' সংসারে পরিপূর্ণ,—
তব সদ্যঃ-ফুল্লকুলে নিত্য নবমধু
প্রসভপ্রমিত পিয়া, মঞ্জু গুঞ্জি' মুহুঃ,
দ্বিরেফ-হৃদয় মোর প্রমত্ত হ'য়েছে।
তোমা' বীণাপাণি স্বীয় সুন্দর ত্রিতন্ত্রী
দে'ছেন বাজা'তে,—ভূমা-প্রেমামোদে মজি',
বহা'তে পীযূষস্রোতঃ আর্য্যক্ষেত্র-মাঝে,—
কি শস্য প্রসূত তাহে হ'য়েছে প্রচুরে,
অবিদিত আছে কি তা' জগত্-মাঝারে?
গো ভারত! এককালে তোমার বসন্ত
সুকান্তমূরতি ধরি' আবির্ভূত হ'ছিল,—

সম্প্রতি হ'য়েছে অস্ত সে' দশা কি তব ?
কিন্তু, সে' বসন্তে-তব একটী কুসুম
তব কাব্যরূপ সুবিনোদবনস্থলী
উজালিয়া ফুটে'ছিল রূপ-মাধুরিতে,
মনোরূপ আঁখি রঞ্জি' বিবিধবরণে,—
গন্ধবহ বহিতেছে রঙ্গে আজু' তা'র
সঙ্গীততরঙ্গরূপ রজঃ-পরিমল
পুঞ্জশঃ, আমোদিতেছে ভুবন-মণ্ডল,
নাসিকা-পুটকে তব তৃপতি প্রদানি',—
ও' সুন্দর মকরন্দ-সন্দোহ প্রপিয়া
ঝংকারে পূরিল দেশ কত মধুমক্ষী,—
মধুলিহ-পুঞ্জ, মঞ্জু গুঞ্জি' বিহ্বলিল,—
ভুলি' মনোরমে তনু সুবিচিত্ররঙ্গে,
কত প্রজাবতী আসি' নাচিল বেড়িয়া,—
কত মধুপায়ী পাখী গাহিল আনন্দে।
কল্পনাদেবীর ভর্ত্তা, অহে ভর্ত্তৃহরি !
প্রাসাদের শোভা যথা বিশালবলভী,
বলভী-ভূপতিসভা-শোভা, হে সুভগ !
তথা তুমি। ধন্য মর্ত্ত্য-ধামে. সুকোবিদ !
অমৃত-সিঞ্চিত চারু পঞ্চম চঞ্চলে
গাহিয়া মনোজ্ঞস্বরে অনশ্বররূপে
কত পিককুলেশ্বর তুষে তব মন।
বাগ্দেবীর বরে রমি' শ্রবণবিবর
বাজি'ছে তোমার বীণা নিত্য মধুরবে !

কি উপায়ে প্রবেশিলে বাণীর মন্দিরে,
কহ, আর্য্য! ভারতীর চরণ পূজিলা
কি কুসুমাঞ্জলি দিয়া, অয়ে সুপূজক!
এমন ভকতি, তাত! শিখিলা কেমনে?
পরম পুণ্যদ পদ পাইলা কোথায়?
কবিমাতা সরস্বতী সস্নেহ-অন্তরে
পুরস্কাররূপে তোমা' দে'ছেন কি এই
যশোরূপ ফুলমালা, যা'র জ্যোতির্জালে
নিষ্প্রভনয়নে দূরে পলায় শমন,
তা'র কি শকতি কভু হ'বে ভব-মাঝে-
ভবিষ্যত্-সংসারের মর্য্যাদা লঙ্ঘিতে?
কবিত্ব-কাননে শুক-পক্ষী, চারুকণ্ঠ,
এ' আর্য্যাবর্ত্তের কর্ণে অদ্যাপি সর্ব্বদা
বাজি'ছে সুতানে যা'র কূজন-কলাপ,
সে' পাখীটি কোথা? যশোদেবী না কি তা'রে
স্বকীয় সুতুঙ্গতম মন্দিরমাঝারে
রেখে'ছেন ধরে' যত্নে, রূপেগুণে ভুলি'
কাঞ্চনপিঞ্জরান্তরে, বড় ভালবাসি'?
যা'র স্থির-নিরমল-ভাতি উদ্ভাসি'ছে
কিরীটশেখরহীরা এই জগতের!
মোহনমুরলীস্বন দেব মুরারির
এ' তব বদনে, কবি-কুঞ্জর, মুরারে!
কাব্যের গোকুলে ছিলা গোপাল-ভূপাল;
কত কি কেলিলা হর্ষে,—কালিন্দীর পারে

পঁহুছে'ছ বলি' কি, গো, এবে গোপগ্রাম
ভুলে'ছে তোমায় ?—তা' না ;—অন্তর-অন্তরে
আছহ তা'দের চির চারু-জ্যোতিঃ ধরি',
নিকষে অঙ্কিত যথা জাম্বুনদ-রেখা,—
চিতাভস্ম-অবশেষ রেখে'ছে সংগ্রহি'
স্নেহশিল্প-সুগঠিত স্মৃতি-সমাধিতে।
কাব্যের আকাশে তুমি উজ্জ্বলরতন,
রুচির কিরণে মনঃ-সংসারে দূরিলা
অজ্ঞান, যেমতি নিশা-শেষে শুকতারা,
ঊষামৌলিমণিরূপা, তাড়ায় আঁধারে।
নবকবিকুলমণি তুমি, মহাজন!
পবিত্রজনম গ্রহি' দীপ্তিশালী কৈলা
কি সুক্ষণে এই বঙ্গ ? তব অর্চনে
সরস্বতী তব কণ্ঠে অধিষ্ঠিলা আসি' ;—
সে' সাহস-বলে গেলা অবহেলে, অহ!
বাল্মীকির কল্পনার সুন্দর মন্দিরে।
সাধু, হে যশস্বি! তুমি ; শতধন্য তোমা'!
এ'হেন আকাশ-হ'তে এ'হেন নক্ষত্র
কভু কি খসিবে ?—হেন সরসীর উরে
সুকান্ত সারসবর সলিলে ডুবিবে ?
জয়দেব! চল, যাই অযোধ্যা-আগারে,
যথা মহাপ্রাসাদের বর-সভা-মধ্যে
বিরাজেন রঘূদ্বহ, অপ্রমিতবল,
ক্ষত্রগোত্রোজ্জ্বল, বীর, মহা-উগ্রধন্বা

নিখিলরাক্ষসবংশ-ধ্বংসধূমকেতু,
শাসেন কোশলাদেশ অসীমপ্রতাপে,
স্বর্ণসিংহাসনে বসি' (রাজদণ্ডশোভী),
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-সুন্দরশরীর ;—
সব্যহস্তে দিব্যধনুঃ ; অপসব্যে শর ;
মস্তকে কিরীটরাজ, সূর্য্য-আভাস্বর ;
বামে সীতা সতী শোভে, শম্পা নবঘনে,
অথবা, তমালে অভিনব-স্বর্ণলতা,
কালিন্দী-গঙ্গার বেণী প্রয়াগসঙ্গমে ;
দক্ষিণে লক্ষ্মণ ধন্বী ছত্রদণ্ড ধরি' ;
ভরত, ভারত-রবি, চামর ব্যজয়ে ;
শত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন মথুরা-ঈশ্বর ;
যোড়পাণি নতশিরঃ পুরতঃ মারুতি ;
শৃঙ্গবের-অধীশ্বর গুহক নিষাদ ;
বানর-সম্রাট্ বলী সুগ্রীব (সুগ্রীব) ;
লঙ্কানাথ নবনৃপ বিভীষণ-আদি ।
রাঘবের দেখা যদি না পাই, কবীশ !
রামের ভকত, তুমি তা' হ'লে অধুনা
পূরিহ সাকেতপুরী চণ্ডকোদণ্ডের
ভীষণ টংকার-স্বনে, পূর্ণ বীরমদে,
ডাকিও রাঘবগণে রামের বচনে ।
আযোধ্যিকব্রজ পুনঃ বিস্ময়-হরষে
অভিবাদি', ত্বরা তোমা' ল'বে রাজপুরে ;
বাজা'বে বিজয়-বাদ্য প্রমোদ-প্রমত্ত ;

নাচিবে নর্ত্তক মুদা ; গা'বে রঙ্গে ভঙ্গে
সূত ও মাগধ, বন্দী-বৃন্দ বন্দী-গীতি ;
বহিবে সুরভিবহ বিজয়-সংবাদ
দিগন্তে ; সরযূনদী এতদিন-পরে
উজানে বহিবে মৃদু কলকলে ভাষি' ;
নন্দীগ্রাম-কুশাবতী-লাক্ষ্মণীয়াপুরী *
জাগিবে মস্তক তুলি' এতকালশেষে ;
অযোধ্যা-ভাবিনীকুল সে' উৎসব দেখি',
বরিয়া লইতে দ্রুত আসিবে তোমায়,
মাঙ্গলিকী নীরাজনা সম্পাদি' সযত্নে,
অপূর্ব্ব সুবেশে সাজি' চারু-পরিচ্ছদে,—
দাশরথি ভাবি' তোমা' ভুলিয়া এ'ছলে।
রাঘবের তেজঃ, কবে! তোমার হৃদয়ে ;
কে আছে ভারতে তব সম, গুণমণে!
কুণ্ডীন-সমুদ্রে-ভব অমৃত-ময়ূখ!
প্রাচ্যজয়দেব যথা বঙ্গ বিশোভিলা
মাধবের গোপগীতে†, তথা, হে বৈদর্ভ্য!
রাঘবের বীরগানে, অয়ে দাক্ষিণাত্য!
দ্যুতিলা দক্ষিণাপথ তুমি, জয়দেব!
যেমতি বিদূরভূমি নবঘন-স্বনে
রত্নশলাকাঙ্কুরে তেজঃ সমন্বয়ে,
তব বীণারব শুনি' তথা মম মনঃ।

---

* 'লাক্ষ্মণীয়া'—বা লক্ষ্মণপুর, বর্ত্তমান লখ্‌নাউ।

† 'গোপগীতি'—Pastoral poems.

রাখ এ' বিনতি মোর, দেব। আসি' ত্বরা
শিখাও যতনে সেই বিদ্যা, কারুণিক!
যা'র বলে এবে পূত পদ প্রপূজিব,
এ' ভারতে পূজনীয় যেই মহাজন,
প্রচণ্ডগাণ্ডীবধন্বা কিরীটী কৌন্তেয়
যথা দ্রোণ-আচার্য্যের চরণ অর্চ্চিল।
উত্তর-গো-গৃহ-রণারম্ভে দূরহ'তে।
ফিরি' পুনঃ যা'র হর্ষে যমুনার তীরে
শান্তিময় সে' আশ্রমে; অধ্যয়ন করি',
পুলকে পরীক্ষা দিব কুশীলব-সহ;
কুশলে কি বিদ্যাশিক্ষা করিনু কৌতুকে
কহিব মনের সাধে বীণার স্বননে,
বীরত্ব-পূরিতা গীতি সুধাস্রোতে মিশি'।
শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন, কোথা, ভবভূতে।
আদিনৃপপৃথু-উপদেশ-পথে চলি',
হিমালয়ে বৎস কল্পি', হৈমশৃঙ্গবান্
সুমেরুকে দোগ্ধা করি', পুরা বিলাভিলা
যেমতি মানবগণ পৃথ্বীকে দুহিয়া,
বিবিধ ওষধি-রত্ন, বামবিভাযুত,—
অথবা, অর্ণব মন্থি' সুরাসুরদল,
মন্দরে মন্থনদণ্ড, বাসুকিরে রজ্জু
করি', সুধানিধিরত্ন-ধনাদি পাইলা,—
তথা তুমি, হে সুকবে! লভিলা স্ববলে
যশঃকীর্ত্তি-সুধাধন, অক্ষয় যা' ভবে,

কাব্যকলারূপ মহা-সমুদ্র-মন্থনে।
কবিকুলে বুধ তুমি ভারত-মণ্ডলে;
কবিত্ব-ত্রিদিবে, সাধো! কল্পতরুবর,—
যা' চাই তোমার কাছে, তা' পাই তৎক্ষণে,—
মাণিক্য-কুসুম,—ফল, কনকবরণ,
পীযূষপ্রতিমরসে চির পরিপূর্ণ,—
মুকুতা-মুকুল,—দল, প্রবালকলিত,—
মরকত-পল্লব,—রতনের কিশলয়,—
রজতের শাখাচয় শোভে চিরস্থায়ী;
স্বর্গীয় বিহগ কত ও' বিটপে বসি',
এ' রম্যবিপিন পূরি' সংগীত-কূজনে,
নিখিলশ্রবণপুটে তৃপ্তি প্রদানি'ছে।
বাজা'য়ে বিনোদবীণা বাল্মীকি আপনি
বীরগুণগীতি-শিক্ষা দে'ছেন যতনে।
কেমন সরলপ্রেম নর-প্রকৃতির
সদা শোভা সম্পাদয়ে, তা' অঙ্কিতে তুমি
দিয়াছ সুপরিচয়, হে সুচিত্রকর!
তব সুকবিত্ব-কলা প্লাবি'ছে জগৎ,
জনমদেশের সীমা অতিক্রমি' খলু,
প্রবলপার্ব্বতস্রোতস্বতী-সমা এবে।
যথারথ পুণ্যবান্ আজি তুমি মর্ত্ত্যে।
কান্যকুব্জবসুন্ধরা-অধীশ্বর ধন্য,*

* (১) "অমর" নামে দুইজন কবি প্রসিদ্ধ।—"কবিরমরঃ, কবিরমরঃ, কবিচৌর-মুরারকী।"—জৈনধর্ম্মাক্রান্ত অভিধানাদির প্রণেতা অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। অপর অমরের বৃত্তান্ত দুরনুসন্ধেয়।

যশোবর্দ্ধন রাজ। যাঁ'র সভা-মাঝে
ভাতিল এ' হেন রত্ন দিক্ আলোকিয়া,
বর্দ্ধিয়া নবীনতেজে তব যশোরাশি
বিশালশরীর ধরি' ব্যাপি'ছে ক্রমশঃ
দশদিশ। সার্ব্বভৌম-কুল-অলঙ্কার!
মধ্যযুগে মাধ্যন্দিন-ময়ূখে মাখিয়া,
উদিলা আদিত্য-তেজে সাহিত্য-সংসারে
বিক্রম-আদিত্য-রাজ-প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে,—
তিমির-আবৃতদেশে গিরিগহ্বরাদি
প্রকাশিলা গুপ্তস্থল আলোক বিতরি'!
রঘুজ-অঙ্গজ হেথা দশরথ, বলী,
অযুত অশিব-চিহ্ন হেরিয়া, সভয়ে

---

(২) টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন,—বলভীপুরবাসী 'ভট্টি' নামক কবি, আর ভরত মল্লিক বলেন,—বল্লভীরাজ 'ভর্তৃহরি' ভট্টি কাব্যের প্রণেতা; কবিও স্বীয় পরিচয় না দিয়া কাব্যশেষে কেবল বাসস্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং, শ্রীধরসূনুনরেন্দ্রপালিতায়াম্।"—

(৩) 'মুরারিমিশ্র',—অনর্ঘরাঘবনাটকাদির রচয়িতা।

(৪) 'জয়দেব',—প্রসন্নরাঘবনাটকাদির কর্ত্তা, প্রস্তাবনাতে কৌণ্ডিন্য বলিয়া পরিচিত; বস্তুতঃ, ইনি লক্ষ্মণসেন-সভাসদ গীতগোবিন্দকার কেন্দুবিল্ববাসী জয়দেব নহেন; ইনি বিদর্ভদেশীয়।

অনেকে নামসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া বেদর্‌কে 'বিদর্ভ' কহেন; ফলতঃ 'বেদর' 'বিদূর' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। বেরার বা নাগপুর প্রদেশকে 'নিষধ' দেশ বলিয়া থাকেন, তাহাও প্রকৃত নহে। অধুনাতন বেরারের প্রধাননগর 'বড়নাগপুর', যাহা কিয়ৎকালপূর্ব্বে প্রাচ্যমাহারাষ্ট্রাদিগের রাজধানী ছিল, তাহাকেই 'বিদর্ভ' বলিয়া প্রতীত হয়। উত্তরে বিন্ধ্য, নর্ম্মদা ও দশার্ণা,—পশ্চিমে মালব [illegible] নর্ম্মদার উপনদী বরদা,—দক্ষিণে তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা ও ঋক্ষবান পর্ব্বত,—এবং পূর্ব্বে উৎকল, নিষধ, ছোটনাগপুরাদি প্রদেশ,—এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগকে পূর্ব্বে 'ক্রথকৌশিক' দেশ কহিত। ইহার রাজধানী 'বিদর্ভ' বা 'কুণ্ডিননগর'; ভোজবংশীয়েরা এই রাজ্য শাসন করিত; ধারানগরের কিয়দ্দূর পূর্ব্বে স্থিত ভীষ্মকপুত্র রুক্মীরাজস্থাপিত 'ভোজকট' নগর (বর্ত্তমান 'ভোজপুর') ইহার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন [illegible] দক্ষিণ-পশ্চিম এবং ইদানীন্তন 'গোণ্ড্‌বন' বা মধ্য-[illegible] দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ [illegible]

সুধিলা বশিষ্ঠে (সৌম্য, সৌরবংশ-গুরু,
মহাতেজোবন্ত ঋষি, তাপস-অগ্রণী),—
"কহ, আর্য্য! কহ, দেব পুরোধা-প্রবর!
কেন হেন দুর্নিমিত্ত ঘটি'ছে আজিকে
মদীয় তনয়গণ-সোৎসব-প্রয়াণে?
হের, গুরো, প্রজ্ঞাচক্ষু! নিরমলক্ষণ:—
"পাশেপাশে গৃধ্র-কঙ্ক-শকুনি-প্রভৃতি
উড়ি'ছে আকাশ-মার্গে সঘনশঃ ফিরি',
ভয়ঙ্করস্বরে অগো! শ্রবণ বিদারি';
রক্তমাংসাহারী পক্ষী-বর্গ ঘোর নাদে
সেনাগণ-শিরে পড়ে, উড়ি' মুহুর্মুহুঃ;
দিবসে বাহিরি' কাল-পেঁচকনিচয়
ডাকি'ছে, অহহ! খলু দুর্ভাষণরবে;
সঙ্কারবিহঙ্গব্রজ মহত্-চীৎকারে
দিগ্ভাগ পরিঘূর্ঘরি'ছে, দলবাঁধি';
গৃধিনী-বায়স-চিল্ল-কপোত-উলূক
অই, অগো! প্রতিতরু-শাখ'পরে বসি',
ক্ষণে উড়ে, ক্ষণে পড়ে ধ্বজে, রথ-চূড়ে;
প্রচণ্ড নিনাদে বামে শকুনি উড়রে;
চারিভিতে দ্রোণকাক ডাকে সকর্কশে;
ধাঙ্ক ভয়ঙ্কর পক্ষ বিধূনিয়া ধায়।

দেশ বলিয়া অনুমিত হয়। নৈষধচরিত, নলোদয়, শাব্দিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি ইহার প্রমাণস্থল। ৬ষ্ঠ' ৯ পৃ. ২৪ পং. টীক।।

(১) 'ভবভূতি',—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে (আনুমানিক ৭২০ অব্দে) বিখ্যাতকবি ভবভূতি-সুরী যশোবর্দ্ধন বা যশোবর্ম্মন নামা কান্যকুব্জের (পঞ্চালদেশের) রাজার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

"ঊর্দ্ধগ্রীবা শিবাব্রজ উচ্চরবে আজি
ভৈরবে সকৌতূহলে মহাকোলাহলে,
আশ্রিয়া প্রতীচী-আশা এ'হেন মধ্যাহ্নে ;
কৃষ্ণগোধাগুলা ছুটে পথপ্রান্তে কেন ?
পূরি'ছে ফেরুর রব-প্রচারে প্রদেশ ;
দলে দলে সারমেয়, ঊর্দ্ধে মুখ মেলি',
প্রবেশি' বাহিনী-মাঝে, রোদি'ছে ভয়ে,—
ও'দিকে পথের প্রান্তে অশ্ব কতগুলা
ভ্রুকুটিকুটিল-মুখ-বিকট-ব্যাদানে
ধাই'ছে দংশিতে রোষে ভয়ঙ্করে ডাকি' ;
গম্ভীর প্রলয়সম শূকরনিকর
বার বার চেঁচাই'ছে; সে' মহাশব্দে
স্তব্ধ অখিল স্থল,—কি আর কহিব !
মার্গ অবরোধি' মম শমন-সমান
এ' বিষম ভুজঙ্গম পতিত রহে'ছে,
ঘননীলাঞ্জনচয়-নিভ মহাকায়,
মোর দিকে ঘন চাহে হৃদয়-ভয়দে,
চঞ্চল-রসনাদ্বয় প্রসারয়ে মুহুঃ,
বিশদদশন-চতুষ্টয় বাহিরিয়া,
প্রবলনিঃশ্বাসে কক্ষ-দ্বয় স্ফীত করি',
গর্জ্জি' রোষে, অনুবার মাটিতে চোটায়,
সূর্প-সম সুবিস্তৃত ঘোর ফণা ধরি'।
চারিদিশি অশুভ, গো,—মজি কি বিপাকে।
"দক্ষিণ-ইতর চক্ষুঃ, ক্ষণে ক্ষণে কেন

সর্ব্ববাম-অঙ্গ-সঙ্গে ভুজ স্পন্দে মম,
সন্তত প্রকম্পে তনু-জানু-উরঃ-শিরঃ ?
আমূলমরম-মনঃ কেন বা পুড়ি'ছে,—
কুলাল-পয়ন,—কিম্বা, ইষ্টকার চিতি,—
অথবা, অর্ণবে ঔর্ব্ব্য,—শমী-বিটপিনী,—
আগ্নেয় গিরির গর্ভ,—সমাধি-প্রদীপ,—
গুমে গুমে ধিকি ধিকি দহয়ে যেমতি ?
কেন বা বিদরে হৃদ ধড়ধড়ে বাজি' ?
উড়ু উড়ু করে প্রাণ অনিশ অস্থির ?
শরীর বিবর্ণ, সান্দ্রতর রোমাঞ্চিত,
কেশর-প্রকর যথা কদম্বকুসুমে ?
নিরানন্দ জনগণ স্খলিতচরণে
চলি'ছে সভয়ে কেন ? কহ, জ্ঞানীবর !
নিরুৎসাহ সর্ব্বসৈন্য, যেন সংজ্ঞাশূন্য ?
সুভীষণ প্রহরণ-গণ জ্যোতির্হীন ;
পড়ি'ছে শিথিলি' অস্ত্র-শস্ত্র হস্ত হ'তে ;
মস্তকে শিরস্ক খসে ; ধ্বজদণ্ডে কেতু ?
অনীকিনী-নেতৃনিধি-নিবহ কেন, বা,
বিষণ্ণে সক্ষুণ্ণমনে চলি'ছে অগ্রে ?
বাদকেন্দ্রবৃন্দ কেন বর্দ্ধে না আনন্দ ?
বাদিত্রযন্ত্রের মুখে করুণনিস্বন
নির্গত্তি' প্লাবি'ছে চিত্ত-ক্ষেত্র শোক-স্রোতে।
গজরাজি-রাজি ভৃশ উল্লক্ষে ক্রন্দি'ছে,
পুনঃপুনঃ মল-মূত্র উৎসর্গিয়া কিল।

অনুবার হাহাকার শুনি' অষ্টদিশি ;
মহাকলরব উঠে ভয়ানকে কোথা' ;
কেন ছুটে লোক-সংঘ অধীর-গতিতে ?
"বিধুনে সঘনে, অগো ! ভূতধাত্রী ধরা ;
পৃথ্বী-অভ্যন্তরে শুনি' ঘনঘোরঘোষ,
আগ্নেয়-শতঘ্নীশত-সদৃশ গম্ভীর,
সবারি-বারিদ-রব অথবা যাদৃশ ;
অকস্মাত্ ভাঙ্গি' পড়ে দেউল-প্রাচীর
ঘোর হুড়হুড়ে,—প্রান্তে উড়ে ধূলিরাশি ;
মহাবাত তপ্তে বহি', প্রতীপ-প্রবাহী,
কেতু-ধ্বজদণ্ড-রথ-চূড়া-শাখী-আদি
ভাঙ্গি', বা, আন্দোলি' (দলে যথা মদমত্ত
দন্তাবল নলবন অতুলিত বলে),
ক্লেশি'ছে পৃতনা-তনু,—যেন ভীমতম
উৎপাতটিনী-বেগ তটে সমুদ্বেলে ;
রজোরাশি সমুৎকীরি' চক্রবাত উঠে,
আবরি' অম্বরবর্ত্ম ঘনঘনোপম,
রোধে পুরোমার্গ ক্রোধে যেন গুল্মিনীর ;
বিনা বহ্নি দশদিশ দহি' যেন যায় ;
ঋতুমতী-যোষাসমা দর্শনার্হা মূর্ত্তি
পরিগ্রহিয়াছে আজি দিগ্বধূব্রজ,—
সায়ংসূর্য্যকর-স্পৃক্ত-মত্ত মেঘখণ্ড
কুসুম-সিক্ত চারু সুসূক্ষ্ম-অংশুক,
সমুড্ডীয়মান বিহঙ্গম-শ্রেণী তাহে

পরিমুন[illegible] কুন্তল-গুচ্ছিকা,—
অই পুনঃ সর্ব্ব-আশা আবৃত হইল
সম্পূর্ণ ভীতিদ অবতমস-রাশিতে,
যথা রজস্বলা বালা আর্ত্তবাক্তবাস
ঢাকয়ে বসনে, অন্য, লজ্জা-বিমলিনা ;
সঘনে নির্ঘাত-মহাশব্দ চতুর্দ্দিকে ;
ভয়প্রদ মহানাদে পড়ি'ছে ঝঞ্ঝনা
বিদারি' অদ্রির দেহ মুহুর্ম্মুহুঃ, অহো !
বিনা মেঘে ঘোরধ্বনি, হৃদয়-কম্পদ ;
প্রভূত রুধির-ধারা বিষম বর্ষি'ছে
ঝঞ্ঝাবাত-সনে ; নভে এ'দিকে উদিত
একত্রে, আশ্চর্য্য এ'কি,—শশী-সহ রবি !
অপূর্ব্ব প্রসন্ন, আহা ! তেজোহীন ভানু,
ভীষণপরিধিবদ্ধ, সুপর্ণ-নিহত
ফণীশিরোভ্রষ্টমণি ভোগ-বেষ্টী যথা,—
অকারণে অসময়ে কেন, বা, পাই'ছে
ভয়াবহ রাহুগ্রহ বদনব্যাদানে
গ্রাসিতে ভাস্করে ? পড়ে সুধারাশি ক্ষরি'
কলঙ্ককালিমাবদ্ধ শশাঙ্ক-শরীরে,—
দুর্ব্বিকট-বিধুন্তুদ-দন্ত-বিদারণে
রুধিরাক্ত বিধু যেন ক্রন্দি'ছে অশক্যে ;
প্রলয়-পতাকারূপী দিবসে, অহহ !
প্রচণ্ড উল্কাদণ্ড বিপুলজ্বলনে
পড়ি'ছে গগন-থেকে খসি' ভীমতম ;

বহুতর স্থার তারা-মণ্ডল স্ফুরি'ছে ;
হ'তেছে নক্ষত্র-পাত্ !—কি ঘোর উৎপাত্
না জানি অদৃষ্টে আছে, এ' পোড়া, আমার !!
ধূমকেতু ভয়ানক কেতু-রাজ ব্যাপে
নানাদিক-নভঃস্থল, পুচ্ছ-মার্জ্জনা-সম;
মহার্ণবে ভাসমান তিমিমীন-নাসা-
পুট-উদ্গিঃসৃত-বারি-ধারা-বৎ কিম্বা !—
"বিশ্বধ্বংস-চিহ্ন এ'কি দেখি, গো, সহসা ?
চেষ্টহ, আচার্য্য, আর্য্য, জ্ঞানচক্ষুঃ-শ্রেষ্ঠ !
হেন অমঙ্গলধাম-দর্শনের আশু
সুপ্রতিবিধানে ; তাত ! অনুগ্রহি' কিবা
স্নেহের কটাক্ষে রক্ষ এ' সেবক-জনে !
ও' পদ্মপদের রজঃ ভরসা দাসের,
যাহার প্রসাদে আমি ভাবি নাক কিছু,—
সুদুস্তর মহোদধি যেমতি তরয়ে
সাবহেলে লোক মহা-তরণী-সহায়ে,
উড়ুপে পারগ হ'তে সমর্থিব তথা,
মহাসিন্ধু দেখি বিন্দু-গোষ্পদের সম,—
পঙ্গু হ'য়ে বিলঙ্ঘিব, দেব, পূর্ব্বদর্শি !
তুঙ্গতম গিরিশৃঙ্গ অসীম সাহসে !—
আজিকে বাঁচিলে, বাঁচি বহুদিন-তরে !"
বিধাতৃ-আত্মজ দেব-তপোধননিধি
কহিলা ঈষত্ হাসি' মৃদু মধু-স্বরে
সকরুণে ভগবান্ বশিষ্ঠ, যেমতি

আশা ফুস্‌ফুসে কর্ণে বিপদের কালে
গ্রহিয়া মোহিনী মূর্ত্তি,—
"বৎস! স্থির হও
হৃদয়-পুলিন ভাসে নিরাশা-প্রবাহে
যদি, বান্ধি' ধৈর্য্য-দৃঢ়-সেতু লোক থাকে,—
জান না কি কভু, হায়! এ' বিধি বিধির?
সামান্য হেরিয়া কিছু বৃথা ভীত হ'য়া,
সে' বড় মূঢ়ের কার্য্য,—কি ভয় তোমার?
চারি দিশি চারি পুত্র তব, সার্ব্বভৌম!
মহামহেষ্বাস, বীর, অতুলপ্রতাপী,
সাক্ষাৎ কেশবদেব পূর্ণ-অবতীর্ণ,
ধার্ম্মিক লোচন চৌর-চকোরচন্দ্রমা,
ভুবন যা'দের ডরে অনিশ অস্থির;
আচরিতে কে সমর্থে অশুভ তোমার?—
এ' কথা নিশ্চিত আমি তোমারে কহিনু।
যদি কোন ক্রমে ঘটে অশিব-দর্শন,
নিবারিব তাহা শীঘ্র শুভ-স্বস্ত্যয়নে।"
সহসা উঠিল মহা-বরূথিনী-মুখে
আশ্রিয়া উদীচী-আশা মহাতেজোরাশি,
যেমতি প্রভাতে উষা লাবণ্যের স্তোম
বিকাশি', রুচিরহাসে আসে তূর্ণরয়ে,
সুবর্ণিয়া প্রাচী-দিক্, ভানূদয়-অগ্রে
উদয়-অচলরাজ-তোরণ মেলিতে।
পরশু-পুরুষমূর্ত্তি তা'হ'তে তৎক্ষণে,

দুর্দ্দর্শে সৈনিকগণ-নয়ন ধাঁধিয়া,
আবিরভূতিল যেন মহাচণ্ডরূপে,
প্রাচী-পারাবারপারে অনলদীধিতি
যথা উদে রশ্মিরাশি প্রকাশি' ক্রমশঃ ;—
অক্ষযুগ উদঘূর্ণিত, প্রচুর্দ্ধর্ষতম,
প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড যথা মাধ্যন্দিন-নভে ;
তা'হ'তে বাহিরে তেজে অনর্গলবেগে
অনলস্ফুলিঙ্গপুঞ্জ (সূর্য্যরশ্মি-স্রোতঃ) !
যেমতি হর্য্যক্ষরাজ ঘোরমরুস্থলে
অদূরে দেখিলে ক্রোধে প্রতিবিরোধীরে
সটাবীথী বিধুনিয়া, ধায় ভীম গর্জ্জি',
সে' রুদ্র দারুণ মূর্ত্তি তেমতি ত্রাসদ
আসি'ছে মারুতগতি ধ্বজিনীর দিকে,
মূর্ত্তিমান স্বয়ং চণ্ড-তম ক্রোধ-সম,—
দন্তপাটিদ্বয়ে ঘন সুবিকট নাদে
ভৈরব হুংকার-সহ ভীম-কড়মড়ে,
সশম্পা-অম্বুদমালা প্রাবৃষ্য-অম্বরে
যেমতি গম্ভীরতর নিস্বনে পরুষে ;
দীঘল জটিল দাড়ী নড়ে নড়বড়ে,
যথা নীরাজনাকালে দেবসদ্মান্তরে
ঢুলা'লে চামর ভক্ত প্রতিমা-সম্মুখে ;
প্রলয়-পবন তীব্র বহি'ছে নিশ্বাস ;
জীবিত-বিকম্পা মহা-বিষম ভ্রূভঙ্গ ;
অনিশ দংশি'ছে রোষে অধর স্বকীয় ;

ঊর্দ্ধে ছুটে জটাজুট, অগ্নিশিখাপ্রভ ;
তার-প্রতিস্বরে অট্ট-হাস-ভব শব্দ
প্রধাবি'ছে দিগ্বিদিগে হৃদয়-ভয়দে,
উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডার যথা দৈত্য-রণে ;
অক্ষবীজমালা এক দক্ষিণশ্রবণে
মনোজ্ঞ সংস্থিত ; গলে আজানু-বিলম্বী
রুদ্রাক্ষমালিকারাজি অশ্রান্ত আন্দোলি'
বাজি'ছে বিশালবক্ষে আগমন-বেগে ;
ভুজে ঠেকি' ভাঙ্গে বৃক্ষ ঘোরমড়মড়ে,
যথা তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ঘোর বজ্রাঘাতে ;
আস্ফালে বিষমবলে যুগ্মবাহুদণ্ড, —
অনিশ-আস্ফোট-ধ্বনে কর্ণে লাগে তালি ;
অক্ষসূত্র-বালা বাহু-প্রকোষ্ঠে মণ্ডিত,
যথা ভোগী-ভূষা-চয় রুদ্রদেব-দেহে ;
পৈপ্পল আষাঢ়দণ্ড বাহুমূলে বদ্ধ ;
ভয়দায়ী ভল্লরাজ অপরপারশে,
কৃতান্তের দণ্ড যথা করালমূরতি ;
বামেতর করে রোচে বিষমদর্শনে
অমোঘ, বঙ্কিমমুখ, অত্যুগ্র-নিশিত,
কুঠার, কঠোরতর, যা'র তীক্ষ্ণ ধার
ভাস্কর-প্রখরতর-কর-অবপাতে
লোচনঝলসা তেজে প্রতিফলিতেছে ;
কানক কার্ম্মুক-শ্রেষ্ঠ দীপে বামহস্তে,
নিবদ্ধ-অচ্ছেদ্যমৌর্ব্বী পূর্ণ-আরোপণে,

শ্রীখণ্ড-অচলধামে যথা চন্দনের
বঙ্কিম-বিটপবর থাকে অবলম্বি'
কাঞ্চনকঞ্চুক-বিমণ্ডিত কালফণী ;
যথা শশিস্তুদগ্রহ-করালকবলে
মার্ত্তণ্ডমণ্ডল গ্রহে বিষমবৈবর্ণ্য,
সুবিপুল বক্ষে দৃঢ়চর্ম্ম, কৃষ্ণবর্ণ,
বিনিবদ্ধ ; অঙ্গে ভস্ম পবিত্র-লাঞ্ছন ;
যজ্ঞ-উপবীত-সাথে মৌঞ্জিকীমেখলা
তির্য্যগ্‌বেষ্টিত তনু গলদেশহ'তে,
যথা অঙ্গুরীয়ত্রয় শনৈশ্চরে ঘেরা ;
পৃষ্ঠে তূর্ণদ্বয় দোলে, পবন-প্রবাহে
শারদত্রিযামা-শোভী ধুতুরা-প্রসূন,
বিকাশি' সুশ্বেতশোচিঃ, সমান্দোলে যথা,—
কেশরনিকররূপে চূড়াচুম্বী দীর্ঘ
শাণিত শায়ককর তাহে পরিপূর্ণ,
যা'র তীক্ষ্ণতর ঝলা ধাঁধয়ে নয়ন,—
কেমনে কাঠিন্য-গুণ ধরে কোমলতা ?
অহহ ! উপমা দিতে জানে না কি কবি ?
সাজে না সুন্দর কি, রে, এ'কথা কহিলে,—
ভীষ্মতর বজ্রসার-ময় দংষ্ট্রবর্গ
কালকূটগর্ভ্ভ মহোরগরাজ-মুখে ?
সংপিহিত শোণবাস; কাম-বিরঞ্জিত
প্রতীচীন নাক-তনু সান্ধ্যাম্ভোদ-খণ্ডে ;
কঙ্কাল সম্বদ্ধ হৈম-সারসনবরে;

নৈশনভোমধ্যভাগে হরিতালী যথা, *
বিখচিত-বরহীরা-খণ্ড-রাজি রাজে
তারকবৃন্দের রূপে তাহে স্থানে স্থানে;
বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ঝুলে অবিরলে,—
শমনরসনা-সম সুবিপলতর
খড়্গবর, কোণবদ্ধ, উরুদেশ ঘাতি',
ভীমদ্রুতগতি-বেগে বাজে ঝনঝনে;—
নিস্ত্রিংশ, নিশিত অতি,—অসিপত্র-আদি।
ত্রিলোকসংহার-রৌদ্র-রূপ পরিগ্রহি',
অহহ, এমত পুরা মহাকাল কি, গো,
কিম্বা, বীরভদ্র বীর, প্রমথ-প্রধান,
দক্ষমখ-বিধ্বংসন-সময়ে সাজিলা!
বিশ্ব-ঘোর-উত্পাত-স্বরূপে সপদি
সেই মহাবীর-ঋষি-লক্ষিত মূরতি
স-অমর্ষে উপস্থিলা।
রাণবীর-দল
সম্মুখে নিরখি' সবে ব্যস্তে সসম্ভ্রমে
চিত্র-পুত্তলিকা-সম নির্নিমেষ-আঁখি,
স্তবধি' স্তম্ভিতমত রহিলা চাহিয়া,
যথা বৃন্দারকবৃন্দ হেরিলে সহসা
প্রলয়সংহাররূপী রুদ্র মহাকালে
বিষাণবাদনরত, মহাশূল করে,—

* 'হরিতালী'—Galacsi বা Milky-way, ছায়াপথ, দেবপথ, যমের জাঙ্গাল, দেবচুতি, "মন্দাকিনী' বিয়দ্‌গঙ্গা, স্বর্ণদী, সুরদীর্ঘিকা"।—অমর।

কিম্বা, পন্নগের কুল হেরি' পন্নগারি
বিসারি' বিশালপাখা ভীম মুখমেলি
অদূরে আসিতে, অহ! 'সন্‌সন্‌' স্বনে,—
অথবা, গজের যূথ দেখি' সিংহরাজে
উত্তপুচ্ছ, ঊর্দ্ধসট অতিপ্লুতগতি
আক্রমিতে ধাবমান সভীমগর্জ্জনে,—
অতল সলিলরাশি-পতির উদরে
মৈনাক-ক্ষমাভৃতবর-প্রতিম ভাসিতে,
নাসায় নিঃস্রবে বারি প্রস্রবণোপম
তিমিঙ্গিলগিলে লোকি', কিম্বা, সশঙ্কিল
কূর্ম্ম শিশুমার-মীন-কুম্ভীর মকর-
জলহস্তী-সিন্ধুঘোড়া-আদি যাদোগ্রাম।
সম্পূর্ণগম্ভীরস্থৈর্য্য লভিল সে' স্থল,—
থামিল বাদ্যের রোল, নৃত্য, গীত আদি;
গজবাজিরাজী আজি নীরবিল ভয়ে;
চক্রের ঘর্ঘর-ঘোর-ঘোষ বিলোপিল;
পৃতনা-প্রয়াণ তথা থামিল তৎক্ষণে,
পুরোমার্গ-গিরিরোধে নদী-বেগ যথা।
চিনিলা সকলে, অহো! নিখিলক্ষত্রের
কঠোরকুঠারচ্ছিন্ন-কণ্ঠ-বিনিঃস্রুত
বহল-শোণিতস্রোতে পিতৃ-তরপণে
পরিচিত বিপ্রকুল-চূড়া-বরমণি,
মহা-ঋষিকুলনিধি বীর পশুরাম।
অগণ্যরাজন্য-সৈন্য-জনগণ-সনে

সামান্ত্য রাজাধিরাজ দশরথ, বলা,
সুন্দর স্যন্দনথেকে ত্বরা অবতরি',
কতদূরে পদব্রজে প্রত্যুদগমিযা,
প্রণমিলা করযোড়ে সগল-বসনে।
যে' যা'র বাহনহ'তে নামিল ত্বরিত,—
অশ্ব-গজ-রথথেকে অশ্বী-গজী-রথী।
অস্ত্রী অস্ত্র নামাইল; ধ্বজবাহি-ব্রজ
ধরিল তির্য্যগ্‌রূপে হৈমধ্বজদণ্ড;
নমিল কেতন-রাজ অবনতি-ছলে।
দেখিলে দেবর্ষিবৃন্দ বিরিঞ্চিরে যথা,
গুরু-পুরোধাদি ঋষি-দ্বিজরাজ-ব্রজ
উঠিয়া বন্দিলা সবে সভয়-ভক্তিতে।
চিন্তিতে লাগিলা সবে সাশঙ্কে,—'না জানি
কি ঘোর বিপত্তি অদ্য ঘটে বর্ত্মান্তরে,
রাঘবকুমারগণ ল'য়ে হয় কি, বা,
অখিল ক্ষত্রিয়কুলে কি দশা সম্ভবে?'
বিবিধ উদ্যান হ'তে বহুধা প্রসূন
অবচয়ি,' মাল্যরচি' অনেক যতনে,
নবরূপবতী মাতৃ-বাণীর বিগ্রহ
সমলঙ্করিয়া নানা সমলঙ্করণে,
স্বেষ্টদেবী-আরাধিত-লব্ধ ফল-রূপ
'ভার্গববিজয়'-আখ্য সুবিনোদ কাব্যে
শোভিল 'ভার্গব-অভিগমন'াভিধান
~~এই বিশাল বাঙ্গালার অলঙ্কারাবলী~~

পঞ্চম সরগ এবে,—এ' কথা নিবেদে
এ' বিশাল বাঙ্গালার অলঙ্কার-রূপী
অনিন্দিত কবিসিংহ-সমূহ-সমীপে,
স-গল-বসনে মুদা যোড়কর করি',
শ্রীগোপালচন্দ্র, চক্রবর্ত্তী-উপনামা,
বরাহনগর-স্বচ্ছ-মানসকাসারে
জাত তপ্ত-জাম্বূনদ-বর্ণ অম্বুজন্মা।

ইতি 'ভার্গব-বিজয়' কাব্যে
'ভার্গবাভিনন্দন'-নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

বিষয়:—

রামের লক্ষ্মণকে ভার্গবাগমন-কারণ জিজ্ঞাসা; সৌমিত্রির প্রতিবচন-প্রদান-ছলে ভার্গবের পূর্ব্বচরিত্র-কথন; ভার্গব-মূর্ত্তি-সন্দর্শনে রাঘবের আনন্দ-প্রকাশ; দশরথের রামাদিসম্ভাষণ,— ভার্গবকে অভ্যর্থনা-পূজা আদি; ভার্গবের দশরথকে হরশরাসন-ভঙ্গ ও সীতাপরিণয়-বৃত্তান্ত পৃচ্ছা; দশরথের উত্তর ও বিনয়, ভার্গবের দ্বিতীয়-রামনাম-শ্রবণে মহাক্রোধ,—রামোদ্দেশে প্রধাবন; রামের লক্ষ্মণকে ভার্গব-ক্রোধ-হেতু প্রশ্ন; লক্ষ্মণের উত্তরদানছলে জানকী-পূর্ব্ববিবরণ-কীর্ত্তন। ষষ্ঠসর্গ-পরিশেষ।

স্থান,—মিথিলাকোশলা-প্রান্ত, মধ্যের রাজ-মার্গ। | কাল,—দ্বিতীয় দিবস, মধুমাস, পূর্ব্বাহ্ণ-পরভাগ।

এ হেন সময়ে রাম, রাঘবেন্দ্র, বলী,
সুধিলা সাগ্রহে শীঘ্র বীর সৌমিত্রিরে,—
"কহ, হে প্রচণ্ডধন্বি, সুভ্রাতঃ লক্ষ্মণ!
কহ কোনজন ইনি,—আমাদের দিকে
আ'সেন ভীষণবেশে বিশ্বনাশী-সম,
পরশু-ধনুঃ-খড়্গ-চর্ম্ম-গ্রথিতশরীর,
পবন-সমান বেগে, তেজে বৈশ্বানর,
অযোধ্যাপ্রয়াণ-পথ অবরোধি', অই?"

সুমিত্রা-হৃদয়ানন্দ শূর উত্তরিলা
সম্ভ্রমে, অঞ্জলি-বদ্ধ,—
"আর্য্য রঘূদ্বহ!
ভুবন-বিখ্যাত, পূর্ণ কেশবাবতার,
ভৃগুবংশ-অম্ভোরুহ-চণ্ডরশ্মিমালী,
ঋচীক-আত্মজাঙ্গজ, জামদগ্ন্যায়ন,
নিখিল-ক্ষত্রিয়কুল-লয়-ধূমকেতু,
ভগবান্ পরশুরাম, ঋষিকুলনিধি,
রেণুকা-হৃদয়ানন্দ,—আর বিশ্বামিত্র,
কৌশিক-প্রবর, গুরু, গাধেয়, রাজর্ষি,—
ওঁরি ভাগিনেয়-প্রিয়তমসূনু ইনি।*

* বিষ্ণুপুরাণ হইতে পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববংশ উদ্ধৃত হইল :—

(জহ্নু-বংশীয়) কান্যকুব্জ-রাজ বলাকাশ্ব১
|
কুশ২

কুশাম্ব৩ কুশনাভ অমূর্ত্তরয় অমাবসু
|
কৌশিক (গাধিরাজ)৪

(ইক্ষ্বাকু বংশীয়)
রেণু-রাজা
|
রেণুকা + জমদগ্নি৬
|
পরশুরাম (ভার্গব)৭

(ভৃগু-বংশীয়)
ঋষি-ঋচীক + সত্যবতী (কৌশিকী)৫

বিশ্বামিত্র (রাজর্ষি)৫
|
দেবরাত
(শুনঃশেফ)৬

পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল,—ঋচীক ঋষি গাধিরাজ-কন্যা সত্যবতীকে, এবং তাঁহার পুত্র জমদগ্নি মুনি রেণুরাজ-পুত্রী রেণুকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণত্ব অবলম্বন করিতেও পারিতেন,—জহ্নু-বংশে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অনেকে মুনি-ব্রতাচারী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্র-বৃত্তি গ্রহণ করিতেন,—ভৃগু-বংশীয় প্রায় সকলেই বীরবিক্রমধারী যোদ্ধা ছিলেন।

পৈত্র্য-অংশ উপবীত-চিহ্ন-পরিগ্রহে
স-শশাঙ্কসহস্রাংশু-সঙ্কাশ শোচি'ছে,
মাতৃ-অংশ মহাবল-ধনুর ধারণে
স-ভোগীচন্দনদ্রুম-সম আজি যেই;
জনক-আদেশে যিনি মর্য্যাদা বিলঙ্ঘি'
তৎক্ষণে কাটিলা, অহ! স্বীয় কম্পমানা
সসোদরচতুষ্টয়-জননীর শিরঃ
কঠোর-কুঠার-ধারে; পিতৃ-পরিতোষে
পরে পুন-জীবিতিয়া লৈলা তা'সবারে;
মহাতীর্থ-চয়ে ভ্রমি' সঞ্চয়িলা যেই
পুণ্যরাশি মাতৃবধ-প্রায়শ্চিত্ত-জন্য;
তীর্থরাজ পূতনদ ব্রহ্মপুত্রে খলু
প্রদানিলা নিকৃষ্টতা শাঁপি' যেই জন
আজ্ঞারক্ষা-পরাঙ্মুখ-দোষ-ভব রোষে;
পীযূষদীধিতি-মৌলি ধূর্জ্জটি-নিকটে
যে' লভিলা নানা অস্ত্র, অপূর্ব-শিক্ষা;
ভুবনে দ্বিতীয় নাহি বলে পরাক্রমে,
অধিজ্য-কার্ম্মুকে মুনি অদম ত্রিলোকে;
স্ব-পুত্র-হইতে প্রিয় বাসেন মহেশ;
যাহার কারণে পুরা হৈলা একদন্ত
গণনাথ; তুষ্ট হ'য়ে পুরারি-পার্ব্বতী
অনুমোদে যা'র স্তবে ক্ষত্রকুল-ধ্বংসে;
হোমধেনুবৎস-চৌর্য্যে, পিতৃবধামর্ষে
ভৈরব আহবে যেই ভীম পরশুতে

অমৃতময়ূখ-বংশ-কুমুদ-বান্ধব,
মহাবলী, মাহীষ্মতী*-পুরী-অধিপতি
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-মুণ্ড ছেদিলা সহেলে,—
খণ্ডশঃ কাটিয়া বাহু-সহস্র সত্বরে,
রেবা-নীর নিরোধিয়া, দিলা সাজাইয়া
মাতৃ-অনুমরণেতে চিতা, ভয়ঙ্করী ;
যিনি বামেতর কর্ণে অক্ষবীজ-মালা
একবিংশতি-বার ক্ষত্রকুল-শেষ
করণে রাখিতে সংখ্যা ধরে'ছেন যেন ;
জনক-নিধনজাত-মহামর্ষবশে
রাজবংশ-ধ্বংসে খলু যে' জন দীক্ষিত ;
যাহার পরশুবর অদ্যাপি রঞ্জিত
আছে ক্ষত্রকুল-কণ্ঠ-শোণিত কলঙ্কে ;
সে' রক্তরাশি-স্রোতঃ বাহিল ভুবনে,
যথা বর্ষা-তরঙ্গিণী চলয়ে সাগরে,
(আজ' আছে বসুন্ধরা কর্দ্দম-পিচ্ছিলা)—
সমাপিলা যাহে পিতৃ-কুলের তর্পণ
মনের আনন্দে বীর, মহামন্যু-মত্ত ;
"সসাগরা ধরা শূর ক্ষত্রশূন্যা করি',
কশ্যপেরে প্রদানিয়া তিনসপ্ত-বার,
দেখাইলা মহামুনি পরম-দৃষ্টান্ত

---

* 'মাহিষ্মতী'—হৈহয় (বোম্বাই)-দেশের রাজধানী ; যদু-বংশীয় মহীষ্মান্ রাজা রেবা (নর্ম্মদা)-তীরে সংস্থাপিত করেন।

চারুদার-চরিতের পরাকাষ্ঠা ; যাঁ'র
জগত্ জুড়িয়া ঘোষে কীর্ত্তি অনশ্বর ;
পুনঃ ক্ষত্রবংশ-ধ্বংস-করণ-মূর্ত্তিতে
আবির্ভাবিলা আজ সহসা হেথায়,
না জানি কারণ,—কেন ? রঘু-ধুরন্ধর !”
    প্রশান্তসাগর-সম গম্ভীর-প্রকৃতি
মতিমান্ রামচন্দ্র দূর-হ'তে দেখি'
ভৃগু-নন্দনকে, রাগ-অন্ধচিত্ত, নাহি
হইলা বিকলমনাঃ কিছুমাত্র, বরং
চিন্তিলা সহর্ষে,—
                    'যিনি ঘোর যুদ্ধক্ষেত্রে
দুর্জ্জয় হৈহয়-অধীশ্বরকে সংহারি',
জয়-শ্রীকে একায়ত্তা করিলা নিমেষে,—
অজেয়, তারকজয়ী অমর-সেনানী
যাঁহার সমীপে পুরা সম্মুখ-সংগ্রামে
পরাভূত হ'য়ে, হৈলা পলায়নপর,—
কি সৌভাগ্য-ক্রমে অদ্য সেই বীরবর,
অপ্রমেয়-অসামান্য-সুবিক্রমশালী,
ত্রিভুবনজয়ী, ভৃগু-কুমুদ-চন্দ্রমা
ঋষিরে সাক্ষাতে দেখি', জন্ম সার্থকিল।
মুনি-বীর-ব্রতাচারী আহা, কি সুন্দর
প্রশান্তগম্ভীরভাব-সহ মিশি' আছে
সুপ্রচণ্ড রুদ্র-বীর-ব্যঞ্জক নিসর্গ।
দ্বিতীয়শরীর ইনি কি রুদ্র-দেবের ?

সাক্ষাত্ তেজের স্তোম, অথবা আদিত্য,
কিম্বা প্রজ্বলিত-শিখ দেব হুতাশন,
মূর্ত্তিমান্ তীব্রতপঃ-প্রতাপ, আশ্রয়
উগ্র-বীরত্বের। আপিঙ্গল জটাজাল
শিরে; পৃষ্ঠদেশে দিব্য তূণীর; কার্ম্মুক
বামহস্তে; দক্ষকরে কুঠার; প্রকোষ্ঠে
রৌদ্রাক্ষ-বলয়; স্কন্ধ-দেশে এণ-চর্ম্ম;
অক্ষসূত্র বক্ষঃস্থলে; যজ্ঞ-উপবীত
গলদেশে; কটিতটে বল্কল-বসন।
এ'রূপ সুন্দর ভয়ঙ্কর আকৃতি ত
নয়নগোচর কভু হয় নি, বস্তুতঃ!"
দেখি' দশরথ, বলী, রঘুজ- অঙ্গজ,
ভাবিতে লাগিলা ভয়ে ব্যাকুল-হৃদয়ে,—
"কেন বা ভার্গব গুরু আজি কোন্ মনে
পরিগ্রহি' হেন বেশ হেথা উপস্থিলা?
ধূর্জ্জটী-দুর্জ্জয় ধনু-ভঙ্গ-শব্দ শুনি'
ক্ষত্রকুল-নাশে পুনঃ বদ্ধ-পরিকর,—
অথবা, জনকাত্মজা-বিবাহ শ্রবণে,—
কিম্বা, স্বীয় সম-নাম শুনি' সূনুবরে,—
সমুদিত ক্ষত্রকুল-প্রলয়-কালাগ্নি,
স্বকীর্ত্তি-হানির ভয়ে, বুঝি বা, দণ্ডিতে?
ক্ষুদ্রতারা লোপে কোথা শশধর-জ্যোতিঃ,
কাচখণ্ড হরে কভু সূর্য্যকান্ত-প্রভা।
শিরীষকুসুম-সম সুকুমার-তনু

কি করিবে রাম, হায়, বালক-জীবনে!
অশনি-উগ্রতা, অহ, কেমনে সহিবে
কমল-মৃণালদণ্ড, সুকোমলতম,—
স্বল্প নৈহারিক-বিন্দু ভানু-কঠোরতা,—
ক্ষীণা দীপ-জ্বালা চণ্ড প্রভঞ্জন-বলে!
কমনীয় কান্তিমান্ প্রসূন-প্রবর
মধুপের পদপাত-বিনা কি কখন
পক্ষীর কঠিন ক্রম-ক্ষেপণ সহয়ে,—
মহাকায়-নদ-বেগে কেমনে রক্ষিবে
অপ্রশস্ত বালুকার ক্ষুদ্র সেতুবন্ধ,—
শেষ-বিনা ধরা-ভার বহে কি রাজিল?
কি দশা আমার আজি ঘটে,—কি কুক্ষণে
মন্দির-বাহির হৈনু,—কোন্ মন্দতারা,
কোন্ দুষ্টগ্রহ মোর সাধি'ছে অরিষ্ট?
'রাম'-নাম হৈল মম হৃদ্য ভীতিপ্রদ,
রত্নবর যথা হারে আর ফণী-শিরে!
অন্ধক-ঋষির অভিশম্পাত অদ্যাপি
জাগি'ছে মরম-মাঝে, যথা বহ্নিরাশি
জ্বলে নিত্য বিটপিনী-শমী-অভ্যন্তরে,
অথবা দীপের শিখা সমাধি-মন্দিরে,
অনল-অচলোদরে হুতাশন কিম্বা,
অথবা বাড়ব-বহ্নি পারাবার-গর্ভে।
না জানি অদৃষ্টে এবে কি আছে আমার!
কোথা, প্রভো! রক্ষ আজি কুমার রাঘবে,

লোচন-তারকা মম এ' বৃদ্ধ-জীবনে,
দিগ্-দরশনে মোর চুম্বক-সূচিকা,
ধ্রুব-নক্ষত্র এক অকূল পাথারে,
আন্ধার-আলয়-আলো, অন্ধের যষ্টিকা !
দুর্ভাগার অর্থে হ'ল বিষম অনর্থ,—
অমৃত আকাঙ্ক্ষা করি' সাগর-মন্থনে
হাহল উদ্ভূত হ'ল ত্রিলোক-দাহক !!"
ভ্রূকুটি-কুটিল ভীম-বদন ভার্গবে
পুরোভাগে বর্ত্তমান হেরি', রাজেশ্বর
প্রণমিলা ভূমিষ্ঠিয়া ভয়ভক্তি-ভরে।
পূজোপকরণ-দ্রব্য স্বহস্তে সঞ্চয়ি',
কহিলা অঞ্জলিবদ্ধ সগদ্গদ-স্বরে,—
"এ' দীনজনের অর্ঘ্য গ্রহুন, চাহিয়া
করুণাদৃষ্টিতে, নাথ !—এ' মোর প্রার্থনা।
কি কারণে হেন বেশ প্রকাশুন্ শীঘ্র,
দাসের শ্রুতির যোগ্য যদি কভু হয় ;
কি কার্য্য সাধিব, আর্য্য গুরো ! আদেশহ,
যে' নিদেশ প্রতিপালি' চির কৃতার্থিবে
এ' সেবকজন ; আজি সনাথ হইনু ;
অশেষ ঋষীন্দ্রকুল-মস্তককুসুমে
সমর্চ্চিত কোকনদ-কান্তিহর চারু
ও' চরণ-দরশনে বহুজন্ম-পাপ
ক্ষয়িল, হুতাশ যথা তুলাস্তোম দহে।
বিলম্ভিল রঘুকুল চির-পবিত্রতা ;

মম পিতৃকুলে, তাত ! কত ভাগ্য ছিল,
পূরব-সমূহপুণ্য-পরিপাক-ফলে
ভৃগু-বনেরুহ-রবি, রৈণুকেয়* রাম
আপনি সম্মুখে, দেব, সমুদিত এবে !
নীরবিলা এত বলি' ভূপ-সার্ব্বভৌম ;
রহিলা দাণ্ডা'য়ে চাহি' ভার্গবের পানে
কর-যোড়ে, যথা ইন্দ্র শঙ্করে সম্মুখে
সমুদ্রমন্থনপরে ঘোররূপে হেরি'।
জামদগ্ন্য জিজ্ঞাসিলা সুকঠোরতরে,
সজলজলদবর-প্রতিভ গভীর,
রাজ-সংমাননা-পূজা ক্রোধে অবজ্ঞিয়া,
ক্ষত্রনাশ-রোষ-বহ্নি-দীপ্তশিখা-সম
ভীষণতারকবন্ধ ঘূর্ণিতনয়নে,
ভৃগুবংশ-নিধি,——
"কহ, অযোধ্যাধীশ্বর !
কহ, কোন জন, অহ দশরথ নৃপ !—
কা'হ'তে হইল ভগ্ন পৈণাকিন ধনুঃ ?
বেধা, লোকপিতামহ, যাহে বিনির্ম্মিয়া
অর্পিলা স্থাণুরে যত্নে, সাদরে সংপূজি' ;
দহিলা ত্রিপুরাসুরে ত্রিপুরারি পুরা
যাহে সমিন্ধনি' দেব ভৈরব-সঙ্গরে ;
নিজ ভর্ত্তৃ-শরাসন বলিয়া সপ্রেমে

* 'রৈণুকেয়'—রেণুকার পুত্র। 'বনেরুহ'—পদ্ম ফুল। 'বনেরুহ' পদ্মফুল।

পূজিলা পার্ব্বতী যাহে পরমযতনে ;
বাসুকী-নির্ম্মোকে নন্দী যাহে নিচুলিলা
সাগ্রহভক্তিতে ; আমি—পশুরাম, শূর,
থুইনু জনক-ধামে পরমপ্রণয়ে
মস্তকে বন্দিয়া যাহা ; সে কোদণ্ডবর
আমার গুরুর,—অহ ! কহ ত সে' কেবা
ভাঙ্গিল বিষমদপে ? চূর্ণিব তাহার
গর্ব্ব, উচ্চ অদ্রি-শিরে অশনি যেমনি !
এ' হেন সাহস করে !—কতই প্রতাপ !—
যথাযোগ্য শাস্তি অদ্য বিধানিব তা'র ;
জানে না সে' আমি তা'র কৃতান্ত দ্বিতীয় ?
দেখিব কেমন জন কত বল ধরে ;—
আমা' হ'তে আছে বীর এ' মর-মণ্ডলে ?
ভাস্কর হইতে তেজঃ কে ধরিতে পারে,—
সুমেরু হইতে কেবা উত্তুঙ্গ জগতে,—
সুরাচার্য্য-চেয়ে কে বা, কহ, বুধোত্তম ?—
দ্বিতীয়বিহীন মোর প্রবীর-প্রতাপে !
এতেক আস্পর্দ্ধা তা'র জন্মে কোথা হ'তে ?
আমা' অবহেলে !—বল পাইল কাহার ?
ত্রিলোক-সহায় যদি লভে কিল সেই,
নাহিক নিস্তার তা'র আমার সমীপে,—
স্বয়ং ইন্দ্র, সদিক্‌পাল-গণ, সমাবেশি'
সমস্ত অমর-মহা-বাহিনী আইসে !
কি সম্বন্ধ তা'র সহ আছে, হে, তোমার,

অজের কুমার! কহ, শীঘ্র সত্য করি'।
ভুবনের সারভূতা, অভাস্করম্পশ্যা
মৈথিলীরে বিবাহিল, কহ, কে কুক্ষণে?
জনকরাজর্ষি পূর্ব্বে বাগ্দানিলা মোরে;
আমারে বরে'ছে কন্যা, তা'রে কে গ্রহিল?
থাকিতে ভার্গব, অরে! হেন শক্তি কা'র?
চন্দ্রমা বিকাশে কিম্বা উদিতে অর্য্যমা,—
বিহগেশ গরুড়ের গ্রাসিত অশন
হরিবে বায়স বলে,—মণ্ডুক সদম্ভে
ব্যথিবে দ্বিরদ-শিরঃ চরণঘাতনে,—
পশুবর্গ-সার্ব্বভৌম হর্য্যক্ষে সাবজ্ঞে
জঘন্য জম্বুকসূনু নিস্তেজিবে কি, রে,
চপেটপ্রহারে তুচ্ছে?—সহ্য হ'বে কা'র?
হেরহ বারেক ঘোর পশু বর মোর,
বহুদিন ক্ষত্ররক্ত-পান-সংনীরত,—
তৃষ্ণাতুর অতি,—এবে শমিব পিপাসা
নিখিলক্ষত্রিয়কণ্ঠ-নির্ঝরনিঃস্রুত
কলক রুধির-ধারে, বর্ষাস্রোতঃ-সম;
রাক্ষস-কবন্ধ-শিবা-শকুনি-গৃধিনী-
ভূত-প্রেত-পিশাচাদি মজিবে প্রমোদে!
কহ, কে সহিবে হেন সমবমাননা?
সর্ব্বংসহা ক্ষমাবতী ধরা না সমর্থে!!"
   শুনি' দশরথ, বীর, রঘুজ-আত্মজ,
উত্তরিলা মহাভয়ে, বদ্ধাঞ্জলি করি',

(যেমতি কদলীদল চলসমীরণে)
কম্পিত শরীরে,——
"মুনে, ভার্গব-আদিত্য !
সম্বর সম্বর ক্রোধ, দেব ! দীনজনে,—
ক্ষম অপরাধ, প্রভো, সেবক-বৎসল !
না জানি' হ'য়েছে দোষ, রোষ পরিহর !
আপনি কার্ম্মুকবর গুণ আরোপিতে
হ'ল ভগ্নতনু,—বুঝি, পিণাকী-প্রসাদে ;
জনক অপিলা কন্যা আপনি আগ্রহে,
ধনুর্ভঙ্গ-পণ-রক্ষা সম্পূর্ণি, নন্দনে ;
বালমতি রাম, জ্যেষ্ঠ কুমার, আমার,—
ক্ষম তা'র অপরাধ আমারে দেখিয়া ;
রক্ষ রঘুকুলে, নাথ ! কি আর কহিব !
দেব————————"
মহাকোপে ভৃগুরাম প্রজ্বলিয়া
অমনি, যেমতি হবিঃ হোমেতে আহুতি,—
কিম্বা তুলারাশি, কিম্বা ধূনাগুঁড়া পড়ে
অনল-আননে যদি, জ্বলে ধুধু করি',—
বহ্নি-কণা পরশনে অথবা বারুদ,—
দন্ত কড়মড়ে মহা-ভৈরব আরবে
কহিলা সদম্ভে, যথা বিলয়ে বিষম
নীরদনায়ক ক্রোধে নিনদে গভীরে,—
"রাজকুল-অপসদ, গুরুযশোলোপি,
অরেরে বর্ব্বর, দুষ্ট, ক্ষত্রকুল-গ্লানি !

মম সম করি' নাম রেখে'ছ সুন্দর ?
এ' হেন শকতি তুমি কবে বিলভিলে ?
আমার গৌরব-লোপে তোমার প্রয়াস ?
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-রোচিঃ রোধিবে কি কভু
সামান্য অম্ভোদখণ্ড অম্বর আবরি' ?
পল্বল-সমল জল একটু আসিয়া
বিমল গঙ্গার বারি খলু কলুষিবে ?
আমি ত পরশুরাম বিখ্যাত জগতে,—
দ্বাদশ আদিত্য উদি' একত্রে মধ্যাহ্নে
আমার অধিক তেজঃ ধরিবারে নারে !
হেন জন আছে কে, যে এ'ভব-ভবনে
"'রাম'-নাম অধিকারে থাকিতে ভার্গব,
ক্ষত্রকুল- প্রলয়াগ্নি জমদগ্নি-সূনু !
আমার দ্বিতীয় অদ্য উদিত ধরায়,
প্রথম, হে, তুমি এই পথ-প্রদর্শনে !
পৃথ্বীতলে ক্ষত্রনাম লোপিব নিশ্চয়,—
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-আদি রাখিব না কা'রে
পিতৃগণ-জলপিণ্ড-সম্স্থান-হেতু,
মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-ভীম-ময়ূখের মুখে
পড়ি', পলাইবে কোথা অন্ধতমোজাল,
লু'কায়ে বাঁচিবে কোন্ গহ্বরে, কন্দরে ?
করিব অযোধ্যাপুরী জনশূন্যা আজি,
সিংহ যথা জীবশূন্যা করয়ে অটবী,
উত্তর কোশলা-দেশ হ'বে মরুসম।

দেখিব তোমার রাম কত বড় বীর,—
দেখাহ ত্বরিত তা'রে !"
                    সামর্ষে ভার্গব
কহিলা সৈনিকগণে,—
                    "ওরেরে ! তো'দের
রাজপুত্র রামকে দে সংবাদ সত্বর,
যে'জন একু'শবার মেদিনী-মণ্ডলে
সমস্ত ক্ষত্রের গোত্র শোণিতের স্রোতে
পিতৃলোক-তর্পণ-ক্রিয়া সমাপিয়া,
ক্রোধ শান্তি'ছিল, যা'র খরতর ধার
করালকুঠার ভুজ-সহস্র-সম্পন্ন
অর্জ্জুন-রুধিরপানে পরিতৃপ্তি'ছিল,
অদ্য সে' পরশুরাম ঋষির পরশু
দুর্দ্দান্ত রামের লোহ-পানে লোলুপে'ছে,—
কোথা' সেই নরাধম ? দে শীঘ্র দেখা'য়ে,—
ধূর্ত্ত জম্বুক-সম ভয়ে দূরে গেল
লাঙ্গুল গুটা'য়ে, পাপ !"—
                    রামের উদ্দেশে
আশুগতি-গতি ক্রোধে চলিলা ভার্গব
অনবেক্ষা করি' সবে। বেপিত-বিগ্রহ
চলিলা অজজ পাছু দেখা'তে রাঘবে,
জালিক-পশ্চাতে যথা মৎস্য-কয়ণ্ডিকা,
কিম্বা ক্ষুদ্রতরী বৃহন্নৌযান পিছনে।
ভার্গবে নেহারি' রাম ভৈরবমূর্ত্তিতে

পুরোমার্গভাগে, শীঘ্র সুধিলা লক্ষ্মণে,
অসমসাহসী, বীর, নির্ভয়-হৃদয়,—
"কহ, হে লক্ষ্মণ, সুলক্ষণসমন্বিত !
ধনুর্ভঙ্গ, বৈদেহীর বিবাহ-বারতা
পিতৃমুখে শুনি' কেন মস্তোপরি ঋষি
সাংগ্রামিক-ভীমবেশে আসে অই দেখ,
দ্বিতীয় অর্কের সম অসীম প্রতাপী,
ব্রাহ্মণসুলভ-রোষ-পরবশ হ'য়ে ?"
কহিলা সৌমিত্রি শূর হেরিয়া তৎক্ষণে
রাঘবে যুড়িয়া পাণি আনতমস্তকে,—
"যবে দেবী যজ্ঞক্ষেত্রে জনম লভিলা
অযোনিসম্ভবা, আর্য্য। জনককন্যকা,
(তাড়কাবধের হেতু আগমন-পথে
শুনিয়াছি যাহা গুরু কৌশিকের মুখে,
বলি, আর্য্য ! এবে পূর্ব্ব-অপূর্ব্বকাহিনী)
দেববৃন্দ সবে মেলি' ত্রিদিবের তলে
বিচিন্তিলা,—'ইনি লক্ষ্মী, কেশব-গেহিনী,'
হৈমপঙ্কজিনী ফুটে মানসসরসে,
অবতীর্ণা মর্ত্ত্যধামে হইলা তেমতি,
রামচন্দ্র-বিনা এঁরে কে গ্রহিবে ভবে,—
অধুনা রাঘবকুল-জলেরুহ-ভানু
শৈশবদশার সীমা অতিক্রমে নাহি,
ভূপতি মিথিলাধিপ যদি বা অপরে
সীতা-শশিমুখী কন্যা সম্প্রদয়ে, অহ !

প্রথম প্রধান উপাদান হ'বে কেবা
রাবণ-নিধনে, বিশ্ব কাহার সহায়ে
অকর্ব্বুর হ'বে কবে ?'—এত পরামর্শি',
বিরিঞ্চি, চতুরানন, দেব, সৃষ্টিপতি,
চলিলা কৈলাশাচলে মহেশ-আলয়ে
উপায় করিতে কোন, দেবগণ মেলি' ।
শঙ্কর এ' সব শুনি' সীতারে রক্ষিতে
আজগব-ধনুঃ সহ প্রেরিলা ভার্গবে
—স্বীয় প্রিয়-শিষ্যশ্রেষ্ঠ আর ধর্ম্মপুত্র—
মিথিলা-ভবনে, এই তাঁ'রে বলি' দিয়া,—
'কহিও জনকে, তাত, ভৃগু-চূড়ামণে !
মদীয় কোদণ্ডবর যে' ভাঙ্গিতে পারে,
কন্যাদানে যেন তা'রে সুধীর সত্তম,—
আমার আদেশ যেন যত্নে প্রতিপালে ;
বিনা বৈকুণ্ঠেশ আর এ' চাপ-প্রবরে
প্রতাপ প্রকাশে কা'র শকতি সম্ভবে ?'
হরের নিদেশে বীর ভৃগুকুলপতি,
স্ববাঞ্ছাসাধন-তরে সে' কথা গোপিয়া,
বিদেহপত্তনে আসি' যাচিলা জানকী
জনকের স্থানে,—'তব গৃহে আছে কন্যা,
কর দান মোরে, শুভ বিবাহ-বন্ধনে
সাংসারিক ভোগ-সুখে বঞ্চিব জীবন,—
এ' বাসনা মোর আজি পূরাহ, নৃপর্ষে !'
বহু সমাদরে অনুমোদি' রাজ-ঋষি,

নিবেদিলা নিমিরাজবংশ-অবতংস,
নতশিরঃ, পুটপাণি, সাতঙ্ক-অন্তরে,—
সাক্ষাত্ ধনুর্ব্বেদ, জগতেক পূজ্য
ভৃগুরামে সুতা দিব, কিবা আছে আর
পরম সুভাগ্য ?—দেব ! কিন্তু, এবে সীতা
শৈশব-পদবী-সীমা-অন্তর-সংস্থিতা,
কালে সম্প্রদিব তোমা', যদি ভাগ্যে থাকে।'
উত্তরিলা হৃষ্টমনে শুনিয়া ভার্গব,—
'যাই আমি এবে তবে তপস্যার তরে,—
এ' কথা অন্যথা যেন কভু নাহি ঘটে।'
সুধিলা গমনকালে মৈথিল সম্ভ্রমে,—
'কহ, প্রভো ! আগমন-বিলম্বে শস্তানে
বয়ঃস্থা হইলে কন্যা কারে সম্প্রদিব ?'
'রাখহ যতনে মোর শাঙ্কর কার্ম্মুক,
দ্বিতীয়বিহীন ভবে সুপ্রচণ্ডতেজে,
অশনি-অধিক শক্তি যাহার শরীরে,
যে' পারে ভাঙ্গিতে, পূজ কন্যারত্ন-দানে।'
অর্পি' শৈবচাপ, হিমালয়-সানুতটে
চলি' গেলা ভৃগুপতি তপঃতরে ত্বরা।
কালগতে সে' কোদণ্ড-ভগ্ন-চণ্ডধ্বনি
শুনি', অদ্য উপস্থিত বিষম-অমর্ষে
মৈথিলীর উপযাম নিশ্চয়িয়া, বুঝি,—
অভীষ্টহানিতে ক্ষোভ উপজে না কভু ?"
আপন-গুণানুবাদ এতেক শুনিয়া,

চাহিলা রাঘব-ইন্দ্র ভার্গবের দিকে
প্রসন্ন নয়নে, হাসি' মৃদুল মধুর
বীরত্ব-ব্যঞ্জক ধীর প্রশান্ত আননে,
সন্দীপিল দন্তপাঁতি অনিন্দ্যদর্শনে,
শুক্তি-উদর ফাটি' মুক্তা-কলাপ
যেন দিল দেখা, কিম্বা বিদারিয়া দেহ
সুপক্ক দাড়িম্ববীজ-বীথী বিকাশিল
বিমল মাধুরী, সূর্য্য-কিরণে অথবা
উন্মিদ্র-উৎপলগর্ভে দ্যুতিল ঝকিয়া
শিশিরের বিন্দুবৃন্দ, কুন্দকলি-গুলি
হরিতবরণ নব কিসলয়-পত্র-
আবরণ-মাঝে প্রকাশিল বিশদিমা।
হে গৌড়-কবিত্ব-নভঃ-শোভী সূর্য্যগণ,
পরমকোবিদকুল-তিলকস্বরূপ!
করুণা-অপাঙ্গকণা-কিরণ একটু
বিতরি' এ' দীনজনে, চরিতার্থ কর,—
এ' প্রার্থনা প্রপূরহ, অয়ে কারুণিক!
দ্বিজ, চক্রবর্ত্তী-উপ-অভিধানধারী
কহি'ছে গোপালচন্দ্র বদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে,
ভুবনমোহনকর বিদ্যার তুলিত
'ভার্গববিজয়' কাব্যে অধুনা বিরচি'
'সংসূচনা'-সমাহ্বয় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ,
নানারত্ন-খনি-হ'তে সায়াসে সংগ্রহি'
নানাবিধ রত্নমণি, সুমহার্ঘ্য নিধি,

কবিতাসুন্দরী-বর-তনু-যষ্টি ভূষি',
প্রসাদ-কণিকা লভি' জননী বাণীর।

ইতি 'ভার্গববিজয়'-কাব্যে
'সংস্থানা'-নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

বিষয়।

ভার্গবের রাঘব-সম্মুখে গমন, দশরথের রামাদি পুত্র চতুষ্টয়ের ভার্গব-পদে সমর্পণ, রাম সন্দর্শনে ভার্গবের চিন্তা, ভার্গব রাঘবের অন্যোন্য-প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন উত্তর-প্রত্যুত্তরাদি; ভার্গবের মহাগর্ব,—স্ববীর্য্যগৌরব-প্রখ্যাপনা,—আত্মশ্লাঘা,—রামবধে দৃঢ়তা,—ক্ষত্রগোত্র-নিঃশেষনাশে কৃত-নিশ্চয়তা,—রামকে যুদ্ধার্থ সমাহ্বান; রামের বীরত্ব-পূর্ণ বিনতি,—করুণা-প্রার্থনা,—ভার্গব-স্তব,—স্বীয় নিকৃষ্টতা,—ভার্গবকীর্ত্তি-প্রশংসা,—ব্রাহ্মণ-সহ বৈর-নিবর্ত্তনা-বাসনা। সপ্তমসর্গ-শেষ।

স্থান,—বিদেহকোশল-মধ্যভাগ, কোশলপুর-পন্থা।
কাল,—দ্বিতীয়দিবস; বসন্তকাল, মধ্যাহ্ন-পূর্ব্বভাগ।

যুদ্ধ যেন স্বয়ং এলা মূর্ত্তি পরিগ্রহি',
সমর-উন্মুখ-রূপে শূরর্ষি-প্রবর
হরচাপ-ভঙ্গবার্ত্তা-শ্রুত-রোষ-রস-
কলুষিত ভগবান্ ভৃগুর নন্দন

উপস্থিত, একদৃষ্টে চাহি' রাম-পানে,—
মধ্যনভে জ্বলে যেন যুগ্ম খররশ্মি,
ভীষণপরিধিবদ্ধ-কনীনিকাদ্বয় ; *
দংশিত অধর-দেশ দশন-চাপনে ;
ভ্রুকুটিকুটিল আস্য অদর্শন-ক্ষম,
মাধ্যন্দিন ভানু-পানে চাহিলে যেমতি
প্রখরময়ূখ-পাতে ঝলসে লোচন ;
ইষ্বাস নিষক্ত ভীম-বদ্ধ-বামমুষ্টি ;
অঙ্গুলিনিবদ্ধচারি-বিশিখপ্রখরে
প্রস্তুত সন্ধানি', গুণ আকর্ণাকর্ষণে,
ইরম্মদ-ময় ঘোর প্রাবৃড্‌জীমূত
উদ্যত অশনি ক্ষেপে যথা শির'-পরে।
মুহূর্ত্ত, স্তম্ভিত-সত্ত্বা, সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ
দেখিয়া সম্মুখে হেন রেণুকেয় রামে
নব-চন্দ্রোদয়-হ'তে সমক্ষোভিলা
রাম-আদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় সসম্ভ্রমে,
ভূমিতে উদিল যেন চারিটি মিহির।
"আর্য্য ! অভিবাদি' পদে,—দেব ! আশিষহ",
বহু-সম্মাননা-সনে প্রণমিয়া, সবে
রহিলা দণ্ডা'য়ে উঠি', বদ্ধ-উভপাণি,
ভার্গব-সম্মুখে যেন করুণা প্রতীক্ষি'।
"কহ, দশরথ আরে ! এ' কি তব রাম ?"—
ভৃগুপতি জিজ্ঞাসিলা, দেখা'য়ে রাঘবে।

* 'কনীনিকা'—চক্ষুস্তারা, বিম্বিনী, নেত্রমণি।

"আপনি-প্রসাদে, প্রভো ! এ' চারি নন্দনঃ—
জ্যেষ্ঠ রাম, এ' লক্ষ্মণ, এই ত ভরত,
বাম ভাগে-শত্রুঘ্ন-সুমিত্রা-কুমার,"—
বলি' মুনি-পদে নৃপ প্রদিলা সেক্ষণে
ধরি' রামে এক হাতে, লক্ষ্মণে ইতরে।
প্রিয়-দরশন রামে নিভালি' ভার্গব
পরুষ-অমর্ষ-স্মিত মুখে, সভ্রূভঙ্গে
ভাবিলা, রাঘব-পানে চাহি' তীক্ষ্ণ দৃষ্টে,—
"এ' কি সেই দশরথ-পুত্র,—সেই শিশু !
এরি নাম রাখিয়াছে আমার দ্বিতীয় ?
গুণ-অনুবাদ-কথা পূর্বে যে' রূপ
ইহার শুনিয়াছিনু, আকার-প্রকারে
সে' রূপ হ'তেছে বোধ,—শরীর যেমন
সামর্থ-সারময়, তথা রমণীয় ;
মুখ যথা শ্রী-সম্পন্ন, তথা তেজঃ-পূর্ণ,
অন্তর্গুণ-সুব্যঞ্জক ; কিন্তু, দুষ্ট-কৃত
অপমান স্মৃতি-পথে অবতীর্ণ হ'লে
অনিবার্য্য কোপে চিত্তে উদ্দীপিত হয়,
আগ্নেয়-গিরির গুহা-অভ্যন্তরে উঠে
সহসা প্রবল অগ্নি-প্রবাহ ভৈরবে
গলিত প্রস্তর, ধাতু, ধূম উদ্গীরিয়া,
মনঃ-ধৈর্য্য লুপ্ত হয়, নদের হৃদয়ে
নাচিলে আবর্ত্ত-বাত্যা স্থিরত্ব বিনাশে।
"কি বিষম প্রগল্ভতা, অহহ, হেরি এ'

দুরাত্মা পাপিষ্ঠ ক্ষত্র-শিশুর আজিকে !
ত্রিভুবন-অধীশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্
যিনি পার্ব্বতীর পতি,—জগত্-আতঙ্ক
আমি যাঁ'র প্রিয় শিষ্য,—ভুবনৈকগুরু
পুর-জয়ী দেব-দেব সেই মহেশের
শরাসন স্পর্শিতেও ভূমণ্ডলে কেহ
সাহসী হয় না, কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, হায় !
দশরথ-সুত দুষ্ট দুরাশয় সেই
ভাঙ্গিল হরের ধনুঃ অসন্দিগ্ধ-চিত্তে !
দুর্ব্বিনীত বালকের এ' কি দুঃসাহস !
যে' জনের ভুজ-বল-প্রবল-প্রভাবে
প্রতাপ-দুর্ম্মদ, রণ-কোবিদ, প্রবীর
ক্ষত্রগণ কৃতান্তের করাল কবলে
পড়ে'ছে,—সুন্দর কথা কি মোহিয়া আছে
একেবারে,—অপূর্ব্ব শান্তি-সুখ-রাশি
লভে'ছে ধরিত্রী,—সেই ব্যক্তি কি অধুনা
ত্রিপুরান্ত-কারকের প্রিয়শিষ্য হ'য়ে,
গুরুর ঈদৃশ অভিনব অবমান
স্ব-আঁখিতে অবলোকি', কাপুরুষ-মত
অবলম্বি' উদাসীন-বৃত্তি, কি থাকিবে ?—
কভু না সম্ভবে ইহা ! যে' মুহূর্ত্তে কর্ণে
হর-শরাসন-ভঙ্গ-বার্ত্তা পশিয়াছে,
হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি হ'ল পুনরুদ্দীপিত !
দুর্ব্বৃত্তকে এই ক্ষণে সমুচিত শাস্তি

প্রদিয়া দুষ্ট বহ্নি এবে নির্ব্বাপিব ত্বরা !
অদ্য দুষ্ট-আশয়ের শৌর্য্য-সীমা কত
দূর সুবিস্তৃত, তাহা স্ব-চক্ষে হেরিব !”
    বারংবার স-কুঠার-ভুজদণ্ড কম্পি’
রোষভরে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জি প্রবচনে
(সনীরনীরদ নাদে, অথবা কন্দরে
গম্ভীরে পারিন্দ্ররাজ নিস্বনে) ভার্গব
মহাক্রোধে দেখি’ রামে কঠোরে কহিলা,—
    “ পুনরুত্থিল কি, অরে ! ক্ষত্রকুল ভবে ?
তোমার প্রথম উদাহরণ হেরিয়া
আবার ব্রাহ্মণ, গাভী আর দীনগণে
প্রপীড়িতে আরম্ভিবে এবে সবে খলু,—
শরাব-সদৃশ ধরা হেরি’ পর্য্যটিবে
সদম্ভে,—থাকিতে ভুবি বীর-চূড়ামণি
ভার্গব ? প্রতাপ এত,—অহো দাশরথ !
বালক হইয়ে তব এ হেন আস্পর্দ্ধা !
না জানি যৌবনে তুমি কি করিবে পরে ?
অনল-স্ফুলিঙ্গ, অরে, কভু রাখা নহে
বিধেয় সামান্যজ্ঞানে,—নিবাইবে ত্বরা
দেখামাত্র,—কালক্রমে বায়ুর সংযোগে
দহিতে সমর্থে নাকি ঘোর-বনস্থলী ?
ক্ষুদ্র ফণী-শিশু বলি’ অবহেলা নহে,—
গরলে জারিতে পারে বিশ্ব ভবিষ্যতে,-
এখনি বিনাশ করা উচিত তাহার !

নাহিক কি এ' অব্ধির মহাজলরাশি ?
বিহঙ্গম-সার্ব্বভৌম তার্ক্ষ্য এ' সর্পের ?
জান না আমি, হে, তব দ্বিতীয় অন্তক !”
বলিতে বলিতে রাগ বাড়িল অতীব।
সরোষ-পরুষ বাক্যে আহ্বানি' রাঘবে,
সদর্পে কহিলা পুনঃ, গড়া'য়ে পড়িলে
ভাঙ্গিয়া পাহাড়-খণ্ড, গিরিগাত্র-দিয়া
শব্দ হয় সুবিপুল,—
“অরে ক্ষত্রশিশো !
সামান্য মৃগের শাব হ'য়ে, তুই কিসে
কেশরীর কেশ-সমাকর্ষণ মানসে
সমুদ্যত হ'য়েছিস্ কর-প্রসারণে ?
যে' চন্দ্রশেখর-শরাসন কর্ষিতে
সুরাসুর-মধ্যে কেহ সাহস করেনি,
তুই ক্ষুদ্র ক্ষত্র-বাল হ'য়ে সেই ধনুঃ
ভাঙ্গিলি,—এ' অপরাধ অনুপেক্ষণীয় !
ক্ষত্রকুলক্ষয়কারী-কোপ-মহানলে
অচিরে পতঙ্গ-বৃত্তি পাইবি, বর্ব্বর !
যদি শক্তি থাকে, চেষ্ট প্রতিবিধানিতে।”
ঈদৃশ দর্পোদ্ধত বাক্য ভার্গবের
শুনি' রিপুন্দম রাম (রাঘব-প্রবর)
সনির্ভয়ে সানুনয়ে, করি' পুটাঞ্জলি,
প্রশান্ত-গম্ভীর-স্বরে কহিলা, যেমতি
বায়ুর প্রবাহ কুঞ্জ-কাননে বহিলে

পত্র-কিশলয়চয়-তরু-বল্লরীর
মর্ম্মরে অন্তর হরে,—
"ভগবন্! আমি
কুশবংশ-মণি আর্য্য বিশ্বামিত্রের
নিদেশানুবর্ত্তিয়া, আর রাজ-ঋষি
জনকের প্রতিজ্ঞার সুদৃঢ় শৃঙ্খল
ছেদন-বাঞ্ছায়, দ্বিখণ্ডি'ছি বৈদেহীর
পরিণয়-পরিপন্থী হর-কার্ম্মুক,—
কার্ত্তবীর্য্য-জেতার, বা পুরান্তকারীর
অসম্মান করা মম নহে ত উদ্দেশ্য;
যদি কোন দোষ হয় তাপস-প্রবর!
ক্ষম মম অপরাধ, আর্য্য! অনুগ্রহি'।"
রাম-মুখ-বিনিঃসৃত পৌরুষ-গর্ভ
বিনীত-বচনচয়-রচনা-চাতুর্য্য
শুনি', অট্টহাসি' উচ্চে, তুচ্ছে সুকঠোরে
বলিলা পরশুরাম ভীষণদর্শন
আরক্ত নয়নে,—
"ওরে রণ-ভীরু শিশো!
অনুবার ধরিত্রীরে নিঃক্ষত্রিয়া যেই
তৃপ্তি লভে নি, অদ্য তা'র কোপ-শান্তি
কভু সম্ভবে না। তুই যবে বীর-মদে
প্রমাতি' অপথে পদ অর্পিয়াছিস্,
অবশ্য সে' প্রতিফল ভোগিবি,—আজিকে
তো'র শিরঃ ছেদিব, রে, এ' পরশু-দিয়া!

এত দর্প তো'র!—বলি' তপস্বী ব্রাহ্মণ
সমবমাননা কর তুমি তুচ্ছজ্ঞানে!
জান না আমারে? অরে নরাধম! আমি
মহাবীর্য্যবন্ত বীর, ত্রিলোক-বিশ্রুত;
তোমার প্রপিতামহ জানিত কিঞ্চিত্
অসীমবিক্রম মম রঘুরাজ, যা'রে
ক্ষত্রিয়েরা দিগ্বিজয়ী বলে সগৌরবে;
তব পিতা দশরথ জানহ আমার
চাপ-শর-বাহি দাস, অই যোড়পাণি।
আমি মহেষ্বাস বীর থাকিতে জীবিত
মম গুরু-ধনুঃ ভাঙ্গি' লভ মৈথিলীরে?
আজি তোমা' বধি' দিব তা'র প্রতিশোধ,
দীরাম্বা হ'বে তব তূর্ণ তীক্ষ্ণধার
কঠোর কুঠারবর-একই-আঘাতে,
বহাইল রক্ত-স্রোতঃ পৃথ্বীতলে যাহা
অসংখ্য ক্ষত্রের ভেদি' কণ্ঠ-উৎস-রাজী।
জামদগ্ন্য রাম-সনে তব পাঠান্তর!"
তেজোবিনির্জ্জিত-চণ্ড-মার্ত্তণ্ডমণ্ডল
রঘুবংশ-ধুরন্ধর-ধুরীণ বলিলা,
গললগ্ন-কৃতবাস, সহিত-সংভ্রম,—
"ছিলাম না সুবিদিত,প্রভো! ভুজবল,
ত্রৈয়ম্বক-চণ্ডতম-কোদণ্ড-বিক্রম,—
সম্ভবে এ' দোষ, দেব! এ' সুদীনজনে;
বালবুদ্ধি-বশে, গুরো! ঘটে'ছে অকার্য্য;

ক্ষম মম চপলতা, ভৃগু-ধুরন্ধর !
বাহুদণ্ড-বিলসিত বালকজনের
আনন্দ-বিষয় হয় গুরুজন-গণে।
মিথিলাধীশ্বর মোরে রাজর্ষি জনক
সম্প্রদিলা মৈথিলীরে স্বপণ রক্ষিয়া.
কি দোষ আমার তা'তে ও' দেব-চরণে ?
আমার কারণে হ'বে শত সংমার্জ্জিতে,
তাত পশুরাম, আর্য্য, মহাবীরবর !
হে ঋষি-সত্তম ! তব চরণ-অন্তিকে
কি সাধ্য এ' দাসজনে দোষ-লেশ স্পর্শে,—
আপনার অপমান করি কি শকতি !
বামন স্পর্শিতে শশী কখন প্রয়াসে,
তুঙ্গতম গিরিশৃঙ্গ বিলঙ্ঘিবে পঙ্গু,
উড়ুপে হইবে পার অপার বারিধি ?"
"বারে বারে বলে সবে বৈদেহী-কাহিনী,—
একটা সামান্যা কন্যা-প্রয়োজন কিবা ?
বনিতায় কিবা লাভ, কহ, যোগীজনে ?
বিশেষ, মর্য্যাদা মোর জানে না সে' সীতা,
পিতার নিদেশ-মতে কার্য্য করিয়াছে,
কি দোষ ইহাতে, আহা, তাহার সম্ভবে !
পারিজাত প্রসূনের যতন-গুম্ফিত
মনোজ্ঞ মালিকা করে স্বয়ং উপযাচি'
অমরকুমারী কত সেধে'ছিল আমা'
পতিত্বে বরিতে প্রেম-বিলোলহৃদয়ে,

ভুবনবিজয়ী বীর-তাপস হেরিয়া,
স্বর্গপথে, যাই যবে গুরু-সন্নিধানে
রৌপ্যসার-দ্যুতি দেব-পর্ব্বত কৈলাশে ;
কটাক্ষ ক্ষেপিনু নাহি তাঁ'দের উপরে
আমি যোগী জিতেন্দ্রিয় পুণ্য-পরায়ণ,—
সামান্য মানবী ও'ত মৈথিল-কুলজা।
খালি আমা' অপমান করে'ছে জনক,
সে'-কারণে জ্বলে তীব্রে আমূল মানস,
স-অম্বু-অম্বুদোদরে প্রাবৃট্ প্রথমে
তাড়িত-আগুন যথা জড়িত পোড়য়ে।
যথা বজ্র মহাবৃক্ষ বিদারণ করে,
তথা তা'র তনু পারি চিরিতে কুঠারে ;
কে বা সে' কোশলা-পতি দাশরথি রাম,
মোর যশঃ-শশধর-কর-গতি রোধে ?
কি ক'স মস্তক তুলি' আক্ষেপের কথা,—
পৌরার কার্ম্মুক ভগ্ন তিষ্ঠিতে ভার্গব ?
এ' লজ্জা ঢাকিতে স্থান নাহি ভব-মাঝে !"
কহিলা রাঘব,—
"প্রভো ! কার্য্য জনকের
কি দোষ সম্ভবে, দেব ! সকলি আমার ;
ধনুঃ ভাঙ্গি' পণরক্ষা করিনু বলিয়া,
রাজ-ঋষি হৈলা এই কার্য্য-পরতন্ত্র।"
দ্বিগুণিত-বেগ কোপে বলিলা ভার্গব,—
"ক্ষুদ্র এক বালকের প্রাগল্ভ্য সহে না,

অকালে বাদল, কিম্বা অমানুষ-কথা,
তুষার-কালীন কিম্বা চণ্ড ঝঞ্ঝানিল,
জলদান্তরিত রৌদ্র, দায়াদ-দুর্ব্বাক্য
অথবা যেমত দেয় যাতনা দুঃসহ !
"এত বড় শক্তি, অহো, জনক-রাজার!
'রাজর্ষি' নামের নিন্দা—সে' মূঢ় আমারে
কন্যা নাহি সম্প্রদিয়া, দিল কি পামর
সামান্য ক্ষত্রের এক শিশুকে সাদরে ?
কি সুন্দর সুবিচার-ক্ষমতা, আ মরি !
সিংহ ত্যজি' শৃগালের'পরে আস্থা, অহ,—
দেবতারে পরিহরি' বানরে অর্চ্চনা,-
দেব-হৈম-প্রতিমাকে অনাদর করি'
পশু-গলে মুক্তামালা,—পতঙ্গ হইয়া
অবাধে বিবাদে দীপ্ত বৈশ্বানর-সহ !
আজিকে সে' ক্ষত্র-কুল-কলঙ্কে দেখিব ;
আমাকে সামান্য লোক করিয়াছে জ্ঞান !
স্বয়ং যাচক হ'য়ে চাহিনু সীতারে,
রাখিল তখন ধূর্ত্ত স্তোক-বাক্য দিয়া,—
আমিও ভুলিনু কি, রে, তা'র এই ছলে !
লঙ্ঘে মোর আজ্ঞা, যাহা ব্রহ্মাণ্ডে অমোঘ,—
ব্রহ্মপুত্র-সম দশা বিধানিব তা'র ;
একটু অপেক্ষা মোর করিল না পাপ !
কে দিল এ' পরামর্শ ?—কি ভাবিয়া সেই
মোর গুরু-শরাসন-ভঙ্গ পণ করে ?

এখনি ধ্বংসিব রহি মিথিলা-মণ্ডল ;
বেগগামী বাত্যা যথা কদলী-কানন
দলে, কিম্বা নলবন মদমত্ত হস্তী,
বিদেহদিগকে এবে দলিব চরণে।
দেখা'য়ে ধর্ম্মের ভাণ সে' ভণ্ড নৈমেয়*
হল ধরি' যজ্ঞ-ভূমি স্বকরে কর্ষে,
কি কঠোরকর্ম্মা ছিল,—মহাপুণ্যচারী,
বিড়াল-তপস্বী, কিম্বা বক-ব্রতী যেন!
বাহির করিব তা'র যত ধূর্ত্ত-পনা!
এ' ঘোর পরশু-রূপ লাঙ্গলে চষিব
তা'র অঙ্গ-ক্ষেত্র খলু খণ্ড খণ্ড করি' ;
পিশাচ-কবন্ধগুলা পরিতৃপ্ত হ'বে
শমনের সত্রে আসি' শোণিত-হবিতে।
"আমার প্রদত্ত ধনুঃ, রে, কোন্ সাহসে
ভাঙ্গিলি, আমায়, পাপ! অবহেলা করি'?
আগেতে উচিত ছিল জানিতে, রে, তো'র!
রোপিয়াছ বিষ-বৃক্ষ স্বকরে যতনে,
মোর অপযশো-রূপ বারি সদা সিঞ্চি',—
কি ফল প্রসূত হয় দেখ্ পরিণামে!"
"ত্রিপুর-বৈরির চাপ, তাপস-পুঙ্গব!
বাত-বেগ-ভগ্ন-শুষ্ক-বল্লি-বৃন্ত-সম
আপনি ভাঙ্গিল যেন,—কি করিব আমি,—
স্পর্শিতে বা না স্পর্শিতে? ভগবন্ মুনে,

*'নৈমেয়'—নিমিরাজবংশ-সম্ভব মিথিলা-পতি রাজর্ষি জনক।

যা' কিছু সম্ভবে দোষ, হইবে ক্ষমিতে !,,
"ঘোর অপকার-শক্রে ক্ষত্র-জাতি মম ;—
অনেকশঃ বিনিপাতি' সে' কুল সমূলে,
কিঞ্চিত্‌ আছিনু শান্ত,— পুনর্ব্বার তব
ভুজদণ্ড-পরাক্রম সমাকর্ণিয়া
সংরোষিত হৈনু, যথা দণ্ড-বিঘট্টনে
সুপ্রসুপ্ত মহাভোগী, ভীম-ভোগবান্‌।
বৈদেহের যেই শরাসন আনমিতে
নারিলা পূর্ব্বে অন্য বাহুজ-বরেণ্য,
তাহা তুমি বিচূর্ণিলা ?—অহো কি আশ্চর্য্য !
আমার বিরক্ত-হ্রাসে কিল সমুদ্যত,
যথা যূথনাথ রদ-সমুত্‌পাটনে,
অথবা লুলাপ-রাজ বিষাণ-বিনাশে ;
সমবমাননা হেন কে সহিবে আজি ?
অপিচ জগতে 'রাম'-নাম-উচ্চারণে
আমা'-ভিন্ন অন্য কা'রে বুঝায় না খলু,—
একা জামদগ্ন্য রাম ত্রিলোক-প্রসিদ্ধ,
যথা মেরু—যা' বিরাজে ভুবন-উত্তরে,
অন্য অদ্রিবর-সংজ্ঞা কভু না বুঝায়,
গঙ্গা—পুণ্যবতী নদী ভারত-বর্ষে,
ধ্রুব-তারা—রোচে নিত্য সৌমেরব-নভে,
চিরতরে এক বেধা—সেই সৃষ্টীশ্বর,
অদ্যাবধি দ্বৈধীকৃত হ'ল সে' সমাখ্যা ?
অহো আযোধ্যিক ! তব উদয়-উন্মুখে

এ' বিষম-ক্রীড়া মম মরণ-তুলিত !
মহাধনুর্দ্ধর আমি,—মম অস্ত্র-কর
ক্রৌঞ্চ-মহাগিরি ভেদি', বিপুলবিক্রমে
সহায়িল কার্ত্তিকেয়-কীর্ত্তি-বিলোপনে ।
পিতৃ-হোম-গাভী-বৎস হরিল দুর্ম্মতি
দুষ্ট কৃতবীর্য্য-সূনু মম মহারিপু,—
প্রদিনু পামরে শাস্তি পূরা যথাবিধি ;
তুমি ও উদেছ এবে যশো-নিবারণে,—
থাকিলে অবিনির্জ্জিত গাঙ্গেয়-তনয়
ক্ষত্র-নাশ-রোষ কভু উপশমিবে না,—
বরঞ্চ, বাড়িবে ক্রমে দহি' মর্ম্মস্থলী,
অতল অম্বুধি-গর্ভে ঔর্ব্ব্য-রাশি যথা,
অথবা আনলাচলে অনলের স্তোম,
কিম্বা বহ্নি বিটপিনী-শমীর অন্তরে ।
" ভৈরব পরশু-বরে তৃপ্তি প্রদানিব,
রাজন্য-রুধিরধারা-অবিরত-পানে
যে' প্রিয় । কলুষ-রাশি আবার ব্যাপিল ?—
অপগত-পাপ ভব করিব আজিকে !
ক্ষত্রকুল-কণ্ঠ-স্রুত-রুধিরৌঘ-ধারা-
বর্দ্ধিত-প্রবাহে আমি অভিষিক্ত হ'য়ে,
কেশ-রাশি কুশা করি', পিতৃগণোদ্দেশে
তর্পিনু শোণিত-জলাঞ্জলি দিয়া কিল,—
পিতৃ-গণ গ্রহিলেন সতৃপ্ত-মানসে
সন্তোষ-জুগুপ্সা-হাস-করুণা-শোকেতে ;

সে' ভীষণ স্রোতোবরে ভাসিল অসংখ্য
ছিন্ন হস্ত-পদ-মুণ্ড তৃণ-কাষ্ঠ-রূপে ;
মৃত গজ-বাজি-রাজী যাদোগ্রাম-বেশে ;
ভগ্ন রথ-চক্র-চূড়া বারিযান-সম।
বার্ম্মধ্বজ-ধনু-ভঙ্গে আছ পর্য্যুৎসুক ?
কভু তব শ্রুতি-পথে পশে নি এ' বার্ত্তা,—
কঠোর কুঠারে মোর শত্রুগোত্র-নাশে
মহাতেজে সমুদিত দ্বাদশার্ক-রূপী,
রত্নরাজী-বিগুম্ফিত-কেয়ূর বিশোভী
কার্ত্তবীর্য্য-ভুজারণ্য-চ্ছেদ-লীলা পটু ?
জান—বৈরি বনিতার ক্রন্দন-স্বনে,
অসংখ্য মূর্চ্চাভিষিক্ত-হাহাকার-নাদে
অসীম অম্বর-তল বিদীর্ণিয়াছিল ;
বহু রাজবংশ আমি নিঃশেষিনু হেলে :
খণ্ডিনু বাহুজ-বর্গ-জাতি-অহংকার ;
এ' হেন ভার্গব আমি,—নামক প্রভাব
সর্ব্বভূতে সুবিজ্ঞাত, জান ত, রাঘব !
যে' কোপাগ্নি মহানন্দে মন্দীভূত ছিল,
আজি প্রধূমিত হ'ল সমিন্ধন-দানে ;
প্রোজ্জলিবে বাত-বেগে এখনি সত্বরে,
ভীমভস্ম-শিখারাজী ব্যাপি' নভোমার্গ,
দহিবে রাঘব-কুল পতঙ্গ-প্রতিম,
অখিল ক্ষত্রিয়-ভূমি ভস্মরাশি হ'য়ে
উড়ি' ধা'বে দিগ্বিদিগে আবরি' অম্বর,

কৌসুম্ভ-পরাগ যথা মাধব-সময়ে।
"দশশত-বাহু-বল যদি লভ তুমি,—
আমি খলু দ্বি-দো-র্দ্দণ্ডে জিনিব তোমায়:
তুমি চক্রবর্ত্তী-নৃপ,—আমি মুনি-সূনু;
বহুলক্ষ-অনীকিনী-সহায়-সম্পন্ন,—
আমি একা আছি বীর সম্মুখে দাঁড়া'য়ে
অযুত-অর্ব্বুদ অস্ত্র আছে তবাধীনে,—
একমাত্র শরাসন, নিশিত শায়কে,
অথবা পর্শুতে একা ধ্বংসিব সকল।
দেখুক্ ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ মম বল আজি,—
মুহূর্ত্তৈক-বিলম্বেতে বৃথা শস্ত্র ধরি';
নীরাধব, নির্ভার্গব কিম্বা হ'বে ভব,—
যদি শক্তি থাকে তব, বধ এবে মোরে;
ইক্ষ্বাকু সম্রাট্, কিম্বা ভগবান্ ভৃগু,
উভয়ে হউন্ সাক্ষী এ' ভৈরবাহবে,—
একতর-ভাবি-পিণ্ড-পথ বিলোপিবে।
বেদাধ্যয় মিথ্যা, কিম্বা কুঠার-ধারণ,
অথবা সমাধি-পূজা-তপঃ-জপ-যোগ,
কিম্বা গুরু-পুরহর-শিক্ষা শপথিনু।
হও, রে, প্রস্তুত শীঘ্র মস্তক-প্রদানে
মম অস্ত্র-রূপ ঘোর-বলিকাষ্ঠ-মুখে;
শমিব মানস-তাপ পশু-সম ছেদি';
তব শিরঃ বলি পা'য়ে পর-পরিতোষ
পাইবেন পিতৃ-গণ, হে দুরহংকৃত!"

যেমত নির্ব্বাত-স্থির সলিল-আশয়ে
শিলাখণ্ড নিক্ষেপিলে, জল চঞ্চলয়ে,
এবম্ভূত আত্ম-শ্লাঘা-মিশ্রিত কঠিন
ভার্গবের বাক্যে কৌশল্যেয়ের হৃদয়
তেমত ক্ষুভিত হ'ল।

সংবোধি' কহিলা,—
" হে ভার্গব ! বার-বার তব এতাদৃশ
রাগ-বিভীষিকা চিত্ত অতীব ব্যথি'ছে।
চারু বর-হীরা-হার শোভে মম কণ্ঠে,
অথবা দীপিবে খলু তব তীক্ষ্ণ-ধার
করাল পরশু-বর ; বীর ! আমা'দের
পুরযোষাগণ-চক্ষে রাজি'ছে কজ্জল,
নতুবা বহিবে জল অনর্গল-বেগে ;
সন্দর্শিব নিরুপমা বদন-সুষমা
রামোরু-গণের গৃহে, অন্তক-মন্দিরে
প্রেতপতি-মুখ কিম্বা হেরিব সম্প্রতি ;—
যা' থাকে অদৃষ্টে, অহো ! যটুক এ'ক্ষণে,
আমরা কখন নহি ব্রাহ্মণের বৈরি ;
পবিত্র আদিত্য-বংশ কভু কলঙ্কিব
গো-বিপ্র-নিধন সাধি' ? প্রভো, জামদগ্ন্য !
এ' হেন নিয়োগে নহে রাঘব প্রবীর ;
যাহা অভিরুচি, আর্য্য ! করুন বিধান।
আপনি প্রবর-বর্ণ-সম্ভূত ব্রাহ্মণ,

জাতিতে সংপূজ্য,—আমি দ্বিতীয়-বর্ণ-জ,
আপন-সহিত করি সংগ্রাম-সাহস,
কভু না সম্ভবে,—সবে মোরা হীন-বল ;
মাদৃশের অবিধেয় বিবাদ-প্রবৃত্তি ;
সর্ব্ব-মূর্দ্ধা-অবতংস বলবান্ দ্বিজ,—
একগুণ শরাসন পার্থিব-শকতি,
নবগুণ যজ্ঞ-উপবীত বিপ্র-বল ।
প্রসন্ন হউন, দেব ! এ' দীনের 'পরে !"

রাঘবের বাক্য-শেষ না হ'তে হ'তেই,
ভৃগু-পুত্র সমধিক রোষ প্রকাশিয়া,
প্রকম্পিত-কলেবরে কর্কশে কহিলা,—
"অরেরে ক্ষত্রিয়-অপসদ, বৃথা-গর্ব্বি !
জাতিতেই পূজ্য, হ্যাঁ রে ! আমি কি কেবল ?
আর কিছুতেই নহি ? ছাঃ পাপ, অধম !
যজ্ঞসূত্রে খালি মম বল বিদ্যমান ?
আর কিছুতে কি নাই ?—আরে দুরাচারি !
গো-জাতি-সহিত আমা' সমশ্রেণী-ভুক্ত
করিস্ ?—লঘুর মুখে এত বড় বাণী ?
পুঞ্জশঃ বরষে যদি অগ্নি সর্ব্বগাত্রে,
তা'ও সহনীয়, তবু' এ' ছোট কীটের
দশন-ঘাতন, অহো, কভু সহ্য নহে !
যা' ইচ্ছা করিব, তাহা এ'ক্ষণি দেখিবি,
ভাবিতে হ'বে না আর মুহূর্ত্তের জন্য !!"

হৃদয়-প্রমদ কর আকর-স্বরূপ
'ভার্গববিজয়'াহ্বয় কাব্যেতে ভণিযা
'সমুদ্যম'-সমাখ্যাত সপ্তম সরগ,
নিবেদি'ছে তব কাছে আনত-মস্তকে,
বিশেষবিনতি-সনে, করি' যোড় হস্ত,
গো বঙ্গালঙ্কার-সুকোবিদ! চক্রবর্ত্তী-
উপনামধেয় মূঢ় শ্রীগোপালচন্দ্র,
বিন্ধ্যনিবাসিনীদেবী-মানসমোহন,—
কারুণ্য-বিমলরস-রসিত-হৃদয়!
কৃপাকরি' পাথিকিয়া নয়ন-পথের,
দেখহ বারেক হ'ল এ'টুক কেমন!
সংগ্রহি' মরন্দ-রাশি নানা সুকুসুমে,
রচিল এ' চক্র, দেখ সরস-অন্তরে,
হে বিদ্যা-বারিধি-রত্ন! হ'বে কি রুচির?
বঙ্গজনগণ-মনঃ কভু কি মোহিবে
সুন্দর সৌরভে যা'র, মধুর আস্বাদে?
অপাত্রের হস্তে ন্যস্ত হ'য়ে সুধা-পাত্র
বিষকুণ্ড হ'বে? কি, গো! দেবতা গড়িতে
কুরূপ বানর-মূর্ত্তি পরিণত হ'ল?
গঙ্গার সলিল হ'ল কর্ম্মনাশা-জল?
কু-জনের স্পর্শে স্বর্গ হ'য়েছে নরক?
নন্দন-উদ্যান, দিব্য, পাপীর প্রবেশে
বৈতরণী-তীর-স্থিত অন্ধতমোময়
অগম্য কণ্টকপূর্ণ কঠিন কানন?

অসতের সঙ্গ-দোষে পবিত্র-অন্তর
সাধুজন হয় কি, গো ! পিশাচ-প্রকৃতি ?

ইতি 'ভার্গববিজয়'-কাব্যে
'সমুদ্যম'-নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

বিষয় :—

লক্ষ্মণের ক্রোধ,—বীরত্বপূর্ণ-যুক্তি-বর্ণন,—প্রাগল্‌ভ্য,—ভার্গবাভিভবে প্রতিজ্ঞা; ভার্গবের মহামন্যু; রামের সংগোপনে লক্ষ্মণকে নিবারণ; দশরথ-প্রভৃতির সন্ত্রাস-সংবর্দ্ধন, ভার্গব সৌমিত্রির বধে উদ্যত; কৌশিকের ভার্গব-সমীপে আগমন,—বেশ-সংকথন,—সংক্ষিপ্ত-পূর্ব্ব-বিবরণ,—ভার্গবকে সান্ত্বনা,—তদ্‌যশঃ-প্রশংসা—লক্ষ্মণাদি রাঘবীয়-বর্গ-বিধ্বংসে প্রতিনিষেধ; ভার্গবের ক্রোধোপশমন,—স্বীয় কোদণ্ড-ভঙ্গে রাঘব-প্রতাপ-পরীক্ষা-প্রস্তাবনা; বিশ্বামিত্রের প্রস্থান,—চিন্তা। অষ্টম-সর্গ-শেষ।

স্থান,——বিদেহা-কোশলরাজ্য-প্রান্ত-প্রদেশ, অযোধ্যানগরী-পথ। | কাল,——দ্বিতীয় দিন; মধু-ঋতু, মধ্যদিন।

দণ্ড-উদ্‌ঘট্টন-শব্দে যথা ফণী-শিশু
উঠে ঊর্দ্ধ্বফণা ধরি' স-রোষে সহসা,
বাহিরিয়া অনুক্ষণ দ্বি-খণ্ড-রসনা,
এ'হেন সময়ে তথা প্রবীর সৌমিত্রি
মহাক্রোধে সমুত্থিলা বক্র গ্রীবা করি',

চাহি' ভার্গবের পানে ;—আরক্তিম আঁখি,
প্রাতে প্রাচী-আশা-ভালে ভানুমান্ যথা ;
ঘুরি'ছে তারকদ্বয় কুম্ভকার-চক্র ;
বাম-পাণি-বদ্ধ-মুষ্টি-দিব্য-শরাসন ;
নিশিত শায়ক-বর রোচি'ছে ইতরে :
হেলিল শীর্ষক-চূড়া অধীরে আন্দোলি' ;
ভাস্বর কিরীট-বর মেরু-শৃঙ্গ-প্রভ ;
জ্বলিল হীরক-খণ্ড সৌর-মরীচিতে
যেন ঝলসিয়া দৃষ্টি ভীম ভার্গবের ;
হেলিল সে' তনু-যষ্টি মনোরমতম ;
সংবদ্ধ সৌবর্ণ্য-বর্ম্ম ঝকিল বিমলে।
ভয়দায়ী প্রীতিপ্রদ দেখিতে হইলা,
যেমতি মাণিক্য-রাজ ফণীবর-শিরে ;
আহা ! পুরা এইমত দেবসেনা-পতি
কৃত্তিকা-হৃদয়ানন্দ, ষাণ্মাতুর, স্থর,
সাজি' দণ্ডাইলা দেব তারক-সূদন
তারক-অসুর-কাছে তা'র বধ-আশে।
কহিলা সম্বোধি' শূর অসম-সাহসে
ভৃগুবংশ-অবতংসে,—
"শুন, হে বর্ব্বর !
ব্রাহ্মণ, নিকৃষ্টতম ! কহ ত বিশেষি',—
এ' গ্রামে পাদিক পড়ে, অন্যে শিরঃ-পীড়া,—
চালে ফলে শুনী,* ব্যথা হরি-মার গলে ?

* 'শুনী'—কুষ্মাণ্ড, কুমড়ু।

ক্ষাত্র-ধর্ম্ম, দারা-লাভ প্রতাপ প্রকাশি,—
বীরোচিত কার্য্য আর্য্য সম্পাদিলা বীর,
কি ক্ষতি তোমার তাহে? বিষম-বিদ্বেষি!
আছিল শকতি যদি, না চেষ্টিলা কেন?
পরের দেখিলে লক্ষ্মী পার না সহিতে:
ভাবিলা আমরা শিশু,—ভূপতি দুর্ব্বল;
বালকে ভাণ্ডিয়া, বুঝি, ভক্ষিবে মিষ্টান্ন?
পরিহর হেন আশা, দ্বিজ, দুষ্টমতে!
গোটাকত ক্ষীণ-শক্তি ক্ষত্রে সংহারিছিলে
ধূর্জ্জটী-প্রসাদে,—তাহে এত দর্প কেন?
কিবা ফল প্রকাশিলে প্রচুর প্রাগল্ভ্য?
শূরোচিত আচরণে কর পরিচয়!
যবে নিঃপার্থিবা পৃথ্বী করে'ছিলে তুমি,
তখন না উদে'ছিল দাশরথ-তেজ।
এ' হেন লঘুতা অদ্য নহে কোন নর
ক্রূর-চেতা সকুটিল এক বিপ্র-হ'তে?
অদ্যাবধি অগ্রজন্মা নহেন আমার
মহোদ্দণ্ড সুদোর্দ্দণ্ড ভাণবেন্দ্র * বলী;
রঘুকুলে জাত আর নহি স্বয়ং আমি;
ভাস্কর-কুলের পুত্র, পৌত্র কিম্বা মোরে
কেহ যেন নাহি কহে,—এ' বাক্য অমোঘ;
ধীর, বা অধীর, কিম্বা কুলের কলঙ্ক
কহে, ত কহুক্ লোক,—তা' সহিতে পারি;

* 'ভাণবেন্দ্র'—সূর্য্যবংশের শ্রেষ্ঠ, রাম।

দুষ্টদ্বিজ-দমনার্থ বদ্ধ-পরিকর
অদ্যাবধি হৈনু আমি, কা'র সাধ্য রোধে!
'জামদগ্ন্য-জিৎ'-উপাখ্যা লভিব সহেলে;
সাক্ষী হও সর্ব্বভূত, বিশ্ব, চরাচর!—
হে অর্য্যমা, লোকচক্ষুঃ, ত্রিলোক-আলোকি!
বিশ্ব-চতুর্দ্দশ-চারি, অহে প্রভঞ্জন!
ভো নভঃ, শব্দ-বহ, অশেষ-শরীরি!
হে অর্ণব, জলদল-নাথ, দূরব্যাপি!
হে পর্ব্বত, দীর্ঘকায়, ভূ-পঞ্জর-রূপী!
ভোভো বৃন্দারক-বৃন্দ, সর্ব্ব-অন্তর্যামি!
কত বল ধরে এবে দেখিব দ্বিজন্মা।
" হে পরশুরাম মুনে! কিসের বিতর্ক?
যত পার, হান তত; আপন-মহত্ত্ব
প্রকাশ প্রতাপ, তেজঃ,—কিসের জিজ্ঞাসা?
অহহ, ঋষির প্রাণে কি করিতে পারে!
বিষম শূরণ যথা, তেমতি তিন্তিড়ি,—
যেমনি ভুজগ, তা'র তেমনি গরুড়,—
অদ্রির অশনি-দণ্ড, বহ্নির সলিল,
অত্যুগ্র-নিহার-নাশী ভীষ্ম গ্রীষ্ম-ঋতু
কালে সৃষ্ট হয়, জান, এ' বিধি বিধির।
ভুবনৈক-বীর বলি' কর আত্ম-শ্লাঘা,
হে ভূদেবকুল-গ্লানি! গ্লানিব সে' খ্যাতি,
অহিমাংশু-অংশু যথা হিমাংশু-অংশুকে
সমকাল সমুদয়ে হীন-অংশু করে,

সপ্তার্চ্চিঃ নিরর্চ্চিঃ কিম্বা দিবা-দরশনে ;
ত্রিলোক-আতঙ্ক তুমি দেখিলে কেমন।
অবহেলে এক-শর-প্রহারে প্রেরিলা
অন্তক-মন্দিরান্তরে ভীষণ-দর্শনা
সুকেতু-নন্দিনী নক্তঞ্চরী তাড়কারে
বাল-লীলা-চ্ছলে বীর,—কেবল ভ্রূভঙ্গে
মারীচ রজনীচরে বিমুখিলা রণে
দেব রঘুকুল-মণি বীরবরর্ষভ,—
সংহারিবে তুমি তাঁ'রে রাজকুল-সহ ?
নিখিল-প্রবীর-মৌলি-মকুটেন্দ্রনীল-
মণিবর-রূপ অলিকুল-প্রচুম্বিত
যুগ্ম-কোকনদ ছবি-চারুপদ যিনি,
থাক্' নিধনের কথা দূরে,— এক গাছী
কেশ-সম্স্পর্শে কা'রো নাহিক শকতি
থাকিতে লক্ষ্মণ ধন্বী, চণ্ডচণ্ডদাতা ;
জান না রাজন্য-গোত্র লক্ষ্মণ-রক্ষিত ?
ধ্বংসিবে রাঘবকুল বলি' স্পর্দ্ধিতেছ,
জান না জগতে এবে সৌমিত্রি উদিত ?
দিনকর-কর যথা শোষে নৈহারিক
বিন্দু-বৃন্দে (নব-দূর্ব্বাদল-চূড়া-দীপী),
অথবা নির্ঝরী-বেগে ঘোর মরুস্থলী,
দুষ্ট-ধরামর-গর্ব্ব হ্রাসিব তেমতি !"
এত বলি' দণ্ডাইলা উর্ম্মীলা-বিলাসী,
প্রতিক্ষণে প্রতীক্ষিয়া সংগ্রামাবসর,

ভার্গব সম্মুখে, পূর্ণ-জ্যা-রোপিত-চাপ,
যোদ্ধৃবর-চূড়ামণি আলীঢ়াবস্থানে *
মরুপথ-বহ্নি-প্রভ শুষ্ক শালবনে
বাড়িল অধিক ক্রোধ লোমাঞ্চের ছলে।
রেণুকা-হৃদয়ানন্দ ভৃগুগণপতি
আকর্ণি' এ' হেন বাণী লক্ষ্মণের মুখে,
মহাকোপে বিকম্পিতে লাগিলা সঘনে,
যথা কদলীর কাণ্ড মহা-বাতবেগে।
পূর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত-মূর্ত্তি হৈল,
কদম্বকুসুম-সম তনু লোমাঞ্চিত;
ঊর্দ্ধ জটাজূট হৈল সিংহসটা-সম;
রোষ-সংলক্ষিত-চক্ষু হৈল ভয়ানক,
চিতাগ্নি জ্বলিল যেন নিশায় শ্মশানে;
অক্ষিযুগে সুখতারা ধরিল স্থিরতা,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম সভীম-মরীচি;
অমর্ষ-উদ্ভূত অশ্রু টপ্‌টপ্‌টপে
পড়িল, প্রদীপ্ত দীপ হ'তে স্নেহ-বিন্দু
বিন্দুপাতে অর্চ্চিঃ যেন ঈষত্‌-নীলাভ;
সংরুদ্ধ-নিঃশ্বাসবায়ু-ভ্রূকুটিত-আস্য;
কালান্তক-যমোপম দুর্দ্দর্শদর্শন,
অস্তগত-সূর্য্যকর-স্তোক রেখা রক্ত-
শৃঙ্গ-মুকুটিত, দূরে দেখায় যেমতি,

* আলীঢ়—যুদ্ধকালে ধনুর্দ্ধর যোদ্ধা দক্ষিণ-জঙ্ঘা প্রসারণ-পূর্ব্বক বামপদ সংকোচ করিয়া যে রূপে দণ্ডায়মান হয়, সেই অবস্থানকে 'আলীঢ়' কহে।

সায়ন্-প্রচ্ছায়-রুক্ষ, তুঙ্গ, ভৃগুমান্
গিরিশ্রেণী-অন্তরাল চক্ষুঃ-ভীতিপ্রদ।
পুনঃ বিশ্ব বিলম্ভিল মহালয়-দশা।
ধনুর্দ্ধর ভৃগুরাম সৌমিত্রি-সম্মুখে
দণ্ডাইলা প্রত্যালীঢ়-পাদ-সংস্থানে *।
লতা-পত্র-কিশলয়-দল-মধ্য-দিয়া
মৃদুল সমীরবর যেন মরমরে,
বারি-ধারা সরসরে অথবা উৎসের,
সভয়ে রাঘব শ্রেষ্ঠ কহিলা লক্ষ্মণে,
জনান্তিকে বিনিবারি',—
"হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে!
আমি দিনদেব-কুলে জন্ম লভে'ছি,
এ' হেন অকম্প কভু আমারে সম্ভবে?
অন্যান্য ক্ষত্রিয়, আর ছান্দস্য† বশিষ্ঠ,
ভগবান্ রাজ-ঋষি কৌশিক-হইতে
নানা বিদ্যা-অস্ত্রবেদ-শিক্ষা লাভ কৈনু,—
ইহাতে সুযশঃ কিম্বা কুযশঃ কদাপি
রটয়ে অবনী-মাঝে আমার, তথাপি
সুবিপুল বপুষ্মান্ ভোগীন্দ্রে হেরি'
অকস্মাৎ বন্মান্তরে স্তম্ভিতের মত
যথা পান্থ মহাভয়ে আগু'তে না ক্ষমে,
বিপ্রে শস্ত্র-পরিগ্রহ-সাহসিকতাতে

* প্রত্যালীঢ়—আলীঢ়াবস্থানের ঠিক বিপরীত ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া।

† ছান্দস—বেদাধ্যায়ক, শ্রোত্রিয়। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ অথর্ব-বেদী ছিলেন।

অতি-ভয়-বাসি চিত্তে ;—ভ্রাতঃ ! নিবর্ত্তহ
তূর্ণ এ' ব্যাপার-হ'তে ; শান্তহ তাপসে।
অয়ঃ অয়স্কান্ত-স্পর্শে গ্রহে তা'র গুণ,
স্বয়ং কি চুম্বক-মণি ত্যজিবে স্বধর্ম্ম ?
দহিতে সমর্থে বিশ্ব বিনা-প্রহরণে
ব্রাহ্মণের মহাতেজঃ চক্ষুর নিমেষে,
অগ্নিমণি * বিনা-অগ্নি রবি-কর-স্পর্শে
দীর্ঘ-অগ্নি-রেখা-রাজী প্রতিফলিতিয়া,
পোড়াতে পারে না, পড়ে সম্মুখে যা' কিছু ?"
 গজজ-ক্ষ্মাপতি, মন্ত্রী, অগণ্য রাজন্য,
বশিষ্ঠাদি বিপ্রবর্গ, সমস্ত বাহিনী
চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় চাহিয়া রহিল
দোঁহা-পানে ভীতি-স্তব্ধ নির্নিমেষ-আঁখি।
সান্দ্র-নিঃশব্দতা তূর্ণ স্থাপিল সে' স্থলে
স্বকীয় সমাধিপত্য।
 হেথা জামদগ্ন্য
জ্যা-কর্ষিলা পুনঃপুনঃ আকর্ণাকর্ষণে ;—

* 'অগ্নিমণি'—অগ্নিগর্ভ কাচমণি, সূর্য্যকান্তমণি, সূর্য্যমণি, জ্বলনাশ্মা, দীপ্তোপল, আতসীপাথর। পূর্ব্বে ঋষিরা এই মণি হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া যজ্ঞকার্য্য সুসিদ্ধ করিতেন। সূর্য্যকান্ত নামে স্বতঃপ্রভ অন্যবিধ কোন প্রস্তর আছে কি না, তাহা সন্দেহ,—গল্পে শুনিতে পাওয়া যায়, যে, উহা রাত্রিযোগে অন্য-আলোক সাহায্য-ব্যতীত প্রদীপের কার্য্য নির্ব্বাহ করে; কোন প্রস্তরে উষ্ণ ও কোন প্রস্তরে শীতল রশ্মি প্রসূত হয়; আর ও কিম্বদন্তী এই, যে, সূর্য্য-করপাতে আলোক-প্রদান-সমর্থ চন্দ্রের ন্যায় অপর একবিধ মণি দীপের সহায়তা পাইলে স্বয়ং তেজোবিশিষ্ট হইয়া শত-কিরণ প্রতিফলিত করে; পূর্ব্বে এবম্বিধ মণিদ্বারা খচিত দেবমন্দির-সমূহ এক এক ক্ষুদ্র স্বর্ণ-প্রদীপ-কর্ত্তৃক সমালোকিত হইত, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

চণ্ডকোদণ্ডের আজি ভৈরব টংকারে
স্তব্ধ ব্রহ্মাণ্ড ; মুহু-র্মুহুঃ সে’ শবদে
কারণ-সাগরোদরে* যেন খসি’ পড়ে
আলোড়ি’ কমঠ-পৃষ্ঠ সমস্ত পৃথিবী
শেষ-শিরো-হ’তে। মহাযুদ্ধ-শঙ্খ-নাদ
দিগ্বিদিগে প্রধাবিল, ব্যাপি’ অন্তরীক্ষ ;
নিদ্রা দূরি’ প্রতিধ্বনি নাচিল কন্দরে
ভীষণ-গম্ভীর ‘ভোঁ ভোঁ’-সপ্তস্বর-রবে ;
অধীরে বিদীরে হৃদ, আমূল-মরম,
শুনি’ ক্ষণে ক্ষণে ; সবে চমকি’ কম্পিল।
নিমেষ-পতন-মধ্যে গ্রহিয়া সত্বরে
অক্ষয় নিষঙ্গ-হ’তে বাণ, ভীমতম,
পশুপতি-দত্ত, দিব্য, অব্যর্থ ত্রিলোকে,
দহিতে সমর্থ বিশ্ব যাহা একক্ষণে,
সুরাসুরনরাতঙ্ক, শত-শম্পোজ্জ্বল,
জ্বলিছে যাহার মুখে মহাবহ্নি-রাশি

---

* পুরাণে বর্ণিত আছে —সৃষ্টির আদি-সলিল-পূর্ণ ‘কারণ’ নামা সীমাশূন্য মহা-সমুদ্র-হৃদয়ে সর্ব্বতঃ-সুবিক্ষিপ্ত জলবিম্ববৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত ভাসমান রহিয়াছে। ঈশ্বরের নিদেশানুসারে ‘মহাকাল’-নামা রুদ্র বিরাট্ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক কারণবারি-মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ; সমুদ্র-ভিতরে তাঁহার জানু-পর্য্যন্ত পদদেশ-মাত্র নিমগ্ন রহিয়াছে। পাছে বাত্যা-তরঙ্গ-বেগে পরস্পরে আঘাত-প্রতিঘাতে ভগ্ন হয় বলিয়া তিনি মহাত্রিশূলের অগ্রভাগদ্বারা প্রত্যেককে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এই কবিকল্পনাটির গূঢ় তাৎপর্য্য এই, যে, অসীম শূন্য-মধ্যে সূর্য্য-গ্রহ-লঘুগ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-গ্রাম-সমন্বিত নিয়ত পরিঘূর্ণায়মান অসংখ্য অসংখ্য জগৎ মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য কোন অদ্ভুত নিয়মের অধীন হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।

কালানল-তুল্য তেজে অলক্ষিত-রূপে,—
লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল লক্ষি' বিলক্ষণ,
অমোঘ-শিঞ্জিনী-পূর্ণ-সমধিরোপিত
উন্মোচিতে সমুদ্যত আশ্রবণাকর্ষি',
ভীমতম-ধনুষ্কোটি-বদ্ধ-বামমুষ্টি।
কলম্ব-সম্ভবা বিভা বিম্বিল অম্বরে,
উজ্জ্বালিয়া আশামুখ আর পৃথ্বীস্থলী।
এইমত ক্রোধে, অহো, নমুচি-মথন
নমুচিমথন-কালে পুরা বজ্র ধরি'
দণ্ডাইলা যুদ্ধ-ভূমে ভয়াবহ-বেশে!
নব-নভোলিহ*-নিভ সুন্দর শতাঙ্গ,†—
স্থিরাস্থিরারোচিঃ-রোচি‡ সৌবর্ণিক-ধ্বজ,—
বহুবিধ চিত্রবর্ণ চারু বৈজয়ন্তী
সুরেন্দ্রকার্ম্মুকোপম, বর্ণানভঃশোভী,—
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র যা'র চক্র-ঘোষ,—
তপোধন-কুল-নিধি বৈভাগুকি যাহে
বিরাজে দ্বিতীয়-সপ্তশিখানাথ-সম§।—
এ' হেন স্যন্দন-হ'তে সহসা সত্বরে
সমবরোহিয়া, ধা'য়ে তীব্র-ক্রম-ক্ষেপে,
ভার্গবের পুরোভাগে উপস্থিত হৈলা
দ্বিতীয় অর্কের সম, ঘনজাল-মুক্ত,
তাপস-অগ্রণী এক, তেজঃপুঞ্জ-তনু :—

* 'নভোলিহ'—মেঘ। † 'শতাঙ্গ'—রথ। ‡ স্থিরবিদ্যুতের প্রভার ন্যায়।
§ 'সপ্তশিখানাথ'—অগ্নিদেব।

শিরে শুভ্রজটাজাল, অক্ষমালা-বন্ধ,
গাঙ্গ-পূত-বারি-গর্ব্ব যথা জটাজূট
ফণিগণ-সংবেষ্টিত বিধুমৌলি-মৌলে ;
পলিত-শ্মশ্রুমণ্ডল-বিশোভী-আনন,
শ্বেত-শতপত্রোদরে কেশর-বীথিকা,
দেবসদ্ম-স্তম্ভলক্ষ্মী কিম্বা সুচামর ;
বৃদ্ধদশা-সুব্যঞ্জক-বলিময় বপুঃ ;
বক্ষে শ্বেত-লোমাবলী নাভীরন্ধ্রগামী,
সুরনির্ঝরিণী-ধারা সাগর-সঙ্গমে ;
নিকলে অপূর্ব্ব-বিভা গূঢ়-মর্ম্মভেদী
লোচনযুগলে যেন ; জ্ঞান ও ধর্ম্মের
গম্ভীর-বদন-সাক্ষী মুকুর স্বরূপ ;
শ্বেত-চন্দন যজ্ঞভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রকী লেখা
ললাট-ফলকে সাজে, অর্দ্ধ-ইন্দু কলা
অর্দ্ধেন্দুশেখর ভালে দীপে চারু যথা ;
স্নিগ্ধ-ভস্ম-সংম্রক্ষিত পূত-তনুযষ্টি
বেষ্টিত রৌরবী-ত্বচে, পবিত্র লাঞ্ছন ;
বক্ষে রুদ্র-অক্ষ-দাম, আজানু-বিলম্বী,
দৈত্য-মুণ্ড-মালা যেন চামুণ্ডার গলে ;
যজ্ঞ-উপবীত, মৌঞ্জী-মেখলা-যন্ত্রিত,

---

* ক্ষত্রিয়জাতির ত্রিপুণ্ড্র-রেখাঙ্কিত ফোট করিতে হয়,—

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ, ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিপুণ্ড্রকম্,
অর্দ্ধচন্দ্রন্তু বৈশ্যশ্চ, বর্ত্তুলং শূদ্র-যোনিজঃ।—" ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

[illegible]ন-গগন-তনু ছায়াপথে যথা ;
সংপিহিত মাঞ্জিষ্ঠিক-বাস,* বিরঞ্জিত
সান্ধ্যাম্বুদ-খণ্ডে যথা প্রতীচীর নভঃ ;
কর-যুগে বিভূষিত অক্ষসূত্র-বালা,
ফণিনী-বলয় যথা মহেশের ভুজে ;
পৈপ্পল আষাঢ়-দণ্ড বামেতর-করে,
প্রমথনাথের যথা বিশাল ত্রিশূল।
হেরিয়া সে' সৌম্যমূর্ত্তি চিনিলা সকলে,—
বিশ্বামিত্র, কুশবংশ-নলিন-বান্ধব,
রাজর্ষি-পুঙ্গব ইনি, রাঘবেন্দ্র-গুরু :—
কান্যকুব্জ অধীশ্বর-গাধীর কুমার,
অপ্রতিহত-অমর্ষ, ঋষি, মহাতপা,
ব্রাহ্মণত্ব বিলভিয়া তপস্যার বলে
দেখাইলা পরাকাষ্ঠা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ;
ভগবান্ বশিষ্ঠের একশত সূনু
নৃপতি কল্মাষপাদ দ্বারা† বিনষ্টিয়া
সাধিলা ভূয়িষ্ঠানিষ্ট বরিষ্ঠ মন্যুতে ;
অভিশাপি' সরস্বতী-পুণ্য-সরিদ্বরা
রুধিরৌঘ-স্রোতস্বতী কৈলা অবহেলে ;
স্বশরীরে স্বর্গারোহ করাইলা খলু
ত্রিশঙ্কু-সম্রাটে ; ভার্য্যা-পুত্র বিপণিয়া

---

* "মঞ্জিষ্ঠা"—মজীঠ, রক্তবর্ণ লতা-বিশেষ। ইহার রসে রাঙা রঙ্ প্রস্তুত হয়।

† সূর্য্যবংশীয় রাজা সৌদাস বশিষ্ঠপুত্র মহর্ষি শক্তির অভিশাপে রাক্ষস হইয়া 'কল্মাষপাদ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরম নিগ্রহ কৈলা হরিশ্চন্দ্র নৃপে ;
কৌশিকী-নামেতে নদী আদেশে স্বজিলা ,
দ্বিতীয়-বিধাতা-সম অভিনব সৃষ্টি',
সাধিলা অদ্ভুত কার্য্য, বিশ্রুত জগতে।
জহ্নু বংশ-অবতংস সন্ত্রস্ত-গতিতে
রাঘব-কুমারগণ-নিধন-সাধনে
ভার্গবে হেরিয়া রত, বিষম বুঝিয়া,
উপস্থিলা মধ্যস্থিতে নিবারণাশয়ে ;
শায়কোন্মোচনোন্মুখ-মুষ্টিবদ্ধপাণি
ভৃগুণাম্পতির ধরি', সকরুণ-স্বরে
কহিতে লাগিলা ধীর, প্রবাহিল যেন
শশীর শরীর-দিয়া মৃদু কলকলে
সুধা-স্রোতঃ শূন্যপথে মন্দাকিনী-মাঝে,—
" গিনির্ব্বার-উর্ব্বী-কর, পুরহর-শিষ্য !
অহহ ! ভার্গব, বীর ! ক্ষান্ত হও, তাত !
বিরম বিরম, ব্রহ্মন্, ভাগিনেয়াঙ্গজ !
সংবর সংবর, শূর ! শর, বিঘ্ননাশী ;
বীরের বীরত্ব কিবা বাল-বধ-কার্য্যে !
সুবিশাল যশঃ সুধা কলুষিত করা
তোমা' হেন জনে সাজে ? অতুল-প্রতাপি !
একবিন্দু-তক্র-পাতে দুগ্ধের কলস
বিধেয় বিনষ্ট করা ? বিমল-সলিল,
কলধৌত-লেখা-সম পার্ব্বত-প্রবাহে
অশেষ-পীড়ার ধাম স্থির-পল্বলের

পয়ঃ প্রয়োজন কিবা কিঞ্চিত্ মিশ্রিয়া ?
স্ফটিক-ধবল-স্বচ্ছ-শোভা-বিনাশনে
একবিন্দু-মসি-পাতে হিমানী-রাশির
কি ফল ? অমৃত-ভাণ্ডে গরল ক্ষেপণে ?
এ' বিপুল নাম তব কেন পঙ্কিলি'ছ ?
অমল মাণিক্যেরে কি কায গমলি' ?
মহাজ্ঞানী তুমি মুনে ! কি জানে লক্ষ্মণ,
অবোধ, কোমল প্রাণ, অতি-শিশুমতি ।
যা'র ভয়ে ক্ষত্রজাতি আসমুদ্র গিরি
সতত সন্ত্রস্ত,—বাঞ্ছা অনিশ যা'দের
করুণাকটাক্ষ-কণা কিঞ্চিত্ লভিতে,—
যা'রা আরাধি'ছে তোমা' স-একাগ্র-চিত্তে
চরণ-নলিন-পূত-পরাগ-প্রাপণে,—
এ'হেন জন কি কভু সামান্য শিশুর
প্রগল্ভতা-উত্তেজিত হ'ন ? মহাজন !
তুঙ্গ তুঙ্গমান্ গিরি টলে কি কদাপি
ক্ষুদ্র মক্ষী-পদ ক্ষেপে ? কিম্বা মহার্ণব
বেলাভূমি উদ্বেলয়ে মৃদুবাত-বেগে ?
প্রবল-তটিনী-গতি সংরোধে কি, অহ !
ক্ষুদ্রকায় শিলা-বোধ ? কখন কি থামে
সামান্যবিটপীবর-বিটপ-প্রসারে
মহাপ্রভঞ্জন-ভীম-প্রবহন-বেগ ?
ত্যজ ক্রোধ, বাপু ! পুনঃ শান্তি সমাচর,—
যাহা পুরা গ্রহে'ছিলা বেধা-অনুরোধে,

এরে সেই শান্তি-ভঙ্গে কভু না সাজলে
তোমা'-হেন জন-হ'তে নমবনন্দন
বিধাতার, হে স্থিতিজ্ঞ, সুস্থির-প্রতিজ্ঞ !
যে' রুদ্র পিণাক হস্তে ধ্বংসিয়া সংসার,
ধরিলা সুসৌম্য মূর্ত্তি, সদয়ে সৃজিয়া
পুনঃ ভব স্বীয় হস্তে রক্ষিলা যতনে,
আবার তাঁ'র কি কভু সে' সৃষ্টি সংহারে
মমতার আবির্ভাব হয় না হৃদয়ে ?
স্বকর-রোপিত তরু কে ছেদিতে পারে,
যদি তাহে বিষময় ফল সংপ্রসবে ?
“ভৃগুকুল-তিলক, হে দ্বিজ-চূড়ামণে !
তোমার অর্জ্জিত খ্যাতি-পরম-অমল- *
উজ্জ্বল-মুক্তাফল-কলাপ সংগ্রহি',
তব গুণে চারুহার গুম্ফিতে ইচ্ছিয়া,
বিধাতা দেখিলা গুণ সীমাশূন্য দীর্ঘ,
মুক্তাবলী রন্ধ্র-হীনা,—পরে পর ক্ষোভে
উৎসর্গিলা সে' সকলে গগনান্তরালে ;
অদ্যাপি দীপি'ছে তা'রা তারাবৃন্দ-রূপে !
কি কা'য সে' শোভা নাশি', আবরি' সে' সবে
বালবধ-অপযশঃ-ক্ষুদ্রাম্বুদ-খণ্ডে ?—
অপিচ, তোমার যশঃ-পরমদ্রুমের
অগণ্য তারকাবৃন্দ কোরক আকাশে,

* এই কয়টি পংক্তিতে মহাকবি কালিদাসের গুটিকতক শ্লোকের ভাব সংগৃহীত হইয়াছে।

তা'সবার একতম পুরা বিকশিল,
শারদ-পূর্ণিমা-নিশা-শোভী শশী যাহা,—
সে' চরম-শাখা-স্থিত কুসুমবরের
সুরম অমৃতময় মরন্দ-ক্ষরণে
বিমণ্ডিত আজু'বধি এ'ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ;
না জানি কি হ'বে শেষে সর্ব্ব-প্রস্ফুটনে !
অমানিশা ব্যাপি' বিশ্বে কি আবশ্যকতা ?—
আনন-আসনে বাণী চির-বিরাজিতা,
তা' হেরি' বীরতা-দেবী শরণিলা দেহে,
তপস্যা পবিত্রচিত্তে আশ্রয়িলা পরে
তব গুণ-বদ্ধা হ'য়ে, তা' দেখি' সন্ত্রাসে
তব সুবিশালা কীর্ত্তি (হিমানী-চন্দ্রমা-
স্ফটিক-হীরকমণি-মালতী-কহ্লার-
অমরবারণপতি-রজত-কৈলাস-
সংমর্ম্মর-পুণ্ডরীক-কুন্দ-তুলাস্তোম-
ক্ষীরনীরনিধিনীর-সমা) অদ্যাবধি
পারাবার-পার লঙ্ঘি' চলে অবিরামে ;
না জানি কতেক দূর প্রধাবিবে আর !
কি ফল তাহার বেগ পুনঃ স্থগিতিয়া ?—
এতে তব কীর্ত্তিরাশি-খররশ্মি-কর
পা'বে না বৃদ্ধিকে, বরং হানির সম্ভব।

"জগতে ঘোষিবে তব এ' দুর্নাম চির,—
ধৈণুক্য-কুঠার, যাহা পিয়িল নিঃশেষে
অশেষ-পার্থিবকুল-শোণিত-সরিত্,

ক্ষুদ্র-ক্ষত্র-বালকের রুধির-ধারায়
হৈল হীনপ্রভ আজি। অহো বুধোদ্দহ!
রাম-আদি দাশরথ-গণ মম শিষ্য,—
অয়ে কৃতি, শুভাশয়! আমারে হেরিয়া
ক্ষম দাশরথ-ব্রজে, আর দশরথে,
ক্ষমহ রাঘবগণে মোর অনুরোধে,
পরিহর ক্ষত্রধ্বংস-আশা, শূরসাদ! *
সংপ্রতি নিবৃত্ত হও সংপ্রতি, ভার্গব,
এ ঘোর অভীপ্সা-হ'তে! মম চক্ষুঃ-'পরে
এ' কার্য্য কদাপি নাহি হ'বে সম্পাদিত;
নতুবা হইবে মোর বধ-পাপ-ভাগী।
অবলম্ব ক্ষান্তি-গুণ, তপস্বী জনের
যাহা ভবে শ্রেষ্ঠতম ধন, জ্ঞানীবর!
কি বুঝা'ব তোমা'? বুধ! তুমি সর্ব্বাভিজ্ঞ;
বৃথা হিংসা-নাশে কর তপস্যা-ব্যাঘাত,
বৃথা কর পুণ্য ক্ষয়, কলুষ সঞ্চয়!
"হরের কৃপায় চাপ স্বয়ং দ্বিখণ্ডিল,
রামের শকতি কিবা স্পর্শে কভু তাহা!
মক্ষিকা কখন পারে চালিতে কি মেরু,—
ভূভৃত পৃথিবী-ভার-বহনে সমর্থে,—
নিলিম্পনির্ঝরি-ধারা-সুপ্রবল-বেগ
ধূর্জ্জটীর জটাজূট-বিনা কে ধরিবে,—
জ্যোতিরিঙ্গণের সাধ্য নিশা প্রকাশিতে

* 'শূরসাদ'—বীরবর্গের শরণ্য, যোদ্ধৃগণের আশ্রয়স্থান-স্বরূপ, মহাবীর।

সূর্য্যকান্ত-স্বতঃপ্রভা প্রভা আবরিতে
কদাপি শকতি ধরে লঘু কাচ-খণ্ড,—
সিংহের প্রতাপ পায়ে ক্ষুদ্র সারমেয়,—
মহোরগ-শিরঃ-স্থিত মহামূল্যমণি
সহসা সামান্যজনে লভে, কি ক্ষমতা,—
ভেলকে মহাব্ধি-পার কে হইতে পারে,—
অম্ভোজ-মরন্দ-লাভে মণ্ডুক সাহসে ?
তপোনিধি ঋচীকের শতেক দোহাই,—
রাখহ আমার মান, রক্ষ মোর বাণী,
আমার জীবন রাখ, রক্ষি' এ' সবারে।
কি কায বালক-সনে বৃথা বিতণ্ডায় ?
উহাদিগে আশীর্ব্বিয়া যাও চলি' পুনঃ
হিমালয়াচলে, তাত ! সমাধি সাধিতে।
তব অনুগ্রহে আজু' ধরে এরা প্রাণ !"
প্রদীপ্ত মহাগ্নি-রাশি, দহন-উন্মুখ,
প্রভূত-সলিলাসারে নির্ব্বাপিল যেন,—
সুবিপুল-বপুষ্মান্ অহিবর যেন,
দংশন-উদ্যত, মন্ত্র-মুগ্ধ বিরাজিল,—
ব্যাধক্ষিপ্ত-শর-বেধে প্রত্যাবর্ত্তিল
আক্রমণোন্মুখ হরি, মৃগ-অধীশ্বর,—
পতন-প্রস্তুত বজ্র, প্রতিহত-বেগ,
ফিরিল আপন-পথে পুনঃ ব্যোমতলে,—
সংস্ফূর্ত্তিতে সমুদ্যত আগ্নেয়-অচল
ক্ষান্ত-বেগ হৈল কোন প্রাকৃতবিধানে,—

প্লাবন-উদ্যত মহানদ-গতি যেন
পুরোমার্গ-গিরি-রুদ্ধ-রয়ঃ, নিবারিল,—
প্রলয়-চেষ্টিত রুদ্র-দেহ নিরস্তিলা,
দিবৌকস-নিবহের স্তবে সুপ্রশান্ত,—
বিশ্বামিত্র-সান্ত্বনায় নিবর্ত্তিলা ক্রমে
পর্শুরাম, পরন্তপ, গর্জ্জি' ভয়াবহে
ঊর্দ্ধশুণ্ড যূথপতি যথা গিরিময়ে ;
স্থাপিলা দুর্লক্ষ্য চক্ষুঃ লক্ষ্মণ-হইতে
কৌশিকের পানে ; ভীমমুষ্টি-বদ্ধপাণি
বাণ বাণাসন-থেকে শিথিলিল ক্রমে ;
মহাক্ষোভে মহেষ্বাস ভার্গব কহিলা,—
"হে পিতৃ-মাতুল ! কহ কেমনে এ' কথা ?
কে সহে মাদৃশজনে হেন অপমান,—
জম্বুক চরণাঘাতে দলিবে হর্য্যক্ষে ?
অগুবার দুষ্টদল হিংসিবে ব্রাহ্মণে
পাইলে আস্পর্দ্ধা হেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা আসি'
নির্ব্বাহিতে এ' মঙ্গল-কর্ম্ম নিবারিলা
মোরে, তাহে হানি হৈল কত দ্বিজাতির ?
আইলা আপনি অদ্য পুনঃ নিষেধিতে।
তথাপি, তৃতীয় দাশরথে ক্ষমা কৈনু,
ক্ষমিনু সকলে আর, তাত, মাননীয় !
তব বাক্য শিরোধার্য্য, আর্য্য, রাজ-ঋষে,
কুশবংশ-একগুরো ! পরন্তু, বারেক
দেখিব রাঘব রাম কত বল ধরে,—

মোর গুরু-চণ্ডচাপ ভাঙ্গে ভুরুভঙ্গে !
বড়ই দোর্দ্দণ্ড বল ! বড়ই বিক্রম !
ধরুক্ ধনুক মম, ভাঙ্গুক্ সকেলে ;
জানুক্ জগতে আছে বীর আমা'-হ'তে ;
লোপুক্ আমার নাম (সুবিপুলতম)
এ' মর-মণ্ডলে ! রাম দেখা'ক্ প্রতাপ ;
যদি না সক্ষমে, ত্রাণ কদাচ নাহিক,—
করালকুঠার ধারে পড়িবে আমার,
কিছুতে বারণ নাই !—কেন কর-ক্ষেপে
পরিণাম না দেখিয়া এ' দারুণ কার্য্যে ?
ত্বরা এর দণ্ড-প্রতিবিধান বিধেয়,
নতুবা চিরের তরে এ' ভব-ভবনে
বৃথা মম অপকীর্ত্তি প্রচারিবে সবে,—
এ' দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মম ভাঙ্গিবে না কভু !
জান, তাত ! কি কল্মষ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে !
করিব নিরয়-গামী আজ্ পিতৃকুলে ?”
মন্দগতি যথা নদ, শীতর্ত্তু-সমার্ত্ত,
ফিরিলা স্বরথে ম্লান-বদনে গাধেয়,
ক্রোধ-উপশম নাহি হেরি' ভার্গবের ;
লাগিলা চিন্তিতে খলু আপন-মানসে,—
“ তারকট-উপদ্বীপ বীরাক্ষস কৈলা ;
কৃতান্তের সহ-ধর্ম্ম চারিণী, বিকটা,
পাপীয়সী সুন্দাসুর ভার্য্যা তাড়কার
(যা' জানিনু যোগ-বলে) আকর্ষিলা প্রাণ

নিশাচর-কুল রাজ-লক্ষ্মীর সহিত,
রাবণের বাম আঁখি স্পন্দিত করিয়া;
অপার-কর্ব্বুর মহা-বাহিনী-সাগর
মন্থিয়া দোর্দ্দণ্ড বলে, রক্ষঃ চমূ নেতা
সুবাহুরে মহাবাহু বধি', উদঘাটিলা
পৌলস্ত্যেয় কুল-ধ্বংস-সুবিশাল-দ্বার।
পলাইল লঙ্কাদ্বীপে দুর্দ্ধর্ষ মারীচ
যা'র এক বাণাঘাতে। পুনঃ এরূপরে
অশেষ-কৌণপ কুল কিল নিধনিবে,
পৃথ্বীভার লাঘবের তরে, নিঃশঙ্কিতে
দেবে (শুনি ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ-মুখে)।*
অহল্যা গৌতম-পত্নী আছিলা পাষাণী,
তাহারে মানবী কৈলা পদরজঃ-স্পর্শে,
স্পরশ প্রস্তর যথা অষ্টাপদময়
যে' কোন ধাতুরে করে বারেক স্পর্শি';
সুপ্রকাণ্ড পৌরহর বর-শরাসন,

---

* সুকেতু যক্ষের কন্যা তাড়কা রাক্ষসীর সহিত ঝর্ঝপুত্র সুন্দ দৈত্য-পতির বিবাহ হয়; মারীচ রাক্ষস ইহাদের পুত্র; ইহারা শাপে রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত। উপসুন্দের পুত্র সুবাহু রাক্ষস মারীচের বন্ধু ছিল। ইহারা রাবণের আত্মীয়। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম-নিকটে দক্ষিণতটে মলজ ও করূষ নামে দু'টি জনপদ অগস্ত্যের আশ্রম ছিল, পরে তাড়কার বাসস্থান হয়। এইস্থল হইতে শোণ-গঙ্গা-সঙ্গম-পর্য্যন্ত বিন্ধ্যের একটী শাখা-শৈল বিস্তৃত আছে,—অনতিদূরে সিদ্ধাশ্রম-নামে বিশ্বামিত্রের তপোবন; বামনদেব এ'খানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। অনুমিত হয়, এই আশ্রমের কিয়দ্দূরে গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যে 'তারকট' নামে কোন একটা দ্বীপ ছিল, তাহাই মারীচের আবাস। তাড়কা মারীচ ও সুবাহু-সনাথ রাক্ষসীসেনা সঙ্গে লইয়া বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া, সমূহ উপদ্রবাচরণ করিত। পরিশিষ্ট দেখ (১)।

ভুবন-ভয়দ, যাহে বাসুকী শিঞ্জিনী,
শর-রূপে চক্রপাণি নিজে অধিষ্ঠিলা
লোক-রিপু ত্রিপুরের বিধ্বংসন-কালে,
বিচূর্ণিলা একোদ্যমে, যেমত বালক
কেলিচ্ছলে ভগ্ন করে পত্র কাষ্ঠিকায়,
যা'র ঘোর মড়্মড়ে ত্রিলোক স্তব্ধ ;
যিনি স্বয়ং নারায়ণ-পূর্ণ অবতার।
এত বড় বীর রাম, তাঁ'র তরে মোর
কি কা'য ভাবিয়া বৃথা, মিথ্যা আশঙ্কায় ?
অনায়াসে পশুরামে জয়িবে অধুনা,
কি ফল আমার আর সান্ত্বনা-চেষ্টায়,—
শতার্ব্বুদ জামদগ্ন্য কি করিতে পারে !
" প্রথম অশুভ চিহ্ন হেরিয়া পূর্ব্বে,
প্রতীত হইল মনে, সুফল ফলিবে
পরিণাম-তরু শাখে :—কাঁপা'য়ে পৃথিবী,
কঙ্কর-উপলখণ্ড ঘনধূলিরাশি
উড়া'য়ে প্রবলে অনবরত, রোধিয়া
নিখিল নয়ন নাসা-পথ, অন্তর্হিয়া
দিনকর-কররাজী, দিগন্ত আঁধারে
আচ্ছন্নি', জগতে যেন ভস্মরাশি পূরি',
স্বজন-সামন্ত-সৈন্য-দাসদাসী-আদি
অনুচরব্রজ-বুদ্ধি ভ্রংশি' একেবারে,
বহে'ছিল চণ্ডবাত ; ভয়-প্রব্যঞ্জক
বিস্তারি' কাতরস্বর বিহগ-সমূহ

দক্ষিণ হইতে বামে ধা'য়েছিল বেগে
প্রতিপদে ; কিন্তু, উপশমি' মৃগযূথ
বিচরণ, অনুকূলে প্রদক্ষিণ করি'
প্রতিগমি'ছিল,—তা'তে আপাততঃ ভয়
দেখাইয়ে, নিবেদিল শেষে হ'বে শান্তি।
অনন্তর রেণুরাশি রয়ঃ বিরামিলে,
চেতনা পাইয়া, আঁখি উন্মীলি' বিহ্বলে,
সমস্ত সৈন্যেরা জটা মণ্ডল-মণ্ডিত
সবিদ্যুত্ ইন্দ্রধনুঃ লাঞ্ছিত শরীর
প্রলয়-জলদপ্রভ-দারুণদর্শন,
কালান্তক-যমোপম দুর্দ্ধর্ষ, অথবা,
সংহারক-শূলধর-মহারুদ্র রূপী,
প্রজ্বলিত-কালানল-জ্বালা দেহ-চ্ছটা,
কিঞ্চিত্ প্রণয় মিশ্র রোষ পরবশ
সধূমাগ্নি-সম ঋষি জমদগ্নি সুতে
সহসা আসিতে দেখি' সম্মুখে, তখনি
আমূল অন্তর-তনু কম্পিত হইয়া,
বারবার উচ্চারিয়া শান্তি, লঘুস্বরে
পরস্পরে মন্ত্রে'ছিল, ভয়ে অধীরিয়া,—
'নাহিত তেমন ক্রোধ এবে ভার্গবের,
ক্ষত্রজাতি বিনাশিতে তবে বুঝি, পুনঃ
পিতৃবধ-প্রতিহিংসা-বশে আরম্ভিলা,—
করিলে পারেন, অহো, অসাধ্য কি আছে।'
পরন্তু, বশিষ্ঠ আদি মহা-ঋষি-রাজি

রঘুবংশ-অবতংস মহোদয়চয়
ধৈরয গাম্ভীর্য্য-গুণ-গণের সহায়ে
আ'সেন নি, অহ, ব্যাকুলতার আশ্রয়ে,
তখন ঘটিবে শুভ অবশ্য ইহাতে।
ভার্গব বিজিত এই হইল বলিয়া।"
ধরার অমর ইন্দ্র বারেন্দ্র শ্রেণীয়
গোপালচন্দ্রমা যোড় করি' করযুগ,
ভারতীর প্রিয়পুত্র, কবিত্ব কাননে
বঙ্গ-মধু-জয় ঘোষী কলকণ্ঠ পিক
সদয় হৃদয় জন-গণ সন্নিধানে
অভয় যাচি'ছে আজি কম্পিত অন্তরে,—
সংসারেক সান্দ্রানন্দ-নিধি-কোষ-রূপী
'ভার্গববিজয়'-অভিধেয় ক্ষুদ্র কাব্যে
'দ্বন্দ্ব সংঘট্টন'-সংজ্ঞ অষ্টম পটল
সংপরিসমাপ্তিয়া সংপ্রতি সানন্দে।

ইতি 'ভার্গববিজয়'-কাব্যে
'দ্বন্দ্বসংঘট্টন'-নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

বিষয় :—

দশরথের ভার্গব-সমীপে বিনয়,—চিন্তা; ভার্গবের রামকে নির্ভৎসনা,—রাঘবের সহিত সমর-প্রতিনিবর্ত্তন,—রাঘবের বিক্রম-পরীক্ষার্থ ধনুঃ প্রদান; ভার্গবের দাশরথিকে পুনঃ ধনুঃ-অর্পণ সন্দর্শনে সীতার স্বামী-সংঘট্টনাশঙ্কায় বিলাপবচন; অন্যান্য জনের হর্ষ-বিষাদ চিন্তা,—রাঘব-প্রতাপ-প্রশংসা,—ভার্গবের গর্ব্বাপচয়ের প্রাণ-উপকল্পন; দশরথের রাম-বিনাশ-আতঙ্কে সুমহদ্বিলাপ,—মূর্চ্ছা-সংজ্ঞালাভ-সমুদায় বশিষ্ঠের দশরথ-মোহ-অপনোদন,—সমাশ্বাসিত করণ; নবম-সর্গ-পরিসমাপন।

স্থান,—মিথিলা-অযোধ্যা মধ্যাদি, অযোধ্যানগরী-অনুসারী রাজমার্গ।	কাল,—দ্বিতীয় দিবস; মাধব-ঋতু; মধ্যাহ্ন।

দশরথ যথোচিত ব্যথিত অন্তরে
প্রাঞ্জলি, প্রণত, ভয় বিনীত, কাতর
বচনে, বিষণ্ণ আঁখি, বলিলা ভার্গবে,—
"আর্য্য, মহাভাগ, ভৃগু-কুলের পাবন!
পবিত্র বিপ্রের ঘরে আপন জনম,
প্রশান্ত-স্বভাব তব পূর্ব্ব-পুরুষেরা
আছিলা সতত তপঃ-বেদাধ্যায়-রত,
তোমা' রোষ-বশ হ'য়া অবিধেয়, দেব!
শান্তিগুণে অলংকৃত; অনুগ্রহ সহ
আমার বালকে দেহ অভয়, তাপস।
ঋচীক-চ্যবন-আদি পিতৃগণ-কাছে

অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যজি' কেন প্রতিজ্ঞিলা,
'আর কভু জুঝিব না,'—বলি' ? তবে কেন
কশ্যপকে ধরা সব সম্প্রদিলা, তাত।
শম-দম-রত হ'য়ে ? অঙ্গীকার কৈলা
বনবাস অবলম্বি' সন্ন্যাস-আশ্রম ?
যদি যুদ্ধে ইচ্ছা ছিল, মহর্ষি শার্দ্দূল !
অবিধেয় পরিত্যক্ত অস্ত্র পুনঃ ধরা।
কি সর্ব্বনাশ, বিভো ! নিহত হইলে
রাম রণে, মোরা এক ক্ষণ বাঁচিব না ;
মোদিগে করুণ রক্ষা, প্রসন্নতা ধরি',
আমরা শরণাপন্ন হ'নু আপনার,
আশ্রিত-বৎসল প্রভো ! যা' উচিত কর।
দয়ার পাত্রকে কভু দণ্ড করা ভাল ?"
রেণুকা সন্তান, মহা-প্রতাপসম্পন্ন,
চাহিলা রাঘব-পানে অবজ্ঞি' অজজে।
বাড়িল দ্বিগুণ কোপ, প্রদীপ শলাকা
সামান্য ঘর্ষণে যথা দপ্‌দপে জ্বলে।
উত্তরকোশলাপতি তা' হেরি' ভাবিলা,—
"যে' ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র বহুবিধ অস্ত্র
যশস্বী-কৃশাশ্ব-ঋষি-সমীপে লভিলা ;
অদ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদে বিদিত প্রভাব ;
যে' ধর্ম্মাত্মা শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূলি'
স্বরাজ্য শাসিয়াছিলা ; বিজয়িলা দিক্ ;
যে' জিত-ইন্দ্রিয়, তপে সন্তোষি' শঙ্করে,

বিসর্জিলা দিব্য অস্ত্র (অতুলিত-তেজঃ)
সূর্য্যদেব যথা হিম-সমূহে বিনাশে,
তথা যিনি দগ্ধ কৈলা বশিষ্ঠ-আশ্রম ;
যাঁ'র শাপে ব্যাধ-যোনি পাইলা বশিষ্ঠ ;
অন্য-প্রজাপতি-সম তপস্যা-প্রভাবে
অপর সপ্তর্ষি-ধ্রুব-নক্ষত্রের বংশ-
সমেত সৃজিলা স্বর্গ দক্ষিণ-মারগে
বৈশ্বানর-বর্ত্ম-বহির্ভাগে নিত্যপ্রভ ;
রাজর্ষি অম্বরীষের নরমেধ যজ্ঞে
ঋচীক-তনয় শুনঃশেফকে রক্ষিয়া
পশুত্ব হইতে, স্বীয় পুত্রত্বে কল্পিলা,
আপন-নন্দনগণে অভিশাপ দিয়া ;
সৃষ্টির লাবণ্যবতী রম্ভা অপ্সরারে
যিনি কৈলা শিলাময়ী ; পুরুষপ্রধান ;
যাঁ'র নাই যোগ-সীমা, বলের ইয়ত্তা,
চিরস্থায়ী সদ্‌গুণের অবসান, অহো !
তাঁ'র কথা কর্ণপাত না কৈলা ভার্গব,
তখন আমার, হায়, ভাঙ্গিল কপাল !
ডুবিল ভাগ্যের তরী অতল আবর্ত্তে ;
গেল, বুঝি, রাম মম,—অহহ, কি হ'ল !
শুখা'ল সুখের নদী ভীষণ মরুতে ;
বাহির করিব প্রাণ, কি লাভ জীবিয়া ! ”

কৌশল্যা-হৃদয়ানন্দ-পানে চাহি' ক্রোধে
কহিলা কর্কশে ভৃগু-কুল-পদ্ম-রবি,

শূন্যপথ-বাদ্যমান নির্ঘাত-নির্হ্রাদ,
অগ্নিগিরিরব, কিম্বা সমুদ্র-কল্লোল,
বেগবতী বাত্যা-স্বন, অথবা প্রবলা
বন্যার বধির ডাক, সিংহের নিনাদ,
দূর-প্রধাবিত-বাষ্প-রথ-কোলাহল,
ইরম্মদময়-ঘোর-কুলিশ-ধ্বনিত,
দহ্যমান বনে দব-বহ্নির বিরাব,
বারিধি-উদরে কিম্বা বাড়ব-বিস্ফোট,
শতৈক-শতঘ্নী-শব্দ-সদৃশ পরুষে,—
“ দেখিব কেমন তুমি, অহো দাশরথি,
মহেষ্বাস ক্ষত্রকুলে !—মহা অহংকার !
মনে, বুঝি, জানিয়াছ, তুমি বড় বীর,—
তোমার দ্বিতীয় নাহি ভবে কেহ আর,
কাননে একটা বধি' সামান্যা রাক্ষসী ?
যে'টা পর্য্যটিত বনে পশু-পক্ষী ধরি'
উদরদহন-জ্বালা-নিবারণ-তরে,
থাকিত আমার ভয়ে সদা সশঙ্কিত
লুকা'য়ে গোপিত-স্থানে। শুদ্ধ তুচ্ছ-মনে
আমি রেখে'ছিনু তা'রে এত দিন-তরে,—
বৃথা নারী-নাশে কীর্ত্তি কলঙ্কিত করা ;
বিশেষ,—বর্ব্বর-বর ক্ষত্রিয়জাতির
সমূলে বিধ্বংস করা আ-চির-প্রতিজ্ঞা
মম, পিতৃবধাবধি প্রজ্বলে হিয়ার
মাঝে, ঔর্ব্ব অগ্নি-পিণ্ড অব্ধি-গর্ব্ভে যথা ;

নতুবা, আমার ভীম বিশিখ-লক্ষের
সীমা-বহির্ভূতা থাকি', জীয়ে এতদিন ?
সে' একটা হীনবলা বৃদ্ধারে বধে'ছ
কপট-কৌশলে,—এতে এত দর্প কেন ?
মারীচ কৌণপ গেল নিজ বসতিতে
অঙ্কিপুরে স্বার্থ-সাধি' স্ব-ইচ্ছার বশে,
দিবস-কতেক হেথা সমতিবাহিয়া,
তুমি তা'রে বিমুখিলা আশুগ-আঘাতে
কেমনে কহ ত, অহ শৌরকুল-মূলে !
এই, বুঝি, পরাক্রম ?—হেন কত শত
কিঙ্কর-সঙ্কাশ মোর আছে চারিভিতে
অনিশ অপেক্ষি' আজ্ঞা আজ্ঞাবহ-রূপে।
মূঢ়গণে, মূঢ়বুদ্ধে ! এ' রূপে ভুলা'য়ে,
হ'য়েছ কি মহাশূর ? গরব-গৌরব
বৃথা মনে কভু নাহি করিহ, ভাবিয়া,
মাহেশ্বর-চাপ ভগ্ন হ'ল তোমা' হ'তে !
তুমি ত নিমিত্ত-মাত্র !—সে' ধনুঃ ত পুরা
ধূর্জটীর ভুজদণ্ড-পীড়া-পীতসার
আপনি আছিল ভাঙ্গি' জীর্ণতনু হ'য়ে,
নিম্নগার বেগে খাত-মূল তট-দ্রুমে
মন্দ গন্ধবহ পারে পাতিতে অক্লেশে।
জীর্ণ হর-ধনু-ভঙ্গ মনে করি', তব
বিসদৃশ আত্মমান বেড়ে'ছে এ' রূপ !
রে মূঢ় ! সম্মুখে কাল-করাল-কবল

দেখেও দেখ না ? জীর্ণা তরণী আরোহি'
স-হাসে সমুদ্র-পার হ'তে উদ্যমি'ছ ?
বর্ব্বর ! এ' দণ্ডে সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্বিতেছি।
কর অস্ত্র-গ্রহণ, বা কর পরিত্যাগ,-
তো'-সহ সংগ্রামে হ'লে প্রবৃত্ত অধুনা,
লোকে মহা অপযশঃ ঘোষিবে আমার,
রোহিণীরমণ দেব পূর্ণবৃত্ত চন্দ্র
জ্যোতিরিঙ্গণের সনে সাদৃশ্যিতে পারে ?
" অগণ্য-রাজন্যগণ-নিধন-সাধন
গারুড়ধ্বাজিক মম এ' ইম্বাস-বর,
শিঞ্জিনী সঙ্গমি' এই বিশাল বিশিখ
সহিত আকর্ষ দেখি,—তবে বুঝি বল,—
অথবা করহ ভঙ্গ, যা' তব বাসনা ;
থাকুক সঙ্গর এবে,—যদি আমা'-সহ
তুল্য-বাহুবল হও, তবে বুঝি তুমি
আমারে বিজিতে পার, বীরাগ্রণী বট।
সর্ব্বে সাক্ষী থাক,—ভোভো রাঘবীয়া চমূ !
অতুল প্রভাবী, অহো বীর ক্ষত্র-গ্রাম
হে রাঘব-নিকুরম্ব, রাজন্য-প্রধান !
হে সচিব-নেতৃনিধি-রাজপার্শ্বচর !
হে শিষ্য অজজ, রাজকুল-চক্রবর্ত্তি !
লোমপাদ, অঙ্গ-বসুন্ধরা-অধীশ্বর !
ও রাজর্ষি যুধাজিত্, কেকয়-রাজন্ !
ওগো তপোধন-গণ,—বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে,

সৌরবংশ-গুরো! অয়ি যোগী ঋষ্যশৃঙ্গ:
গো ভূপর্ষি বিশ্বামিত্র! বিভাণ্ডক ঋষে!
দেখ সবে কৌশল্যেয়-বিক্রম-পরীক্ষা।
প্রতিজ্ঞি'ছি,—এই বৈষ্ণবেয় বাণাসনে
যদি মৌর্ব্বী সংযোজিতে পারক, তা' হ'লে
ত্বৎকৃতাপরাধ সব মার্জ্জিব এক্ষণে।
"এ' দুই স্বর্গীয় শৈব বৈষ্ণব কোদণ্ড
বিখ্যাত ত্রিলোকীতলে. অমর-শিল্পী
বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম-নৈপুণ্য-আধার;
এদের মাহাত্ম্য কথা কি বলিব, অহ!—
অল্প-সামর্থ্যপন্ন জনের হৃদয়
ধারেক দেখিলে কম্পে থর-থর-থরে;
এ' দুখানি বিনির্ম্মিত সমান-প্রমাণ,
উপাদান, প্রাণ, বল, সার ও আকারে।
কৌতুক-আবিষ্ট চিত্তে অমরনিকর
পুরারি ও মুরারির চাপ-যুগলের
ক্ষমতার তারতম্য জিজ্ঞাসিলা পুরা
চতুর্ম্মুখ বিধাতাকে। প্রসন্ন মানসে
সর্ব্বলোক-পিতামহ স্রষ্টা প্রজাপতি
এ' মৌরার-কার্ম্মুকের প্রশংসা করিয়া,
অর্দ্ধ-অঙ্গ হরিহর-অঙ্গ বিভেদিলা,
পরস্পর-বিরোধের সূত্র উৎপাদিয়া।
হৃষীকেশ ব্যোমকেশ উভে আরম্ভিলা
ভয়ানক রণ, দুহে জিগীষু হইয়া।

বিরূপাক্ষ এ' সংগ্রামে যথা উদ্যমিলা
ভীম পরাক্রমশালী ধনুঃ উত্তোলিতে,
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কারে বিষ্ণুর অমনি
প্রস্তর-স্তম্ভের সম স্তম্ভিত হইলা।
কৈটভারি মহেশেরে প্রহারিতে গেলে,
অমর-দেবর্ষি-যক্ষ-চারণ নিকর
অনুবার নিবর্ত্তিতে অনুরোধ কৈলা।
মহতী-বৈষ্ণবী-সেনা-হস্তে পরাভূত
হোরি' ত্রিলোচনে সবে, তদবধি এই
ধনুর অধিক তেজঃ যশঃ ঘোষি'ছিলা।
গোবিন্দ সানন্দে স্বয়ং সেই উত্কৃষ্ট
সর্ব্বশক্তি-সারময় শরাসন-খানি
না।দিলা যতনে মম পিতামহ আর্য্য
ঋচীক-ব্রহ্মর্ষি-করে পরম আদরে।
লভে'ছি এ' ধনুঃ আমি পিতার প্রসাদে।
অভিনব-জাত রাজ-কুমারেও আমি
করুণা-প্রকাশ কভু করি না ভুলিয়া,—
জানহ এ'হেন আমি ; মম তপোভঙ্গ
অকালে করে'ছ তুমি, উপশান্ত-মন্যু
মহোরগ-শিরে যষ্টি আঘাত করে'ছ ;
জাগা'য়েছ দরীগৃহ-প্রসুপ্ত শার্দ্দূলে ;
ক্ষুভিত করে'ছ স্তব্ধ তিমিঙ্গিল মীনে
হলের প্রহারে ; কেন দিলা বাঁধ খুলি' ?—
বধির বন্যার বেগ ভাঙ্গিবে ভবন,

প্লাবিবে প্রদেশ, জ্ঞান, ডুবা'বে তোমায়।
“ অয়ে দাশরথে ! যদি দেখি' যামকান
প্রচণ্ডকোদণ্ড-শ্রেষ্ঠ-ভীষণ-মূর্ত্তি,
সন্তর্জ্জিত হ'য়ে, অতি ভয়বাস মনে,—
জ্যাঘাত-কাঠিন্যে পাণি ব্যথিত কেবল,
বৃথা উৎসাহ ধনুঃ-ধারণ-প্রয়াসে
করে' তবে কিবা লাভ ? যেমন উন্মুখ
মম নাম-লোপে, তা'র প্রতিফল এই,
মমুদ্ভাসিত-দ্যুতি-পরশু-ধারায়
নিস্তার পা'বে না কভু,—এ' বাণী অমোঘ।
অভয়-প্রার্থনা তব বৃথা হ'বে আজি
চরণ অন্তিকে মম ; বৃথা বিচেষ্টিত
করুণা-যাচনাশয়ে করি' বদ্ধাঞ্জলি !
তো'র গল দ্বিখণ্ডবে এ' মোর প্রচণ্ড
চকমক-দ্যোত টাঙ্গী,—একবার দেখি'
সহ পূজা-বলিদান-যোগ্য-পশু-সম ।”
এত বলি' পশুরাম ঋষি শূরাগ্রণী,
ভৈরবদর্শন, রোষ-পরুষ হুংকারে
মহাশরারোপ-থান দিলা বীর-দর্পে
রাঘবেন্দ্র রামে, বৃত্র-দৈত্য-বধ কালে
যথা ত্রিদশের পতি বৃত্রাসুর'-পরে
নিক্ষেপিলা ঘোর-রবে ত্রিদশ-অঙ্কুশ,
কড়-মড়-কড়ে দন্তে দন্ত নিষ্পেশিয়া,
ভাবিয়া সহর্ষে,—

" তুষ্ট যায় ত, যাউক্
ঐ ঘোর শরাস্য-ভয়ে মৃত্যু-সদ্ম-বর্ত্মে !"
ভার্গবে দেখিয়া দিতে রামে পুনঃ ধনুঃ,
অপর-প্রসূনরজঃ-পিশঙ্গ-বিগ্রহ
নিরখিলে মধুকরে মরন্দ-পিপাসু,
মাধবীকুসুম যথা মগ্না অভিমানে
আনত-আননে থাকে মাধবে, তেমতি
বিনম্রবদনে হেথা জনক-কন্যকা
—সৌরবংশ-স্বচ্ছসরে পুরটপদ্মিনী,
বিজয়-বৈজয়ন্তিকা রাঘবের কুলে,
রূপের সাগরে রত্নোত্তমা, শরদের
পূর্ণশশী সজলারি-অমল-অম্বরে,
কুসুম-মুকুল নব-লাবণ্য-বসন্তে,
গুণরাশিরূপ পূত মানসকাসারে
রজত-কুমুদকুল-অধীশ্বরী-রূপা,
শুভ্রমণি-সমা লজ্জা-খনির উদরে,
সতীত্ব-বিপিনে রাজে কানকী বল্লরী,
কুবলয়-দলোপম সুবিশালেক্ষণা—
ভাবিলা আপন-মনে সানুয়-ঈক্ষণে,
অন্য-সখীজন-কাছে গোপি' স্ব-আকার,—
" পূর্ব্বে একবার ভগবান্ ভৃগুপতি
আনি' দিলা একখান ধনুঃ, ভাঙ্গি' তাহা
মম-সনে পাণিগ্রহ-বিধি সমাধিলা
প্রভু বীরকুল-সাদ কৌশল্যাকুমার ;

আবার আনিলা ঋষি ভার্গব-প্রবীর
সেই মত শরাসন, সুকঠোর-কায়,
অহহ! কি মনে করি', কি জানি কারণ;
কতই সপত্নী মম আছে পোড়া ভালে;
বিষম যন্ত্রণা তাহা কেমনে সহিব?
এ' হেন অমূল্য নিধি দুঃখের সাগরে
অনেক যতনে লব্ধ, আয়াস-সঞ্চিত,
বঞ্চনা, বিরিঞ্চি; করি' বক্ষ' না এ' ধনে;
নাগিনীর শিরোমণি অন্যে নাহি করে,
দিও না পড়িতে পরে কমল-লোচন!
নব-নির্ব্বাপিত-বহ্নি-দগ্ধ হৃদে পুনঃ
দিও না বেদনা, ক্রূর, হে চতুরানন!
পিতার দারুণ পণ রক্ষা-তরে নাথ
কত ক্লেশ ধনুর্ভঙ্গে পাইলা স্বভুজে
এ' অভাগিনীর তরে খলু,—আরবার
ও' পদ্ম-পাণিতে পা'বে কতই পীড়ন!
অসংখ্য সতীন যদি হয়, ত হউক্,
তথাপি, পরশুরাম! দিও না ও' ধনুঃ,
ও' কোমল দূর্ব্বাদল-শ্যামল সুতনু
কত, গো, কাঠিন্য আর সমনুভবিবে!"
শিরোদেশে রাখি' পাণি, কন্দিলা সুন্দরী,
রাঘবেন্দ্র-পানে চাহি' বিদেহ নন্দিনী,—
হেম-কল্পবল্লি-মূলে লীন হ'ল আজি
হরিণশাবক-পরিহীন ছিন্নধামা;

গলিল সলিল-ধারা, স্ফুরত্তারাকারা,
দু'টি কুবলয়-দল-হ'তে অবিরলে ;
মঞ্জুল খঞ্জন-যুগ্ম রঞ্জন নর্ত্তন
পরিহরি', অচাঞ্চল্য ধরিল সহসা ;
তিলফুল-জন্মা পদ্ম-পরিমলময়
অনিল-প্রবাহে দু'টি বন্ধুক-বিম্বিকা
ধুনিল মৃদুল বেগে ; কি অদ্ভুত, অহ,
মধূক দু'দিকে দু'টি পাইল পাণ্ডুতা ;
পরিণাম সূর্য্যকুল-কৃতির পুণ্যের
বিলভিল বর-রুচি মেঘ-অন্তরালে।

অপর পার্থিব-গণ আর ঋষিরাজী
ভার্গবে দেখিয়া ধনুঃ প্রদানে উদ্যত,
চিন্তিলা সকলে মনে বিষাদ হরষে,—
"রণ-সংঘট্টন নাহি হইল অধুনা
কোঙ্কণা-নন্দন-সনে—পরম ভরসা ! *
সিংহশিশু কভু সমতুলিতে সমর্থে
প্রৌঢ় পশুরাজ-সহ ? অথবা, আশ্চর্য্য
জ্যেষ্ঠ দাশরথ-কাছে আছে হেন কিবা !

* 'কোঙ্কণা'—পরশুরামের মাতা রেণুকার অন্য নাম। কিম্বা, কোঙ্কণদেশ সহ্য-(পশ্চিম ঘাট) পর্ব্বত ও আরব-সাগরের মধ্যে স্থিত, ইহার উত্তরে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কেরল দেশ, ও দক্ষিণে মলবার-উপকূল। পুরাণে বর্ণিত আছে,—জামদগ্ন্য মহা-সমুদ্রের নিকটে ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাসাগর পরশুরামের অস্ত্র-প্রভাবে সহ্য-প্রান্ত হইতে অপসারিত হইয়াছিল। ভার্গব সেই ভূমি ব্রাহ্মণ-দিগকে দান করেন। ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন কালে এই দেশ প্রজাতন্ত্র-বিধানে শাসিত করিতেন। এই দেশ হইতেই ভৃগুরামের 'কোঙ্কণা-পুত্র' নাম হয়।

সম্পাদিলা মহাদ্ভুত করম-কলাপ,
ভুবনে অসাধ্য বলি' যা' জানিত লোকে!
যে' সদ্যঃ-সম্ভূত যশো-রাশি সৌরকর-
সদৃশ ধাইছে দ্রুতে দূর দিগন্তরে
অবিশ্রান্ত বেগে জ্বলি' প্রোজ্জ্বল-জ্বলনে,
কে অহ্নে আর তা'রে করি' হীন-রোচিঃ?
বর্দ্ধিত-প্রবাহবেগ মহানদ-গতি
কোন বাধা রোধে কবে,—কে নাশিতে পারে
উগ্র-ঝঞ্ঝাবাত ঘোর সদ্যঃ-সংবহন
তৎক্ষণে,—অথবা ভীম জলদলাধীশ,
অদ্রিশৃঙ্গ মিত-তুঙ্গ মহোল্লোল-মালী,
কবলিয়া বেলাভূমি প্লাবে দেশচয়,
কে রক্ষিতে পারে তাহা,—মহানল পুঞ্জ,
নভঃ-স্পর্শি শিখ, থাকে উদ্দামে দহিতে
নিবিড় অটবীস্থলী, কে নির্ব্বাপে তাহা?
অরিকুলদম রাম ঈদৃশ বিক্রমী,
জিনিতে কি পারিত না যুদ্ধে জামদগ্ন্যে,
অশেষ-ক্ষ্মাপতিবংশ-এক-ধ্বংসকারী?
"ভাল হ'ল, রৈণুকেয় দিলা রামে চাপ
আপন-কুবুদ্ধি অদ্য প্রকাশিতে লোকে!
এ' বারে চূর্ণিত হ'ল ভার্গব-গরব,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে খলু সংদহিতেছিল
মাধ্যন্দিন যে' মার্ত্তণ্ড সুপ্রচণ্ডতম,
এতদিনে আবরিল তা'রে কি সহজে

সান্দ্র ঘন সুমেদুর কাল জলধরে!
অপূর্ব্ব ধৌর্জ্জট ধনুঃ ভাঙ্গিলা সহেলে
(এ' বিশ্বে যা' অসম্ভব) রঘুকুল-মণি,
অযুতশঃ মহাবল নৃপতি-কেশরী
—স্পর্শ দূরে থাক্'—যা'রে দেখি' বিমুখিলা;
আপনি, রাবণ,বীর, নৈকষেয় বলী,
দেবদৈত্যনরত্রাস, ত্রিলোক-বিজেতা,
যা'র দ্বারে দেববৃন্দ রহে অহোরাত্র
আজ্ঞাবহ ভৃত্য সম ভয়ে যোড়ভুজে,
নাড়িতে নারিলা, অহ, চেষ্টি' প্রাণ-পণে,
তুলিলা ভ্রূ-ক্ষেপে যেই রজত-অচল,
বালকের করে যথা ক্রীড়নক-দ্রব্য!
শর-সহ জ্যাকর্ষণ-কথা ত সামান্য,—
এ'ক্ষণে কার্ম্মুক রাম বিচূর্ণি' কটাক্ষে
উড়া'বে আকাশ-তলে, যথা গন্ধবহ
ঋতুনাথ সমাগমে আবরে অম্বর
চন্দ্রাতপ-নিভ করি' বনস্থলী-মাঝে
প্রিয়াল-প্রসূন-ভব পরাগ-রাশিতে।
"ভার্গবের গর্ব্বাপগা খর্ব্ববেগা এবে,—
অত্যুচ্চ বৃদ্ধির আছে চির-অধঃপাত,
এ' বিধি বিধির ভবে নিত্য-প্রচলিত।
দেখ, এই ভানু যবে উদিলা পূর্ব্বাহ্নে,
কিবা রমণীয়তম গ্রহিলা বিগ্রহ,—
মৃদুল মরীচি-মালা ব্যাপিল স্বর্ণি'

প্রকৃতির তনুযষ্টি, নয়ন-রমণ,
যথা নব নরনাথ প্রথম-নৃপত্ব-
সময়ে বিবিধ চেষ্টে প্রজানুরঞ্জনে ;
পরে যথা এই সূর্য্য আরোহিলা ক্রমে
পাদৈক-ত্রিদিব-তলে,—কি মূর্ত্তি ধরিলা,
ক্রমশঃ কঠোর করে তাপি' ধরা-দেহ,
ক্রমশঃ প্রোজ্জ্বলতর দ্যোতে অখিলের
ঝলসি' লোচন পথ ; তবে ঐই দেখ,
সেই ত আদিত্য দেব,—কি ভীষণ বেশ !
কা'র শক্তি আছে আঁখি স্থিরে উহা পানে ?
দোর্দ্দণ্ড-প্রচণ্ডতম প্রতাপ-আন্বিত
সম্রাট্-সদৃশ রাজে অখণ্ড তেজেতে,
অর্দ্ধপথ নভঃস্থল-সিংহাসনারোহি',
শাসি'ছে জগত্ যেন অনশ্বর-রূপে,
—কখন ক্ষমতা হ্রাস সম্ভবে না কিল—
বর্ষি' বহ্নির কণা স্তূপে স্তূপে, বুঝি,
প্রকৃতি-প্রজার বর্গে পীড়ি'ছে প্রবলে ;
এ' হেন অসহনীয় পরাক্রম হেরি',
তিমিরাদি শত্রুচয় তস্করের রূপে
অগম্য কন্দরে-বিলে, পাতাল-গহ্বরে
লুকা'য়েছে ভয়ে। পরে এই দিন-দেব
পাইবে চরম-দশা এই দিন-শেষে,—
সন্তমস-রাশি যবে সুদূর-সংব্যাপী
সহস্রৈকতর বস্তু বলে অপহরি',

তামসী আসিলে, হর্ষে আবরিবে ভব,
কোথা র'বে তেজো গর্ব্ব-বিক্রান্ত-শাসন !
পশিবে সাগর-গর্ভে সংম্লান-আননে
হীনতার সহ দুঃখে, চাহি' বিশ্ব-পানে
(আঁখি, দ্যুতি-পরিহীন), সমর্ম্ম-হৃদয়ে
হেরে স্বীয় রাজ্য'পরে যথা ধরাধীশ,
শত্রুকুল সিংহাসন-চ্যুত করি' যবে
দূর নির্ব্বাসনে তা'রে প্রেরয়ে নির্দ্দয়ে
কাড়ি' ল'য়ে, হায়, তা'র অধিকার সব !
কা'র বা বিজয় লক্ষ্মী রহে চিরস্থায়ী !"
কিন্তু দশরথ ভূপ ভাবি' বিপরীত,
ভোগিতে লাগিলা বহু মানসিকী ব্যথা,
আমূল-মর্ম্‌ন্তুদ যাহে প্রপীড়য়ে,
সাশ্রু বিলোকনে চাহি' আপন-অঙ্গজ
আর ভৃগুপতি-পানে, বিহীন নিমেষ,
কাষ্ঠ পুত্তলিকা-সম স্তম্ভিত শরীর,—
"প্রাণের পুতলী মোর হারাইনু বুঝি,—
অতল-স্পর্‌শ রত্নাকর-রত্নবর,
বহুযত্ন-লব্ধ, কি, গো, বিনষ্টিল এবে,—
অগম্য-গভীর-খনি-সুপ্রদ্যোত-মণি,
শ্রম-সমানীত, আহা, কে হরিবে তা'রে,—
দুঃখ-ক্ষপা-প্রকাশক শারদ শশাঙ্কে,
সম্পূর্ণ পরিধিবান্, কোন বিধুন্তুদ
গ্রাসিবে, রে, দুর্বিসারি' করাল কবল,—

সংসার-সাগরাম্বরে এক ধ্রুবতারা
কেমন নিবিড় ঘন কুজ্ঝটিকায়
বিলীনিবে এবে,—বাত্যা-তরঙ্গ-প্রহত
আক্রান্ত নাবিক-বরে করি' দিশ-হারা,
দিগ্‌দরশন-যন্ত্রে চৌম্বকী-শলাকা,
সৌমেরব-কেন্দ্র-কোণ-সমাকরষিণী,
চিরতরে সঞ্চূর্ণিয়া কে ভাঙ্গিবে তা'রে,—
নয়ন-বিহন-দশা এ' শেষ বয়সে
পথ-পরিদর্শক মোর যষ্টি-গাছি
কে কাড়ি' এ'ক্ষণি ল'বে, বিদরে পরাণ !
রঘুকুল-চূড়া মণি, হা, পুত্র-প্রবর !
আর্য্যমণ-পূত-বংশ তীব্রে সংদীপি'ছে
তোমার অমল-আভা-রাশিতে অধুনা,
অন্ধকারময় বেশ্ম দীপে দীপ যথা.
এ' হৃদ আঁধার করি' কে লইবে মম !
"ঋষি পর্শুরাম আজি বিনা প্রহরণে
সংহারিলা মম প্রাণ ; রাম-অদর্শনে
না জীব ক্ষণেক আমি ! অহো ভৃগুরাম !
রামে রাখি', বধি' মোরে, সমাচর শান্তি,
মম লোহ-হবিঃ-ধারে আহুতি প্রদিয়া
তব কোপ-রূপ হোম নির্ব্বাপিত কর !
ও' নব কুসুম-বৃন্তে ছেদি' কিবা লাভ ?
এ' প্রাচীন ফুলে নাশ' তা'র পরিবর্ত্তে,
যা'র দলগুলি শুষ্ক স-কেশর খসি'

পড়িতে আরম্ভিয়াছে, নাহি বাস-লেশ
আমোদিতে আশুগতি, মকরন্দ বিন্দু
নাহি তিরপিতে মধুমক্ষিকা-দ্বিরেফে,
রজোরাশি নাহি চন্দ্রাতপিতে দিঙ্মুখ,
সুবিমল শোচিঃ কই রঞ্জিতে অন্তর ?
এর ক্ষয়োন্মুখ বৃন্ত-চ্ছেদে নাহি হানি,
হে নিষ্ঠুর কাল-কীট ! এড়াই তা' হ'লে,
সংসার-নরক-বহ্নি-কুণ্ড-দগ্ধজ্বালা !
"অহ আদিতেয়-বংশ-চকোর সুহৃদ,
অয়ে পুত্র রামচন্দ্র ! এ' চকোর বর
বদন-সুষমা সুধা-রাশি অনারত
প্রপিয়া লোচন-পথে, আজু' আছে ধরি'
জীবন,—কেমনে আর বাঁচিবে মুহূর্ত্ত ?
অহ সৌরকুলাগাধ-সুবিপুলতম-
সমুদ্র-সম্ভব, অয়ে পুত্ররামচন্দ্র !
অবলোকি' সান্দ্রানন্দে সে' সাগর তোমা'
স্ফীত-তনু তরলিত উত্তুঙ্গ তরঙ্গে
থাকিত মেদিনী ব্যাপি',—এবে বিসর্জ্জিবে
জীবন, বিহনে তুমি শুষ্ক ক্ষীণকায় !
অহ রবিবংশ-সোমকান্ত-মণি-বন্ধো,
অয়ে সুত রামচন্দ্র ! উৎস-তট-স্থিত
যেই চন্দ্রকান্তমণি তব সুধা-স্যন্দে
আছিল আনন্দে গলি',—অধুনা মরিবে
পুড়ি' অগ্নিরাশি-মাঝে, নীরস-শরীর !

অহ ভানুবংশ-ফুল্ল-কুমুদ-বান্ধব,
অয়ে সূনু রামচন্দ্র ! স্বচ্ছ-সুখ-সরে
যে' কহ্লার-সুকুসুম স-তেজঃ-সৌরভে
আছিল,—চরম দশা সে' এবে পাইবে
তব অদর্শন-রূপ হিম-আগমনে,
শোক-সরঃ-শীত-জলে আনতি' মৃণাল,
পড়িবে গলিয়া বৃন্ত-চ্যুত-দলরাজী !
অহ সৌরবংশ-নৈশ-শারদ-বিমল-
আকাশ-ভূষণ, অয়ে সুত রামচন্দ্র !
যে' গগন আলোকিত ছিল সমুজ্জ্বলে
তোমার অমৃতময় মরীচিরাশিতে,
দিগ্‌বধূব্রজ যা'তে পরম-উল্লাসে
বিকাশিল মুখ কান্তি সুহাসি-রাশিতে,—
সে' অম্বর আজি ঘোর চিরস্থায়ী সান্দ্র
অন্ধতমোময়ী অমা-তমাতে পূরিবে ;
আশা-সুন্দরীর বৃন্দ পিন্ধিবে শোকের
কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ নিরানন্দ মনে !
অহ অর্ককুলোদ্ভূত দৈবত্র-প্রমোদি,
অয়ে পুত্র রামচন্দ্র ! যে' দেবতা-দল
তোমার পীযূষরাশি অবিরত পিয়া
আছিল আমোদমত্ত ক্ষুধারাশি নাশি',—
এবে তা'রা তোমা' হেরি' রাহু-কবলিত,
দুঃখ-মহার্ণবে মজ্জি', জীবিত হারা'বে !
অহ সহস্রাংশু-বংশ-উড়ুগণ-পতে,

হে তনয় রামচন্দ্র ! যে' নক্ষত্র-বৃন্দ
তব গুণ-রাশি-রূপ সুপ্রদীপ্ত তেজে
পরম প্রণয়ে ছিল, বিকসিত-তনু,
তোমা' বেড়ি' চারিভিতে,—আজিকে তাহারা
দুর্নিবিড়-কাল-জলধর-জাল-ব্যাপ্ত
তব দেহ হেরি', শোকে নিবা'বে স্ব-দীপ্তি !
হে উষ্ণাংশুবংশ-শর্ব্বরীর সার্ব্বভৌম,
ও অঙ্গজ রামচন্দ্র ! সুসমলঙ্কৃত
ছিল চির তব চারু চন্দ্রিকার মালে
যে' ত্রিযামা,—আজ সেই ঝাঁপিবে শোকের
ঘন-সন্তমসরাশি-নীরধির নীরে
তোমার অমিয়ময় দর্শন বিহীনে !
হে চণ্ডদীধিতি-বংশ-হরচূড়ামণে,
ও নন্দন রামচন্দ্র ! শশি-শেখরের
মহাদ্যুতিমান্-মণি-ফণিগণ-বেড়া
যে' প্রবর শিখা, হায়, তোমার মিলনে
সন্দীপিত ছিল ভূষি', বিশ্ব সমালোকি',—
আঁধার সে' চূড়া এবে হ'বে তোমা-বিনা।
অহ উষ্ণকর-কুল-ওষধীশ, তয়ে
সুকুমার রামচন্দ্র। আছিল সরস
তব চারু-গুণরাশি-হিম-কর-ক্ষরে
অচল-মেখলা-জাত যে' ওষধিচয়,—
তা'রা অদ্য তোমা'-বিনা, অহহ, এ'ক্ষণে
হারা'বে জীবন-ধন চিরকাল-তরে !

অহ খরবংশ-গোত্র-সরোবর-শোভা,
হে পুত্রক রামচন্দ্র! যে' কাসার-বর
তোমারে পাইয়া পার্শ্বে হাসিত অমলে,
অসংখ্য-মুক্তাফল-জাল-বিখচিত
উত্তম অম্বরবরে আবরি' শরীর,
বিপুল-পুলকপালি-কলিত, সুসান্দ্র-
আনন্দসন্দোহ-সহ,—সে' এবে, হায় রে,
ধরিবে মলিন মূর্ত্তি, শোক-অন্ধকৃত,
ঢাকিয়া বদন তব অনবলোকনে!
হে মিহিরবংশ-হিমালয়-পুষ্টিকর
অম্বুজন্ম রামচন্দ্র! হে হিমদীধিতে!
যে' নগাধীশ্বর ছিল বিশাল-শরীরী,
তব হিমকর-রাশি পাতে সুসরস,
সুবিমল স্বচ্ছদ্যোত চাকচক্যশালী,—
এবে সে' কি হ'বে, অগো, তোমার বিহনে
নীরস, বিশীর্ণতনু, পঞ্জরাবশিষ্ট!
যে' নর্ম্মদা সরিদ্বরা তোমার কুমারী,
তব প্রপালিতা, ভানবীয়-বংশ-রূপা,—
তা'র হ'বে হেন দশা বিধি-বিড়ম্বনে!
হে সবিতৃগোত্র-মৃগ-লেখার আশ্রয়,
রে অপত্য রামচন্দ্র! যে' হরিণ-রেখা
নিরুদ্বেগে নির্ব্বিপদে ছিল তব কাছে,—
কোথায় থাকিবে এবে তোমা'-শূন্য ভবে!
তব শরণিতা সৌরবংশ-রূপা কলা,

অয়ি কৌশলানাথ!—তা'রে কে রক্ষিবে যত্নে?
তা'র হ'বে হেন গতি, এ' অদৃষ্টে ছিল!
হে তপনবংশ-নৈশ-তিমিরারি, অয়ে
সুতশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! তুমি যে' ভুবনে
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-রূপ কিরণ-নিকরে
উজ্জ্বালিয়াছিলা, শোভি' প্রকৃতির বপুঃ,—
তোমায় না হেরি' এবে ঘন-তমোরাজী,
রঘুকুল-শত্রু-রূপী, ব্যাপিবে সত্বরে!
"কৌশল্যা শুধিবে যবে,—'কোথা মম রাম?'—
কি উত্তর দিবে তা'রে তখন অভাগা!!"—
শোকের আধিক্য-ভরে বলিতে বলিতে
সহসা রঘুজাঙ্গজ রাজ-অধিরাজ
কপালে লোচন তুলি', উলটি' তারকা,
বিরূপাক্ষ-চক্ষুঃ যথা সিদ্ধি-বিজড়িম,
মূর্চ্ছা-সমাক্রান্ত হ'য়ে, বাত-অভিহত
কদলী-দলের ন্যায় পতনোন্মুখিলে,
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব, মহাতপা-জ্যেষ্ঠ,
গরীষ্ঠগুণ সম্পন্ন, সৌরকুল-গুরু,
রাঘবীয়চয়-চির-হিতব্রতে রত,
সপ্তার্চ্চিঃ-সঙ্কাশ চারু শতাঙ্গ-পুঙ্গবে
আরোহি' ছিলেন যিনি রাজ-পার্শ্বদেশে,
তড়িত-গতিতে উঠি', কমণ্ডলু-স্থিত
পর-পূত গাঙ্গ-পয়ঃ তৎক্ষণে সংগ্রহি',
বেদ-বিধানোক্ত মহামন্ত্রে অভিষেকি',

পরিসিঞ্চি', চেতনিলা ব্রহ্মতেজো-বলে,
নিদাঘ-নীরস তরু যথা সতেজয়ে
প্রাবৃট্ জীমূতরাজ সলিল আসারে,
অথবা অমৃতময় মরীচি-সম্পাতে
অমৃত-মরীচি দেব যেমত সপ্রেমে
প্রমোদে কুমুদ-জালে সরসে সরসে!
 স্বস্থিরিলা অজাঙ্গজ মোহ-অপগমে,
যথা তন্দ্রাবৃত জন উঠয়ে জাগরি';
পুনঃ স্ব-প্রকৃতি-গত হৈলা অবিলম্বে,
যথা সূর্য্য শোভে দিবে ঘনজাল-মুক্ত,
কিম্বা মণিবর রোচে শাণ-সংমার্জ্জিত,
অথবা কাঞ্চন বাকে নিকষ-কষিত।
বদন-লোচন-বিভা হৈল পূর্ব্বমত,
নবীন-নিবিড়-নীল-নীরদ-নিস্বনে
যথা বিদূরাদ্রি-ভূমি রতন-অঙ্কুর-
সমুত্থানে সুবিকাশে,—শরৎ-সমাগমে
বলাকা-কাদম্ব-রাজমরাল-বীথিতে
কিম্বা সুরাপগা-অম্বু,—অথবা সন্দীপে
অচলনিতম্ব-স্থলে মহৌষধি-চয়
তারাপুঞ্জ আর অগ্নি-সনে নিশা-যোগে,—
ইন্দুকান্ত-মণি-ইন্দ্র ইন্দু-সন্দর্শনে
কলধৌত-দ্যুতি-হারি কুমুদ-সহিত,—
কিম্বা সূর্য্যকান্ত-মণি সূর্য্য-নিরীক্ষণে
সরসীর শোভা হৈম কমলের সহ।

কহিলা আশ্বাসি' দর-হসিত-আননে.
অপর-পরোক্ষে নৃপে সুমৃদুল স্বনে
অরুন্ধতী-জানি মুনি,—
"বৃথা ভীতি কেন,—
কা' হ'তে করহ ভয়,—কেবা তব অরি ?
তব পুত্র ক্ষত্রজাতি তমোহা-মিহির,
প্রবল প্রতাপ-চণ্ড-গভস্তি-মালার
সমাগম-তেজে তব রিপু-গ্রাম-রূপী
শশী বা নক্ষত্রজাল নির্দ্দীধিত হ'বে ;
তবে আর অনর্থক কি ফল চিন্তনে ?
থাক স্থির ভাবে ক্ষণ, দেখিবে এখনি,—
পরশুরামের দম্ভ নির্জ্জীবিবে খলু,
লবণ-প্রদানে আস্যে জলৌকস যথা
নিস্তেজয়ে ; দেখ রঘু-নন্দন-বিক্রম।
আপনার কাল এবে করিল ভার্গব,
রাঘবের করে স্বীয় মহাধনুঃ দিয়া,
স্ব-গুটিকা-কোষ-বদ্ধ যথা তন্তুকীট,
অথবা কর্ক টী-গর্ভ স্ব-বিনাশ-হেতু।
'ভার্গববিজয়'-কাব্যে সংপ্রতি শেষিল
নবম সর্গ, 'দ্বন্দ্ব-প্রঘন'-আখ্যাত,
রাজেন্দ্রকুমারী-দেবী-হৃদয়-নন্দন
গোপালচন্দ্রমা শর্ম্মা, অকৃতি, অধম,
সুদুস্তর-মানসিক-দুঃখ-অম্বুরাশি-
তরণে সুবৃহত্তম-তরণী-স্বরূপ

এ' খানিকে এই জন বিবেচনা করে,
হেতু,—দরিদ্রের রঙ্গ-টুকুই কাঞ্চন,
অমূল্য-মাণিক্য-মূল্য কাচখণ্ড ধরে,
শত সৌবর্ণিক হূন বা কোটি দীনার
এক বরাটক ; অন্য মনীষী কোবিদ
সুকাব্য-বিনোদ মহা-জনের সন্নিধি
মূর্খতা বা প্রলাপের একাধার বলি'
হ'বে গণনীয় ?—ইচ্ছা এর এ' জনমে,
কাব্য-বর্ষানভে হ'তে নব নীরধর,—
মুহুর্মুহুঃ মহাস্বনে এর গর্জ্জনের
জানিতে কেমন প্রতি-ঘাতিবে গৌড়ের
শ্রবণ-বিবর-বর্ত্মে,—কোন্ বা চাতক
নব বারি-ধারা পি'তে প্রধাবিবে নিত্য,—
কোন্ শিখী কেকা-রবে নাচিবে প্রমত্তে
শত-ইন্দ্রধনুঃ শোভা-হারী পুচ্ছ ধরি',—
বঙ্গ-বুধ-ভ্রাতৃবৃন্দ-সমীপে, বুঝি গো,
এ' দুরাশা-কথা কহি', হ'ল হীনমতি
উপহাসাস্পদ, অহ! নৌকা সঞ্চালিতে
যে' জানে না, হ'তে চাহে সে' কেন নাবিক ?
নিথর অল্প জলে মরিবে ডুবিয়া !
ব্যাল-গ্রাহী নহে, হস্ত দেয় কেন দর্পে
নিদ্রিত সর্পের মুখে ? এই মেঘ-নাদ
ভেক-মকমক্-ধ্বনি হইবে, অথবা
সুদূর-শব্দায়মান-শিবা-কোলাহল !

এ' ভয় ঘুচাহ এবে, কবিপতি-ব্রজ !
সদ্-উপদেশ কিম্বা সুমন্ত্রণা-দানে।

ইতি 'ভার্গববিজয়'-কাব্যে
'ধনু-গ্রহণ'-নাম
নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

বিষয় :—

স্বর্গে আসীন গণেশ্বর ও সতীর বেশ বর্ণন,—পরস্পর কথোপকথন ; নারদের সহিত দ্বন্দ্বনিবারণ-জন্ত ভার্গবের সন্নিধানে মহাদেব স্বর্গহইতে পদ্মাকে প্রেরিত করেন ; রাঘবের ভার্গব-কার্ম্মুক-গ্রহণে বীরত্ব-জ্যোতি বিকাশ,—ভার্গব তেজোহরণ ; ভার্গবের প্রতিভাশূন্যত্ব, রাঘবের চাপ জ্যারোপণ-টংকারাদি ; লক্ষ্মণের রাঘবকে ঊর্দ্ধে ধনুর্দ্ধারণার্থ নিবেদন,—ভার্গবপ্রতি প্রগল্ভ অভিযোগ ; অপরাপর জনের রাঘব-ভার্গবের অন্যোন্য ভাবাবলোকনে বিস্ময়-কৌতূহলআদি, ভার্গবের নাম-রূপশৌর্য্যযশঃশক্তি-প্রশংসা,—রামাবতারের পূর্ব্ব-ভবিষ্যদ্বাণি স্মরণ,—স্বীয় পরাভব অনুমান,—ক্ষত্রবধে প্রতিজ্ঞা-পরিহার ; রাঘবের ভার্গব-সমীপে শর-প্রার্থনা ও গ্রহণ,—সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন,—কোদণ্ডে বিশিখ সংযোজন ও আকর্ষণ,—ভার্গবকে শরবেধ-লক্ষ-নিদর্শনের জন্য জিজ্ঞাসা ; পদ্মার আগমন,—রূপ-বর্ণন,—ভার্গবকে শঙ্কর-আদেশ কথন ; ভার্গবের পরাজয় স্বীকার ; পদ্মার শূন্য-পথে প্রস্থান ; ভার্গবের রাঘব-সমীপে বিনয়,—স্বর্গমার্গ-অবরোধে অনুমতি ; রাঘবের ভার্গব-ত্রিদিববর্ত্ম-রোধ,—শর-প্রক্ষেপণ-স্থানে প্রকৃতির দশা ; দশমসর্গ-শেষ।

স্থান,—অন্তরীক্ষ ; ও মিথিলা-সাকেত-সীমা, অযোধ্যাভিমুখ-পথ। কাল,—দ্বিতীয়দিবস ; মধ্যকাল, মধ্যাদিবস।

হেথায় ত্রিদিব-তলে ত্রিদশ-সমূহ
ভার্গবরাঘব-দ্বন্দ্ব দেখিছেন হর্ষে,

যে' যা'র বাহন-যানে আরোহি' কৌতুকে।
সবার উত্তর-দিশি সুন্দর সভায়
বিরাজেন মহাদেব, দেব, ভূতপতি,
দেববৃন্দ-অর্চ্চ্যপাদ, বিশ্ব-একমূল,
তপঃফল-প্রসাদক, ভকত-বৎসল,
মদনদহনকারী, বিভব-বিরাগী,—
ত্রিলোক-ললিত-তনু-প্রসন্ন-মূরতি,
রজত-পর্ব্বত-প্রভ প্রশান্ত-দর্শন,
রুচির-রতন-শত কিরণ উজ্জ্বল,
বালার্ক প্রতিম তেজঃ বিকীরে তা' হ'তে;
করুণা-আলোক পূর্ণ পাঁচটী বদন
বিশোভে শ্রেণীশঃ দিব্য-প্রেম-হাসময়;
দীপি'ছে তিনটী সিদ্ধি-জড়িম নয়ন,—
অস্তগত-সূর্য্য-সম বামেতর আঁখি,
তা' পাশে দ্বিতীয় নেত্র বিকীরে মরীচি
শারদ-জলদাবৃত পূর্ণশশি-ভাস,
ভাল-তটে তৃতীয়টী ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি,
বাহিরে প্রতিভা যেন ধূম-চ্ছিন্ন-তনু;
উজালি'ছে অবতংস বাল-বিধু-লেখা,
শীতলি' অখিল স্থল কৌমুদী-চ্ছটায়;
মস্তকে কাঞ্চন-দ্যোত বদ্ধ-জটাজূট,
নাগেন্দ্র-রচিত বর-শেখর, তাহাতে
ভাতি'ছে মাণিক্যগণ তারাস্তোম-সম,
রশ্মিমালা প্রধাবি'ছে তাহে দশদিশি;

ধুতুরাকুসুম-কম-কুণ্ডল কর্ণে
গণ্ডযুগ-বিশদিমা আরো বিমলি'ছে ;
নীলিম গরলরেখা কম্বুরাজ-কণ্ঠে
নীলগিরি-শৃঙ্গ-তুল্য নিত্য-নেত্ররম ;
নাগ-যজ্ঞ-উপবীত, রুদ্রাক্ষমালিকা
বিকাশি'ছে বিভা গলে, সঙ্গমের স্থলে
সাগরের দেহে যেন মিলিয়াছে গঙ্গা ;
অলংকৃত ভদ্রাক্ষের অঙ্গদ-বলয়ে
বাহু ও প্রকোষ্ঠ-দেশ ; দশহস্তে ধৃত
ত্রিশূল-পিণাক-পাশ পরশু ডম্বরু-
দণ্ড-অসি-মৃগ, বর-অভয় দি'ছেন ;
কৃষ্ণবিন্দু-বিলাঞ্ছিত শার্দ্দূলের চর্ম্ম,
কুঙ্কুম-কিঞ্জল্ক-পীত, কটিতে পিহিত ;
কনককমলিনীকুল ঈশ্বরে আসীন।
মহেশ-শরীর-ভব প্রভা-পরিধিতে
ক্ষীণভাস অন্তরীক্ষ, আদিত্য-মণ্ডল।
তাঁ'র বামে সতী, সতী, পতি-একব্রতা,
প্রধানা প্রকৃতি, দেবী, শক্তিকুলেশ্বরী,
ঈশ-পূতপ্রেম-লোল অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,
পতির ধরিয়া কর স্ব-কমল-করে
আসীনা ভুবনমাতা মন্দাকিনী-ভব
দিব্য-বিকশিত এক কোকনদ-বরে,—
ত্রিলোচন-বিভূষিত বিমল বদন
নিত্য-স্নেহ-দ্যুতিময়, মৃদুহাস-শুভ্র ;

পুরটমুকুট-চূড়ে সুবিমল মণি,
ভুবন-তিমিরহর, সুভূষি'ছে শিরঃ ;
লীলা-ইন্দীবর হস্তে, বরাভয় দায়ী
চারিভুজ, সুধাবর্ণ, মৃণাল-কোমল ;
স্বর্গীয় ভূষায় আর চারু পরিচ্ছদে
সুন্দর সমলঙ্কৃত দিব্য দেহ-খানি ।

বিজয়া চামর করে দণ্ডা'য়ে দক্ষিণে ;
বামে জয়া তালবৃন্ত ব্যজি'ছে মৃদুলে ;
পুরোভাগে পদ্মা পদ্ম-পারিজাত-আদি
দিব্য ফুল আছে ধরি' দেব-দেবী তরে ।
সমান বয়স সবে তিন পার্শ্বচরী,
সম-প্রীতি-গুণ বদ্ধা, একই আকার,
উভয়ের রূপে গুণে নাহি তারতম্য,
আঁখি-পাপ হরে সম সুন্দর মূরতি,
মুকুল-যৌবনবতী, এক-বেশ-ভূষা ।

অদূরে নন্দিকেশ্বর, ভৃঙ্গী, প্রমথাদি
রক্ষা করে সাবধানে বিনোদ বিমান,
ধবল-অচল-তুল্য বলদ-লাঞ্ছিত
শোভে যা'তে কেতুরাজ নয়ন-রমণ ।

সকলে দেখিতেছিলা সানন্দ-অন্তরে
রঘুরাম-ভৃগুরাম-অপূর্ব্ব-বীরতা ।

শৈলেশ-বালিকা উমা করুণ-অন্তরে
কহিলা শঙ্করে, কিম্পুরুষ-বরারোহা
বাজাইলা বেণু যেন নন্দন-নিকুঞ্জে, —

"যদি কৃপা থাকে, নাথ, উদার-হৃদয় !
এ' তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনীর প্রতি,
শ্রবণে আশ্রয় দেহ এ' মোর বচনে,—
দেখ, পুত্র পর্শুরাম বৃথা বিবাদি'ছে
তব অজগব-চাপ-ভঙ্গ ল'য়ে অই
প্রবীর রাঘব-রাজ-কুমারের সহ ;
পরম স্নেহের পাত্র উভয়ে আমার,
বাজিবে আমার বক্ষে বজ্রাঘাত সম,
কারো গাত্রে যদি ফুটে এক কুশাঙ্কুর !
দেখ, আহা, রাঘবেন্দ্র কুসুম-কোমল !
জামদগ্ন্য ভর'পরে কঠিন আচারে,
সহিতে নারি যে আমি, শুন, জগৎপতে !
অতুল-প্রতাপী রাম যদি ভার্গবের
অপমান করে, সে' ত আমারই হ'বে,—
শস্ত্রের ক্রকচ-সম ব্যথিবে হৃদয়,
কেমনে স্ব-চক্ষে দেখি' ধরিব জীবন !
কলহ-প্রমত্ত হয় কার্ত্তিক, গণেশ,
স্থির হ'তে পার, প্রভো ! স্ব-আঁখিতে দেখি' ?
অন্যায় সমরে রত আজি ভৃগুপতি,
কি কৌতুক দেখ, দেব, সহে না পরাণে !
এর প্রতীকার করা সত্বর বিধেয় ;
নিবর্ত্তহ যুদ্ধ-হ'তে অধুনা ভার্গবে।"
পিণাকী বিরূপ-আধ-নিমীলিত-চারু
প্রণয়-নয়নে চাহি' নগনাথ-কন্যা

চার্ব্বঙ্গী গৌরীর পানে, ঈষত্ বিহসি',
পূর্ণপ্রেম-স্পৃহ-রজ্জু-আকৃষ্ট মানসে
বলিলা সতীর পাণি ধরিয়া সাদরে,—
"কি ফল চিন্তিয়া মিথ্যা ? শান্ত হও, শুভে !
এ'ক্ষণে, সুভগে। আমি নিবারিব উহা,
বলিবার আগে আমি করিয়াছি মনে।
রাঘবের বীর-পনা জানি ভালমতে ;
অসীম বিক্রমে হ'য়ে প্রমত্ত, ভার্গব
পরিণাম না বুঝিয়া, যুদ্ধ যদি করে,
ত' ক্ষণে বিজিত হ'বে, চূর্ণিবে গৌরব।
দুই মত্ত গজ যেন আস্ফালি'ছে শুণ্ড
একটী করেণু-জন্য। রামের কি দোষ ?
এ' সমর-মূল, প্রিয়ে ! স্বয়ং ভার্গব।
গাত্র-কণ্ডূয়ন যদি নাশিতে মহিষ
ঘর্ষে কণ্টকপূর্ণ শাল্মলী-দ্রুমে,
বাহিবে না রক্ত-ধারা ক্ষত-বিক্ষতিয়া ?
কেবল দর্প নষ্ট হইবে এ'বার,—
এত ক্ষত্র বধি' তবু বিরত হ'ল না !
অতিরিক্ত করিয়াছে মম আদেশের,
বিশেষ তাহার শাস্তি অবশ্য ভোগিবে।
রাঘবভার্গব-তরে আর অনর্থক
চিন্তারে চিত্তের মাঝে দিও না আসিতে।
অর্দ্ধ-অঙ্গ-ভাগী বন্ধু আমি আর হরি,
মিত্রতা উভয়ে তথা হ'বে, জগন্মাতঃ !"

বলিলা পদ্মারে দেব মধুর বচনে,—
"দ্রুতপদ-ক্ষেপে যাও, কল্যাণী কমলে!
আমার আদেশ বহি', মম প্রিয় শিষ্য
রেণুকাতনয়-কাছে, অই পুরোদেশে;
কহিও নিদেশ এই, বুঝা'য়ে যতনে,—
মম চাপ তোমা-দিয়া বিদেহ-পত্তনে
পাঠা'য়েছিলাম আমি রাঘবের তরে,
সৎকার্য্য সাধিত হ'ল সে' ধনুঃ-বিনাশে!
পুরুষ-প্রধান রাম, তা'সনে সম্প্রতি
বিরোধ অপ্রয়োজন,—তব শুভ-হেতু
পরাজয় অঙ্গীকারি' দাশরথি-কাছে
সপ্রণয়ে প্রার্থি' লহ স্বর্গমার্গ-রোধ!"
বিনয়-বিনম্র মুখে, যোড়করে পদ্মা,—
"এ' অনুমতিতে, পিতঃ, কৈলা কৃতকৃত্য!
আশীস' দাসীরে, দেব! যেন চির-তরে
সদাদেশবহ হ'য়ে, শরণ লভয়ে
ত্রিলোক-দুর্লভ দু'টী ও' পঙ্কজ-পদে!"—
ত্বরিত চলিলা, বলি', মর্ত্ত্যধাম-পথে,
শতেক বিজলী মিলি' যেন ক্ষণে ক্ষণে
নাচিল জলদদল-কোলে, উচ্চে হাসি',
উলঙ্গি' উজ্জ্বল তনু প্রমোদ-বিহ্বলে,—
দিগ্বধূ-বদন-লক্ষ্মী তাহে মলিনিল।
পৃথ্বীজয়-গর্ব্বোদ্ধত ভার্গবের মুখে
ঈদৃশ শ্রবণ-কটু-বচন বিন্যাস

শুনিয়া, রাঘবকুল-তিলক, বীরেশ,
মহাবাহু, প্রকাশিলা প্রবল প্রকোপ,
পদ-বিদলিত যথা ভুজঙ্গ-প্রবর
ধরয়ে বিপুল ফণা,—অথবা মাতঙ্গ
তিরস্কৃত হ'লে, ধরে ঊর্দ্ধে শুণ্ড-দণ্ড,—
মেঘ-অন্তরিত কিম্বা পতঙ্গ চঞ্চলে,—
তুরঙ্গ বা কশাঘাতে ক্ষিপ্ত, উঠে লম্ফি',—
কেশরী কেশর বাজী ফুলায়, ব্যাধের
সুনিশাল বাণ পৃষ্ঠে ফুটিলে সবলে।
ভার্গব-প্রদত্ত চাপ লইয়া রাঘব
দক্ষিণ ইতর করে, অবলীলা-ক্রমে,
স্মিত-বিস্ফুরিতাধর, প্রসন্ন-অন্তরে,
প্রতিপ্রদানিলা থরু উচিত উত্তর।
পূর্ব্বজন্ম-ধনুঃ সমাগমে, পরন্দম,
ভুবন-নন্দন রঘু-নন্দন, সুধন্বী,
সান্দ্র নীল নব-কন্দ-কদম্ব-সুন্দর
ধরিলা মূরতি, জন-মনোরমতম,—
সাক্ষাত্‌ মকরকেতু, কুসুমেষুপাণি,
রতির হৃদয়-নাথ, ঋতুপতি-সখা,—
অথবা দেবেন্দ্র-সুতা-দেবসেনা-স্বামী
কার্ত্তিকেয়, তারকারি, পুরারি-কুমার,—
অর্জ্জুন, গাণ্ডীব-ধন্বা, কুরুক্ষেত্র-রণে;
প্রাবৃষ্‌ বিদ্যুদ্‌-বিভা নব নীরধর
কেবল কতই ধরে আঁখি-হর রুচি,

তাহে পুনঃ ইন্দ্রধনুঃ দীপে দিব্যদ্যোতে,—
যামুন-বানীর-মঞ্জু-নিকুঞ্জকুটীরে
মুরারি একেত কত সুষমা বিকাশে
গোপ-বেশধর-তনু-অসিত বরণে,
তাহে রুচিরতা কত না জানি সম্ভবে
উচ্চ শিখীপুচ্ছ-চূড়া শিরে বিনিবদ্ধ !

কোদণ্ড-আদান-কালে হরিলা স্বতেজঃ
ভৃগুনাথ-তনু-হ'তে, বৈদেহী বিলাসী ।
অপ্রতি স্ব-পূর্ব্ব-শৌর্য্য সংপ্রাপ্তি দীপ্তিতে
বীরত্ব-ব্যঞ্জক কান্তি আরো সন্দীপিল,
সূর্য্যকান্ত-মণি-রাজে স্বতঃ-প্রভ যদা,
তাহে রবিকর-পাতে কত নিভা ধরে !

অধুনা ভৃগুনাম্পতি বিহীন-প্রতিভ,
সামান্য-ব্রাহ্মণস্তুত প্রতিম হইলা,
অগণ্যরাজন্য রিপু,—যথা ধূমকেতু
কেতু-শূন্য ক্ষুদ্র তনু রাজে নভঃ-কোণে,—
কিম্বা বিভাবসু শিখা ধূম-পরিহীনা,—
অথবা স্বর্ভানু-গ্রস্ত ভানু, অক্ষি জন্মা,—
দিবাগমে হীন-ভাস বনৌষধি-ব্রজ ।

স্থাপিয়া বসুধা-তলে ভীম কার্ম্মুকের
এক কোটি, দাশরথি অসংভেদ্য মৌর্ব্বী
বামেতর করে ধরি' সমধিরোপিলা,
যেমত জনক-গৃহে মহাদ্ভুত ক্রিয়া
সমাপন কালে খলু কৈলা মহাবলী ;

বালক কন্দুক-কেলি করয়ে যাদৃশ,
টংকারিলা মহাধনুঃ বিপুল বিক্রমে।
সে' ভৈরব শব্দে স্তব্ধ চতুর্দ্দশ-লোক;
নিমেষ-পতন-পরে মহা প্রতিনাদ
ধাইল অম্বর-বর্ত্মে বিশ্বময় ব্যাপি',
প্রপূরি' কন্দর-গিরি-সানু স্থলী-তট-
কানন-সমুদ্র-নদী-প্রান্তর-কান্তর-
প্রদেশ-পত্তন-পল্লী-মরুস্থান-আদি!
থর-থর-থরে ধরা ধ্বনিল সঘনে:
বাজিল অখিল হিয়া ধড়-ধড় ধড়ে;
পাতালে পাতাল-বাসী, মর্ত্ত্য মর্ত্ত্য-ধামে,
ত্রিদশ ত্রিদশ-লোকে ভাবিল বিলয়;
অম্বুবার উথলিল জলদল-পতি,—
স্বনের নির্ঘোষে ঘোষি' চলে উদ্বেলিয়া,
উত্তুঙ্গ অদ্রির সম, ফেণরাশি-চূড়,
নাচি', মহোরগ-দীর্ঘ মহোর্ম্মী-নিবহ,
চলদুপত্যকা করি' পরস্পরান্তরে;
অধীরে ভূধর-ব্রজ অতীব কম্পিল।
রাখিলা প্রচণ্ড ধনুঃ ধরি' বাম করে,
এক কোটি ভূ-নিহিত করিয়া তির্য্যকে।
    বলিলা সুধীর ধন্বী প্রবীর সৌমিত্রি,
সুহাসী, মৃদুল হাসি', মধুর ভাষণে,
সজল-জলদবর-নিনদ-গভীর,—
    "রাঘব-কুমার-বর্গ-জ্যেষ্ঠ আর্য্য, অহ!

এ' ঘোর ধনুর ভর অসংসহনীয়,—
কূর্ম্মরাজ-বক্ষঃস্থল বিশাল ব্যথি'ছে,
যা'র ঝঞ্ঝাবাত-রূপে প্রবহে প্রচণ্ডে
ভীষণ-ঘোষণ-সনে প্রশ্বাস-পবন,
সমুচ্ছ্বাসি' অম্বুরাশীশ্বর-অম্বুরাশি,—
নাগাধীশ শেষ শিরো-বেদনে অস্থির,
ধরিতে ধরার ভার আজ অসমর্থ,—
দিগ্বারণ-গণ নাদে ভৈরব বৃংহনে,
পাড়ি'ছে সঞ্চূর্ণি', বুঝি, তা'দের সুদীর্ঘ
রদ, বিশ্বধর ? এ' বৈষ্ণব বাণাসন
সত্বর উত্তোল, ধীর, বীরেশ-অগ্রণী !
পুনঃ কি লভিবে ধরা বিলয়ের দশা ?"

তুলিয়া লইলা চাপ কটি-ঊর্দ্ধদেশে
রাঘব-প্রবর, স্মিত-প্রফুল্ল অধর ।

বলিলা লক্ষ্মণ পুনঃ প্রকাশি' প্রাগল্ভ্য,
চাহি' পর্শুরাম-পানে, সুমহামহিম
স-গৌরব-তেজঃ-পূর্ণ উজ্জ্বল লোচনে,—

"এ' সামান্য কর্ম্ম-তরে নিয়োগিলা ঋষি,
আহব-কুশলী-যোদ্ধা-কথা থাকু' দূরে,
শুনিলে ক্ষত্রিয়শিশু, অহহ, হাসিবে !
মশক নাশিতে কি, গো, শতঘ্নী-পাতন ?
অহো মহাধনুর্দ্ধর মুনীন্দ্র-প্রবর !
এ' ক্ষুদ্র-ব্যাপার-নির্ব্বহণে কি গরিমা ?
নির্ব্বীর্য্য ক্ষত্রিয় জাতি আপনার জ্ঞানে

নিত্য উপজয়ে, এবে তা' প্রক্ষেপ দূরে !
মলিন থাকে কি নভঃ শরদ্-আগমে,
কতক্ষণ থাকে তমঃ তপন-প্রকাশে ?
অশেষ সাগরাম্বরা ধরার কেমনে
চির-শাসনের ভার এ' জাতির' পরে
অর্পিলেন লোক-পিতামহ,—কহ, কেন ?
এ' হেন সামান্য-কর্ম্ম-সম্পাদনে ধনু
ভব-ধামে স্বীকারিতে লঘুতা কে চাহে ?
কেবল আপন অনুরোধ-রক্ষা-হেতু
মৈথিলী-বান্ধব রাম, রবিবংশ-রবি,
বীরেন্দ্র-মৌলীন্দ্র-নীল-মণীন্দ্রার্চ্চ্য-পাদ,
কোশলা-ধরণী-অধিনাথ-প্রিয়পুত্র,
ধনুর ধারণে তব অদ্য সমুদ্যত ।
রেণুকাকুমার ! তব অদ্ভুত করম
শুনিছি, জনক-নাশ-দুঃখে করিয়াছ,—
অসূয়া করি না তা'তে ; সে' সময়ে, কিন্তু,
যে' সব ক্ষত্রিয় তব পরশুর মুখে
পড়ে'ছিল, তা'রা শোভাঞ্জন-শাখা-সম
বলবীর্য্য-হীন ; হেন অকিঞ্চিত্কর
ক্রূর কার্য্য-দ্বারা দর্প করা অনুচিত !"
ঋষিরাজী, ক্ষত্রগ্রাম, পারিষদ, মন্ত্রী,
রাঘবীয়া মহাসেনা আদি জন-গণ
সন্দর্শিল সবিস্ময়ে কৌতূহল-চিত্তে
বীর-ঋষি-রাজে আর বালক্ষত্র-বীরে,

(দিবসাপগম-কালে যথা দিনদেব,
নলিনী-নায়কবর, তমোহা মিহিরে
অপগত-দ্যুতি, দুঃখ-বিম্লান বদনে
চরম-অচলরাজ-কন্দরে পশিতে,—
আর মণি-রূপে পূর্ব্ব-ককুভ-দেবীর
পুরট-মুকুটে ভূষি', নব-বর্দ্ধমান
জগন্মনোরম রুচি-রাজিতে প্রোজ্জ্বলি',
মৃদুহাসিরাশি-রসে ঝলমল আস্য,
এণীশাঙ্ক-লেখা-ধর, কুমুদিনী-বঁধু,
রাকাগত নিশানাথে সমুদিতে,—দেখি',
ধরয়ে প্রকৃতি-বালা অভিনব ভাব,
সসম্ভ্রমে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নেহালি'।)
বলি জ্যেষ্ঠ, কৌঙ্কণেয় ভার্গব বীরর্ষি
নিভালি' রাঘবরে, মহাবীর্য্যবন্ত,
সুরাসুরনরাতঙ্ক, অদ্ভুত-বিক্রমী,
মানুজ-বর্গের মাঝে অদ্বিতীয় শূর,
ভুবনৈক যোদ্ধৃবর, দুর্গহিম-মূর্ত্তি,
ভাবিলা বিস্ময়-ভয়-পরিপ্লুত চিত্তে,
নবতন-পরাজয়-জনিত লজ্জায়
পাটলিমাময় মুখ অবনত করি',
ধরাতল-ন্যস্ত-দৃষ্টি;—
"এ' বা কোন্ জন?
ধন্যা এ' বীরের প্রসূ! ধন্য তা'র ভাগ্য!
বাখানি সে' বংশ, যা'র এই অবতংস,—

সে' অম্বর কি সুন্দর, যাহে হেন রবি,—
সে' নিশা কি সুরুচিরা, যাহে হেন শশী,—
সে' উদ্যান কি সুদৃশ্য, যাহে এ' কুসুম,—
সে' কুসুম কি সুযশ, এ' সৌরভ যাহে,—
হেন মধু-ঋতু যা'তে, সে' কাল কি চারু,—
হেন স্থলী যা'তে রাজে, কি কম সে' গিরি,—
হেন নদ যায় শোভে, সে' দেশ কি কান্ত,—
সে' মুকুট কি মনোজ্ঞ, যা'র হেন হীরা,—
সে' জাতি বরেণ্য কত, যা'তে এই বীর,—
রমণীয় সে' সরঃ কি, যাহে এ' নলিন,—
সমুজ্জ্বল সে' খনি কি, যা'র হেন মণি,—
কি মহার্হ সে' সাগর, হেন রত্ন যা'র,—
কমনীয় সে' কোষ কি, যা'র নিধি হেন,—
সে' বরষা নভঃস্থল কি বা শোভনীয়,
যথা এ' জলদ-বর ভাতে দিব্য দ্যোতে,—
যা'র হেন বিদ্যুদ্দাম-বিলসিত-বিভা,
সে' সলিলধর-বপুঃ কি বা চেতোরম,—
বাষ্পীয়-শীকর-ভব এই ইন্দ্রায়ুধ
যা'র শিরে, বাম কি বা সে' পয়ঃ-প্রপাত।
"কি ভূয়সী শক্তি, অহ, এ' শিশুর ভুজ
ধরে! বাখানি, রে বীর, তো'র বীর-পনা!
কি ধীর বীরত্ব-পূর্ণ স গৌরব কান্তি,
আদিত্য-কুলের কিল প্রকৃত আদিত্য!
মম সুপ্রচণ্ড চাপ, ত্রিলোক-দুর্দ্দম,

পান্নগারিকৈতনেয়,* তা'রে অবহেলে
কেবল কটাক্ষ-ক্ষেপে ধরি' এক করে,
শেষের অশেষ দেহ শিঞ্জিনী সংরোপি',
টঙ্কারিলা মৃদুহাসি' বাল-কেলি ছলে!
নিখিল ক্ষত্রিয়কুল সংহারি'ছি আমি
নিঃশেষি', প্রতিজ্ঞা-বশে একবিংশ বার,
হেন শূর হেরি নাহি অদ্ভুত-প্রতাপী
কভু কোন স্থলে এই বিপুল পৃথ্বীর!
কাল পরিপীত-সার পাশুপত চাপ
ভাঙ্গিবে নিমেষ পাতে,—কি তা'র আশ্চর্য্য!
ঘোর গর্ব্বভার-ভরে মহারোষ বশে
পরিণাম না দেখিয়া কৈনু যে' শপথ,
কোথা রৈল এবে তাহা!—হায়, আমি কি, রে!
পরাজিত হৈনু এক শিশুর সমীপে?
"উদয়-ক্ষমাভৃত-পথে যথা দিবাগমে
উদে দেব দিনমণি, নবীন মূর্ত্তি,
সমুদিল স্মৃতি-মার্গে এতদিন'পরে,
অহহ! কাহিনী এক পুনঃ নব বেশে,
শুনেছি'নু পুরা গুরু পুরারির মুখেঃ—
গোলোক-অধীশ দেব বৈকুণ্ঠ-বিহারী,
নিনি উমাধব-অর্দ্ধ অঙ্গভাগী বন্ধু,
দুর্ব্বার কর্ব্বুর-বর, বর্ব্বর-গর্ব্বিত
বৈশ্রবণে বিনাশিতে, অপিচ, অখিল

* 'পন্নগারিকেতন'—গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু, তৎসম্পর্কীয়।

ক্ষপাচরা-ভারাক্রান্তা ক্ষৌণী উদ্ধারিতে
অবতীর্ণিবেন কিল অংশ-চতুষ্টয়ে,
পবিত্রিয়া' ধরাধাম, বিশ্ব-উৎসবিয়া,
ধার্ম্মিক-বরেণ্য কোন ক্ষত্ররাজ-গৃহে,
উচ্চতম নৃপকুল সমলঙ্করিয়া
কলধৌত-তনু-ত্রেতা-চরম-সময়ে ;
তাঁ'হ'তে হইবে মোর দম্ভ সঙ্কুচিত,—
অহহ ! এ' কথা আজু' জাগি'ছে অন্তরে,
শমী-বিটপিনী-গর্ভ-লীন চিত্রভানু,
সমাধিমন্দির-মধ্যে কিম্বা দীপ-শিখা,
অথবা অর্ণবোদরে বাড়ব-দহন,—
হৃদয়-ফলকে আছে চির-সুলিখিত,
যথা চামীকর-রেখা শিলা-সমঙ্কিত।

"এই ত ত্রেতার শেষ,—বিশ্রবার পুত্র
রাবণ, রাক্ষস-রাজ, ত্রিলোক-বিজয়ী
তেজঃ-পরাজিত-সূর্য্য-পরিধি, প্রবীর,
সমুদিত স্বদোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অধুনা ;—
পঙ্গপাল-দলোপম এবে ভব-ধাম
অভিব্যাপ্ত সংখ্যাতীত নক্তঞ্চর-গণে ;—
নারায়ণ-অবতার এই রাম না কি ?

---

* বিষ্ণুপুরাণে পরশুরামের উৎপত্তির কাল দ্বাপর-যুগের প্রথম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অযোধ্যার রাম, লঙ্কার রাবণ, কিষ্কিন্ধ্যার বালী, মাহিষ্মতীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, কান্যকুব্জের বিশ্বামিত্র, মিথিলার জনক, অঙ্গের লোমপাদ, কেকয়ের যুধাজিৎ, সাঙ্কাশ্যের কুশধ্বজ, হস্তিনার হস্তী ইত্যাদি রাজন্যবর্গ ইঁহার সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

সোদর-তিনটি রাজে তিন-অংশ-রূপে ;—
মম গর্ব্ব-খর্ব্ব-দশা সমাগতা প্রায় !—
চির-শ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশ ক্ষত্রকুল-মাঝে,
সে' গোত্রে উৎপত্তি এঁ'র দশরথ-নামে ;—
অজজ ক্ষত্রিয়-বর নৃপ চক্রবর্ত্তী।
ভারার্ত্তা পৃথ্বীর গুরু ভার লাঘবিতে
তাড়কা বিনাশি', আর দূরি' মারীচেরে,
প্রথম দৃষ্টান্ত, আহা, প্রথম বয়সে
দেখাইলা, সুপ্রকাশি' প্রবল প্রতাপ ;
খুলিলা আদিম দ্বার উপযুক্ত কালে
ক্ষপাচর-কুল-ক্ষয়-বিপুল-সদোর ;
গৌতমের শাপে ছিলা অহল্যা পাষাণী,
লভিলা মানুষী-দশা দিব্য পূর্ব্বমূর্ত্তি
এঁ'র পদ-কোকনদ-রেণু কণা-স্পর্শে !
ইনি কি হৃষীক-ঈষ, দেব, সনাতন ?
ধন্য দশরথ ক্ষত্র, ধন্য নররাজ,
লভে'ছে তনয়-রূপে এ' দুর্লভ ধন !
অহ, পুণ্যবতী ধন্যা কোশল-কুমারী,
যে' উদরে ধরে'ছিল এ' অনর্ঘ নিধি,
রত্নাকর-গর্ব্ভে যথা অনর্ঘ রতন,
কিম্বা খনি-অভ্যন্তরে অমূল্য মাণিক।
নিমিকুল-পূত-সরে কম-কুমুদ্বতী
ধন্যা সীতা ভাগ্যবতী, বিদেহ-নন্দিনী,
রমা-রূপা ধরাতলে, অযোনি সম্ভবা,

যোগ্যপাত্রে স্ব-স্বামিত্বে বরিয়াছে সাধ্বী !
ভুবনে বরেণ্য জানি' মিলা'য়েছে ধাতা,
ইন্দিরা সঙ্গতা হ'ল ইন্দিরেশ-সঙ্গে !
অবশ্য মিলায়ে কালে সরিৎপতি সাথে
সরিদ্বরা, সূর্য্যে প্রভা, শশি-সহ কলা :
"ধন্য ক্ষত্র-গোত্র এবে হ'ল এঁ'র গুণে,
দিবস দিবসমণি দরশনে যথা ।
ধন্য আমি পর্শুরাম, যা'র নামে সহ
এ' বীরবরের আখ্যা হ'য়েছে ভূষিতা :
এঁ'র কাছে অভিভব শ্লাঘ্য ব'লে' গণি ।
না বুঝে অকার্য্য যথা কৈনু ক্রোধ-ভরে,
তা'র দিব্য প্রতিফল পাইনু স্ব করে ;
সকল-সমক্ষে আজি এ' বিনয় লাজ
ভোগিনু, অহহ !—তাহে কি হানি সম্ভবে ?
শূরের শূরত্ব বুঝে যেই শূর জন ।
আজ'বধি ক্ষত্রবধে প্রতিজ্ঞা তেজিনু ;
যথা ঔর্ব্ব্য, মহাতপা, ভৃগু-বংশ-ভূষা,
স্থাপিলা সাগর-গর্ভে ক্ষত্রনাশ-মন্যু,
অদ্যাপি জ্বলি'ছে যাহা বাড়বাগ্নি-রূপে,
দ্বাদশযোজন-স্থল দহি' নিত্য খলু,
অর্পিব এ' মহাতেজঃ দাশরথ-দেহে,
সন্দীপিবে যাঁ'র রুচি আরো তীব্র র'য়ে,
দ্বিগুণে না কভু বহ্নি সমিন্ধন-দানে ?"
গোধাচর্ম্ম-অঙ্গুলিত্র পরিলা অঙ্গুলে

(হীরকের অঙ্গুরীয়-সনাথ হইয়া
বিভাতিতেছিল যাহা অধিক অমলে,
স্থির-বিজলীর হাসি নবমেঘ-মুখে
আবিরভূতিল কোন প্রাকৃত-বিধানে,
বিশোভিল মখমলে গজ-মুক্তাফল,
থাকিল বিমল ভাস নয়ন রমিয়া),
বলিলা ভার্গবে রাম, রাঘব-প্রবর,
পরঞ্জয়, মৃদু হাসি',—
“অহো বীরবর,
ঋষি-শ্রেষ্ঠ। যদি দিলা এ' মহা কোদণ্ড,
তবে দিয়া এবে এক নিশিত বিশিখ
সকরুণে, সুপরীক্ষি' লহ, দেব, আজি
কেমন বীরত্ব ধরে এ' বালক জন!”
পশুরাম, রেণুকার হৃদয়-নন্দন,
রাঘব-বদন-দত্ত-মৃদু-জড়-দৃষ্টি,
হতবুদ্ধি-সম শর প্রদিলা তৎক্ষণে,
কলের পুত্তলি যথা পরিসঞ্চালিত,
যে' দিকে বাসনা ধায়, ফিরা'লে সে' দিশি।
লইলা অমনি রাম বামেতর করে
ভীষণ শায়কবর অসীম বিক্রমে,
অরিঞ্জয়; ঊর্দ্ধদেশে তির্য্যগবস্থানে
উত্তোলিলা সুমহান্ ধনুঃ ধনুর্দ্ধর,
চাপ-মধ্য-বিনিষক্ত-বাম-পাণি-মুষ্টি।
হরিল নয়ন-মনঃ নিখিল জনের

সে' অপূর্ব্ব ভুবনৈক-মনোজ্ঞ-দর্শন,
মেঘরাজ-শিরঃ-শোভী যথা জল-ধনুঃ
অপরাহ্নে প্রাচীদিকে সুবিচিত্র-তনু।

করুণা ললিত-মূর্ত্তি রাম, অরিন্দম,
ভার্গবে ক্রটিত-শৌর্য্য, বিহীন-গৌরব,
নেহারি' মৃগাঙ্কমৌলি-নন্দন-সন্নিভ
আশ্রবণ-আকর্ষিত দিব্য শরাসনে
অমোঘ আশুগবর সংযোজি', কহিলা
সুধীর-গম্ভীর-দূর-স্বনিত-সদৃশ,—

"এই প্রাণহর শর পরিত্যাগে তব
জীবন হরিতে পারি, প্রবীণ-কুঞ্জর!
যদি পরাজিত তুমি, তথাপি তোমারে
প্রহারিব নাহি কভু নিন্দিয়ে,—বিশেষে,
অবধ্য দ্বিজাতি চির, শুন, বিপ্রমণে:
আমাদে'র অর্চ্চনীয়; তাহে ব্রহ্ম ঋষি
গুরু বিশ্বামিত্রের অনুরোধ আছে।
আমার হস্তের খলু গুণ-সংযোজিত
অব্যর্থ এ' বাণ-বর বিশ্রুত জগতে
ইহার বেধের লক্ষ কেহ দেখাইয়া।
কহ, অহে বুধোদ্বহ, মুনীন্দ্র-নন্দন!
কোন স্থল অবরোধ করিব তোমার
সত্বর? ব্রাহ্মণবর! কহ কোন বর্ত্ম
ঊর্দ্ধ বা ভুবন-অধঃ অদ্য রুদ্ধ হ'বে?
বহুকাল-তপোলব্ধ অনির্ব্বচনীয়

সুপবিত্র লোক তব অবরোধ করি ?"—
এত বলি' চাহি' রৈলা ভার্গবের পানে
প্রতীক্ষি' উত্তর।
উর্দ্ধমুখে অন্যমনে
ভার্গব ভাবিতেছিলা যথা নির্নিমেষে,
অমনি সহসা দৃষ্টি পড়িল সরলে
ব্রহ্মাণ্ডপতির মহা-আতপত্র-রূপী
উজ্জ্বল বিশাল সূর্য্য-বিচিত্র মণ্ডলে ;—
বিবুধ নিবহ তাহে বসেছে, করিয়া
বৃহদ্-দর্শনা সভা সমুদ্র-প্রতিমা,
খেলিছে পতাকাকুল তরঙ্গের সঙ্গে,
বাজী-রাজি যাদোগ্রাম, রথ জল-যান,
শুভ্র পরিচ্ছদ ফেণ-মালা, মাঝে দীপে
অমূল্য মণির দীপ বিভাবান্ ভানু,
গীত-বাদ্য-নৃত্য-শব্দ জল কোলাহল,—
মূর্ত্তিমতী প্রভা যেন তা' হ'তে হেরিলা
নামিছে পৃথ্বীতে মৃদু-পবন-বহনে ;
উড়িছে অঞ্চল-খানি চঞ্চলা চঞ্চলে ;
একটী ষোড়শী বালা, অনিন্দিত-রূপা,
(সেবিছে দাসীর সম নিত্য প্রিয় ভাবি'
কোমলতা যা'রে যেন মমতা-মুগধা) :—
সুন্দর শরীর-খানি কমলে নির্ম্মিত ;
ভূষণ সরোজে গড়া ; পঙ্কজের বেশ ;
শ্বেত-শতদল-সম ললিত লাবণ্য ;

পুণ্ডরীক-দলময় সুন্দর বদন ;
অধরোষ্ঠ-পাদ-পাণি কোকনদ সার ;
অরবিন্দ-বিখচিত কপোল-কপাল ;
তরল লোচন দু'টী কুবলয়-দল ;
নব-ইন্দীবর-ধাম কবরীর ভার,
ধবল-জলজ-দাম তাহে সুবেড়িত ;
পঙ্কেরুহ-সুকুণ্ডল দুলে পদ্ম-কর্ণে ;
গলে জলরুহ মালা বিলোলে অবাধে
কমল-মুকুল-তুল্য উরোজ-যুগলে ;
কেলী-পদ্ম দু'টী করে ; পদ্ম-নাল-ভুজে
অম্বুজ-অঙ্গদ, সরোরুহ-দল বালা ;
সুগভীর নাভী রাজে রাজীবের কোষ ;
কটিতটে নলিনীর মেখলা-কলাপ ;
কিঙ্কিণী-নূপুর পদে ; অসিত বসন
পরনে, চিত্রিত সিত-উত্পল-মালে ।
সেই পদ্ম-কান্তিময়ী অপূর্ব্ব মূরতি
ভার্গব-সম্মুখে অবরোহিল ক্রমশঃ ।
গাত্র-ও-নিঃশ্বাস-জন্মা স্বর্গীয় সৌরভ
আমোদিল সেই স্থল পুলকি' অন্তর ।
পদ্ম-পরিমলময় বহিল সমীর ।
ভাবিলা ভার্গব ঋষি একদৃষ্টে চাহি'
বিস্মিত নয়নে,—
" না কি আবির্ভূতিলা
কমলা (কমলালয়া) দাসে দয়া করি',

সকল-ধবলা কিম্বা বাণী জগন্মাতা,
অথবা তপস্যা দেবী সদয়-হৃদয়া,
প্রশান্ত করিতে মোরে কিম্বা স্বয়ং শান্তি,
যুদ্ধ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিম্বা রঙ্গভূমে
আমার সহায় হ'তে উরিলা করুণে ?"
রাম-আদি রাঘবীর-গণ কৌতূহলে
হেরিয়া অবাক্ হইলা বিস্ফারিত আঁখি।
সুধিলা প্রাঞ্জলি মুনি,—
"কে তুমি, গো দেবি!
কি মানসে কৃপা করি', উদিলা সম্মুখে ?"
উত্তরিলা দেবী ধীর বচন-বিন্যাসে,
বিশ্বাবসু-হস্তে যেন ঝংকারিল বীণা
হাহাহুহু-গীত-স্বনে সমবেত-তানে,—
"আমি পদ্মা, শিবদূতী, ভ্রাতঃ ভৃগুপতে!
পাঠাইলা তাত আমা' নিবারিতে তোমা'
রাম-সনে এ' সংগ্রামে।"—
বলি', কর্ণে কর্ণে
সঙ্গোপনে নিবেদিলা মহেশ-নিদেশ,
স্নেহ-সম্ভাষণ সব উমার সাদরে।
তা' শুনি', শ্রীহরি' ঋষি পরম যতনে
কহিলা পদ্মারে অশ্রু-প্রপূর্ণ নয়নে,—
"ভগ্নি! পুত্র বলি', হায়, এ' দীন দাসেরে
পিতার পড়িল মনে এত দিন'-পরে ?
তাঁ'র এ' সুপরামর্শ বন্দিনু মস্তকে;

হৈনু, পদ্মা, চরিতার্থ জনমের তরে।
তাঁ'র আজ্ঞা-উল্লঙ্ঘন-ভব অপরাধে
ভোগিনু যন্ত্রণা এত, ক্ষমিতে কহিও;
অবোধ পুত্রের দোষে পিতা-মাতা কভু
ক্রোধিত নহেন, দেবি! কি আর কহিব?
পিতৃ-মাতৃ পদে দিও দীনের প্রণাম;
তাঁ'রা বিনা এ' জগতে কেহ নাহি মম;
সত্বর ভেটিব গিয়া কৈলাস-ভবনে।"
"শান্তি সমাচর, দেব! রামের সহ;
যাই অবিলম্বে দেব-দেবীর সদনে,
আমা'-আগমনে ত্রুটি হ'বে শুশ্রূষার।"—
বলিয়া প্রস্থান কৈলা পদ্মা দেব-দূতী।
ভক্তি-ভরে ঊর্দ্ধে চাহি' নমিলা ভার্গব
গলদশ্রু, করপুটে, দেবেশ-উদ্দেশে।
যে' পর্য্যন্ত না দর্শন-পথের অতীত
হইলা সে' দিব্য দূতী, তদবধি সবে
রহিলা চাহিয়া স্থির বিস্মিত-লোচনে।
রাঘবে বলিলা রাম রৈণুকেয় ঋষি,
ম্রিয়মান, মৃদুস্বনে, বিম্লান-আননে,—
"দাশরথ! সনাতন, নিত্য-তেজোময়,
অকল, অমল, দেব, চিরন্তন তুমি;
ক্ষত্রকুলোজ্জ্বলকারি, অয়ে শুভাশয়!
ধরা সুপবিত্রা হ'ল এত কাল'-পরে
তব পদার্পণে; শূর, ধরাভারহারি!

তুমি যে পুরুষ নিত্য নারায়ণ, নাথ,—
ইহা অবিদিত মম ছিল না ক কভু ;
তবে সুপ্তফণী-সম তোমা' রোষিয়াছি,
তব মহাবৈষ্ণবীয়-তেজঃ-সন্দর্শন-
বাসনা চরিতার্থিতে কেবল এ' কার্য্য
সম্পাদিত, জনার্দন ! হ'য়েছে অধুনা
এ' কিঙ্করের হ'তে, কোদণ্ডানম্পাতে !
বিষম পরুষ-রোষ-দহনে দহিনু
মম পিতৃবৈরি-ক্ষত্র ; সমুদ্রাবরণা
স্বহস্ত-অনুপার্জ্জিতা সমস্ত মেদিনী
যোগ্যপাত্রে প্রদিয়াছি ; রাখিয়াছি প্রতিজ্ঞা :—
হে পরম-দেব ! তব সমীপে মদীয়
পরাভব হ'ল, আহা ! শত সাধু-বাদ
অর্পিনু আমারে আমি ! হৈনু কৃতকৃত্য !
অদ্য মম ভাগ্য আমি শ্লাঘ্য বলে' মানি !
"সংহরহ স্বর্গ মার্গ এ' ঘোর মার্গণে*,
রঘুকুল-ধুরন্ধর, রিপুগ্রামদম !
এতে কভু জন্মিবে না বিগ্রহ হৃদয়ে,—
সংসার নিস্পৃহ জনে কি কার্য্য প্রলিপ্সা ?
ত্রিদিবের অভিলাষ পরিহার কৈনু।
তীর্থাভিগমন-গতি-দ্বার, সুধীবর,
কবাটীও নাহি, বীর !—এ' মম অভীষ্ট ;
পুনঃ কালে সমর্থিব পাইতে ও' গতি

* মার্গণ—বাণ, শর।

সঞ্চয়ি' প্রচুর পুণ্য, যথা ধনীজন
গ্রস্তিলে দরিদ্রাবস্থা, আবার আরোহে
পূর্ব্ব-দশা-চূড়া'পরে বিত্ত সংগ্রহিয়া
অতি-পরিমিতাচার-বোধিত-চলনে ;—
এ'জনের এ'প্রার্থনা রক্ষ, বীরবর !
অপরতঃ দিব্য ধামে কি বা আবশ্যক ?
পাইলে হীরক-মণি, কি ফল স্ফটিকে ।
তব শুভ দরশনে প্রশংসিত হৈনু ;
মম জন্ম চিরতরে লভিল সাফল্য ;
চরিতার্থিল, আত্মা, অখিল বাসনা ;
তপঃ জপ যোগ-পূজা-সমাধি-বন্দনা
যে' সঙ্কল্পে কৈনু, তাহা অদ্য সম্পূর্ণিল !"
"যথা আজ্ঞা তব !"—
বলি' অঙ্গীকারি' হর্ষে
রাঘব কৌশল্যায়ন শূর, শত্রুন্দম,
যোচিলা ভীষণ ইষু, সন্ধানি' প্রাঙ্মুখে,
কুকুর-সাত্বত-বৃষ্ণি-অন্ধ-ভোজ-মধু-
বংশের আশ্রয় কৃষ্ণ যাদব-প্রবর
অব্যর্থ আয়ুধ 'চক্র' এড়িলা এ'রূপে
ঘোর রবে সৌভপতি, মায়ার আধার,
সিন্ধুপার-বাসী শাল্ব দৈত্যপতি'পরে,
দ্বারাবতী-অবরোধে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে ।
ধাইয়া কলম্ববর দ্রুত মহাতেজে,
সহস্রেক-উল্কাদণ্ড-সন্নিভ প্রোজ্জ্বলি',

ঊর্ধ বর্ত্মের হৈল সুদুষ্পরিহর
অর্গলা (সুতীক্ষ্ণতনু) পরশুরামের,
যেমত কীলক বিদ্ধ আরস কপাটে ;
ছেদিল গৌরব ; সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কৈল,
যেমতি তিমির নাশে তিমিরারি-কর।
অরেরে কৃতঘ্নতম নিঠুর শায়ক!
যবে ভার্গবের করে আছিলি, তখন
কত উপকার, অরে, কৈলি অবহেলে!—
এবে রাঘবের, আহা, হ'য়ে পাণি-গত,
সেই তুই সুসাধিলি কি বলে' অরিষ্ট
পূর্ব বন্ধুর, হ'য়ে বৈরি-আজ্ঞাচর?
এ কি বিপর্য্যয়-গতি দেখি জগতের!
যে' শর-প্রক্ষেপ-ভব শব্দে স্তব্ধিল
নিখিল ভুবন-স্থল,—কম্পিল বসুধা,—
টলিল অচল-শৃঙ্গ,—উথলিল অব্ধি,—
ভীম নাদে উদ্বমিল অগ্নি-গিরি-বর্গ
দ্রবধাতু-ভস্ম আস্য-ভৈরব-ব্যাদানে,—
অন্তরীক্ষ-মধ্য-হ'তে দিগন্তে ছড়া'য়ে
পড়িল সলিলধর-পটল গরজি',
ইরম্মদে বাঁধি' বিশ্ব, ধাঁধিয়ে নয়ন,—
ব্যথিল কমঠ-হিয়া,—স্খলিল মস্তক
ভুজঙ্গেশ অনন্তের,—ডাকিল দিগ্গজ,—
চমকিল সব লোক,—ভয়দে কাঁদিল
জীব-ব্রজ,—প্রতিনাদ ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড।

স্বকীয় ঔদার্য্য-গুণে মার্জ্জিয়া ইহার
দোষরাশি, উৎসাহ বর্দ্ধন কর, গো
সুকবি-অবনী-নাথ-চক্রবর্ত্তী-বৃন্দ !—
অমন্দ আনন্দে ভয়ে এ' প্রার্থনা করে
শ্রীগোপালচন্দ্র, সান্দ্র-মন্দপ্রধী জন,
পার্থিব 'নন্দন', তা'র মধুহ্রদ-রূপী
'ভার্গব-বিজয়' কাব্যে দশম উদ্ঘাত,
'বিজয়' আখ্যাত, অদ্য বিরচিত করি' ;
কবিত্ব-বিমলাকাশে যা'র সদা বাঞ্ছা,
শারদ চন্দ্রমা-রূপে উদিতে সুহাসে,
বিকীরিতে বিশ্বোপরি সুধা-রশ্মি-রাশি,
তৃপ্তিতে চকোর-রাজে (সুকাব্য-প্রমোদী),
বিকশিতে বঙ্গ-মনঃ-কুমুদ-নিচয়ে ;—
কালকূটে পরিণত হ'বে কি, গো, পরে,
অগ্নিনদী-বৈতরণী-তপ্তশিখ-বাষ্প,
কিম্বা তা'র পরিবর্ত্তে কর্ম্মনাশা-জল,
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ড অথবা নরকে ?

ইতি 'ভার্গববিজয়'-কাব্যে
'বিজয়'-নাম
দশম সর্গ।

ভার্গব-বিজয় কাব্য

প্রথম সর্গ।

বিষয় :—

কাব্য সূচনা, পূর্ব্বতন কবিগণের আলোচনা :—বাল্মীকি-স্তবন,—ব্যাস-গুরুর,—
মহিমা-বর্ণন; ভারতী সমীপে প্রার্থনা,—বন্দনা,—কাতরতা,—
কবিত্ব-শক্তি-পরিগ্রহ :—কল্পনার উপাসনা,—গৌরব,—সাহচর্য্য বাঞ্ছা;
কবিতার অর্চনা,—শ্রেষ্ঠতা :—[illegible]
[illegible], বাল্মীকির কবিত্বোৎকর্ষ [illegible]
[illegible]
[illegible] কবিত্ব-প্রশংসা,—[illegible]
[illegible] কবিদশা-প্রাপ্তি; প্রথম-সর্গ শেষ।

দেবদেবত্র্যম্বকাতঙ্ক, জামদগ্ন্য, ঋষি,
ক্ষত্রকুলান্তক, বীর পরশুরামের
নাশিলা বিষম-দর্প বিপুল-বিক্রমে
অযোধ্যা-কুমুদকুল-কুমুদ-সুহৃদ,
রাঘবেন্দ্র, বলী রাম,—কেমনে তা' কহ,
সর্ব্বশুক্লে, সরস্বতি, জগ জগন্মাতঃ!
বৈদেহী-শুভোপযাম-ক্রিয়া সুনির্ব্বাহি',
পরম-প্রমোদে যবে সোৎসব-প্রয়াণে
প্রত্যাবরতিতেছিলা স্বজন-সংহতি

সাকেতপত্তন-বত্মে,* কহ, হে ভারতি!
চিরতরে কৃতার্থহ, অম্ব, জ্ঞানদেবি!
করুণা-কটাক্ষ-কণা বিতরি' এ' দীনে;
শ্রবণ-বিবর এর কর পীযূষিত
ভারতি-পীযূষ-স্রোতে, পীযূষ-ভাষিণি!
শুনিতে বাসনা বড় উদি'ছে অন্তরে,—
এ' তৃষা নাশহ, দেবি! এ' তৃষাতুরের,
তৃষিত-চাতকবরে যথা কাদম্বিনী,
অথবা চকোর-রাজে যেমতি চন্দ্রিকা!
অন্তর-মন্দিরাভ্যন্তরে মানস-আসনে
অধিষ্ঠিতা থাক চির এ' দাস-জনের;
সদা তোমা' দেখে যেন মন-আঁখি ভরি',—
শত-সিতোৎপল-শোভি-হারি-চারু-পদে
শতশঃ ভ্রমর-রূপে অনিশ চুম্বি'ছে
প্রণত-সুমহাকবি-সার্ব্বভৌম-বর্গ-
শিরঃ-শোভি-মুকুটেন্দ্র-নীলমণিগণ,
মঞ্জীর-শিঞ্জিত-চ্ছলে মঞ্জুল গুঞ্জরি';
তুষার-স্ফটিক-স্তোম-বিমল-বিগ্রহা;
বিশদ-বসনবরে বিনোদ-বসানা;
বরহীরা-বিগুম্ফিত-চারুহাররূপী
কবিতা-কুসুম-দামে সমুপশোভিতা;
চির-প্রসন্নতা-পূর্ণ-বদনমণ্ডল
সন্দীপিত স্ফূর্ত্তিমান্-প্রভা-পরিধিতে;

---

* সাকেত-পত্তন—প্রাচীন-অযোধ্যামহানগরীর নামান্তর মাত্র।

নয়নে ত্রিকলে দ্যুতি, নিত্য-স্নেহময়ী,
অনিশ-অভয়দায়ী ভীতপুত্র-প্রতি ;
ভানুকান্ত-মণিময় মুকুট মস্তকে ;
বিবুধ-তটিনী-অম্বু-বিমল-ধবল,
চির-সুপ্রফুল্ল, চতুঃষষ্টি-কলা-রূপ
শতদলকুল-অধীশ্বরে সমাসীনা ;
অযুতশঃ সংশোচি'ছে কোমল-কলিকা
ধবল-মৃণাল-চূড়ে, দর্প-বিদলিতা ;
ভক্ত-মানস-মধুকর কত উড়ে
তব গুণগানে মজি', সতত ঝংকরি',
কাব্য-নব-মধু পিয়া সোন্মদ-রূপে ;
সৌরভ-পরাগ-রাশি বহি'ছে পবন ;
সুমধুর-তানে ধনু ভুবন পূরিয়া,
বাজা'ছে কচ্ছপী-বীণা, বিনোদ-নাদিনী,
নির্ম্মিতা দ্বিরদ-রদে, হৈমতন্ত্রময়ী,
প্রবর-মাণিক্য-বীথী-বাম-বিখচিতা,
সুমৃণাল-ভুজে ধরি',—সে' সঙ্গীত-স্বরে
ডাকি'ছ কোবিদগণে যেন চিরতরে
পশিতে পীযূষ-সরে ক্লান্তি-অপগমে ;
কল্পনা ও চিন্তা তব প্রিয়-পার্শ্বচরী,
ত্রিলোক-ললাম-ভূতা, অসিতা, সুন্দরী,
চামর সংবীজনি'ছে গাঙ্গাম্বু-বিশদ।
কাব্য-মহোদধি-পারে উতরিতে এই
হীন-জন বাঞ্ছিয়াছে, বচসামীশ্বরি !

নৌ-বিদ্যা-নিপুণ নহে কেমনে পারিবে?
কত কর্ণধার কিল অপার-তরণে
স্ব-শক্তিতে সমর্থিল,—দাস নিঃ-শকতি;
কুন্দেন্দু-ধবলে, বাণি, অয়ি গিরাংদেবি!
তুমি তাহে হও, মাতঃ! তরণী-স্বরূপা;
শরণ গ্রহিল তব ও চারু-চরণে,—
বিপন্ন-নাবিকে এবে তারহ, তারিণি!
অসাধ্য সাধিত হয় তোমার সাধনে;
অকৃতি-তনয় তব এই, দয়াবতি!
ডাকে তোমা', হে জননি! এ' মূঢ়-ধী-জন,
উপাসিতে এই হৃৎ-কমল-আসনে।
দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য, আর বৃহস্পতি
তোমারে সেবিয়া, বাণি! এঁরা স্বর্গস্থলে
দেব-মহাকবি-খ্যাতি লভেছিলা না কি?
তব বরে, দেবি ওগো! এ' নর-মণ্ডলে
চিরতরে অমরতা লভেছে অনেকে,—
কবি-পিতা, পূজ্যপাদ বাল্মীকি মহর্ষি,
কবীশ-কমলকুল-অধীশ্বর যিনি,
ভারত-সরসী ব্যাপ্তা চিরতরে যা'র
যশঃ-পুষ্পরস-রজঃ-সৌরভরাশিতে;
ব্যাসদেব, সত্যবতী-হৃদয়নন্দন,
মহাভারতের নভে পূর্ণ-তুষারাংশু;
চৈতন্য-পদানুগামী বিদ্যাপতি দ্বিজ,
বঙ্গ-কবিকুল-পতি, কোবিদ-গ্রামণি;

সুন্দর মুকুন্দরাম-কবি-চক্রবর্ত্তী ;
বর্ত্তমান-হিন্দীভাষি-গণে সুরদাস,
যাঁ'র যশঃ-শশধর-শোচিঃ সংদীপিছে
পাশ্চাত্য-প্রদেশময় ; হাফিজ্ ও সাদি
কবিকুল-পিক বলি' খ্যাত চরাচরে,
পারসিক-কুঞ্জবাটী আজি প্রপূরিত
যাঁ'দের সুরম্যতম-সুকল-কূজনে ;
হোমর্, আদিম-কবি, যবন-মণ্ডলে
কবিকুল-সার্ব্বভৌম, ভুবন-বিশ্রুত ;
ভার্জিল্, হোরেস্, কবি-ভাস্কর-যুগল,
প্রখর-মরীচি-ছটা যাঁ'দের বিমলে
রোমক অম্বরস্থল চির-প্রোজ্জ্বলি'ছে ;
কবিকুল-গুরু ডাণ্টি, ইটালী-মণ্ডল
যাঁ'র গীতি-মধু-স্রোতে অদ্যাবধি ব্যাপ্ত ;
ইংলণ্ডে চসর্, কবি-কুল-অধীশ্বর ;
কবিকুল-মধুকর মনোজ্ঞ মিল্টন্,
ব্রিটানিয়া পূর্ণ যাঁ'র মধুর-গুঞ্জনে ।
কি জানে গৌরব তব এই হীনমতি ।
আবির্ভূতা হও আজি এ দীনজনের
হৃদ-পদ্ম-সদ্ম-মধ্যে, অয়ে সহৃদয়ে !
পূরহ প্রার্থনা এর,—দেহ বর, যাচে
অশেষ-বিনতি-সনে ও' চরণান্তিকে,—
মাধ্যন্দিন-ভানুমান্ করহ এ' জনে
কবিত্ব-বিমল-নভে,—রুচির-কিরণে

উজালিবে গৌড়ভূমি, সুষম-হসনে,
কতেক কমল হেরি' হাসিবে উল্লাসে ;
কিম্বা কবিতার নিশা-শোভি-শশধর,—
দূরিবে বঙ্গের খলু অন্ধতমো-জাল,
চটুল-চকোর কত পি'বে সুধারাশি,
ফুটিবে কুমুদ কত, কমনীয়-তম ;
কবিত্ব-প্রতীচ্য-নভে কিম্বা সান্ধ্য-তারা,—
বঙ্গ-সন্ধ্যাবধূ-ভাল চির বিশোভিবে ;
অথবা কবিত্ব-তমো-রাশিতে প্রদীপ,—
দীপিবে বিমলালোকে এ' বঙ্গ-মন্দির ;
জ্যোতিরিঙ্গণের স্তোম কবিতা-আঁধারে,—
এ' গৌড়-নিশার চারু-কবরীর ভারে
বিশোভিবে মুক্তাফল-কলাপের রূপে ;
অথবা কবিতারূপ-প্রাবৃষ্য-নিয়দে
আষাঢ়-দিগন্তব্যাপী-নব-নীরধর,—
ব্যাপিবে, গম্ভীর গর্জ্জি', বর্ষি' পয়োরাশি,
প্লাবিবে গৌড়ের চেতঃ পরম-প্রমোদে,
কত শত চাতকের বাঁচিবে জীবন ;
কবিত্ব-পূর্ব্ব-নভে সান্ধ্য-ইন্দ্রধনুঃ,—
বঙ্গ-মেঘরাজ-চূড়া সমলংকরিবে ;
কবিত্ব-বঞ্জুল-মঞ্জু-কুঞ্জরাজ-মাঝে
কল-কলকণ্ঠ-পিক,—কল-কলরবে
এ'বঙ্গ-বসন্তরাজ-বিজয় ঘোষিবে ;

কবিতা-কুসুমে কিম্বা প্রাণী* মধুপায়ী,—
মোহিবে গৌড়ের চিত্ত মোহন-কূজনে;
কবিতা-কমলে কিম্বা রসিক মধুপ,—
রঞ্জিবে বঙ্গের মনঃ বিমঞ্জু-গুঞ্জনে;
কবিত্ব-কুসুমোপবনে কিম্বা মধুমক্ষি,—
গঠিবে মধুর চক্র, যা'র মধু-স্রোতে
অনিশ ভাসিবে গৌড় বিপুল-পুলকে,
অমৃত-ঝংকারে ধন্য পূরিবে শ্রবণ;
কবিতা-রসের সরে বিকসিত কর
সরস-সারস-রূপে,—অমল-আভায়
উজ্জ্বলিবে আশাচয়, অপহরি' ধীরে
পরাগ-প্রকর আর পরিমল-রাশি
গৌড়ীয় পবনবর প্রবাহিবে, অহ!
সুধা-মকরন্দ-পানে প্রমাতি' প্রমদে,
এ' বঙ্গের কত ভৃঙ্গ-প্রবর গুঞ্জিবে;
কবিতা-মানস-সরে কিম্বা রাজহংস,—
বিহরিবে মহাহর্ষে মনোজ্ঞ নিনাদি'
এ' বঙ্গ-নলিন-বন সনাথিবে তূর্ণ।
এ' হেন দুরাশা, হায়! বৃথা মনে উদে,
বন্ধ্যাসুত, অশ্বডিম্ব, শশক-বিষাণ,
আকাশ-কুসুম কিম্বা, যেমতি অলীক!
ভেলক-সহায়ে পার হ'বে মহোদধি;
তুঙ্গতম-মেরুশৃঙ্গ পঙ্গু বিলঙ্ঘিবে;

* সচরাচর ভাষাতে ইহাকে 'টুনটুনি টুনি' কহে।

খর্ব্ব [illegible] গর্ব্ব করি' স্পর্শিবে হিমাংশু ;
নীচ-জন হ'য়ে খঞ্জ উঠিবে ত্রিদিবে ;
পাইবে অমূল্য-মণি সুদীন, অহহ !
হীন-দুষ্ট-দৈত্য হ'য়ে পীযূষ পিয়িবে ;
দুর্দ্দান্ত দানব, হায় ! দেবী-সম্ভোগিবে ;
বিলসিবে অমরায় ক্ষুদ্র-নর-জন ;
পশিবে সুখের হ্রদে চির-দুঃখভোগী ;
এক-কপর্দ্দক-মাত্র-সম্বল-বিহীন
সুদরিদ্র রত্নাকর সমধিকারিবে ;
তরুতলশায়ী-ভিক্ষু অকিঞ্চন-জন
লভিবে নিখিল-ভব-সার্ব্বভৌমতা ;
অন্ধ কি পাইবে কভু দৃষ্টি' [illegible]
কল-ধরারুহ-রাজি-শ্রী-সমাশ্রয়,
অথবা দেখিবে বিশ্ব-শোভা এককালে ;
গাহিবে মধুর-গীতি কখন কি মূক ;
শুনিয়া শিখিবে বেদ কভু কি বধির ?—
সকলি সম্ভব, মাতঃ! তব করুণায়,
অয়ি বীণাবাণি, শ্বেত-বিসিনী-বাসিনি !
এমন পদার্থ কিছু নাহি ভবে, তব
পাদ-পদ্মরজঃ-স্পর্শে লভে না আনর্ঘ্য,
স্পর্শমণি-স্পর্শে যথা মণিত্ব প্রাপয়ে
উপল সকলবিধ,—সামান্যবিটপী
থাকিলে মলয়াচলে এহে চন্দনত্ব,—
চারুজ্যোতিঃ ধরে মণি সৌরকরপাতে,—

মহা-দীপ্তি ধরে বহ্নি নিশার মিলনে,——
তথা তব গুণ-হীন এ' অমৃত-সূনু
হ'বে না কি কালে ধন্য চারু-গুণান্বিত ?
বৃহৎ-দবাগ্নি-রূপে দহে বনস্থলী
কালে ক্ষুদ্র-বহ্নি-কণা প্রধূমিত হ'য়ে,——
দীর্ঘ-সমীরণ কভু ধরে না কি কালে
ঘোর-ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন-বেগ-প্রচণ্ডতা,——
ক্ষুদ্র এক বীজ হ'তে ক্রমে অঙ্কুরিয়া
প্রকাণ্ড-ধরণীরুহ সংবর্দ্ধিত হয়,——
ক্ষুদ্র এক নদ ক্ষুদ্র-উৎস হ'তে উঠি'
সংপ্লাবে ক্রমশঃ দেশ বিশাল-শরীরে,
মহানদ-বেশে শেষে পরিণত হয়,——
কৃপা কর দাসে, দেবি, অয়ি কৃপাবতি !
এই ভিক্ষা যাচে দীন, এই দীক্ষা মাগে,
এ বাসনা পুরাইহ, হে ব্রহ্ম-কন্যকে !
কণ্ঠ-কঞ্জাসনে উরি' কহ সুকবিত্ব;
তোমার প্রসাদে যেন লভে নির্ব্বিবাদে
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-অধিকার-ভার চির,
যাহা কভু সমর্থে না চোরে অপহৃতে,
কালের করাল-কর-পরশে ক্ষয়ে না,
প্রদানে কমে না, বরং বৃদ্ধি-সম্ভাবনা।
কোথা, পদ্মাসনে, বাণি, বচসামীশ্বরি !
স্থলজলরুহ-রুচি-হারি-চারু-পদে
শতশঃ প্রণমি' করে প্রার্থনা অধুনা,

কর দয়া দীন-দাসে, দীন-দয়াময়ি !
সাহিত্য-সাগর মথি' কাব্য-সুধা-রাশি
বিলিতে বাঞ্ছিয়াছে, যাহা পিয়া তব
পূর্ব্ব-সূনুগণ-সম চারু চির-তরে
ধরিবে অমর-মূর্ত্তি, সুযশঃ-সংসারে
দুরন্ত-কৃতান্তে দমি',—তাহে তুমি, মাতঃ !
মন্দর-ভূধর আর অনন্ত-শরীর,
সমবেত-দেবদৈত্য-শক্তি-রূপা হও।
  রাঘব-চরিত্র কোথা পরম-পবিত্র,
মহাবাহু-বীর-ঋষি পশুরাম কোথা,
কোথা এই হীন-মতি সামান্য-মানব !——
কোথা মহা-মেরু, কোথা ক্ষুদ্র পিপীলিকা,
অসম-সাহস করে কেমনে লঙ্ঘিতে,—
কোথা কলানাথ-লোক, কোথা মর্ত্ত্য-ধাম,
কেমনে বামন চাহে স্পর্শিতে চন্দ্রমা !
কবিশ্রেণী-সমকক্ষ হ'তে চাহে, অহ ;
কাচ কভু শোভে মণি-কাঞ্চনের মাঝে !
দেব-সাধ্য-কার্য্য আজি সাধিতে প্রস্তুত
এই লঘুচেতা-নর,—হায়, কি প্রয়াস !
পরন্তু, জননি ! তব প্রসন্নতা লভে
যে, তা'র অসাধ্য কিবা আছে এ' জগতে ?
কল্পনা-সঙ্গিনী-সনে হও আবির্ভূতা,
যথা চান্দ্রমসী-কলা চন্দ্রিকা-সংহতি ;
তব অনুগ্রহে যেন পারে, গো, তুষিতে

এ' গৌড়-চকোর-চেতঃ প্রচুর বরষি'
কবিত্ব-শশাঙ্কী-সুধা-ধারা নিরবধি।
কোথা, গো বাগীশি, বাণি, বাম-বীণা-ধরে!
কচ্ছপী বল্লকী তব, বিশদ-বিগ্রহা,
প্রদান করহ তবে এ' অকৃতি-পুত্রে,
শক্তি নাহি যা'র আর ও' সহায়-বিনা!
উড়ুপে আরোহি', এবে অসম-সাহসে
বান্ধি' বুক, কাব্যরূপ সুমহা-অর্ণব
পার হ'তে উদ্যোগি'ছে এ' সামান্য-জন,
তারহ, তারিণি, এরে, অম্ব, বাগীশ্বরি!
তব নিষ্কলঙ্ক-নামে নতুবা কলঙ্ক
ত্রিলোক-বিখ্যাত-রূপে আ-চির রহিবে;
যে নন্দনগণ তব পরম-সুপ্রথী,
উত্তরিল। সাবহেলে যাঁর গুণ-বলে
পর-পারে মহাহর্ষে সহাস-আননে,—
এ' যে, গো, অধমাধম,—কি হ'বে অদৃষ্টে!
কোথায়, কল্পনে, দেবি! এস সকরুণে,
করুণা-বরুণালয়ে! অসিত-বরণা,
বাগ্দেবী-প্রিয়-সঙ্গিনী তুমি, লো রূপসি!
ভুবনৈক-সুসমিত-সমষ্টি-সংভূতা;
নীলমণি-বিনির্ম্মিত-ভূষণে ভূষণা,
মহা-মারকত-শ্যাম-মনোজ্ঞ-অংশুকে
আবৃত ও' বর-তনু—সকল-নীলিম—
তা'র মাঝে চারু সাজে মাণিক্য-চুমকী,

নৈশ-নভোদেহে শোভে তারা-গুচ্ছ যথা।
উচ্চতম ভৃগুমান্ গিরিবর-শিরে
সংরোহিতে বাঞ্ছিয়াছে,—হও সুসহায়
এ' দুর্ব্বাঞ্ছনীয়-বাঞ্ছা সংসাধিতে এস,
অয়ি ভুবনের বাঞ্ছা, সর্ব্ব-শক্তিমতি!
যথা চারুগুণযুতা, কম-কলাবতী
প্রাণের প্রতিমা প্রিয়া, সদা-একসখী,
সংসার-সাগরান্তরে একা নৌকারূপা,
মন্ত্রণে সচিব, দাসী করণ-আদেশে,
ধর্ম্মে দারা, স্নেহে মাতা, ক্ষমাতে ধাত্রিকা,
সুরঙ্গে বয়স্যা, শিষ্যা সুশিক্ষা-বিধানে।
জগতে কে আছে আর তুমি বিনা, সতি!
এ' অভাগা-মানবের কাম সংপাদিতে?
অঘটন-সংঘটন সব তুমি পার,
তোমার কুহক-ব্যাপ্ত নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড;
এমন কি আছে, যাহা এ' ব্রহ্ম-মণ্ডলে
মর্য্যাদার বহির্ভূত তব ক্ষমতার?
সর্ব্বনীতে, লো কল্পনে, কম-মানমুখি!
সত্য-সূর্য্যতেজো-দানে হৃদয় বিশ্বের
নিবিড়-আঁধার-জাল দূর কর, দেবি!
জ্ঞান-চক্ষুঃ উন্মীলহ, অয়ে বিনোদিনি!
এস, কুহকিনি, তবে, ব্রহ্মাণ্ড-রঞ্জনে!
দেখিবে জগত্ আদ্য একাসনে বসি'
নশ্বর-মুকুর-সম অনায়াসে খলু

এ' দুরভিলাষী নর,—এস ত্বরাপর,—
মনুজ-দুর্গম-স্থল দেখিবে কৌতুকে,—
লোক-চতুর্দ্দশ :—স্বর্গ-মরত-পাতাল ;
দেব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ-অপ্সর-কিন্নর-
দানব-গন্ধর্ব্ব-নাগ-বিদ্যাধর-আদি ;
নন্দন-অমরাবতী-বৈজয়ন্তধাম ;
গোলোক, অনন্তসুখালয় ; ব্রহ্মলোক ;
[illegible] ; দশদিক্‌-পালের সাম্রাজ্য ;
মন্দাকিনী ; বৈতরণী ; বসুধা-নগর ;
অলকা-কৈলাশ-আদি ; মঞ্জু-কুঞ্জপুঞ্জ ;
উপারণ্য অরণ্যানী-প্রান্তর-কান্তার ;
মরু-মরুদ্বীপ* ; গিরি-নদী-হিম-শৃঙ্গ ;
[illegible]-উপত্যকা ; [illegible] হিমশৈল ;
[illegible]-উৎস-প্রস্রবণ[illegible] ;
[illegible] উর্ম্মী-সঙ্কুল-প্রদেশ ;
সমুদ্র-আবর্ত্ত-মগ্ন-বাড়বহুতাশ ;
বালুকাপুলিন-চর-দ্বীপ-উপদ্বীপ ;—
নভে :—রবি-শশী-তারা-উল্কা-ধূমকেতু-
মেঘ-শম্পা ! লো কল্পনে ! তোমার আদেশে
প্রাতঃ-মধ্যদিন-সায়ং-নিশা সুভূষিয়া,
ভূত-ভাবি-বর্ত্তমান, যুগপৎ-স্থায়ী,
নয়ন-নিকটে আসি' থাকিবে অনিশ ;
যা' কিছু আছয়ে ভুবি জঘন্য, ভীষণ,

* ওসিস (Oasis) অর্থাৎ মরুস্থলে উর্ব্বরপ্রদেশ।

সম্মুখে প্রস্তুত র'বে সর্ব্বদা সুসাজে ;
থাকিবে সুবিরাজিত সদা সর্ব্ব-ঋতু ;
প্রকৃতি-লক্ষ্মী উভে সদা এর কাছে
রমণীয়তম-উপঢৌকন ধরিবে ;
সংশ্রেণীর খনি-নিধি-রত্নরাজী, -
সুমহার্হতম লোকে, ইহার সমীপে
অবিরল প্রকাশিত থাকিবে মনোজ্ঞে ;
গুণ-গীতি-অলংকার (চারু অলংকৃত),
নব রস মূর্ত্তিমান র'বে করযোড়ে
আজ্ঞাবহ-দাস-সম ; সদা পঞ্চভূতে
আদেশ পালিতে এর কৃতকৃত্য হ'বে ;
ভারতীয় শিল্পের পূর্ব্ব-কারিগণ,
চির-কৃপাদ ভবে, তাঁদের অনন্ত
রুচির উদ্যানরাজী এর তরে চির
রহিবে শোভিত নানা সুকুসুমে পূরি' ;
পুষ্পক-বিমান নিত্য সুসজ্জিত র'বে,
বিচরিবে সর্ব্বস্থলে আরোহি' ; অথবা
এই সবে বিহরিবে এক স্থানে বসি'
তোমারে সঙ্গিনী করি' ; সম্রাট্-অপেক্ষা
অশেষ ভোগিবে সুখ এ' পর্ণ-কুটীরে।
অহহ, এ' শুভাদৃষ্ট করেছে কি কভু
সুরতা-জড়িত-চেতা, সামান্য এ' জন !
ললিত-মূরতিমতি, হে কবিতে, শুভে !
ভারতী-স্বরূপা, জগত্-চারুতা,

ত্রিলোকললামভূতা, লো বরবর্ণিনি !
নিখিল-মানস-দুঃখ দূরিয়াছ তুমি ;
তোমারে যখন দেখে এ' অভাগা জন,
সংসার-দুর্ব্বার-ঘোর ক্লেশ একেবারে
বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্তে,—কে আছে এমন,
ও'মুখ-সুষমা হেরি', ভুবন-রমণী,
যে না ভুলে তত্‌-ক্ষণে সকল যন্ত্রণা ?
সান্দ্রানন্দ-সন্দোহের লহরী-মালিকা
হৃদয়-জলধি-বেলা উথলে স-লীলে
কাব্যরূপ শারদীয়-স্বচ্ছ-নভস্তলে
উজ্জ্বল কনক-মূর্ত্তি-সমুদিত-পূর্ণ-
শশি-সন্দর্শনে, যেন সদানন্দময়
ত্রিদিবের দ্বার রহে সদা উদ্ঘাটিত !
[illegible], সমুজ্জ্বল-অসার-পদার্থ-
প্রান্তর পড়িয়া আছে এক প্রান্তভাগে
বির[illegible] বিজন হীন আবাসে একাকী,
সে হীনতা-বিজনতা বড় ভাল-বাসে
এ' জন কেবল তোমা-হেন ধন-তরে ;
বান্ধব-সুহৃদ্‌গণ নির্ধনী বলিয়া
ঠেলেছে চরণে করি' তা'ও এর সুখ ;
বিদ্বন্‌-মণ্ডলী-মাঝে এও অনাদৃত
সুমূর্খ মূঢ়ধী বলি'; এ' মাতৃ-পল্লীতে
যা' কিছু অল্পজন-সনে পরিচয়
আলাপ-কুশল ছিল, তা'রাও অধুনা

দেখিলে চলিয়া যায় সাবজ্ঞা-বিভ্রাণে,
স্পর্শিতে শরীর-বায়ু ঘৃণা বোধ করে,
বিবেচয়ে সুনীচতা সহ-সন্তানগণে,
ভুলে চাহে যদি কভু এ' অধম-পানে,
অপমান-হানি-ভয়ে অমনি তখনি,
অহহ ! ফিরা'য়ে লয় স্বীয় মুখ যত্নে ;
সে' সব সন্তাপ-দুঃখ-সমবেদনা
ভুলে বলে গণে, হায়, কেবল, করিতে ।
কৃপাপাঙ্গ-কণা তব কিঞ্চিৎ পাইতে ।
দুঃখপূর্ণ হেরি, আহা ! এ' সিন্ধু জগতে,
সকলি উল্লাসময় বলি' প্রচারয়ে ;
হৃদি-স্বপ্ন-শতদল-কুল, পরিমলে
পূরি' মনোরম বায়ু, ভাসি'ছে অলিদ
নয়ন-নিকটে নাচি' মৃদুল-হিল্লোলে,
সংসার-সরসী-উরে, চারুতর-দোলাতে
লোচন বলদি', তব নিলয়-অবধি ।
অধম বলিয়া এরে ত্যজ না, সুন্দরি !
যদিও দেশীয় এর প্রিয়-ভ্রাতৃগণ
বিষম-হেয়তা সহ চরণ-প্রহারে
ঠেলিয়া ফেলেছে এরে সমাজের প্রান্তে !
তোমা হেন সুসঙ্গিনী যদি পায় ভবে,
কি কায ইহার আর বিপুল-বিভব ?
যাচে না ভোগিতে কভু গজ-বাজিরাজী,
সপ্ত-তালক হৈম নৃপতি-প্রাসাদ,

বিশাল-সাম্রাজ্য-সুখ কদাচ চাহে না ;—
এ' উটজ, এর কম-বৈজয়ন্তধাম ;—
প্রকৃতি, অসীম-রাজ্য, অনির্ব্বিবাদিত ;—
আত্ম-ধন-মান-কল্পে সকল-অপেক্ষা
পরম-সৌভাগ্যবান্ এ' নর এ' ভবে।
এস, তোমা' শিরে পরে কিরীটের রূপে,
প্রাচী-নভোনাথে যথা বাল-ভানুমান্,
নৈশ-নভোভালে কিম্বা শারদ-পূর্ণেন্দু ;
অথবা চূড়ায় রাখে মহামণি করি',
শশিমৌলি-মৌলিতটে বালশশী-লেখা,
কিম্বা যথা ফণীন্দ্র-ফণোপরে মণি ;
কিম্বা কর্ণে করে মণি-কুণ্ডল মানিয়া,
প্রতীচী-গগন-কর্ণে যথা সায়ং-তারা ;
কম-কুসুমের দাম বাসি' গলে ধরে,
যথা কেশবের গলে দাম-বনমালা ;
জাম্বুনদাম্বর-বেশে বাহু-দেশে শোভে,
সান্ধ্য-প্রতীচীম-নাকে যথা দ্বিতীয়ার
চারু-চান্দ্রমসী-কলা, লোচন-ললিতা ;
তব পদ-কোকনদ এ' বক্ষের শোভি,
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন যথা গোলোক-পতির ;
এ' রসাল-তরুবরে চির-বেড়ি' রহ
অতিমুক্তলতা-সমা বিটপালিঙ্গনে।
তোমার সহায়ে, দেবি ! এ' গৌড়ের মনঃ
দেখুক সমর্থে কি-না মোহিতে কদাপি,—

পারে ত পারিল ভাল,—না পারে কি ক্ষতি ?
হাসে ত হাসুক্ লোক বিশাল-হসনে !
তা' বলে কি চেষ্টিবে না কাপুরুষ-সম ?
এ' বিষয়ে দোষগুণ অবশ্য বুঝিবে
গুণীগণ সুবিচারি', সর্ব্ব-মীমাংসক।

কবিকুল-মাধ্যন্দিন-চণ্ডরশ্মিমালি,
ভারতের শিরঃ-শোচিঃ, হে পিতঃ বাল্মীকে !
কোথা আজি বিরাজিছ বিমল-দীপনে ?
তব পূত কণ্ঠভবা কবিতাকন্যকা,
অনন্ত-যৌবনবতী বাক্যের দশায়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মোহিনী-শক্তিতে,
মুগ্ধ আলোকি', নিত্য সাক্ষ্য প্রদিতেছে
তোমার অদ্ভুত-ক্রিয়া-চয়-পরিচয়।
কেমনে লভিলা তুমি ভারতীর স্নেহ
সকল-প্রধানে, আহা, কহ, এ' অধীনে,—
কি উপায়—যদি কভু পারে, গো, লভিতে.
কোন্ তপঃ আচরিবে, কি যোগ সাধিবে,
লভিবে এ' ইষ্ট-বর কোন্ দেবে পুজি',
কি দীক্ষা-দীক্ষিত হ'বে, কি মন্ত্র জপিবে,
কোন্ তীর্থরাজ-জলে সমবগাহিবে,
কাহারে সেবিবে সদা, কোন্ জনে ভবে
বরিবে গুরুর পদে বরণীয় ভাবি',
কি ব্রত করিবে, কোন্ পথে পথী হ'বে,
সমবলম্বিবে কোন্ আশ্রম-আশ্রয়,

কোন্ কল্প-তরু-তলে এ' ফল লভিবে,
কহ তা' ইহারে,—সহি' সুকঠোর-ক্লেশ,
'শরীর-পতন, কিম্বা কার্য্যের সাধন',—
করিয়া এ' দীর্ঘপণ, অবশ্য চেষ্টিবে,
দেহ তব সিদ্ধ-বিদ্যা এ' সেবক-জনে,
আরাধিয়া, মহাবিদ্যা পাইবে প্রসাদ।
বাগ্দেবীর প্রিয়-পুত্র, অহে রত্নাকর!
তব মহামূল্য-রত্নাকর-রাজ হ'তে,
হে মহর্ষে! বহুবিধ অমূল্য-রতন
সংগ্রহি' যতনে চির-তরে হইয়াছে
কত শত সুদরিদ্র-জন মহাধনী,—
অদ্যাপি তাঁ'দের কীর্ত্তি দীপি'ছে উজ্জ্বলে
অনশ্বর-রূপে হন্; অগো প্রাচেতস*!
[illegible] একটু কিছু সে' রত্নাকরের
কিঙ্কর এ' অকিঞ্চনে, যাহা এর পক্ষে
হইবে, গো, সুমহার্ঘ্য-সুদুর্লভ-নিধি।
ধরণী-পতিত হ'য়ে কোটিশঃ প্রণমে
তব চরণারবিন্দে, জগদেক-গুরো,
অয়ে কবি-জ্যেষ্ঠ! আজি আশীষহ এরে।
অতীব-অগাধ মহা-নদবর-পারে
সেতু বিনির্ম্মায় মহীপতি সুকৌশলে,
অতিলঘু-পিপীলিকা তাহে সমারোহি'
বিনাশ্রমে পর-পারে উতরয়ে সুখে;

* প্রচেতা-গোত্রোদ্ভূত,—বাল্মীকি।

সূচীবিদ্ধ-রন্ধ্র-মধ্যে কিম্বা সাবহেলে
প্রবেশ বিলভে সূত্র ; অথবা উত্তুঙ্গ-
চরারোহ-ভৃগুমান্-গিরিবর-পরে
কি উপায়ে আরোহিবে ক্ষুদ্র-বল-জীব,
সুগম-সোপান-পথ যদি না গঠায়
কোন যশস্করাধীশ-প্রবর পূরুষে !
হে প্রভো ! এ' দাস তব চরণানুগত :
মহাজন তুমি, দেব ! দয়ার আধার,—
বর্ত্তমান-প্রতিবেশী বঙ্গ-ভ্রাতৃবর্গ-
প্রতিদ্ব ফেলনা ঠেলে চরণ প্রহারে ;
তোমার কৃপায় আজি পশিবে সেথায়,
যেথায় অধুনাতন-নর-বেশধারী-
পাষাণ-কঠিন-হিয়া-কর্ব্বুর-নিকর
না ফিরে শকুন্তক-গতি,* যাহাদের
কুসুম-কোমল চর্ম্মে কঙ্কাল আবৃত,
মুখে সুধা; কিন্তু পূর্ণ গরলে অন্তর,
স্বর্ণের কলস যথা পয়ঃ-পূর্ণ-মুখ ;
কাঞ্চন-প্রাকৃতি-পুচ্ছে তুমি শিখীবর,
রুচির-চন্দ্রক-দাম-গ্রথিত-বর্হ,—
শিখণ্ডী-সমূহ-মাঝে কেমনে এ' শিখী
নৃত্যমান বিহরিবে চারু-কেকারবে,
না শেখা'লে তুমি, গুরো ! সে' নর্ত্তন-শিক্ষা,
মোহিবে বঙ্গের মনঃ কি উপায়ে তবে ?

---

* বকচারী, প্রবঞ্চক, শঠ ।

সুদূর-বিশ্রুত-যশা, কোথা, কালিদাস!!
ভারতে দ্বিতীয়-হীন মহাকবি-পদে,
সরস্বতী-বর-পুত্র, মহাভাগ্যধর,
রঘুকার, মেধারুদ্র*, রসিক-অগ্রণী,
তুমি, হে, কবিত্ব-কুঞ্জে ভারত-কাননে
কবিকুল-কলকণ্ঠ-কোকিল-সম্ভব।
ইহার পরম-বাঞ্ছা, অতো কবিপতে!—
পরভৃত-কুল-মাঝে কেন্দ্রে নিরন্তর,
সুরুচির-পঞ্চস্বরে গাহিতে সংগীত,
কাড়িতে গৌড়ের চেতঃ অলক্ষিত-রূপে,
এ' বঙ্গ-বনন্তরাজ-নিজয় গৌরবে,—
সে' সুমধুরিম-তম-কূজন-কলাপ
না শিখা'লে তুমি, দাস নিবে কোথা হতে?
ভারতের চূড়া-রত্ন, কবিকুল-রত্ন,
বিক্রমার্ক-সভা-রত্ন! ইদানীং তদীয়
অক্ষয়-অশেষ-যশঃ মহারত্ন-রূপে
বিকীরি'ছে মহাজ্যোতিঃ ভব-মণ্ডলের
(দিগন্ত-বিসারী-রূপে) সীমা লঙ্ঘি'।
কোথা, কৃত্তিবাস-কবে, গৌড়-চূড়া-হীর!
রজত-অচলে যথা দেব-কৃত্তিবাস
পর্ব্বতজা-সনে কম-বীণার বাদনে
গাহেন পরম-হর্ষে রাম-গুণগান
পঞ্চমুখ ভরি', তথা তুমি, কবীশ্বর!

---

* মহাকবি কালিদাসের উপনাম বিশেষ।

স্বর্ণ-বীণা হস্তে খলু এ' বঙ্গ-আসরে
আদিম-কবির প্রিয়-কল্পনার সাথে
ছড়াও মধুর-ধারা রামায়ণ-রূপা।
কবিতা-মালতী-মালে তুমি মধুকর,—
কণিকা-প্রমিত পিয়া ও মালতী-মধু,
মধুর-গুঞ্জন-শ্রোতে এ' বঙ্গের-শ্রোত্র
কেমনে পূরিবে, কহ, কোবিদ-কুঞ্জর!
এ' মহা-দুর্ভাগ্য তুমি না পূরা'লে এর?
বর্ত্তমান- কবিশ্রেষ্ঠ, হে মধুসূদন!
আজিকে আঁধার দেশ তোমার বিহনে,
ভানুর বিহনে যথা অহঃ ঘনাচ্ছন্ন,
বিধুর বিহনে কিম্বা অমা-নিশা ঘোর!
রবি-শশী পুনঃ সমুদিলে চারু-নভে
ধরে প্রসন্নতা ধরা, কিন্তু, হায়! কভু
উদিবে কি তুমি বঙ্গে, হে বঙ্গালঙ্কার?
এ' জন এ' আশা বৃথা আর কেন করে!
কালে কি কখন আর আবির্ভূত হবে
এ' বঙ্গের তমো-দূরি' তব সম-তেজে
কোন কবি!—হ'তে পারে,—সে' ইচ্ছা বিধির।
এবে তুমি স্বর্গ-গত; চারু-সিংহাসনে
আছ অধিষ্ঠিত, প্রভা-মণ্ডলে উজ্জ্বল
গলে সদ্যঃ-ফুল-মালা, শিরে দিব্য-মণি,
রাজি'ছ অমর-রূপে,—এ' মর্ত্ত্য-মন্দিরে
যশোমঞ্চে চিরতরে আছহ তেমতি

সমধিষ্ঠাপিত ; তব নাম-জ্যোতি-জাল
উজ্জ্বলিছে সর্ব্বস্থল উজ্জ্বল-জ্বলনে ;
আয়ুঃ-রূপ ধন-কল্পে মহাধনী তুমি
সর্ব্বজন হ'তে, অহ কবীশ-হর্য্যক্ষ !
বীররস-সংভূষিতা-কবিতা-সবিতা,
মিত্রাক্ষর-রূপ লৌহ-নিগড়-নিগড়
ছেদিয়াছ তব সুকবিত্ব-শক্তি-অস্ত্রে
নূতন-যৌবনবতী ভাষা-পদ হ'তে।
কবিত্ব-মধুর চক্রে কল-মধুমক্ষি,
হে মধুসূদন ! তুমি,—তব চারু-চক্র
অম্লান-মধুর রসে চির-পরিপূর্ণ ;
তব কাব্য-মধুপানে উন্মত্ত মানস,
সান্দ্রানন্দ-স্রোতোময় অন্তর-কন্দর,
যত পান করে, তত আরো ক্ষুধা বাড়ে,
অপরিমন্থু'গু আজু' রহেছে রসনা,
ইচ্ছা করে আরো পিয়ে উদর পূরিয়া।
তব কাব্য-সুবিশাল-নভঃস্থল-ব্যাপী-
ঘনঘটা-ঘোরঘোষ নিরবধি কর্ণে
বিপুল-পুলকে প্রতি-ধ্বনিত হ'তেছে ;
আহব-পটহ আর বিজয়-দুন্দুভি,
অগণ্য-সংগ্রাম-কম্বু-নিস্বনে অদ্যাপি
সাঙ্গর-তুরঙ্গোপম নাচি'ছে হৃদয় ;
তোমার কাব্যের নদ সদা দেখিতেছে,—
বহুবিধ-বারিচর-বিহগাবকীর্ণ,

মীন-শিশুমার-করী-মকর-আকুল,
ভীষণ-প্রবাহ-বেগ, ভৈরব-আবর্ত্ত,
সভীম-গর্জ্জন-মহা-হিল্লোল-মালিকা
উত্তুঙ্গে উঠিছে, সগৌরব-দরশন!
বাল্য হ'তে মনে মনে বহুদিন-পূর্ব্বে
এ' জন কনিষ্ঠ-শিক্ষা-গুরু-পদে তোমা'
বরিয়াছে, মাইকেল! বরণীয় জানি',
রাত্নিক-বিনা রত্ন-মর্য্যাদা কে জানে?
কিন্তু, নিদারুণ-কাল থাকিতে না দিল
তোমায় অধিক-দিন এ' ব্রহ্ম-মণ্ডলে,
(অকালে করাল রাহু গ্রাসিল কি বিধু!)
রুচির-দর্শন তব নাহি মিলিল
কেবল কুভাগ্য-ফলে; অপিচ, হে গুরো!
প্রিয় কি অপ্রিয় তব শিষ্যগণ-মাঝে
জানিতে পেলে না কভু এ' জন কেমন!
তোমার উদ্যান-হ'তে নবচয়িত
বিবিধ-প্রসূনরাজী, গুম্ফিয়া মালিকা,
সংগ্রহি' অমূল্য-মণি তব খনি-হ'তে,
গড়িয়া ভূষণ, সাজাইবে মাতৃ-ভাষা,
অভিনব-মূর্ত্তিমতী,—দেহ আজ্ঞা তবে,
বাণীর প্রসাদে যদি লভে, গো, শকতি।
হে বাল্মীকে, কালিদাস, কৃত্তিবাস, মধো!
তোমাদের কোষ-হ'তে, হে রাজেন্দ্রগণ!
লইবে অনেক-বিধ নিধি-রত্ন-হীরা-

মাণিক্য-কনক-মণি-প্রবাল-প্রভৃতি ;
দীনবিপ্র ব'লে যেন ক'রো না অবজ্ঞা !
  করুণা-বরুণালয়, গো জননি, বাণি !
বহুবিধ-রত্নাকীর্ণ- রত্নাকর সম
কিঞ্চিত্ করুণা-কণা প্রসাদ-স্বরূপে
প্রদান করহ এই সুপুণ্য জনে,—
মহানন্দে বিলড়িয়া যেই মহার্ণব,
নিচেষ্টিবে যথাশক্তি সাহসিক-মনে,
না ডুবিতে ডাকাতিক-স্রোতের অন্তরে !
'ভার্গব-বিজয়'-অভিধান-ধারি-কাব্যে
'উপক্রম'-সমাখ্যাত আদিম অধ্যায়
সংপূর্ণ নিঃশেষিল আজি সামান্য মানব,
বরেন্দ্র, চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপাল চন্দ্র,
দীনাশ্বরায়নাঙ্গজ,—শুন সকরুণে,
হে হে কাব্য-কঞ্জ-ভৃঙ্গ, বঙ্গ বাসি বুধ-
পরম-ধীমান্-বৃন্দ, সুকবি-কলাপেতে !

ইতি ভার্গববিজয়-কাব্যে
উপক্রম-নাম
প্রথম-সর্গ।

* ২৭৯ পংক্তিতে 'সঞ্জীবনী'—যক্ষের পত্নী। 'বসুধানগর'—বরুণের পুরী।

দ্বিতীয় সর্গ।

বিষয়—

ভার্গবের আশ্রম,—তপস্যা,—বেশ,—হরধনু ভঙ্গশব্দে তপোভঙ্গ,—মহা ক্রোধ,—ক্ষত্রবধে প্রতিজ্ঞা,—শিষ্যকে দেহ-বেশানয়নে আদেশ,—যুদ্ধ-সজ্জা,—মিথিলাপথোদ্দেশে প্রস্থান-বর্ণন। দ্বিতীয় সর্গ-সমাপ্তি।

স্থান—হিমবন্ত সানু, মহর্ষি পরশুরামের তপোবন।	কাল—প্রথম দিবস, বসন্ত-ঋতু, মধ্যাহ্ন।

বিসারি' বিশাল-বপুঃ বিশ্রাম লভিছে
ভারত-উদীচী-দেশে যেন চিরতরে
গোত্র-কুল-অধীশ্বর প্রালেয়-আলয়,*—
আজি তাঁর সেই স্থলে চল, লো কল্পনে!
যথায় বিরাজে চারু-প্রস্রবণ-রাজ;
সহস্রমরীচি-করে প্রতিফলিতিয়া,
লোচন-ঝলসা-রূপে শোভি' মুক্তাদামে,
শীকর-নিকর উঠে অবিরাম-রঙ্গে;
মণি-সারসন-সম কম ঝক-মকে
অমর-নির্ঝরী ঝরে ব্যাপি' অদ্রি-দেহ,
শ্রবণ-মানস-হারি ঝর-ঝর-স্বরে;
সেই সুরঝরিণির বামেতর-দিশি
বিস্তৃত বিচিত্র-সানু—লোচন-রমণ—

* হিমালয় পর্ব্বত।

পার্ব্বত-বিটপি-বল্লী-রাজী-সমাচিত ;
সে' ঝরিণী-তটে খলু বিরাজে মনোজ্ঞে
শান্তির বিশ্রাম-সদ্ম আশ্রম একটি।
দেবদারু-তরু-ব্রজ, অম্বর-স্পর্শী,
উর্দ্ধসি' উন্নত-শীর্ষ বীর-বল শোভি'
দণ্ডাইয়া আছে স্থির চারু-শ্রেণী-ক্রমে ;
সুতুঙ্গ ইঙ্গুদী-শাখী, তাপসের প্রিয়
যা'র ফল-ভব-তৈল ; খদির, সরল ;
তেজ-পত্র, তীব্র-গন্ধ ; ফলে পরিপূর্ণ
হরীতক-বিভীতক-জাতিফল-তরু ;
লবঙ্গ-বল্লরী আর এলালতাবীথি
ফুল-ফল-ভারে রহে সমবনতিয়া ;
চারু দারুচিনি তরু, প্রসন্ন-মূরতি,
প্রসবে শর্করা-সার যা'র চারুত্বচে ;
ভূর্জ্জগাছ বৃক্ষরাজ, চিত্রিত-বিগ্রহ ;
কৃষ্ণকায়-শাল-তাল-তমাল-পিয়াল-
মঞ্জুল-মঞ্জরী-রজো-রাশি নভোমার্গ
অনিশ আবরি' উড়ে চন্দ্রাতপনিভ ;
গম্ভীরে ঝাবুক-ব্রজ * পবন-প্রবাহে
অবিরামগামি-স্বনে গাহে যেন মজি'
বিশ্বেশ-মহিমা-গীতি পূর্ণানন্দ-রসে ;
পীযূষ-পূরিত দ্রাক্ষা ; কম সোম-লতা,
মদন আপনি মত্ত বিন্দুরস-পানে।১

---

* 'ঝাবুক'—ঝাউ-বৃক্ষ।

১। [illegible]

অদূরে নীবার-ধান্য-ভূমি, শ্যাম-আভা।
মালতী-মাধবী-আদি বহুবিধ-বল্লী-
বানীর-স্থনির্মিত, হৃদয়-রঞ্জন
মঞ্জুল-কুঞ্জের পুঞ্জ শোভে স্থানে স্থানে ;
প্রতিবপ্র-উভ-পার্শ্বে বিরাজে রুচির
রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের বীথী, প্রমথাধিপ-প্রিয়।
আশ্রমের চারি-ভিতে সুষমা বিকাশে
ক্ষুদ্রোপকানন-* রাজী, পূর্ণ সুপ্রসূনে ;—
অশোক-কিংশুক-অর্ক-মধূক-কুরুবক,
মকরকেতন-কাম-কেতন-প্রতিম,
হাসি'ছে কিংশুক রঞ্জি' বন-শোণিমায় ;
বকুল-শিরীষ, কাম-মনমোহন-ইষু ;
কর্ণিকার, কাম-কুঞ্জ, সুন্দর-দর্শন,
নির্ব্বাস,—সুরূপা-যুবা যেমতি সুমুখ।
চূতলতা-কুল নব-প্রবালোদ্গমে
প্রকাশে অপূর্ব্ব-দ্যুতি ; নব-মালিকা,
কন্দর্প-কার্ম্মুক-কামোন্মাদ-শিঞ্জিনী-সকাশা,
ঝঙ্কারে মুকুল-কুলে সুমধুরতর ;
কমনীয়তম-কলে মাধব-মাগধ
কূজি'ছে কোকিলা-সনে পরভৃত-ব্রজ।
প্রতিচ্ছায়াবৃত-স্থলে সুগন্ধের সহ
শীতলতা করে বাস নিত্য-প্রিয় ভাবি'।
বহি'ছে মৃদুল-বেগে দাক্ষিণাত্য-বায়ু

* 'উপকানন'—উদ্যান।

উড়া'য়ে পরাগ-রাশি, বহি' পরিমল ;
মর্ম্মরি'ছে পত্র-কুল ; আন্দোলে বিটপ
বিটপিনী-বীথী—লোক-লোচন-রমণ—
নাসিকা-ললনা যথা লাস্য-লীলা করে।
প্রসূন-স্তবক-ভারে প্রতালিনী-সংঘ, *
কিঞ্চিত্ কুঞ্চিত হ'য়ে, পড়ে'ছে নমিয়া ;
কলিকা-কুসুম-কুলে সম্-অলঙ্কৃত
নব-কিশলয়-চয়, যাবকত-দ্যুতি।
প্রতি-শাখে সান্দ্রানন্দ-সন্দোহ-নিমগ্ন
বিহঙ্গম-নিকুরম্ব তরঙ্গে কুজি'ছে
কল নাদে।

গাত্র-কণ্ডু নাশে সংঘর্ষণে
কস্তূরী-কুরঙ্গ-সংঘ আশ্রম-পাদপে
মৃগমদ-গন্ধে মোদি' তপোবন-স্থলী ;
বিস্তীর্ণ-আশ্রমাঙ্গনে সুস্নিগ্ধ-ছায়ায়
মরকত-মণি-নিভ-শ্যামল-সুন্দর-
অভিনবতম-শষ্প-প্ররোহ-তল্পে
বিশ্রাম লভয়ে, শু'য়ে রোমন্থ-নিরত
মৃগযূথ ; শাব-গণ ক্রীড়ে ইতস্ততঃ,
উল্লম্ফি' সঘনে কান্ত-মেষশিশু-সহ ;
উড়া'য়ে গৈরিক-রজঃ বেড়া'ছে ছুটিয়া,
বিদারি' বসুধা-তল ক্ষুরাগ্রে সদর্পে

---

* বিস্তৃতা লতাসমূহ।

নব-দূর্ব্বাঙ্কুর-রাশি-রূপ শয্যাতে।

নীলগাভী*-কৃষ্ণসার-বৃষভ-গবয়
দূরস্থ-কন্দর-শায়ী-সিংহ-স্বনে শুনি'
নাদি' তার-তর স্বরে। আরাম লভি'ছে
অশ্বত্থ-পর্কটী-বট-নিবিড়চ্ছায়ায়
আষাঢ়-দিগন্ত-ব্যাপি-নব-মেঘসম
দণ্ডা'য়ে বারণ-ব্রজ ; করেণু-নিবহ
কমল-পরাগ-গন্ধি-সলিল ছড়া'য়ে
দিতেছে প্রণয়ে স্বীয়-স্বীয়-প্রিয়তমে ;
কেলি'ছে কলভ-গুলি, চারু-দরশন।
আহরি' সমিধ-কাষ্ঠ-কুশ-ফুল-ফল
তপোবন-যুবাগণ ভ্রমি'ছে সানন্দে,—
কণ্ঠে, বাহু-মূলে, কর্ণে রুদ্রাক্ষ-মালিকা,
স্পর্শ-সুখ-ভূর্জ্জত্বচ-আপরিধান ;
আলবালে সেচে জল তাপস-যুবতী,—
আবৃত শরীর-যষ্টি কোমল-বল্কলে,
যজ্ঞভস্ম-ফোঁটা ভালে, পুষ্প-বিভূষণা ;
তাপস-বৃদ্ধারা রত ব্রহ্ম-ধর্ম্মাদিতে ;
ঋষি-রাজী সর্জ্জরস-ব্যাপ্ত-শালাতলে
উপবেশি' হোমিতেছে ;—হোম-হবি-গন্ধে
আমোদিতা তপোবন-স্থলী বাত-সহ ;
হোমীয়-কৃশানু-হেতি উঠে নভো-ভেদি'।
হেন তপোরণ্য-মাঝে ত্রিলোক-দুর্লভ-
কল্প-ধরারুহাশ্রিত-লতিকা-ভবনে

* "নীলগাই,"—নীলবর্ণ গাভির আকারবৎ হরিণ-বিশেষ॥

তপেন পরশু-রাম, ভৃগুকুল-পতি,
যেমতি তপিলা পুরা হিমাদ্রি-সানুতে
সতির মরণ-পরে স্থাণু, মহাযোগী,—
ভৈরব-আহব-স্থলে ক্ষত্রিয়-কুলের
নিধন-সাধনে যাঁ'র পরম-আনন্দ,
ভীষণ-পরশু হস্তে, চির-রৌদ্রমূর্ত্তি,
সমাধি-সাগর-মগ্ন, আহ, আজি তিনি!
ঘোর-দরশন-মহা-প্রলয়-জলধি,
উত্তাল-ঊর্ম্মির নাদে উল্লাসি' অচল,
গ্রাসে'ছিল পৃথ্বী-তল ভীষণ-ঘোষণে,—
আজি সে' রহে'ছে পূর্ব্ব-প্রশান্ত-মূরতি,
উপস্থিয়া স্বসীমায় গম্ভীর-নিথরে;
ভীম-প্রভঞ্জন বলে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গ
বিচূর্ণিয়া ধূলী-সম উড়া'ল গগনে,—
আজি সে' হ'য়েছে মৃদু-বাসন্ত সমীর,
মলয়-অচলালয়, কাবেরী-বিহারী,
চারু-পরিমল-বাহী, রজঃ-অপহারী!
যে' প্রলয়-ধারাধর মুষলের ধারে
বরষি' সলিল-রাশি, ভাসাইল ধরা,
ধাঁধি' ইরম্মদে বিশ্ব, ধাঁধিয়ে নয়ন,
ভয়ঙ্কর-অন্ধতমে আবরি' অম্বর,—
সে' আজি হ'য়েছে কি, গো, শরত্-কালিক-
নিরম্বু-অম্বুদ-খণ্ড, নয়ন-রমণ,
সহস্রদীধিতি-করে শুভ্র-বেশ ধরি'!

যে' মহাপ্রলয়-ভীম-কালানল-রাশি
দহে'ছিল ব্রহ্ম-অণ্ড, ব্যাপি' দশদিশ
বিপুল-জ্বালার জালে ব্যোমস্পর্শী-রূপে,—
অহহ, হ'য়েছে সে' কি সুখ-সুশীতল-
অমৃতমরীচি-করু-সদৃশ-রুচির !
মধ্যাহ্ন-অম্বরে সেই প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড
তাপি'ছিল ত্রিভুবন প্রখর-ময়ূখে,—
সে' ধরে'ছে মনোরম-বালারুণ-ভাব !
গরলে জ্বারিয়া অঙ্গ সেই মহোরগ
আকর্ষিয়াছিল প্রাণে,—সে' কি আজ সদ্যঃ
সুষম-কুসুমদাম হইয়াছে গলে ?
আজি ঋষি-কুল-নিধি, সৌম্য দরশন,
নির্ব্বাত-নিষ্কম্প যথা প্রদীপ-দীপ্তার্চ্চিঃ,
নীলাকৃতি-হীন কিম্বা অন্তঃ-সন্নিবেশ,*
উঠে না বীচির লেশ বাত-অভিঘাতে ;
পবিত্র-সারঙ্গ-কৃত্তি-আসনে আসীন ;
তপোহরণ্য-তরু-ভব-বল্কল-শোভিত ;
আশীর্ষ-উন্নত দেহ ; লোচন-যুগলে,
অর্দ্ধনিমীলিত-স্থির, সূর্য্যরশ্মি-সমা
নিকলে অপূর্ব্ব-দ্যুতি ; কর-যুগ বদ্ধ
নিষ্কম্প নাভীর ঊর্দ্ধে ; অক্ষ-মালা গলে
যজ্ঞ-উপবীত-সহ শোভে বাম, যথা
কালিন্দির ধারা মিশে গঙ্গা-অঙ্গ-সঙ্গে ;

* 'অন্তঃ-সন্নিবেশ'—জলাশয়, হ্রদ-সরঃ-পল্বলাদি।

ঊর্দ্ধ্বপৌণ্ড্রকেয়-লেখা ললাট-ফলকে, *
স্থির-ক্ষণপ্রভাবলী সৌমেরব-নভে ;†
কৃষ্ণ-তনু-যষ্টি শুভ্র-মলয়জ-লিপ্ত,
যথা বলাকার আলী বরুণা-বিয়দে ;
মৌঞ্জিকী-মেখলা ‡ রাজে শরীর ব্যাপিয়া,
নাক্ষ-মণ্ডে-নীলতনু ছায়াপথে যথা ;
জটাজাল মৌলি'পরে বিনিবদ্ধ, যথা

---

* [illegible] ললাটদেশে ঊর্দ্ধাধো ভাবে যে রেখা কোঁটা করেন, তাহার নাম ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র।

† উত্তরকেন্দ্র (সুমেরু, North pole) সন্নিহিত প্রদেশে [illegible] পরস্পর-গতি-বিপর্য্যয়ে পর্য্যায়ক্রমে ছয়মাস করিয়া দিবস ও রজনী হইয়া থাকে। যখন ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি হইতে থাকে, তখন দিগ্ [illegible] (Horizon)-অবধি খমধ্য (Zenith)-পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে বিদ্যুৎ বা [illegible] [illegible]-রেখা দৃষ্ট হয়। [illegible] বিদ্যুৎ বা [illegible] স্থির মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুবিরাজমান থাকে। কখন কখন উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে [illegible] হইয়া বিবিধবর্ণ-বিরঞ্জিত [illegible], মন্দিরের বিতান, বা তরঙ্গ-শ্রেণীর ন্যায় আকার ধারণ করে এবং অবশেষে তিরোহিত হয়। ইহাকে (Aurora borealis বা Northern lights) উদীচ্য-উষা বা উত্তরদীপ্তি বলে।—দক্ষিণ-কেন্দ্র (কুমেরু, S. Pole)-প্রদেশে (Aurora australis, Southern lights, বা Southern day-break) দাক্ষিণাত্য-জ্যোতিঃ, বা [illegible] অভিহিত [illegible]। এই স্থলে স্থির-বিদ্যুৎ বা অচলা-চপলা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [illegible]-প্রসিদ্ধ-বাক্য-রূপে বর্ত্তমানকাব্যে এই নূতন সন্নিবেশিত হইল।

"So from their own clear north in radiant Streams,
Bright over Europe bursts the *boreal morn*."—

Thomson.

‡ 'মুঞ্জ-মেখলা' বা 'মৌঞ্জী'—উপনয়নকালীন যজ্ঞোপবীতাকারে ধারণীয় মুঞ্জ-[illegible] নির্ম্মিত সূত্রত্রয়। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাদি-আশ্রমে অবস্থান-কালে তাপসেরা ধারণ করিতেন।

"ব্রাহ্মণো যজ্ঞোপবীতী *** মৌঞ্জ্যা মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতঃ।"—

মহানাটক।

৫

কাঞ্চন-ফণিনী-বৃন্দ কুণ্ডলিত শোভে ;
মন্দার-প্রসূন দীপে ফণি-মণি-রূপে ;
শ্মশ্রু-রাজী বিশোভিত-বদনমণ্ডল,
দেবগৃহ-স্তম্ভ-গাত্রে ঝুলিয়া বিরলে
যেমতি চামর-রাজ, বিকাশে শুক্লিমা।
'এ'-হেন সময়ে, অহ ! ঘোর-মড়-মড়ে
উঠিল সহসা এক ভৈরব-আরব,
সহস্র-অশনি-ভব-ভীষণ-নিস্বন
প্রাচীন কঠোরতর ;—আকাশ-বাহনে
তা'র ভীম-প্রতিস্বর ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ড ;
আশু আশুগতি-গতি-বেগ সংরোধিল ;
কম্পিল সঘনে আজি বিশ্ব-চতুর্দ্দশ ;
সপ্ত-মহাজলনিধি ভয়দ-প্লাবনে
উথলি' গ্রাসিল ভূমি, যেমতি প্রলয়ে ;
অষ্ট-কুলাচল * ভেঙ্গে স্খলিত হইল ;
কমঠ-প্রবর-সহ ভুজঙ্গম-রাজ,
দিগ্বারণ-গণ † কষ্টে ধরিল ভুবন ;
সপ্তাশ্ববাহন-অশ্ব-রাজী মহাত্রাসে
হইল উন্মার্গ-গামী ; পড়িল প্রবলে

---

* "মহেন্দ্রো, মলয়ঃ, সহ্যঃ শুক্তিমান্, ঋক্ষ-পর্ব্বতৌ,
বিন্ধ্যশ্চ, পারিপাত্রশ্চেত্যত্র কুলপর্ব্বতাঃ।"—
বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৩ অ, ৩ শ্লোক।

পূর্ব্বঘাট, পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, সাতপুরা, বিন্ধ্য, আরাবলী ইত্যাদি পর্ব্বত-সমূহ।

† পুরাণে বর্ণিত আছে, কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু, অনন্ত-সর্প এবং আটটি দিগ্‌হস্তী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

প্রকাণ্ড-বিটপি-বর্গ সমূলে উন্মূলি',
ঘোর-ঝঞ্ঝাবাতে, কিম্বা বজ্রাঘাতে যথা ;
মূর্চ্ছিল অখিল-লোক ; গুরু-গর্ব্ব-ভারে
গর্ব্বিণী ত্যজিল প্রাণ ; কোলাহলে কাঁদি'
হারাইল জীবব্রজ মহাভয়ে সংজ্ঞা ;
বধির লভিল কর্ণ ; কর্ণী বধিরিল ;*
স্থাবর-জঙ্গম-আদি ভীতি-নিঃশব্দ,
নিখিল-আশ্রমবাসী ;—সমধিকারিল
হেন পূর্ণ-নিস্তব্ধতা তূর্ণ সেই স্থল,
সূক্ষ্ম-সূচীপাত-ধ্বনি সাবহেলে পারে
শ্রবণ-বিবর-বর্ত্মে প্রবেশ লভিতে।

যথা যবে ঘোর-বনে সন্‌-আকর্ণিলে
ভীষণ-জীমূতমন্দ্র স্বাস্তৃত-কন্দরে
উঠয়ে স-রোষে সটা-রাজী-বিধূনিয়া
সুসুপ্ত-কেশরী-রাজ গরজি'-ভৈরবে,
ভুবন-স্তম্ভন-কর-শব্দ শুনিয়া
তেমতি প্রবীর চির-ক্ষত্রকুল-শত্রু,
ভৃগুবংশ-পঙ্কেরুহ-চণ্ড-ভানুমান্‌ ;—
নড়িল টনক শিরে ; রুদ্র-উগ্রমূর্ত্তি,
উঠিলা চমকি' ধ্যান-ভঙ্গে মহাক্রোধে,
উদগ্র-তারকা-ভীম-ঘূর্ণিত-লোচনে ;
কহিলা কঠোরে বজ্র-গম্ভীর-নিনাদে,—

“আবার ক্ষত্রিয়কুল প্লাবিল কি পৃথ্বী,

---

* শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব বধির হইল।

তুলি' শিরঃ, এতদিন-পরে পামরেরা ?—
জানে না কি আজু' জীয়ে আছয়ে জগতে
পিণাকীর প্রিয়-শিষ্য পর্শুরাম, বলী ?
কিসের এ' তার-নাদ ?—বুঝিনু এ'-ক্ষণে,—
বিদেহ-ভবনে * কোন ক্ষত্রিয়-দুর্দ্ধর্ষ
ধূর্জ্জটি-দুর্জ্জয়-ধনু: ভাঙ্গি' ভীম-বলে
কানকী-প্রতিমা কন্যা লভিল জানকী।
কাহার ঘটিল এবে এ'-হেন দুর্ম্মতি ;
উঠিল কি মৃত্যু-তরে পিপীলীর পাখা ;
পতঙ্গ কি ইচ্ছিল, রে, পড়িতে সানন্দে
প্রদীপ্ত-প্রদীপ-বর-হেতির আননে ;
কে অর্পিল হায়' পাণি বাল-কেলিচ্ছলে
হলাহল-গর্ভ-ভীম-মহোরগ-মুখে ;
ধরণী-নন্দন কা'র পঞ্চম-রাশিস্থ ;
অষ্টম-গত হ'ল এবে কা'র শনৈশ্চর ; †
ভীষণ-আবর্ত্ত-মধ্যে কে বা সন্তরিল ;
প্রজ্বলদাগ্নেয়-গিরি-মুখে কে পড়িল।
দেখিব কেমন শূর,—কত বল ধরে ;
কালান্তক-মনোগ্নি-ভৃগুরাম-আগে
পড়িল সে' মূঢ়,—হায় কে রক্ষিবে তা'রে ?
দণ্ডিব প্রচণ্ডে তা'রে নরেশ-বিক্রমে

* প্রাচীন মিথিলার আর একটি নাম, ইহা বিহার প্রদেশে ত্রিহুত-খ্যাত।

† (ফলিত-জ্যোতিষ মতে) মঙ্গলগ্রহ যে ব্যক্তির জন্মরাশির পঞ্চমরাশিস্থ, এবং শনিগ্রহ (মন্দ) অষ্টমরাশিস্থ হয়, তাহার মৃত্যু বা তত্তুল্য বিপৎপাতরূপ ফল উৎপন্ন করে।

অদ্য সদ্যঃ সাবহেলে কেবল ভ্রূভঙ্গে ।
নির্ব্বীরিব উর্ব্বীতল ভৈরব-আহবে;
উর্ব্বীশ-কুলের * নাম এ' ব্রহ্ম-মণ্ডলে
লোপিব, প্রতিজ্ঞা মম,—যদি প্রাচী-দিশি
চরম-সাগরে পশে অনল-দীধিতি,—
সলিল নির্ব্বাণ-শক্তি, বহ্নি দাহিকতা
যদি নাহি ধরে কভু,—মাধ্য-আকর্ষণ
ধরণীর কেন্দ্র † যদি, অয়স্কান্ত-মণি
সৌমেরব-আকর্ষণা‡-ক্ষমতা ত্যজয়ে,—
ধ্রুবতারা পরিহরে আপন-ধ্রুবত্ব,—
অদ্রির শিখর-শিরে, অয়োরে ! কখন
শৈল-কোকনদ-বর যদি বিকশয়ে,—
অথবা বলদ-ধ্বজ§ (চির-নীল-কণ্ঠ)
না ধরে স্ব-কণ্ঠে আর যদি কালকূট,
ধরণী কমঠ-রাজ সুকঠোর পৃষ্ঠে,
দুর্দ্দহ বাড়ব-বিভাবসু স্ব-উদরে
সলিল-নিবহ-নাথ,||—তথাপি আমার
নড়িবে না খলু বাক্য, কহিনু প্রকাশি';
নতুবা ধরায় আমি বৃথা নাম ধরি,—
'ভার্গব, পরশুরাম, বীর-ঋষি-রাজ'
মিথ্যা তপঃ, যপ, মন সমাধি, অর্চ্চনা,
সে' দুর্দ্দর্পিতের দর্প যদি না শমিব ।

* "উর্ব্বীশ"—পৃথিবীপতি, রাজা ।
† 'কেন্দ্র'—Centre. ‡ Magnetic polar attraction. § বৃষভ-কেতু, শিব ।
"চলিলা বলদ-কেতু ।"—কালিকা-মঙ্গলে প্রাণরামচক্রবর্ত্তী । || সমুদ্র ।

নিঃক্ষত্রিব পৃথ্বী পুনঃ ; দ্বাবিংশ-বার
কিশোর-ক্ষত্রিয়-কণ্ঠ-রুধির-প্রবাহে
সুখে অবগাহি', মনঃ-সাধে সমাপিব
বহুকাল-পরে আজি পিতার তর্পণ ;
শমিব ভবের তাপ, পাপরাশি নাশি'।
অনিষ্ট সাধনা মম করে কোন্ নর ?
দক্ষিণ-ইতর-আঁখি স্পন্দে প্রতিক্ষণ,—
না জানি কারণ,—কে বা অশিব সাধিছে !
যে' হ'ক্ সে' হ'ক, তা'রে বিনাশিব আজি।
কোথা, প্রিয়-শিষ্যবর ! আইস সত্বরে,
আনি' দেহ গুরু-দত্ত-শ্রেষ্ঠ-পরশু মম,
ক্ষত্র-শিশু শীর্ষ-রাজী-সদা-ছেদ-প্রিয় ;—
দেবদত্ত-কম্বুরাজ, ভুবন-নিনাদী,—
প্রচণ্ড-কোদণ্ডবর, চণ্ডদণ্ডদাতা,—
কোথা ভয়াবহ-ভল্ল,—বিপুল-কলক,—
আনি' দেহ তূর্ণ ভীম-প্রহরণ-চয়ে।
দেবরাত-নামে শিষ্য অমনি তখনি
লতা-গৃহ-দ্বারান্তিকে প্রস্তুত লইয়া
অস্ত্র-শস্ত্র-ব্যূহ-সহ যোদ্ধৃ-পরিচ্ছদ,
অঞ্জলি বান্ধিয়া ভুজে, দণ্ডাইলা আসি'
সসম্ভ্রমে।
ভগবান্ ভৃগুবংশ-স্বামী,
যেমতি সাজিলা পুরা দেব-ত্রিপুরারি
ত্রিপুর-দহন-কালে মহারুদ্ররূপে,

ভার্গব তেমতি আজি সাজিয়া সামর্ষে,
মনোগতি বাহিরিলা আশ্রম-হইতে,
শত-সূর্য্য-সম-তেজে, ঘোর-দরশন;
চলিলা মিথিলা-পথে।

যথেষ্ট-যতনে
ভারতীর পূত-পদ হৃদয়ে আরাধি',
ভার্গবের বিজিগীষু-প্রয়াণ-*সমাখ্য
প্রণিয়া† দ্বিতীয়-সর্গ অশেষ-হরষে
'ভার্গব-বিজয়'-অভিধেয়-কাব্যে কিল,—
যাচি'ছে কৃপার কণা, স-কর-সম্পুটে‡
তোমা'দের সন্নিধানে, অগো গৌড়-ভব-
কবি-নৃপ-গণ! চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপাল,
বরাহনগরাম্ভোধি-সম্ভব-শশাঙ্ক।

ইতি 'ভার্গব-বিজয়' কাব্যে
'ভার্গবাভিনির্যাণ'-নাম *
দ্বিতীয় সর্গ।

---

* 'বিজিগীষু-প্রয়াণ'—'অভিনির্যাণ'—বিজয়ের বাসনাশীল হইয়া প্রস্থান করা।

† প্রণয়ন করিয়া।　　‡ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া।

তৃতীয় সর্গ।

বিষয়—

সূর্য্যোদয়—দিকচয়,—মেঘখণ্ড,—প্রকৃতি,—ধরণী,—সমীরণ,—নদী,—তীর-জাত-বৃক্ষলতাদি,—সরোবর,—প্রমোদোদ্যান,—মধুপমধুকর্য্যাদি,—লতা-কুঞ্জাদি,—অরণ্যানী,—বিহঙ্গম-গীতি,—বসন্ত-বর্ষাপত্তি,—উদ্যান,—আবির্ভাব [illegible] বর্গ—শৈল,—উৎস,—প্রস্রবণ,—পয়ঃপ্রপাত,—গিরি-নদী,—উপত্যকাদি,—রাখিক গোপাদি,—তপোবন,—তপঃ-কানন-চারি-পশু,—তাপসাদি,—দ্বিজগণের দেবার্চ্চনা,—বর্ণন। তৃতীয়-সর্গ সম্পূর্ণ।

স্থান,—বিদেহ-দেশ, উত্তর কোশলাধিরাজী-পথ। } কাল,—দ্বিতীয় দিবস, মাধব-সময়, প্রভাত। }

প্রাচীদিগ্-অধীশ্বরী-ললাট-বিশোভী-
সীমন্তমুকুট*-হৈম-শিখা-মণি-রূপে
দীপি'ছে তরুণ-ভানুমান্ দিনদেব,
পরিগ্রহি' চারুচ্ছবি, জগত-লোচন,—
সহস্র-ময়ূখ-মালা সমুজ্জ্বলে গলে।
বল্গা-রোধ-অসহিষ্ণু অশ্ব-সপ্তবর
ধাই'ছে প্রচণ্ড-বেগে অবিরত-গতি;
চারু-শিল্প-সুকৌশল-পূর্ণ, এক-চক্র,
পুঞ্জীকৃত-বহ্নি-বর্ণ রথখান চলে;
হস্তে প্রতিক্ষণ, † দেব অরুণ সারথি,

* চলিত ভাষায় 'সিঁথি-মৌড়' কহে।

† চর্ম্মদণ্ড, প্রতোদ, কশা, পাচনী বাড়ী, চাবুক।

দিব্য-মূর্ত্তি, উষাদেবী-হৃদয়-রমণ,
চালি'ছে স্যন্দন-রাজ, পুরোভাগে বসি',
যেমতি মাতলি দেব-সম্রাট্-বিমানে।
হাসি'ছে দিগ্বধূ-বৃন্দ তমোহা-মিহিরে
হেরি' উদয়াদ্রি-চূড়ে, ভূমি' শুভক্ষণে,
বাল-বিভাবসু-বসু-রাজী-সুসম্পৃক্ত-
নির্নীর-উদর-নীরধর-খণ্ড-বাসা,
যথা স্বীয়া সাধুরতা প্রিয়া, সমাগত
হেরি' প্রাণ-প্রিয়তম-পতিরে (প্রবাসী),
সাগ্রহে সুপরিগ্রহি' মনোজ্ঞ-বিগ্রহ,
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত-তনু-অংশুক সংবরি',
শীহরিল সান্দ্রানন্দ সম্মোহের সহ,
হাসি তানকে আসি' সম্ভাষে, সুন্দরী!
পুষ্প-সাধারণ-কাল মাধবে যেমতি
রাধামাধবীয় চারু-হোলীর পরবে
নাগরিক-বৃন্দ সাজে, প্রমোদ-প্রমত্ত,
অভ্রোধর-খণ্ড-কর, উজ্জ্বল-শোণিম,
ভ্রমি'ছে সুগন্ধবহ-বাহনে সুধীরে
ইন্দ্রনীলমণি-স্তোম-প্রতিম প্রোজ্জ্বল-
সুনিবিড়তম-নীল, নয়ন-রমণ
অম্বর-অঙ্গন-স্থলে।
প্রকৃতি-সুন্দরী,
অপূর্ব্ব-চারুতা ধরি', অখিল-মানস
হরি'ছে উল্লাসে, যেন আদিত্যে নেহারি',

নবীন-যৌবন-দশা-মর্য্যাদা-সঙ্গতা
বালাবধূ যথা বর-ভূষা-সুভূষিতা ;—
শিশির-শীকর-নীর-বিন্দু-বৃন্দ দীপে,
নব-রবিকর-স্পর্শে প্রতিফলিতিয়া,
অভিনব-তরু-লতা-কিশলয়চয়ে,
প্রকৃতির গলে যেন ললৎ-ললন্তিকা, *
অসংখ্য-অমলোজ্জ্বল-হীরক-গুম্ফিতা,—
প্রবর-মৌক্তিক-রূপে দুলি'ছে নাসায়,
প্রতি-সুপ্রসূনে শোভি',—প্রতি-পত্র-শেষে
সেজেছে কুণ্ডল-ছলে, মনোরমতর :
আনত-বিটপ-মাঝে প্রতি-বিটপীর
সুলালিত-ফলগুলি, হরিত-বরণ,
মরকত-মণি-সম চারু-চূড়োপরে ;
পাদপ-বল্লরী-বীথী-পালাশ মাধুরী-
মনোজ্ঞ-সুতনু-বাসে পিহিত সুতনু ।†
  ভাসি'ছে হাসির রঙ্গে, সুবিমল-তম,
ধরিয়া ধরণী ধনী পরম সুষমা,—
মহামারকত-দ্যোতি নব-দুর্ব্বাদল-
শেখর সুশোভি' নৈহারিক-নীরবিন্দু
রোচি'ছে, মুক্তাফল-কলাপ-প্রতিম
কম-মখমল-শুচি-অংশুক-উপরে
ভুণ্ডমান্-তুঙ্গ-গিরি-স্থলি-উর্ম্মিবেশে

* আনাভী-লম্বিত হার, দীর্ঘ মালাদি, লম্বন ।

† 'সুতনু'—অতি সূক্ষ্ম । সুন্দর শরীর ।

বিরাজে নীচগা-লেখা রাজত-মেখলা।
নবতন- বসুন্ধরা পুনঃ কি বিধাতা
সৃজিলা আজিকে থনু নিশা প্রভাতিলে,
করিয়া রুচিরতর পূর্ব্ব-হইতে ?
নহিলে এতেক কেন কাড়ে মনঃ-প্রাণ ?
হেথা পরিহরি' প্রিয়-মলয়-আলয়,
সুগন্ধ-চন্দনদ্রুম-ফণিনী-ব্যাসঙ্গ,
কাবেরী-সুস্নিগ্ধ-উরঃ সুবিহারস্থলী,
বেরবল্লী-ভাঙ্গা * প্রেম-সুপরিসম্ভূত,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহি'ছে মৃদুল,
চাক ফুরফুরি' প্রতি-প্রসূন সদনে,
কাড়ি' পরিমল-পুঞ্জ, পরাগ-প্রকর
উড়া'য়ে, যেমতি কামী-সুনাগর-বর
প্রেমের রহস্য-কথা কহে কাণে-কাণে,
অলপশঃ খুলি' অবগুণ্ঠিকা-অম্বর,
কুলবধূ-সুকোমল-বদন প্রচুম্বি',
প্রপিয়ে অধর-মধু পরম-প্রমোদে।
প্রবাহিনী প্রবাহি'ছে সুরম-গমনে,
কামিনী, সহসা, † যথা চলে অভিসারে
স্বীয় প্রিয়-সমাগম-লালসে প্রদোষে,
সমস্বরগতি ;—বক্ষঃ-পরে ফেন-চূড়,
সুদৃশ্য লঘূর্ম্মী-সংঘ শিশুগণ-তুল্য
নাচি'ছে, হাসি'ছে, কভু ক্রীড়ি'ছে সহর্ষে

* দক্ষিণাদিক্। † হাস্যযুক্তা।

মৃদু-সমীরণ-সঞ্চালনে ; শম্পা-সম
সৌরকর-প্রতি-আভা, সহস্রধা হ'য়ে,
পৌনঃ-পুন্যে বিকীরে লোচন ঝলসি' ।
মরাল-ধবল পা'ল উর্দ্ধাকাশে তুলি'
অগণ্য-তরণী চলে, সূর্য্যকর দীপ্ত ;
ঝপ্‌ঝাপ নৌকাদণ্ড পাড়ি' শ্রেণী-ক্রমে
পড়ি'ছে জলাভিঘাতে সমবেত-তালে,
যেন মায়াবিনী নিশাচরী-রাজী, ধরি'
অদ্ভুত-বিহঙ্গ-মূর্ত্তি, চরে জলোপরে,
ডা'কে রুদ্র-কলরবে, [illegible] ;
পাকের-গর্জ্জন-সহ [illegible] যাহে রঙ্গে
কর্ণধার-নিকুরম্ব প্রবাহি' ক্ষেপণী* ।
সুদূরে প্রবাহবতী-হৃদয় সংদীপি'
বিরাজে রুচির চর, সৈকতিক-তনু ;
ক্ষীরনীরনিধি নীর-পরে ভগবান্
যেমতি অনন্ত-শায়ী সুপ্ত লক্ষ্মীপতি ।
মন্দাকিনী- যথা মন্দাকিনী-তীরে ত্রিদশ-আলয়ে
নন্দন-কাননে রাজে পরম শোভনে
দেব-ভূমিরুহ-রাজি-রাজী, নিমণ্ডিত
কুসুম-স্তবক-ভারে, সুধা-পূর্ণ-ফলে,
মরকতময়-পত্রে, প্রবাল-বিটপে,—
কল্পবৃক্ষ,—সন্তানক, কনক-কুসুম,—
চারুগন্ধময় হরি-চন্দন,—বিপুল-

---

* 'ক্ষেপণী'—নৌকাদণ্ড, দাঁড়।

সুশীতলচ্ছায়াদায়ী চৈত্যক,—নিকুঞ্জ
কল্পবল্লী-বধূব্রজ-আশ্রিত, মণ্ডল,—
রাজি'ছে তেমতি আজি নীচগা-রাজির
উভয়োপকূল কিবা সমলংকরিয়া,
উপারণ্য-স্থলী, চির-হরিত-বরণা,—
লোচন-সুভগ-কান্তি মঞ্জু কুঞ্জ পুঞ্জ;
হরিত-সাগর-সম, নির্ব্বাত-নিকম্পা,
অদূরে প্রান্তর-ভূমি ধূ-ধূ করে কিবা,
বিস্তারি' বিস্তীর্ণ-তনু—সুমহামহিম—
লৌহচক্রপ্রভ-শাল-তালীবন-রাজী-
নীলা-তন্বী-নব-চক্রবালরেখাবধি,
অর্দ্ধনারীশ্বর-সম পৃথ্বী-নভঃ সীমা
যথা মিশা'য়েছে মনোরমতম-রূপে!*
নবীনপল্লব-বস্ত্র উচ্চ-শাখী-কুল
ফুলফল-সুসজ্জিত-শাখা-রূপ ভুজে
স্পর্শিতে উদ্যত যেন গগন-মর্য্যাদা,
হিম-বারি-বিন্দু-বীথী মুক্তামালা গলে।
সুধীর-সমীরে দুলে লতিকা-বীথিকা,
মৃদু-বিকম্পিত-নব-কিশলয়চয়া,
ললিত-নর্ত্তকী যথা নর্ত্তন-নিরতা,

* তরঙ্গশূন্য হরিদ্বর্ণ সাগরের ন্যায় নবতৃণপূর্ণ স্থানিক প্রান্তরভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে। সুদূরস্থিত শালতালাদি বৃক্ষময় বনশ্রেণীতে আপাততঃ দেখিতে নীলবর্ণ, সরু এবং চতুর্দিকে লৌহচক্রবৎ গোলাকারে পরিদৃশ্যমান (চক্রবাল) দিগ্বলয়-রেখা পর্য্যন্ত ইহার সীমা সুদৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থলে ঠিক অর্দ্ধাঙ্গ-হরপার্ব্বতীর মত আকাশ এবং পৃথিবীর প্রান্তভাগ একত্রিত হইয়া গিয়াছে।

সুসাজি' মুকুল-কুলে, অর্দ্ধবিকশিত।
কুসুমবাটিকা অদ্য অতি-সুষমিত,
বহুবিধ-ফুলকুল স্তবকশঃ ফুটে,
সুবিমলোজ্জ্বলতম, অতীব-পেশল :—
কষিত-কনক-কান্তি কম-সূর্য্যমুখী
প্রকৃতি-কর্ণাবতংস,—পদ্মরাগ-প্রভ-
স্থলজলারুহ-দলী-ফুল্ল-সূর্য্যমণি,
অপরিমত্ত, স্ব-রূপে সতৃষ্ণ-লোচনে
নেহারি'ছে খর-করে, যথা প্রৌঢ়-যোষা
স্ব-নাথে, নিগূঢ়প্রেম-নিগড়-নিবদ্ধা :
অমর-অঙ্গনা-কম-কপোল-প্রতিমা
অগণ্য পাটলা ফুটি' বিকাশি'ছে বিভা ;
অশোক-কুসুম, কান্তা-চরণ-দোহদ,*
সান্দ্র-শোণবর্ণ, ফুটি হরি'ছে নয়ন
স্তবকশঃ, সংযোগীর অশোক বর্দ্ধিয়া,
বিয়োগীর শোক' দিয়া গুরু-শোক-ভারে ;
গন্ধশূন্য, কান্তিমান্ কর্ণিকার রাজে
(প্রকৃতির সৌবর্ণিক-† শ্রবণ ভূষণ)
লব্ধশাটি-পটাবৃত নির্ব্বিদ্যাসভ্যে
সুরূপ-মানব যথা সুধী-সভাতলে ;
সৌবর্ণ্য-কিরণ মাখা চম্পক-কলিকা

* কামিনীর চরণাঘাতে অশোকে মুকুলোদগম হয়, এটী একটী কবিপ্রসিদ্ধ বাক্য।
'পাদাঘাতাদশোকঃ বিকশতি * * * দোহদম্।'—
—সাহিত্যদর্পণম্।

† সুবর্ণ-নির্ম্মিত।

কামিনী-অঙ্গুলী-রুচি-মদ বিনাশি'ছে;
কুরুবক-কুসুমের কুল পরিগ্রহি'
সুবিমল মধুরিম হাস, আকুলি'ছে
মধুলোভী মধুকর-নিকুরম্বে, অহো!—
মধুগন্ধ-অন্ধ আজি পিয়ে মকরন্দ
প্রসূন-লতার প্রিয়-অতিথী ষট্‌পদ
দ্বিরেফ-গেহিনী-* সহ প্রমত্ত-অন্তরে,
শ্রবণ-রমণ-স্বনে গুণ গুণ গুঞ্জি',
যথা যুবা প্রিয়া-সহ এক পানপাত্রে
পিয়ে কাদম্বরী-সুরা বিপুল-পুলকে,
আকুল-মরম-জন-প্রেম-বিনিময়,
অমর-মিথুন কিম্বা অমৃতে যেমতি।
বন্দীবৃন্দ যথা গাহে নৃপ-গুণ-গীতি
রাগ-বীণা-তানে ধরাধীশ-প্রাসাদের
সুমহার্হ-কাঞ্চনের-রঞ্জন-তোরণে,
মধুর ঝংকরি' মধু-মক্ষিকা-কদম্ব
বিবিধ বিকচ-ফুল-কুলের সদনে
সংগ্রহি'ছে মধুরাশি অবিশ্রাম-শ্রমে।
দেখা'ছে দৃষ্টান্ত লোকে ভাবি-সঞ্চয়ের,
পরমোপকার যাহে অভাবের কালে।
প্রবর-ভূষণে ভূষি' প্রজাপতি-কুল
নাচি' নাচি' বেড়াই'ছে প্রতিপুষ্পোপান্তে,
আশ্বিনে শারদোৎসবে নটরাজ যথা।

* 'দ্বিরেফ-গেহিনী'—ভ্রমরী।

রজঃ-পুঞ্জ নভো-মার্গ ব্যাপি' বিতানি'ছে ;
সংফুল্ল অনেক-বিধ লতিত-কুসুম
উচ্ছ্বাসি'ছে অনর্গল পরিমল-রাশি,
মদন-রঙ্গণে যথা শ্বাসে কামপ্রিয়া,
স্পর্শি' বায়ুর দেহ : আনন্দ-সন্দোহে
ভ্রমি'ছে সমীর-রাজ, সরস-বসন্তে
যথা সুবাসিত-অঙ্গ-আমন্দান যুবা।
পূর্বিকাল-কাল-অবগুণ্ঠবর্তী, বুঝি,
সরোজ কুমুদিনী-বধূ, বিরহ-শালিনী,
অভ্রান্ত ইঙ্গিত দেয় ঋতু সমীরণে।
মাধবী প্রেমভরে বল্লী দুলি'ছে সুরঙ্গে,
চারু-সহকার-শাখে বিজড়িত লীলে
রঙ্গিণী রসিক আত্মা কান্ত-অঙ্কে যথা,
বিপুল-পুলক-পালি-সংকলিত-তনু,
পুষ্পিত-যৌবনবতী, কনকা-ভূষণী,
শারদ সাজি' কেলি করে আলিঙ্গন পাশে।
মাধবী, * মাধব-সখী, মাধুরী ধরিয়া
মধুগন্ধে মধুকর মনো-বিমোহি'ছে,—
অশোক-বিটপীবরে স্ব-সমাশ্রয়ি'ছে,
চারু-ফুলদামান্বিতা, নবদলাংশুকা,
যথা বরাঙ্গনীবালা স্বয়ং-বরা,
অন্বেষি' পতিরে বরে অর্পি' গলে মালা।

* মাধবীলতা বসন্তে এবং মালতীলতা শরতে কুসুমিত। হয়—ইহা কবি প্রসিদ্ধি বলিয়া গৃহীত হইল।

মলয়-অনিল-সঙ্গে লবঙ্গ-লতিকা
রজস্বলা-বধূ-প্রভ গ্রহি'ছে বিগ্রহ।
মাকন্দ-মুকুলে মধু পিয়ে ভৃঙ্গবৃন্দ
অনিন্দিত-স্বনে নব্য অনিশ গুঞ্জরি'।
ক্ষরিত-মরন্দ-ধারা মাখি' গন্ধবহ,
নিষ্টগন্ধ বহি', অহ, বহে ইতস্ততঃ।
পিয়াল-তমাল-শাল-পরাগ প্রচয়
প্রবাহ-প্রতিম উড়ে, আবরি' অম্বর,
বনস্থল মধ্যভাগ দিবসে আঁধারি'।
হরীতকী- বিভীতকী-আমলকী-আদি
চারুতর ফল-ফুলে শোভি'ছে বনানী :—
সন্তানক-সহ, শমী কেসর-কুসুম
সামন্ত মুকুট করি', সাজি'ছে অটবী ;
শিরীষ প্রসূন তাহে ললাটে তিলক ;
শোভিছে শাল্মলী-ফুল, কর্ণাবতংসক ;
অশেষ-বিহঙ্গরুত, কলকণ্ঠস্বর ;
উড়ি'ছে কুসুম-রেণু পবন-বাহনে,
ছুটি'ছে মধুপ-পালি তা'র মধ্য-দিয়া,
ধূসরিমা-কালিমার সমবেত-লক্ষ্মী
অটবীর পট্টবাস-সম বিশোভি'ছে,
সুন্দর সুনীলচিহ্ন-সমনুরঞ্জিত ;
কান্তাস্যাসবদোহদ * বকুল-গুচ্ছিকা

---

* কামিনীর মুখাসবে বকুলের মুকুলোদ্গম হয়,—ইহা একটী সুন্দর বাক্যময়খ্যাতি।
বিকসতি বকুলং যোষিতা-মাস্য-মদৈঃ" !—বিশ্বনাথঃ।

গাহি'ছে রুচির-ঘন-পীন-স্তন-রুচি ;
কিংশুক-কুসুমাবলী, ঘন শোণবর্ণা,
নখক্ষতচিহ্নচ্ছবি বনস্থলী-স্তনে।
প্রভাতের বন্দীরূপে বিহঙ্গম-সংঘ
গাহি'ছে বন্দনা-গীতি নিকুঞ্জ-কুটীরে :
মুহুর্মুহুঃ 'কুহুকুহু'-কল-কাকলীতে
চুতলতা-চিরশ্যাম-দল-মধ্যান্তরে
আবরি' আপন-তনু, কল-কুহুকণ্ঠ,
মদনের প্রিয়দূত, ঘোষি'ছে সহর্ষে
ঋতুকুল-অধীশ্বর-বিজয়-ঘোষণ।
মাধবী-বিতানে বসি' বধূকণ্ঠকুহু
ডাকি'ছে করুণ-স্বরে,—'বধু! কথা কহ';
ভামিনী মানিনী কি, রে, ভাবের গুমরে!—
তাই পাখী সাধি'ছে কি চরণে পড়িয়া ?
মধুপায়ী বিহঙ্গম, * রসিক-গ্রামণী,

* এইটিকে একটি কবিকল্পনা-বাক্য কহিলেও বিশেষ হানির সম্ভাবনা নাই ; দ্রষ্টব্য ১ স, ২২০ পং এবং ১১ স (১৮০-১৮৯) পং।

এই আভাস ঠিক নিয়োজিত স্থলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে [illegible] "In a description of a Persian garden, the opening buds smile, the rose spreads forth all her charms to the intoxicated nightingale (রসমত্ত-গায়ক বা বিহঙ্গ-গায়ক, Philomela (মধু-প্রেমা) * * * * The nightingale seems to lament the inconstancy of the rose, and to remember that the wintry blast will soon scatter her now-blooming leaves."—*Hon. M. Elphinstone.*

অধুনাতন কোন কোন দূরদর্শী কবি-কর্তৃক ইহা এতদীয় কবিত্ব-মধ্যে সুকৌশলে সমানীত হইয়াছে :—

"পুষ্প-বন্ত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় কাননে,
মত্ত "মধু-পায়ি"-দল ধাইল ত্বরা করি,
জাগিল বিহঙ্গকুল : ভাঙ্গিল বিভাবরী" ।—স্বপ্নপ্রয়াণ।

ফুলকুলমধুপদ-নটচক্রবর্ত্তী,
নবীন-প্রবাল-দল-স্থিত হিম-নীরে
অবগাহি' দেহ, পদ্ম-বকুল-শিরীষ-
কুরুবক-অতিমুক্ত-আদি সুকুসুমে,
সংফুল্ল, অশেষবিধ, উদর প্রপূরি'
প্রভূত-প্রসূন-রস প্রপিয়ে প্রমোদে,
বর্ষি'ছে মধুরস্বন-গীতি-সুধাসার,
কদলীর দলে করি' মনোজ্ঞ আসন,
যথা দেব-সভাতলে গুণী বিদ্যারথী,
অমর-গায়ন-শ্রেষ্ঠ, বাম-বীণাধর।
চারুস্বর শুকপক্ষী শাবগণ-সনে
অটবী যুবতী-চারু-অধর-তুলিত
সুপেলব বিম্বফল ভুঞ্জি', কুতূহলে
বিদারি'ছে তুঙ্গস্তন-স্বরূপী দাড়িম্বে।
তরুণীর সুধাস্বর সমনুকরি'ছে
বিভীতকী-বনে মুদা মদন-সারিকা।
চম্পকের শাখে শ্যামা গাহে গান, যথা
কিন্নর-কামিনী কান্ত-অঙ্কে প্রেম-ভরে ;
পাপিয়া ধরি'ছে তান বকুল-বিটপে,
আমূল-মরম-মনঃ নিমগ্নি' সহেলে
সান্দ্রামোদ-মহোদধি-মহাভঙ্গ-মধ্যে।
তালতরুকাণ্ডে বসি' মুহুর্মুহু ডাকি',
উড়িয়া গগনপথে বসন্ত-বাবুই *

* ইহাকে একটি কবি-সময়-খ্যাতি কহিলে ক্ষতি নাই। ইউরোপীয় 'Sky-lark

দিনদেব-বন্দীরূপে গাহি’ছে, প্রচুর
বর্ষি’ সুধাধারা, তীক্ষ্ণ-তারতর-স্বরে,
যত বেলা-মান বাড়ে, তত সমারোহি
সুদূর-অম্বর-দেশে, রব ঝঙ্কারে।

(lark of the Poets)-র সহিত ‘বনচবাবুই’ নামক পক্ষীর কবিপ্রসিদ্ধ ... অনেক সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমে কাব্যপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সাদৃশ্যটি আবিষ্কার করিয়া বঙ্গীয়-কবিদের দৃষ্টিবদ্ধ করেন —

“ ‘বনচর বাবুই’ ডাকে অতি-উচ্চৈঃস্বরে,
যত বেলা বাড়ে, তত রব বৃদ্ধি করে।” —

অনেক ইংরাজী সুপ্রখ্যাত কাব্যে প্রায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় —

—— ——“Up springs the *lark*,
Shrill voiced and loud, the messenger of morn;
Ere yet the shadows fly, he mounting sings
Amid the dawning clouds, and from their haunts
Calls up the tuneful nations.” – *Milton.*

“The sprightly *lark* with artless lay,
Proclaims the dawning of the day.” – *John Armstrong.*

“Soon as o’er eastern hills the morning peers,
From her low nest the early *lark* upsprings;
And cheerful warbling, up the air she steers,
And singing, soars, and mounting ever sings.” —
Longfellow.

“See, the *lark* prunes his active wings,
Rises to heaven, and soars, and sings!
His morning hymns, his midday lays,
Are one continued song of praise
* * *
When the setting orb of light
Tells him of approaching night,
His warbling vespers swell his breast;
And, as he sings, he sinks to rest.” – *Langhorn.*

অনেকে ইহাকে “ভরত-পক্ষী” কহেন, পরন্তু, এই নামধেয় কোন বিহঙ্গ কেহ কখন অবলোকন করেন নাই, এবং তাহার সহিত Lark-পক্ষীর কোন সাদৃশ্য আছে, কি না, তাহাও সন্দেহ।

তালচঞ্চু*-বিহঙ্গম-গুলি বাঁধি' ঝাঁক,
উড়ি'ছে মণ্ডলাকারে বিন্দুবিন্দুরূপে,

* Swallow.

[illegible] 'চাতক'-শব্দে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, [illegible] Hawk [illegible] সম্যক্ অনুরূপতা অনুপলক্ষিত হয় না। [illegible] Sky-lark [illegible] কবির [illegible] পাখীর [illegible] —এই কবিতাগুলি [illegible] করিলেই উপলব্ধি হইবে।

কবিগুরু [illegible] স্বীয় কাব্যে স্থলবিশেষে চাতকের [illegible] করিয়াছেন, [illegible] Sky-lark [illegible] বিপরীত ভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন

"[illegible], [illegible], পুলকে করিছে গান,
[illegible], জলদ-কাছে [illegible] ছুটি'ছে"!—

কি সংস্কৃত [illegible], কি বাঙ্গালা [illegible] চাতকের [illegible]
[illegible] হয় নাই:—

"[illegible] 'চাতক'-পক্ষি-[illegible]
[illegible],
[illegible], [illegible]-
[illegible]" !—ঋতুসংহার।
"[illegible] 'চাতক'-[illegible]" ;—(১)
"[illegible]" !"—(২) মেঘদূত।
"[illegible] কবি' [illegible],
[illegible]! * * * *
'চাতক' চাহি' তিয়াসল অম্বুদ!"—বিদ্যাপতি।
"[illegible] 'চাতক' জল মাগে জলধরে" !—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।
"[illegible] 'চাতক' পাতকী [illegible] ডাকে,
তৃষ্ণা যায় মরীক,—'ফটিক জল' ডাকে" !—রামপ্রসাদ সেন।
"[illegible] চক্‌মকী; [illegible] মক্‌মকী; * * * *
ময়ূর-ময়ূরী নাচে; 'চাতকিনী' পিউ যাচে" !—ভারতচন্দ্র রায়।
"যথা 'চাতকিনী' কুতুকিনী ঘন-দরশনে" !—মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
"জলদে জলদ-ডাক, বরষার মহাজাঁক, * * * *
আনন্দে তড়িত নাচে, 'চাতকিনী' প্রাণে বাঁচে" !—(১)
"'চাতক' জলদে ডাকে,—'জলদ! দে জল'!"—(২) ঈশ্বর গুপ্ত।

(ভাসি'ছে দহের জলে যেন ফুল-রাশি;)
সুদূর-বিশ্রুত চারু মৃদু-স্বনে ডাকি',
যেন নাক-তলে ভূমা-প্রেমামোদ-মগ্ন
দিবৌকসবৃন্দ মত্ত ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তনে।
ঋতুগণ-সার্ব্বভৌম আজি বিরাজি'ছে
সুমহামহিম-রাজাধিরাজ-প্রতিম
প্রাসাদ-স্বরূপী বিমঞ্জুল-লতা-বেশে,—
অভিনব-সমুৎফুল্ল ফুলের বীথিকা,
তোরণ-হসন যথা মাঙ্গল্য-মালিকা;
বকুল-গুচ্ছিকা—ছত্র; শিরীষ—চামর;
সুকান্ত কার্ম্মুক-খান—কিংশুক কুসুম,
ভ্রমরের শ্রেণী তাহে অমোঘ-শিঞ্জিনী;
প্রবরবিশিখ—আম্রী-মঞ্জুল-মঞ্জরী;

"প্রখর প্রতাপ ধরি' ব্যোমতলে জ্বলে ভানুমান • • •
'চাতকের' ভয়ে কাঁপে প্রাণ" ।—(১)
"দারুণ পিপাসাকুল-'চাতক' যাচক-কুল
শব্দ করে সুবিপুল, পরিম্লান বদনে" ।—(২) ঋতুসংহার।
"'চাতকী' আমি, স্বজনি! শুনি' জলধর-ধ্বনি,
কেমনে ধৈরয ধরি' থাকি, লো, এখন" ?—(১)
"উড়িতেছে 'চাতকিনী', শূন্যপথ-বিহারিণী,
জয়ধ্বনি করি' ধনী,—জলদ-কিঙ্করী" ।—(২) ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
———'নাদিল জলধর,'
'চাতকিনী' জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্যপথে, হেরি' দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহ-বিধুরা বালা, ধায় তা'র পানে" ।—মা, মধুসূদন দত্ত।

সং, কৃ, ত কাব্যসংগ্রহে পূর্ব্ব ও উত্তর "চাতকাষ্টক" নামক, উদ্ভট শ্লোক ষোড়শতয়ে ইহার লৌকিক বৃত্তান্ত সম্যক বিবৃত আছে।

বিপুল ফলকবর—অশোক-স্তবক ;
কেসর—কনক-দণ্ড, সুকেসরশালী ;
সংযোগী-লোচন-রম্য কর্ণিকার—কুন্ত,
প্রবাসি-পথিকবধূ-জন-ভয়দায়ী,
ঘোর-দরশন, অহ ! বিরহি-নয়নে ;
কমনীয় কেতু-রাজ—মুগ্ধ মধুক ;
পিয়াল-তমাল-শাল-রেণু—চন্দ্রাতপ ;
বিজয়-লাঞ্ছন-লক্ষ্মী—কৌস্তুভ-মাধুরী ;
মদন, ভুবন-জেতা,—সখা, সেনানাথ ;
মনোজ-মোহিনী রতি—প্রিয়-পার্শ্বচরী ;
মৃদুল অনিল-রাজ, মলয়-আলয়,—
ঘননীল*-মদোৎকট-মাতঙ্গপ্রবর ;
পরপুষ্ট—বার্ত্তাবহ ; মধুপ—মাগধ ;
বিমঞ্জু-গুঞ্জনা মধু-মক্ষিকা—গায়িকা ;
প্রজাপতি—বৈহাসিক ; মধুপায়ী—নট ;
সুভগ বিহগ-ব্যূহ—বাদিত্রিক-দল ;
অনিল-চালিতা লতা—ললিতা নর্ত্তকী।
　যেমতি যামিনী-মুখে তারকা-বীথিকা
অমল-অম্বরে উদি' সুললিত শোচে,
তেমতি, সুস্বচ্ছ-মানসকাসরসম-
সরসী-সলিলে বাম বিকসি', হাসি'ছে,
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকি' স্ব-আকৃতি,

---

* ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকেরা বায়ুর বর্ণ নীল মীমাংসা করিয়াছেন ; এবং অস্মদীয় পৌরাণিকবৃন্দ-কর্ত্তৃক পবন-দেবের ধ্যান-মন্ত্রে তাঁহার মূর্ত্তি নীল, কোন মতে পীত বর্ণ বলিয়া সংবর্ণিত হইয়াছে।

নিকষকষিত-জাম্বুনদ-অঙ্গ জিনী,
প্রাচী-আশা-শোভী দিনমণি সমুদিত
হেরি', (কান্তে সানুরাগ-মতি সতী যথা)।
বিন্দু-মকরন্দ-পান-আশে মধুব্রত
রগড়ে ঝগড়ে ভৃশ মধুমক্ষী-সহ,
অবিরাম বিগুঞ্জিয়া গুনগুনস্বনে,
ধনিক-সভায় বঙ্গে দ্বিজব্রজ যথা *
শাস্ত্রালাপরত স্ব-স্ব-প্রতিষ্ঠাস্থাপনে।
লোচন-চাঞ্চল্য-লক্ষ্মী গঞ্জি' বনিতার,
নয়নরঞ্জনরূপে খঞ্জন-খঞ্জনী
নাচি'ছে নলিনীদলে মঞ্জুলনর্ত্তনে,
ত্রিদশেন্দ্র-সভাতলে কিন্নরমিথুন
হল্লীষ লাসয়ে যথা তত্ত্ব-ওঘ-ঘনে। †
এ'-দিকে প্রমোদহীনা কুমুদিনী কাঁদে,
দলরূপবাসে এবে মুদিত-বদনা
অলিরূপ অশ্রু ফেলি' বিধু-অদর্শনে,
প্রোষিতপতিকা যথা প্রিয়পতিতরে।
নিকষপাষাণ-সুকষিত-কনকাভ,
রামাহৃদয়জোপম, ‡ পরম-প্রমোদে

* "স্বজাতিপরিহন্তারঃ সিংহাঃ,-শ্বানো,-দ্বিজা,-গজাঃ"।—

† 'হল্লীষ'—স্ত্রীদিগের সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্য, রাসক্রীড়া। 'তত্ত্ব-ওঘ-ঘন'—ত্রিবিধ নৃত্য :—'তত্ত্ব'—বিলম্বিত নৃত্য; 'ওঘ'—দ্রুতনৃত্য; 'ঘন'—মধ্যম (দ্রুতবিলম্বিত) নৃত্য।

‡ কামিনীর স্তনের ন্যায় আকার ও বর্ণ-বিশিষ্ট। চক্রবাকের নিশাতে প্রিয়া-বিরহ, এবং দিবসে প্রিয়া-সম্মেলন,—কবিকাল-প্রসিদ্ধি বলিয়া প্রবাদ আছে।

বিহঙ্গ রথাঙ্গনামা প্রমাতি' কেলি'ছে
দীর্ঘবিরহের পরে প্রিয়ার মিলনে,
মৃদুল-মৃণালদণ্ড, সুধা-ধবলিম,
কান্তার দোহদ-ক্রিয়া নির্ব্বাহি'ছে নমু
প্রদিয়া সাদরে যত্নে দয়িতা-বদনে।
সারস-কাদম্ব-কল-কারণ্ডব-সংঘ
সন্তরি'ছে স্বস্ব-প্রিয়া-সনে কলরবে ;
বলাকা-বীথিকা চারু চরে তীরে ধীরে ;
পতিরে মিলিতে দেখি' কমলের বনে
ভাবি'ছে সোৎকণ্ঠে মঞ্জু-গমনা মরালী।
অভিনব যব-কলি, অতি সুগঠিত,
সৌবর্ণ্যিয়া ক্ষেত্রভূমি, লোকনরমন,
ঈষত্ বিসারি' দল, সুপরিশোভি'ছে।
নবসৌরকর-স্পর্শে সুরঞ্জি' শরীর,
সুদূরে শৈলের সারি, পৌরট-টোপর
আদধান শিরোদেশে, রাজে বর-সাজে,
সংপিহিত পরিচ্ছদ; আ-চির-হরিত ;
নিরম্বু মদম্বুদালী* (কম-অরুণিম)
সংবেষ্টি' শিখর-দেশ পরিভ্রমে, যেন
আন্দোলে উত্তরী-বাস মারুত-হিল্লোলে।
সরস দরশ পা'য়ে দেব দ্যুমণির
রবিকান্তমণিকর ক্রমশঃ সোল্লাসে.

* নির্ঝরগর্ভ-জলাশয়-শ্রেণী।

গিরির নিতম্ব-দেশে তেজঃ সমর্পি'ছে,*
বিপুলনিতম্ববিম্বে যথা যুবতীর
প্রবর-হীরককর স্বভূষে মেখলা।
কলধৌত-লেখা-প্রভা পার্ব্বতী তটিনী
বহি'ছে সতীব্রগতি, যজ্ঞসূত্ররূপে
অদ্রির সমলঙ্করি' মনোজ্ঞ-বিগ্রহ।
উৎসরাজী বিকীরি'ছে আঁখিহর ঝলা;
শীকরনিকর উঠে অবিরাম-রয়ে,
সৌর-করে প্রতিবিম্বি' সহস্রধা হ'য়ে,—
অগণ্য প্রবর-রোচিঃ স্বচ্ছ-মুক্তাফল
—নাগবধূ-স্থকবরী-শোভি-মণি-নিভ—
ল'য়ে যেন কোন ঐন্দ্রজালিক খেলি'ছে।
গিরি-প্রস্রবণ-রাজ প্রবাহি'ছে বেগে,
প্রধাবয়ে যথা শিশু, কেলিপরায়ণ;
পাড়ি'ছে পয়ের ধারা প্রভূত-প্রপাতে,†
সমুল্লঙ্ঘি' তুঙ্গতম-শিলারোধ খলু,
অজস্র-ঝর্ঝর-স্বরে শ্রবণ-বর্ত্মের
তৃপ্তি প্রদানি'; উদ্গীরি'ছে বাষ্পরাশি,
অনিশ দিগন্ত ব্যাপি', দর্শন-সুভগ
শুভ্রাম্ভোদখণ্ড যথা শারদ-বিয়দে,—
মার্ত্তণ্ডময়ূখোজ্জ্বল-চারু-মৌলিতটে

* সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যদর্শনে প্রফুল্ল হয়; সূর্য্যের সহিত সূর্য্যকান্তমণির সৌহার্দ্য একটী কবিসময়গত প্রবাদ বলিতে হইবে।

† 'প্রপাত'—Cataract, cascade, water-fall.

প্রতিকলে সুবিনির্ম্মি' সুরেন্দ্র-কার্ম্মুক
শতশঃ, অশেষবিধ-বর্ণ-বিমণ্ডিত,
যথা দিবৌকস-ধামে দ্বারশিরোদ্যোতি-
সুমহার্হ-জাম্বূনদ-জালেয়-তোরণ,
নানা-রত্নমণিগণ-দাম-বিখচিত ;
তুলাস্তোমতুল্য ফেণ-রাশি নাচি' নাচি'
চলি'ছে ধাইয়া দ্রুতে, সৌরকরে হাসি'।
দেবগৃহ-পদদেশ বিধৌতি', বহি'ছে
আশ্রমের পার্শ্ব-দিয়া, চারু নির্ঝরিণী,
গিরিকুঞ্জ-উপাটবী-প্রান্তর-কান্তার-
মাঝারে পশি'ছে পরে অবিরাম-গতি,
সমদা প্রমদা যথা নাথ-সমাগমে,
মৃদু-বীচীরবে গাহি' প্রেমগীতি যেন।
   পরদার-গুণমুগ্ধ-মূঢ়জন-প্রায়
আরণ্য বারণ-ব্রজ মাতি' ফুলবাসে,
বিপুল-বিগ্রহ, গিরি-নির্ঝরে ক্রীড়ি'ছে,—
সপ্তদ্বারে* মদ ক্ষরে সপ্ত-অবয়বে ;
পদ্মগন্ধি-জল দেহ'-পরে ছিটাই'ছে
করেণু-করভ-ব্যূহ, প্রমোদে প্রমাতি',
তীরস্থিত-ভদ্রদারু-বন-অভ্যন্তরে।
   উপত্যকা-ভূমে শোভে উপারণ্য-রাজী
'বৈভ্রাজ'-বিপিন-নিভা ; ক্ষুদ্র-হ্রদাবলী,

---

* "করাৎ, কটাভ্যাং, মেঢ্রাচ্চ নেত্রাভ্যাঞ্চ মদক্ষতিঃ"।—

[illegible]-সরসী-সম-স্বর্ণকঞ্জবতী,*
প্রকৃ[illegible]র্পণচ্ছবি-তড়াগ কোথাও
প্রকাশি'ছে রামবিভা নভো-বিম্ব-পাতে,
যেমতি 'দক্ষিণাপথে' সরোবরা 'পম্পা',†
হাঁস-কারণ্ডবাকীর্ণা, উৎপল-মালিনী,—
'অচ্ছোদ'-দীর্ঘিকা, কিম্বা, স্বচ্ছ-স্বাদূদকা,
রজত-কহ্লারবতী, 'সুগন্ধমাদনে,'—
অথবা 'উত্তরাপথে' সরঃ 'অরুণোদা',
প্রবালকলিতদল-কোকনদদাম-
রামবিভূষণা,—কিম্বা, 'নন্দন'-কাননে
'অসিতোদা', অলি-নীল-কুবলয়বতী‡ ।
চিত্রবর্ণ অজাযূথ-সহ মেষরাজী,
তুষার-সুশ্বেত-কম-লোম, দলেদলে,
স্থলী-হ'তে শ্রেণীক্রমে চলি'ছে প্রান্তরে,
ডাকি' স-উৎসবে, যথা দুর্গদ্বার-হ'তে

* 'কঞ্জ'—কজ, জলজ, পদ্ম ।

† পুরুঘাট ও নীলগিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতবর্গ [illegible] 'মলয়' ও 'ঋষ্যমূক' নামে কথিত হইত; এই স্থল কাবেরী নদীর উৎপত্তি স্থান। ঋষ্যমূক সন্নিহিত প্রদেশের উত্তর ভাগে কোন ক্ষুদ্র হ্রদকে 'পম্পা' কহিত।

‡ "বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে, দক্ষিণে গন্ধমাদনম্,
বৈভ্রাজং পশ্চিমে, তদ্বৎ উত্তরে নন্দনং স্মৃতম্।—(২৪)
অরুণোদং, মহাভদ্রম্, অসিতোদং, স-মানসম্,—
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা।"—(২৫)
বিষ্ণুপুরাণম্, ২ অংশঃ, ২ অঃ।

মানস সরোবর, পাকিঁ, সরমক, কোকনর, টেঙ্গিরজ ইত্যাদি যে সকল হ্রদসমূহ কৈলাস, চীন এবং তাতারের মধ্যে আছে, এ' হ্রদে সে' সকলই প্রতীত হয়।

বাহিরি' সৈনিকগণ সমর-উৎসাহে,
ভীম-যোদ্ধৃবেশে ভূষি', ধায় রণাঙ্গনে,
বিচিত্র সঙ্গরবাদ্য-স্বরে পূরি' দেশ;
গো-ব্রজ গোষ্ঠের পানে চলে পালেপালে
'হাম্বা'-রবে; বৎসচয় উল্লম্ফি' সঘনে,
ক্রীড়ে ইতস্ততঃ হর্ষে; সুদীর্ঘ বিষাণ
চলি'ছে চারণ-ভূমে মহিষনিবহ।
রাখালনিচয় চলে আগুপাছু হ'য়ে,
চারণী-যষ্টিকা হস্তে, গাহি' গ্রাম্যগান।
সুপ্ত উচ্চ-প্রতিধ্বনি জাগি', নাচি'নাচি',
ব্যাপি' পল্লী-বনস্থলী-কান্তার তটিনী,
অবশেষে মিশাই'ছে দূর-নভঃপথে।
ক্ষেত্রোদ্দেশে হল স্কন্ধে কৃষক-কদম্ব
ধুরবহ-বলীবর্দ্দ-সংহতি যাই'ছে।
সুধাশ্বেত সদ্যোজাত, গোপগণ স্কন্ধে
হৈয়ঙ্গবীনের ভার বিহঙ্গিকা করি',*
চলে হট্টে; নগরীতে আভীর-গেহিনী
গাহি' নিত্যাভ্যস্তগান, দুগ্ধভাণ্ড কক্ষে,
যথা দেব মুরজিত্ অব্ধি-মন্থনের
শেষকালে ধরি' দিব্য-মোহিনী-মূরতি,
অমৃত বাঁটিয়া দিতে দেবদৈত্যদলে
চলিলা, করিয়া কাঁখে পীযুষ-কলস।

* 'হৈয়ঙ্গবীন'—নবনীত। 'বিহঙ্গিকা'—ভারযষ্টি, বাঁক।

জীবিকা-রক্ষার তরে যায় জনগণ
যে' যা'র স্বকার্য্য-বৃত্তি সম্পাদিতে কিল।
  সস্নেহ-দৃষ্টিতে চাহি' ডাকেন তনয়ে
যথা মাতা, চির-স্নেহময়ী মৃদু-হাসে
স্বকোমল-কোলে, নিত্য-নিরাপদাশ্রয়,
আহ্বানি'ছে জনগণে পশিতে অন্তরে
প্রভাত-সৌন্দর্য্য-মৃদু-মধুর-হসিত
মনোজ্ঞ আশ্রমরাজী, অনিন্দ্য-দর্শন,—
শান্তির বিরামাবাস,—তপশ্চরণের
বিজনবসতিস্থলী,—চিরপ্রিয়স্থান
বৈরাগ্যের,—মুমুক্ষুর মুক্তি-মার্গ,—
পরিব্রাজকের তীর্থ,—ভজক-জনের
গুরু-গৃহ,—মুমূর্ষুর পূত স্বর্গ-ভূমি,—
অর্চ্চকের দেবসদ্ম,—সুপবিত্রতার
নিত্য-ক্রীড়াভূমি,—বানপ্রস্থের আলয়,—
ঋতুকুলাধীশ্বরের রম্য রাজধানী,—
ব্রহ্মচর্য্যকের রঙ্গভূমি,—ধর্ম্মের
আদি-স্থান,—ভারতীর কেলি-কুঞ্জস্থল,—
প্রমোদভবন প্রকৃতির,—ধরণীর
শিরঃ-সমলংকরণ,—সমুৎপত্তিস্থল
আদিম-যুগের,—আদি-সৃষ্টি স্রষ্টীশের,—
সংসার-সুপীড়িতের পরম-শরণ।
  স্নান-পূজা-স্তবপাঠ করে দ্বিজব্রজ।
দেবগৃহে সমর্চ্চনা আরম্ভি'ছে সবে।

বাজি'ছে বিবিধ-বাদ্য সংগীত-সংহতি,—
মুরজ-মন্দিরা-বীণা-মুরলী, রসাল,
স্বর্গে দেবসভাতলে বহুবাদ্য যথা।
অশেষ-ভকতি-ভরে প্রণমি'ছে ভক্ত
দেব-প্রতিমার পদে মুক্তি-বাঞ্ছা করি',
কেহ স্বেষ্ট-সিদ্ধি-তরে, দণ্ড-সম পড়ি'।
কল্পনারে স্ব-সঙ্গিনী করি' কুতূহলে,
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, জড়মূঢ়বুদ্ধি,
বরাহনগরবিশ্ব-মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থল-
ষষ্ঠীতলা-সত্যলোক-আলোকস্বরূপী,
স্ব-সংসারমার্গ-গর্ব্ব-গৌরবের ভূমি-
'ভার্গববিজয়-কাব্যে' অদ্য বিরচিল
'প্রাতঃ-সংবর্ণন'-নাম তৃতীয়-উচ্ছ্বাস,
অশেষ-ভকতি-ভরে ভারতী-চরণ
হৃদয়-সরোজবরে সংস্থাপি' সযত্নে,—
ভো ভো বঙ্গ-সুকবীশ-বরেণ্য-নিবহ!
শ্রবণবিবর-বর্ত্মে অনুগ্রহ-সহ
স্থান দেহ এ' কথায়,—এই ভিক্ষা মম।

ইতি 'ভার্গববিজয়-কাব্যে'
'প্রাতঃ-সংবর্ণন'-নাম
তৃতীয়-সর্গ।